(Registered No. C, 492.

THE BUSINESSMAN.

কাজের লোক

Edited by S. P. Chatterjee.

১৬শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।	New Series, March, 1922,	নূতন সংস্করণ। মার্চ্চ, ১৯২২।	Vol. XVI. No 3

সূর্য্যকুমার নাথ ও গণেশচন্দ্র নাথ

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

২৯ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, (মুর্গীহাটা) কলিকাতা।

১। আমরা স্কুল পাঠ্য যাবতীয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ও ব্যাখ্যা পুস্তক বিক্রয় করিয়া থাকি। তদ্ভিন্ন নানা প্রকার এটলাস, গ্লোব, মানচিত্র, রামায়ণ, মহা ভারত, চিত্র পুস্তক প্রভৃতিও আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

২। শিক্ষক, ছাত্র ও ব্যবসায়ীদিগকে আমরা পাইকারী হারে কমিশন দিয়া থাকি, সাধারণ ক্রেতাগণকেও যথেষ্ট কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পি, ডাকে কিম্বা রেলওয়ে পার্শেলে পাঠান যায়। নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

নূতন গ্রাহকের সুযোগ।

নূতন গ্রাহক মাত্রেই কাজের লোকের মূল্য ২॥০ এবং মাত্র ॥০ অধিক দিলেই ১৯১৪ সালের ৩৲ মূল্যের একখানি "কাজের লোক" হাতে হাতে পাইবেন। মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে। ম্যানেজার, কাজের লোক।

EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertaken for all British and Continental goods including Books and Stationery,
Boots, Shoes and Leather,
Chemicals and Druggists' Sundries
China, Earthenware and Glassware,
Cycles, Motor Cars and Accessories,
Drapery, Millinery and piece Gooes,
Fancy Goods and perfumery,
Hardware, Machinery and Metals,
Jewellery, Plate and Watches,
Photographic and Optical Goods,
Provisions and Oilmen's Stores,
etc., etc.

Commission 2½% to 5%.
Trade iscounts allowed.
Special Quotations on Demand.
Sample Cases from d£10 upwards.
Consignments of Produce Sold on Accoun

WILLIAM WILSON & SONS
(Established 1814),
25, Abchurch Lane, Lodon,

উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম এবং পূজার নূতন রেকর্ড।

উৎকৃষ্ট সীজন্ করা কাষ্ঠের প্রস্তুত—সুরলয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা সুর বাঁধা—বাজারে হারমোনিয়ম নহে, এই বিশেষ কথাটী স্মরণ রাখিয়া অগ্রে আমাদের হারমোনিয়ম দেখিবেন, তবে অন্যত্র যাইবেন। প্রত্যেক হারমোনিয়মের সুরের জন্য ২ বৎসর গ্যারান্টি দেওয়া হয়।

গ্রামোফোন ও রেকর্ড

বিবিধ প্রকারের নূতন রেকর্ড ও গ্রামোফোন সর্ব্বদাই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্রামোফোন মেরামতের কাজ।

মেশিন পার্ট এবং মেন স্প্রিং যুদ্ধের জন্য দুর্ম্মূল্য হওয়ায় অনেকে মেশিন মেরামত করিতে পারেন নাই। আমাদের এখানে হারমোনিয়ম ও কলের গানের মেশিন মেরামতের উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। আপনার মেশিন মেরামতের জন্য পাঠান, অল্প সময়ে, সুলভে মেরামত হইবে।

১৫৲ টাকার অধিক মূল্যের অর্ডার একত্রে পাঠাইলে পোষ্টেজ এবং প্যাকিং ফ্রি।

গ্রামোফোন পিন—প্রতি বাক্স ৸০, জাপানী ।৵০, জোনোফোন পিন ।০ বাক্স। পাইকারী দরের জন্য পত্র লিখুন।

এন্, বি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স,
১, সি, বেন্টিক ষ্ট্রীট (মার্কেন্টাইল বিল্ডিং) কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন ।

শিশি, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় অদ্য তারিখ হইতে বাধ্য হইয়া এক গ্রোস জবাকুসুম তৈলের মূল্য ১০৮৲ একশত আট টাকা, এক ডজনের মূল্য ৯৷৹ সাড়ে নয় টাকা ও তিন শিশির মূল্য ২৷৹ আড়াই টাকা ধার্য্য করা হইল। এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা রহিল।

কবিরাজ শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন ।
ম্যানেজিং ডাইরেক্টার ।
সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড ।
২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট—কলিকাতা ।

খোকসিনা অদ্বিতীয় বৈদ্যুতিক বেদনানাশক মালিস

• • • যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক "খোকসিনা" ২।৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা বিদূরিত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য দুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান করিবে।

কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্থায়ী ফলপ্রদ। সঞ্চিত শোণিতকে জলীয় ঘর্ম্মবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপকার করে। এত আশু ফলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৸৹ বার আনা মাত্র, এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য হইবে। প্যাকিং ডিঃপি স্বতন্ত্র।

এস, পি, চাটার্জ্জী এণ্ড সন্‌স,
খোকসিনা কার্য্যালয় এবং
ক্ষৈর—গলসী, জেলা বর্দ্ধমান।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।০ টাকা।

Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, Trade &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

১৬শ বর্ষ।	New series.	নব পর্য্যায়।	Vol. XVI.
৩য় সংখ্যা।	MARCH, 1922.	মার্চ্চ ১৯২২।	No. 3.

The Businessman.

30 March 1922.

HOW TO SUCCEED IN LIFE.

Take the first step before you take the second.

First Lesson is the advantage of early training in some form of handicraft.

No man however rich, has enough money to waste in putting on dress. The richer a man gets the more careful he should be to keep his money and his head level.

Business, riligion and pleasure of the right kind should be the only things in life for any man.

A big head and a big bank account were never found together to the credit of any one, and never will be.

No young man is rich enough to smoke a rupee a day.

Next to knowing your own business, it is a good thing to know as much about your neighbour's as possible, especially if he is in the same line.

The best a man ever did should not be his standard for the rest of his life.

The successful men of to-day worked hard for what they got. The men of to-morrow will have to work harder for it.

The secret of all great undertaking is hard work—self reliance—responsibility,

The contemplative Hindoo is regarded as a dreamer who will never accomplish much in the world, but the man who takes time to raise himself above his fellow-men by reading and communing is wiser than he who looks upon contemplation as mere idleness.

"So busy in gaining a grain of salt he lost the salt vessel," says a Bengali proverb.

The man of grit carries in his very presence, a power which controls and commands.

A FEW BETTER THINGS.

Tact is better than talent.

Common sense better than circumstance.

Better to receive criticism than flattery.

Better to be a good failure than a bad success.

Better an approving conscience than an applauding world.

Better to overlook a wrong than to be suspicious of one.

Better a minute ahead of time than a second behind time.

Better to tell people of their virtues than of their faults.

Better to secure the confidence than the advantage of others.

Better to think of the blessings you have than of those you do not possess.

SMALL INVENTIONS PAY BEST.

Something little, simple, and cheap—such as a hook-and-eye, a tooth-brush, or button—are the inventions that pay best," said an aged inventor.

The safety-pin and the steel pen are the two inventions which have conceded most. The first gross of steel pens sold for over £7, and the man who invented the safety-pin amassed a very large sum of money through his ingenuity. The smaller and the cheaper an invention, the more chance it stands of being a money-maker.

TWELVE RULES FOR A LONG LIFE.

Professor Laynard in his "Chart of Life," gives these twelve rules for those who desire to live a healthy and long life :—

1. Avoid every kind of excess, especially in eating and drinking.

2. Do not live to eat. Select those aliments most suitable for nourishing the body, and not those likely to impair it.

3. Look upon fresh air as your best friend. Inhale its life-giving oxygen as much as possible during the day, while at night sleep with the bedroom window open at the top for a space of at least four or five inches. Follow this out even in the depth of winter. It is one of the great secrets of long life.

4. Be clean both in mind and body. "Cleanliness is next to godliness." It is a fortification against disease.

5. Worry not, nor grieve. This advice may seem but cold philosophy and to be easier to give than to follow ; nevertheless I have known persons of a worrying disposition almost entirely break themselves of it by a simple effort of the will. Worry kills.

6. Learn to love work and hate indolence. The lazy man never becomes a centenarian.

7. Have a hobby. A man with a hobby will never die of senile decay. He has always something to occupy either mind or body ; therefore they remain fresh and vigorous.

8. Take regular exercise in the open air ; but avoid over-exertion.

9. Keep regular hours, and ensure sufficient sleep.

10. Beware of passion. Remember that every outbreak shortens life to a certain degree, while occasionally it is fatal.

11. Have an object in life. A man who has no purpose to live for, rarely lives long.

12. Seek a good partner in life, but not too early.

HINTS ON ADVERTISING.

Advertising in India is still in its infancy, and were it not for the European houses which advertise extensively, India would still be in the dark ages of the art. As a consequence, advertising is very

cheap and people have no idea of the value of their property from an advertising standpoint.

Newspaper advertising here is perhaps as efficacious as in English-speaking countries, for though the papers do not circulate very widely, the number of their readers is very considerable. The limited circulation, again, makes the advertising rates cheap. House to house advertising is not only feasible but likely to bring good results.

An article as yet unknown, if properly advertised throughout India, will certainly catch on, provided, of course, the article has reasonable merits, for the Indians, like other people, will not continue to buy wholly on the strength of an advertisement.

BE AN ALL-ROUND MAN.

If you are to mean something to the world besides a mere piece of machinery for turning out sovereigns or work in some particular narrow groove, you must see to it that, while you excel in your work you neglect nothing that will make you larger than that is.

Whether you are in business or in a profession, be a full-orbed man of affairs, not a mere tool to do one particular thing. Whether you are an artist, a writer, a merchant, or a lawyer, be more than any of these. Let your education be so broad and thorough that, whether you paint pictures, write books, sell merchandise, make contracts, or cultivate land, you will make yourself felt in your community as an all-round man, of broad ideas and general culture.

Train yourself to fill your part in life, no matter what it may be, like a man. Train yourself to think quickly and to act promptly. This general training will not only help you in public affairs, and give you more influence in your community, but it will be invaluable to you in your business or profession. It will make friends for you, will extend your reputation, will make your life infinitely richer, fuller, better worth living, and, above all else, it will enhance your value to the world a thousand fold.

HOW TO SAVE MONEY.

Do not tie yourself or your money up. Do not risk all your savings in any scheme, no matter how much it may promise. Do not invest your hard-earned money in anything without first making a thorough and searching investigation. Do not be misled by those who tell you that it is "now or never," and that if you wait, you are liable to lose the best thing that ever came to you. Make up your mind that if you lose your money, you will not lose your head, and that you will not invest anything untill you thoroughly understand all about it.

There are plenty of good things waiting. If you miss one, there are hundreds of others. People will tell you that the opporrunity will go by, and you will lose a great chance to make money if you do not act promptly. But take your time, and investigate. Make it a cast-iron rule never to invest in any enterprise until you have gone to the very botton of it, and if it is not so sound that level-headed men will put money in it, do not touch it. The habit of investigating before you embark in any business will be a happiness-protector and an ambition-protector as well.

MILL CLOTH.

BY M. K. G.

If handspun and handwoven khaddar, whether cotton, wool or silk is to be the order of the day, what is the place of mill cloth in

the national economy,' is the question often asked. If millions of villagers could receive, understand and take up the message of the spinning wheel to-day, I know that there is no room for mill cloth, whether foreign or Indian, in our domestic economy and that the nation will be all the better for its entire disappearnce.

This statement has nothing to do with mechinery or with the propaganda for boycott of foreign cloth. It is purely and simply a question of the economic condition of the Indian masses.

But unless Providence comes to the rescue and miraculously and immediatly drives the masses to the spinning wheel as to a haven of refuge, the Indian mills must continue to supplement the khaddar manufacture for a few years to come at any rate. It is devoutly to be wished that a successful appeal could be made to the great mill-owners to regard the mill industry as a national trust and that they should realise its proper place. The millowners cannot wish to make money at the expense of the masses. They should on the contrary model their business in keeping with the national requirements and wipe out the reproach that was justly levelled against them during the Bengal Partition agitation. Even now complaints continue to come from Calcutta and elsewhere that Indian mills are charging for their dhoties more than Manchester, although their dhoties are inferior to the Manchester. If the information is correct, it is highly unpatriotic and such a policy of grab is likely to damage both the cause and the country. At the moment when the country is going through the travail of a new birth, surely it is wicked to charge inordinate prices and thus not merely to stand aloof from the popular movement but actually to be callously indifferent to it.

The millowners might also, if they will take a larger view of the situation, understand appreciate and foster the 'khaddar' movement and study the wants of the people and suit their manufactures to the new needs of the conntry.

But whether they do so or not the country's march to freedom Cannot be made to depend upon any corporation or groups of men. This is a mass manifestation. The masses are moving rapidly towards deliverance and they must move whether with the aid of organised capital or without. This must therefore be a movement independent of capital and yet not antagonistic to it. Only if capital came to the aid of the masses, it would redound to the credit of the capitalists and hasten the advent of the happy day.

Nor was it otherwise before. India's history is not one of strained relations between capital and labour. The conception of four divisions is as religious as it is economic and political. And the condition has not been affected for the worse by the admixture of Islamic culture which is essentially religious and therefore beneficial to the poor. Islam seems to forbid the hoarding of capital as it literally forbids usury.

And even at the present moment it is not possible to say that capital is standing out. It was the modest capitalists who subscribed so liberally to the Tilak Swaraj Fund. But it has to be admitted with pain that the bulk of the millowners unfortunately stood out. Manufacture of piece goods is the largest industry in the country. It is time for it to make its choice. Will it make it or will it drift ?—*Young India.*

COTTON.

The price of cotton * (fully good machine-gined Oomras) at Bombay on the 11th February 1922 was Rs 345 per candy for Ready goods. *Nominal.*

The imports of raw cotton by rail and sea (foreign and coastwise into Bombay during the week ending 4th February 1922 were 163, 606 bales of 400 lbs. each bale againts 82,029 and 116,553 bales in the correponding periods of 1921 and 1920 respectively.

The estimated stock of raw cotton in Bombay on the 2nd February 1922 was 1,042,000 bales as against 1,001,000 bales at about the corresponding date of 1921.

RICE.

The Rangoon spot price of special Straits rice on 10th February 1922 was Rs. 450-0 per 100 baskets of 75 pounds each, against Rs. 460-0 on the 3rd February 1922.

The estimated arriyals of paddy and rice expressed in cargo rice by rail and boat into Rangoon and Bassein from Ist January to 4th February, 1922 as compared with the corresponding period of previous year, were approximately as below :—

	1922			1921
	By rail.	By boat.	Total.	Total
	Tons	Tons	Tons	Tons
Rangoon	53,600,	166,000,	219 600	182,800
Bassein	1300	2,200	3,500	13,600

The total import of rice by all routes into Calcutta from 1st January to 4th February 1922 amounted to 64,779tons as against 63,868 tons in the same period last year.

Rice entered for shipment to foreign ports from 1st January to 4th February 1922 at Rangoon amounted to 58,509 tons as against 56,197 tons for same period 1921 and at Calcutta 1700 tons same period as against 1,926 tons of last year.

The coastwise exports of rice Rangoon to all India excluding Burma provincial ports during the the week ending 4th February 1922 amounted to 579 tons which were consigned to Calcutta.

Commercial Adverteser.

---

* According to the final cotton forecast issued on the 21st February, 1921, the total production of cotton for 1920-21 is estimated at 3,550,000 bales ; 400 Rs. each) as against 5,796,000 bales, the revised estimate for 1919—20.

কাজের লোক।

৩০শে মার্চ্চ ১৯২২

সমগ্র ভারতের অবস্থাটা আজ কাল যেন বেশই বোধ হচ্ছে, বারদোলীর কনফারান্সের পর থেকে মহাত্মাজীর এবং কংগ্রেসের আদেশে এক মুহুর্ত্তেই সব ঠাণ্ডা—পিকেটীং নাই, সভা সমিতি নাই, মদের দোকান গুলজার, আর চরকা নিয়ে রাস্তা ঘাটে ছোটাছোটি কেউ করে না।

"ভাল হলো শেষ ভালই ভাল" আর কে থাও কোন আন্দোলনই নাই। যে যার আপনার ধান্দাতেই লেগে গেছে।

আর পুলিসের সার্জ্জনরা লোরিতে করে বেরোয় না, হাপ ছেড়ে বেঁচেছে। মাথা ফাটান ডাণ্ডার গুতো, সিবিল গার্ড আর নজরে পড়ে না। ভালই।

হুজুকে যে জাতির উত্থান পতন—নিদ্রা জাগরণ ; তাদের মনের বল খুবই কম, নিজেদের একটা যে সত্তা তাদের আছে, এ তারা নিজেরাই যখন বোঝে না, তখন তেমন লোকদি'কে মানুষ করা দেবতারও অসাধ্য কাজ, দেশের নেতাদের কথা তো দূরের কথা।

কুলী মজুরদের মধ্যে যে একতা আজ দেখা যাচ্ছে, ওটা তাদের পেটের দায়ে। আর তারা বুঝ্তে পেরেছে যে, দেশের এত কাজ, কল কারখানা, রেল এ সবই তাদের সাহায্য না পেলে কিছু হতেই পারে না তারাও কল কারখানার মত শক্তি, তাই তারা আপনার স্বার্থ রক্ষা করবার জন্যে ধর্ম্মঘট প্রভৃতি কর্ত্তে আরম্ভ কর্ছে। এ রাজনৈতিকের সঙ্গে জুড়ে দিবার চেষ্টা বৃথা, এ সব একেবারেই পেটনৈতিক। উপযুক্ত মেহনত আনা পেলেই এরা ঠিকই ঠাণ্ডা থাক্‌বে।

এরা যখন এ দেশের কাজ কারবারের মধ্যে একটা শক্তিই বটে, তখন স্বদেশীই হউক আর বিদেশীই হউক, কারবারের মালিকদিকে এই শ্রমজীবিদের হাতে পড়্‌তেই হবে, নইলে উপায় নাই। সুতরাং এখন আর এ দিগে তো চটালে চলবে না, এদের অভাব অভিযোগ শুন্‌তেহবে, প্রতিকার কর্ত্তেই হবে, নইলে ওরা যদি নিজেদের শক্তি বুঝে দৃঢ় হয়ে বসে থাকে, তা হলে দুনিয়া অচল হবারই কথা।

যেখানেই মানুষ খাঁটী সংখ্যা বেঁধে ঠিক থাক্‌তে পারে, সেই খানেই মুস্কিল, মূলধন নিশ্চল হয়েই পড়ে। ব্যবসায়, বাণিজ্য, কৃষি শিল্প এ সকলে যেমন মূলধন (Capital) আবশ্যক, আবার তেমান শ্রমও (Labour) আবশ্যক। এই শ্রমজীবির দল বেঁকে বস্‌লে মূলধনীর অবস্থাই যে অচল দাঁড়ায়, তা সকলেই শুধু ভারতে কেন সমগ্র জগতেই দেখ্‌তে পাচ্ছেন। সুতরাং মূলধনের ও মজুরীর সামঞ্জস্য রেখে কাজ কারবার চালাতে হলে এ যুগে শ্রমজীবিকে আর উপেক্ষা কল্লে চল্‌বে না। তাকে তার মেহনৎআনা, সুখ সুবিধা দিতেই হবে, নইলে সব অচল হয়ে পড়্‌বে। অবশ্য তাতে শ্রমজীবিরও বিপদ আছে। খাটুনী না কোলে কি খেয়ে বাঁচে তারা। কিন্তু ক্যাপিটালের অসুবিধার তুলনায় তাদের অসুবিধার কম। কারণ মূলধন চুপ করে বসে থাক্‌তে পার্‌বে না। সেই জন্য উভয় পক্ষের সামঞ্জস্যের দরকার, নইলেই ঘোর বিপদ। এই ঠোকা ঠুকীতে পৃথিবীর কাজ কর্ম্ম জাহান্নমে যেতে পারে।

টাক্সের ভারে দেশ তো চেপ্‌টে মরে যাবার অবস্থায় দাঁড়িয়েছে—সব খাবার জিনিষ, সাংসারিক ব্যবহার্য্য জিনিসই অগ্নি মূল্য হয়ে দাঁড়িয়েছে—নতুন সংস্কার শাসনে টাকার ভারি টানা টানির খপর পাঠকগণ নিত্যই খপরের কাগজে পড়্‌ছেন। সেই টাকার জন্য এবার আর আপামর সাধারণ কারও পরিত্রাণ নাই। দেশলাই, লবণ, কাপড়, ডাক টিকিট, রেলের ভাড়া, আরও কতকির উপর মোটা গোছের শুল্ক বসিয়ে টাকা তুলে "নেশন গড়্‌বার" যোগাড়ে কর্ত্তারা লেগে পড়েছেন। এরা নেশন না গড়েই ছাড়্‌বেন না। কিন্তু নেশন যে করভারেই অক্কা পেয়ে যাবে, আর গড়্‌বে কাকে?

গরীব প্রজাদের—যারা গবর্ণমেণ্টকেই মা বাপ বলে চিরকাল জান্‌তো, তাদের ঘাড়ে না চেপে গবর্ণমেণ্টের অনেক অযথা খরচ কমিয়ে দিলে প্রজা—যাদিকে নিয়ে নেশন গড়্‌বার চেষ্টা, তাদের মনে অসন্তোষ জেগে উঠ্‌তো না—শৈল বিহারের ব্যয় কমাও, মন্ত্রী মশয়দের বেতন কমাও, আরও কত কি, সেগুলো কমিয়ে দাও, টাকার যেমন দরকার প্রজার জীবন রক্ষারও তেমনি দরকার। আর নেশন গড়ায় কাজ নাই—বাবা ছেড়ে দাও, কেঁদে বাঁচি।

ইতি মধ্যে দেশলাই একটা দুপয়সা দাঁড়িয়ে গেছে, আরও বাড়্‌ছে। নুন, তেল, কাট, কয়লা সবই এরূপর চড়ে উঠ্‌বে। তবে গরীব গুলো বাঁচে কি করে? তার জন্যেই দেশব্যাপী অসন্তোষ বহ্নি জলে উঠ্‌ছে। এ আগুণ থাব্‌ড়ে নিব্‌বে না—শান্তির জলেই নিব্‌বে—প্রজার করভার কমিয়ে দাও, কৃষি শিল্প বাণিজ্যের সুসারের বন্দোবস্ত করে দাও—দেশের লোক পেটভরে দুটো খেতে পেলে আর চেঁচাবে কেন? কিন্তু এই আমলাতন্ত্র রাজ্যে সে কথা শুনে কে?

Reform যে ভাল বুঝ্‌তে চাচ্ছো, দেশের সাধারণ লোকের তা বোঝবার এপর্য্যন্ত তো কোন কারণও হয় নাই। এখন সুবিধে লোককে দেখাও, লোক যাড় পেতেই তা মেনে নেবে। অশান্তি তো এদেশের লোকে চায় না, কিন্তু খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে যদি অশান্তির সৃষ্টি করো, তা'হলে তাই হয়ে পড়্‌তে পারে। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি ভবতি তাদৃশী।" সারাদিন রাত অশান্তির কথা ভাব্‌লে একদিন সত্যি সত্যিকার অশান্তি মূর্ত্তিমান হয়ে সাম্‌নে দাঁড়িয়ে পড়্‌তে পারে। সে দোষ কাদের?

অতি বড় দুষমনও যদি অপর শত্রুপক্ষের একটী শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে তার গণ্ডদেশ চুম্বন করে, তখনই শান্তির অমৃত ধারায় উভয় পক্ষেই হিংসা দ্বেষ ভুলে যেয়ে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করে চলে যায়, স্নেহের এত বড় শক্তি। এই সহজ রাস্তা ভুলে মারের চোটে কান্না থামাবার চেষ্টাটা কেমন? কেবল নির্ম্মম ভাবে কর তাড়ে প্রজার প্রাণান্ত কল্লে দেশের লোকের হৃদয় কি শান্তিতে থাকতে পারে কখন?

আর কেন? পুরাতন "কাজের লোক" যে শেষ হইতে চলিল, তৎপর নূতন।

পোষ্টাফিসের কাজে দেশের লোক গবর্ণমেণ্টের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। কোথায় আমরা শুনে ছিলাম, যে যুদ্ধে আধ পয়সায় ও পোষ্ট কার্ড করে গবর্ণমেণ্ট প্রজার অশেষ কল্যাণ সাধন করবেন কিন্তু সংস্কার খাজনে পার্শ্বেল মণিঅর্ডার, ডাকমাসুলের টিকেটের দাম, কোর্টফির দাম সব ভয়ানক রকম বেড়ে উঠলো। অনরেজিষ্টারী ভ্যালু পেবলকে রেজিষ্টারী করবার বন্দোবস্ত হলো, তাতে যে কি—অসুবিধা হয়ে উঠলো, বাণিজ্য ব্যবসায়ের প্রসার বৃদ্ধির নানা উপায়ের পথে এত বাধা উপস্থিত হয়ে উঠল, যে বহু ব্যবসায় বাণিজ্য ভিঃপিঃ করবার ভয়ে কমে যেতেই বাধ্য হয়েছে। দেশের কাজ কারবার কমে গেলে কেমন করে দুঃখী প্রজা—যারা এখনিই অনশনে রোগ শোকে ভবলীলা সাঙ্গ করচে, তারা চারিদিকে এত কর দিতে গেলে তাদের অস্তিত্ব থাকতে পারে, এ কথা কেউ কি ভেবে দেখবার ও লোক নাই।

সকল দেশেই এখন মাথাওয়ালা লোক অনেক, কিন্তু হৃদয় ওয়ালা লোকেরই অভাব, সেই জন্যই সমগ্র জগতে আজ এত অশান্তি।

বিলাতের "রিভিউ অফ্ দি রিভিউ" সেই জন্য সেদিন লিখেছেন—"There has been too much heads and too little heart in the direction of the world's affairs". ঠিকই তাই।

আমার উমেদারী।

—:০:—

ম্যাট্রিকিউলেসনে পাশ করে মনে হলো—আর ভাবনা নাই—একটা গণ্ডী পার হয়ে যাওয়া গেল। পিতৃদেব স্বর্গারোহণ কল্লেন—মাতা তাঁর আগেই ইহলোক পরিত্যাগ করে ছিলেন—সুতরাং ২টী বিধবা ভগ্নী একটী বিমাতা একটী ভাতৃবধু, এই ৪টী অবলার ভরণ পোষণের ভার ঘাড়ে পড়লো। পিতা কত আশায় আমার শিক্ষার জন্য মায় ভিটেটী পর্য্যন্ত বন্ধক দিয়েছিলেন, নগদ অর্থের তো কথাই নাই। ২।৪ বিঘা যা আমাদের জমি জায়গা, তারই কিছু বন্ধক দিয়ে আমি কলকাতায় চলে এলাম টাইপ রাইটীং শিখতে। ১১ মাস টাইপ রাইটীং শিখে মনে কল্লেম, আর ভাবনা নাই—একটা চাকরী কি আর পাব না? অন্ততঃ ৩০।৪০৲ টাকা যদি উপার্জ্জন কর্ত্তে পারি, তবে আবার ভাবনা কি। এখন কোথায় যাই—চাকরীর জন্য, সেইটাই হলো আসল ভাবনার কথা।

সামান্য যা' সঙ্গে ছিল, একটা হোটেলে খাওয়া থাকার বন্দোবস্ত করে দিন সকালে চৌরঙ্গীতে "ষ্টেটস্‌ম্যানে আফিসের দরজায় যে কাগজ টাঙ্গান আছে, তাই দেখে দরখাস্ত লিখতে আরম্ভ কল্লেম—কোথাও হতে কেহ অনুসন্ধানও কল্লে না—কোন জবাবই পেলাম না—ঘোর বিপদ 'হোটেলে যা' জমা দিয়ে ছিলাম, সব ফুরিয়ে গেল—আর এক কপর্দ্দক নাই।—কাপড় ময়লা হয়ে গেছে, সে ময়লা কাপড় পরে যেখানে যাই—কেউ ঢুকতে দায় না। অনাহারে প্রাণ যায়, শিয়ালদহ ষ্টেশনের প্লাটফরমে পড়েই রাত কাটাতে লাগলাম সামান্য ২।১০ পয়সা যা' ছিল, সেটা নিয়ে আর একদিনও কলকাতায় থাকা চলে না, কত লোকের কাছে দুঃখের কান্না কাঁদলেম, কেউ শোনেও না। অনাহারে দুশ্চিন্তায় কাতর। ঘরে ৪টী প্রাণী—আমার মুখ চেয়ে বসে আছে—মনে মনে—শিক্ষার উপর ঘৃণা হতে লাগলো—আমি যদি এর চেয়ে ছোতর মিস্ত্রির রাজ মিস্ত্রীর কাজ শিখতাম, তবে আজ আর অনাহারে, এক বস্ত্রে চক্ষের জলে বুক ভাসিয়ে জীবন কাটাতে হতো না। ভোর ছয়টায় ষ্টেটস্‌ম্যানের দ্বারে চাকরী খালির বিজ্ঞাপন দেখতে যাওয়া বন্ধ নাই। অসংখ্য টাইপ্ রাইটারের বিজ্ঞাপন, কিন্তু দরখাস্ত কর্লে একটারও জবাব আসে না। বাড়ী চলে যাবার জন্য দেশের এক বন্ধুকে আমার অবস্থা জানিয়ে লিখতে তিনি বাড়ী ফিরে যাবার জন্য যৎকিঞ্চিৎ পাঠিয়ে দিলেন। বাড়ী চলে গেলাম। সেখানে পরিবার বর্গের দুর্দ্দশার সীমা নাই। বড় বংশের ছেলে, কুলীনের সন্তান, এমন দুর্দ্দশা যে অদৃষ্টে কখনও হতে পারবে, স্বপ্নেও তা কল্পনাও কর্ত্তে পারি নাই। যখন স্কুলে পড়তাম, তখন কত আশাই করতাম, এখন দেখি—সে সব মরিচীকা প্রায়। জগতের এই রহস্য ক্রমে হৃদয়ঙ্গম হতে লাগলো। অভাবের তাড়নায় বসে থাকবার যো কি—আবার ঋণ করে কলকাতায় চলে এলাম, সেই সময় নন্-কো-অপারেশনের তুফানের সময়, লোকে একবারে ২।৩ খানা করে খপরের কাগজ কিনে পড়চে, আমিও কাগজ বিক্রি কর্ত্তে লেগে গেলাম। শুনেছিলাম, এক একজন খপরের কাগজবিক্রেতা দৈনিক ২।৩ টাকা পর্য্যন্তও রোজকার করে। কিন্তু সেটা অসম্ভব না হলেও দুর্ভাগ্যক্রমে আমার দৈনিক আট আনা—ঋণ আমার

বেশী রোজকার হতো না, কোনরূপে কষ্টে শ্রেষ্টে দিন গুজরান কোন দিন হতো—কোনদিন হতো না। যা' বাড়ী হতে এনে ছিলাম, তা দিয়ে স্বদেশী সাবান, ছবি ইত্যাদি কিনে ঘরে ঘরে বিক্রি করবার জন্য তাল ধন্দ সকল জায়গাতেই প্রাণপনে চেষ্টা করলেম, সে চেষ্টাতেও সফল হতে পারলেম না কারণ কলকাতার লোকে মুখে যত স্বদেশীয়তা দেখান, বিলাতী সাবান, বিলাতী দ্রব্য নইলে অধিকাংশ লোকেই ব্যবহার করেন না। শেষে অর্দ্ধ মূল্যে সেগুলি বিক্রয় করে আবার দুর্দশার শেষ সীমায় উপস্থিত হলেন। আবার অনাহার ব্রত—আবার হাহাকার!

একদিন ৬নং পার্কষ্ট্রীট ঠিকানা দিয়ে ষ্টেটস্‌ম্যানে একটা বিজ্ঞাপন বাহির হলো যে তিনজন লোকের আবশুক। এমন সুন্দর আমার কমনীয় চেহারা, বিকৃত হয়ে গেছে। ময়লা কাপড়, এক বস্ত্র—কেমন করে চাই। ষ্টেট্‌সম্যানে অধিকাশ চাকরী খালীর বিজ্ঞাপনেপোষ্টাফিস বাক্স নং মাত্র দেওয়া থাকে, কোন ঠিকানা থাকে না। দেশে চাকরীর এত উমেদার, তারা যদি বিজ্ঞাপন দাতার নাম পেতো, তা হলে তাকে উৎ্যক্ত করে ফেলতো। উপরে যে চাকরী খালীর কথা বল্লেম, তাতে নাম ঠিকানা দেওয়া ছিল, তাই সেখানে যেয়ে একবার চেষ্টা করতে ইচ্ছা হলো। দ্রুতপদে যেয়ে সেই অফিসের দ্বারে উপস্থিত হলেম। সেটা একটা সাহেবের কাটা কাপড়ের দোকান, অফিসের দ্বারে খুব কম হলেও অন্ততঃ ৪০।৪৫ জন উমেদার দরখাস্ত হাতে দাঁড়িয়ে আছেন, তাদের মধ্যে অন্ততঃ ১০ জন বিয়ে, ২ জন এম্ এ! পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিচ্ছদ পরে উপস্থিত, কেউ কেউ হ্যাট্-কোট পরেও গিয়েছিলেন। আমার মলীন কাপড়,—কর্ম্ম প্রার্থীগণের হাতে গাদা গাদা সার্টিফিকেট, এই দেখেই আমার আশা নির্ম্মূল হতে বাকী ছিল না। দারবানও আমাকে ঢুকতেই দিলে না, আমি তার কাছেই রইলাম। পুরাণ দারবান্ কৌতুহলাক্রান্ত হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস কল্লে, "বাবু এত লোক তোমরা কি জন্যে হল্লা করে এসেছ?"

আমি বল্লেম, চাকরী খালী আছে, সেই জন্য এসেছি। দারবান বল্লে বাবু! তোমরা কি দারয়ানী কর্ব্বে, ওটা দারবানের দরকার ছিল. তাদের কাজ আমাদের কাপড়ের অনেক নমুনা বড় বড় খামের মধ্যে করে নিয়ে বড় বড় সাহেবদের বাড়ীতে দিয়ে আসবে। সেই জন্য ৩টা মানুষের দরকার ছিল। কাল ঐ একজন নিযুক্ত হয়েছে, বেতন ১৮৲ টাকা। আর ২ জনের দরকার'—তাও আজই বাহাল হবে। আমিতো অবাক হয়ে তার মুখ পানে কেবল ভ্যাল ভ্যাল করে তাকিয়ে রহিলেম। ইত্যবসরে বি, এ, এম, এ বাবুরা বড়বাবুর কাছে দরখাস্ত দাখিল করে কটকের কাছে এলেন। সাহেব বাহিরে গিয়ে ছিলেন। বড় বাবু দরখাস্ত গুলি নিয়ে মজা দেখবার জন্যে রেখে দিয়ে ছিলেন। রহস্যটা ভেঙ্গে বলেনও নি। দরয়ানের কাছে বাবুরা ফিরে আসতেই আমি সমস্ত রহস্য তাঁ'দিকে ভেঙ্গে বলতেইতাঁরা তো চটে লাল্ হয়ে উঠ্‌লেন এবং বড় বাবুকে দরখাস্ত ফিরিয়ে দিতে বল্লেন, কিন্তু তিনি তা দিলেন না—। বাবুরা বল্লেন আপনি আমাদের বাঙ্গালী—আপনি সব জেনে শুনে আমাদের কাছে আসল রহস্যটা বল্লেন না কেন?

তিনি বল্লেন, এ আমার দোষ দেবেন না। আপনারা মনে করতে পারতেন যে চাকরীগুলি হয়তো আমার শালা সম্বন্ধীর জন্য রেখে দিচ্ছি, মনে করে আরও রাগ করতেন। আমি সাহেবকে দরখাস্ত গুলি দেব, তিনি বা কয় কর্ব্বেন। সাহেবরা আমাদি'কে যে এত ঘৃণা করে, এই উমেদারদের জন্যই বইত নয়।" সকলেই ফিরে এলেম। মনে মনে বড় ঘৃণা হলো, অনাহারেই এসেছিলাম, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের নিকট অক্রুর দত্তের লেন দিয়ে আস্‌চি, এমন সময় এক প্রৌঢ়া স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হলো। সে সেই গলীর, বাবু হিরালাল দত্তের ঝি. তাকে জিজ্ঞাসা কল্লুম, বাছা রাঁধবার বামুন কারু দরকার নাই কি? ঝি আমার মুখের পানে একবার তাকিয়ে বল্লে "তুমি রাঁধুনী বামুন? আমাদের বাড়ীতে কাজ করবে? আমাদের পুরোনো বামুন বাড়ী গেছে" আমি তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে ৭৲ টাকা মাহিনায় রান্নার কাজে লেগে গেলাম, আজও সেই কাজই করি, আর কিছু হউক না হউক পেটে ২টা খেয়ে বেঁচে রয়েছি। এটা কল্পিত ঘটনা নয়, আমি সেই কাজেই জল জ্যান্ত বেঁচে রয়েছি। কলকাতায় মুরুব্বী না থাকলে চাকরী হয়না, রাঁধুনীগিরিও জোটে না। কেরাণীগিরি চাকরী তো আজও হয় নাই। দেশে সে মহাপ্রাণী ক'টার কথা পাঠকগণ আর নাই জিজ্ঞাসা করলেন। এই তো চাকরীর অবস্থা। পিতার সর্ব্বস্ব আমার শিক্ষার জন্যে গেছে, আমার সব আশা ভরসা নিবিয়ে গেছে। কার্য্যকরী শিক্ষা না শিখে যে কত গর্হিত কাজই করে ফেলেছি, এখন তা বুঝছি, এমন শিক্ষায় এ দেশের কোন উপকারই আর হতে পারে না। সাহেবরা উপহাস করে আজ কাল বলচে নন্‌কোঅপারেশন করগে, তোমাদের গান্ধী মহারাজের কাছে যাও। সে কথা তাঁরা বলতে পারে।

চাকরীর মোহ কাটাতে তো আমরা এখনও পারি নাই—দেশে অসংখ্য হিন্দুস্থানী অসংখ্য উড়ে, অসংখ্য মারোয়াড়ী যে আজ বাঙ্গলার পয়সায় ধনী হয়ে উঠ্‌ল, স্বাধীন জীবিকার মধুর আস্বাদ তারা বুঝেছে বলেই আজ

লৌভাগ্যলক্ষ্মী পাছে, সমর্থ হয়েছে। আর চাকরীর মোহজালে প'ড়ে দেশের তাঁতেতে ঘুঘু চরিয়েছি, দেশের কৃষি নিম্ন শ্রেণীর ও সাঁওতালদের হাতে চলে গেছে, বাঙ্গলার ঘরে ঘরে আজ তাই অন্নের হাহাকার। অসংখ্য মাট্রিকিউলেশন, বি, এ, এম, এ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কারখানা হতে বেরিয়ে চাকরীর জন্যে ঘুরচে, চাকরী এত কোথায়? এখনও চোখ ফুটবে কি?

এই যে বর্ত্তমান শিক্ষা, এতেই সর্ব্বনাশ হয়েছে। অবশ্য লেখা পড়া শিক্ষা কর, কিন্তু কেউ যেন চাকরীতে লক্ষ্য রেখে শিক্ষা করো না। এ শিক্ষায় শিক্ষাভিমানী করে, বাবু করে দিতে পারে বটে—কিন্তু অন্নের ক্ষুধা নিবৃত্তি কর্ত্তে পারে না। ব্যবসায়, শিল্প শিক্ষা কল্লে এত দুর্দ্দশা হতো না। যারা রাস্তায় ফেরি করে বেড়ায়—পান বিক্রি করে, তাদের অবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ করা ঘাটের মড়াদের অপেক্ষা অনেক ভাল। বাঙ্গালীর চক্ষু কখন ফুটবে?

(ভুক্তভোগী)

বিলাতি কাপড়ের কলের সঙ্কট।

নন্‌কো-অপারেশনের ফলে বিলাতি বস্ত্রের কলে বিষম সঙ্কট উপস্থিত। আমরা যাহা দেখিতেছি, তাহাতে এমন বলা যায় না যে, ভারতের সর্ব্বত্রই বিদেশী বর্জ্জন বা বয়কট হইয়াছে, কিন্তু স্থানে স্থানে লোকে যে হাতের সুতার কাপড় বা খদ্দর পরিধান করিতেছে, তাহাতেই ল্যাঙ্কশায়ারের কলওয়ালাদের অনেককেই হয়ত দেউলিয়া কোর্টের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা "সার্ভেণ্ট" হইতে নিম্ন সংবাদটী উদ্ধৃত করিলাম।

How Boycott Is Telling.

Mr. J. A. Ormerod, a well-known spinner and manufacturer at Blackburn told an "Evening Chronicle" representative that instead of the boycott in India being at an end it was worse than ever.

At the present time, he said, we had got cheap cotton which taking into consideration the exchange, was practically at pre-war price, and the grey cloth was cheap.

"Traders in India are not buying" he added, because the boycott is on India who is our chief customer, and Lancashire never makes money unless India is in the market.

"At the present moment, more than half the looms of Blackburn are idle, and that position will not be remedied untill the Government get to the root cause of the unrest in India.

"Unless that trouble is speedily settled half, the Lancashire manufacturers will go into the Bankruptcy Court."—"Manchester Evening News"

সার মর্ম্ম :—

মিঃ জে, এ, অর্মিরড্ ব্লাকবরণের একজন প্রসিদ্ধ কলওয়ালা। তিনি "ইভনিং ক্রনিকল" নামক সংবাদ পত্রের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন, ভারতের বয়কট (বিদেশী বর্জ্জনের) শেষ না হইলে অবস্থা অতিশয় খারাপ হইবে।

বর্ত্তমানে আমরা সুলভ তূলা পাইতেছি, এবং এক্সচেঞ্জ প্রায় যুদ্ধের পূর্ব্বের মত থাকিলেও কোরা কাপড় খুব সুলভই হইয়াছে। কিন্তু ভারতের ব্যবসায়ীগণ ক্রয় করিতেছে না। কারণ ভারতে বিলাতি বস্ত্র বর্জ্জন বর্ত্তমান। ভারতই আমাদের প্রধান ক্রেতা ল্যাঙ্কসায়ার বাজারে ভারতের ক্রেতা না পাইলে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিবে না। এক্ষণে ব্লাকবরণের প্রায় অর্দ্ধেকের উপর তাঁত নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে। গবর্ণমেণ্ট অশান্তির কারণের মূলে পৌঁছিতে না পারিলে এই শোচনীয় অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি অবিলম্বে ভারতের অশান্তির একটা আশু নিষ্পত্তি না হয়, তাহা হইলে ল্যাঙ্কশায়ারের অনেক কলওয়ালাকেই দেউলিয়া কোর্টের আশ্রয় লইতে হইবে। যদি সমগ্র দেশই বিলাতি কাপড় পরিত্যাগ করিত তাহা হইলে না জানি অবস্থা আরও কি হইয়া দাঁড়াইত। শুদ্ধ তাহাই নহে, সৌখীন কাপড়ের সহিত সৌখীন দ্রব্য যথা—এসেন্স, সাবান, নানারকম দ্রব্যও প্রচুর আবশ্যক হইত, দেশের হাতের সুতায় বোনা কাপড় পরিতে আরম্ভ করিলে বিদেশী আমদানী অনেক সৌখীনবিলাতী দ্রব্যের ও কাটতি সেই পরিমাণেই যে কমিয়া যাইবে তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। ভারতেরও প্রচুর অর্থ বাঁচিয়া যাইবারই কথা। কারণ বিদেশীয় সভ্যতার অনুকরণে ভারতের আড়ম্বর শূন্য অধিবাসীগণ আবশ্যকীয় ব্যয় অপেক্ষা বিলাসিতার সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া দীনতা বৃদ্ধি করিতেছে। আড়ম্বর ও বিলাস শূন্য হইলেই আবার ভারতে লক্ষ্মীশ্রী বর্দ্ধিত হইবে। এ কথা বালকেও বুঝিতে পারে।

বসন্তোৎসব।

সারা বিশ্বে, আজি উথ্‌লে লহর, বন্‌-রাণীর ওই অঙ্গনে,
ধরে ভ্রমরাজি রঙ্গিনী সাজ, মলয়ানিল রঞ্জনে।
নীল আকাশে সোনার উষায়—
কোকিল, শ্যামা প্রভাতী গায়,
আসে ভ্রমর বঁধু, কুঞ্জে তাদের, লক্ষ পাখায় গুঞ্জরি—
হবে পুষ্প-বিথী রঙ্গশয্যা, ফুট্‌ছে ফুলের মঞ্জরী।
আজ বসন্তরাজ, আস্‌ছে সভায়, রতিরাণী সঙ্গিনী,
আছে রাঙ্গা পায়ে, নূপুর চুম্বি, রঙ্গরাজের রঙ্গিনী।
দুঁহু দোঁহার হাত ধরি—
দুইটী প্রাণ এক করি—
ধীরে যাচ্ছে রঙ্গে, মোহন ভঙ্গে, রত্ন নূপুর সিঞ্জিয়া—
যাবে পদ্মবনের, কুঞ্জ দ্বারে ব্যস্ত নিশা বঞ্চিয়া।
বনে মুকুতাপাঁতি, মতির ঝালর—প্রাণ-বঁধুয়া নন্দিয়া—
নেয় দোয়েল শ্যামা, কোকিল গানে, মধুর তানে বন্দিয়া।
শিখীর মোহন পুচ্ছবায়—
রঙ্গ রাজের শ্রান্তি যায়—
ধরে পুষ্পধনু, সন্ধানে বাণ, মোহন ছাঁচের ভঙ্গিমা—
তাতে ফুলের রাণী, অঙ্কে বসি, মন্মথে দ্যায় রঙ্গিমা।
মিলি বন্‌ রাণীর, ওই নন্দিনীরা, নীল গগনের ফুলবনে—
ধরি শ্যামল সজ্জা, হাস্যমুখর, ব্যস্ত মধুর নর্ত্তনে—
মদন সেনার সন্ধানে—
বাঁধ্‌বে প্রেমের বন্ধনে;
এত উৎসবে আজ, মত্তধরা, প্রতিমা যার মৃণ্ময়ী
তাতে বিশ্বপ্রাণে, ফুট্‌লো হাসি—মৃণ্ময়ী আজ চিণ্ময়ী।
তারা প্রজাপতির, পাখায় চড়ি, বসন্তেরি ফুল ফোটায়,
দিয়ে গন্ধ বহে, অর্ঘপাত্র, দিগদিগন্তে ঘ্রাণ ছুটায়;
আহ্বানে ধায় মত্ত অলি,
নবীন কুঞ্জে কর্‌বে কেলি—
আয় সঙ্গে আসে, দোয়েল কোকিল—বর্‌তে সুর-সুন্দরে—
সুখে পাপিয়া গায়, চাঁদ্‌নি রাতে—ইন্দ্র নীল অম্বরে।
ওই ঋতুরাজের, আহ্বানে আজ, সারা বিশ্ব উন্মনা
তাই মন্ত্র-ভাবে, গাইছে তারা, মন্মথেরি বন্দনা;
হিয়ার মৃদুল স্পন্দনে,
রত্নমঞ্জরী—নিক্কণে,
মোর চিত্ত আজি, উদ্বেলিত, দুল্‌ছে যেন মন, দোলায়—
বুঝি বন্‌রাণীর, ওই রঙ্গিনী সাজ—বিশ্বপতির প্রাণ ভুলায়।

গোপাল।

Business talk.

কাজের কথা।

বিজ্ঞাপন রহস্য।

আধুনিক ব্যবসায় বাণিজ্যের জীবন হচ্চে বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা না থাকলে ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হতে পারা যায় না। বহুদিন এই বিজ্ঞাপন নিয়ে জীবণের মধ্য যুগটা কাটিয়ে ছিলাম। সে সময় কেন, আজও একটা বিলাতি ফারমের বিজ্ঞাপনের ডাইরেক্টার হয়ে আছি। সেইজন্য এ সম্বন্ধে "কাজেরলোকের" প্রিয় পাঠকগণকে আমার বহুদর্শিতা সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই—হয়তো উপকারও হতে পারে।

আমেরিকায় বিজ্ঞাপনের কপি প্রস্তুত কর্‌বার জন্য লোক আছে, বড় বড় তাদের আফিস, প্রচুর তাদের আয়। তাদের বিজ্ঞাপন লেখা পড়্‌লেই ক্রেতা না কিনেই স্থির থাকৃতে পারে না। সেই জন্য তাদের এই বিজ্ঞাপনের অসংখ্য গ্রন্থ, মাসিক পত্রাদি আছে, পড়ে ছিলাম। এ প্রবন্ধে সে সকল পুস্তকাদির পরামর্শ ও লেখার নমুনা ক্রমে ক্রমে দেওয়া হবে। ব্যবসায়ী মাত্রেরই সে সকল জান্‌বার শেখ্‌বার অপরিহার্য্য উপকরণ। "কাজের লোকের" পাঠকগণ ১৫ বৎসরের "কাজের লোকে" শিল্প শিক্ষা, জিনিস প্রস্তুতের বহু বিষয় পেয়েছেন, এখন বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে কিছু বল্‌বার ইচ্ছা আছে। যদি এ প্রবন্ধ সাধারণের আবশ্যকীয় বলে বিবেচনা না হয়, অথবা ভাল না লাগে; আমাদিগকে লিখিলেই বন্ধ করে দিতে পারি। সেইজন্য আমার অনুরোধ, এ প্রবন্ধ পড়ে আপনার মন্তব্য সম্পাদকের নিকট জানাবেন। অনেক জিনিস কিনেছেন, দোকান

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লইন।

সাজিয়ে বসে আছেন। কিন্তু আপনার যে একটা কারবার আছে, তাতে যে জিনিস আপনি বিক্রি করেন, তার নাম, তার ব্যবহার, দর, তার সুবিধা এসকল লোককে না জানালে লোকে কেমন করে আপনার ব্যবসার কথা জানবে? সুতরাং ব্যবসা, কারবার, জানানর জন্য কিছু কর্ত্তে হবে। সেই কিছু করাটার নাম "বিজ্ঞাপন" অর্থাৎ বিশেষ রূপে জানান।

শুদ্ধ সংবাদ পত্রে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া বা কতকগুলো হ্যাণ্ডবিল বিলি করারই নাম যে বিজ্ঞাপন, তার কিছু মানে নাই, ঢাক বাজিয়ে, মুখে চেঁচিয়ে, ঢোল সহরৎ করেও লোককে জানাতে পারেন—তারও নাম বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন না হলে আজকাল কিছুই চলে না। তা তুমি উকিল হও, ডাক্তার হও, চা-ওয়ালা, কাটওয়ালা, বাক্সওয়ালা যাই তোমার কারবার হোক, লোককে জানিয়ে তা' বেচ্তেই হবে, সুতরাং তাতে বিজ্ঞাপন-প্রথা চালাতেই হবে।

তাই এই বিজ্ঞাপনের রহস্য শিক্ষা দিবার জন্য নানা পুস্তক, মাসিক পত্র, বিলাত ও আমেরিকা হতে বাহির হয়ে থাকে। এদেশে আগে এই বিজ্ঞাপন প্রথা মোটেই ছিল না, পাশ্চাত্য জাতির ব্যবসা বাণিজ্যের সংস্রবে এসে অনেকে বিজ্ঞাপন দেওয়ার পন্থা অবলম্বন কর্চ্চেন বটে। কিন্তু আগে লোকে দোকান সাজিয়ে রাস্তার প্রত্যেক লোকের মুখপানে তাকিয়ে সমস্ত দিনে সামান্য উপার্জ্জন চলে যেতো। এখনও এমন ব্যবসাদারের সংখ্যা বড় কম নয়। তারা কিছুতেই বিজ্ঞাপন দিতে চায় না।

বিজ্ঞাপন দিলে যে কিছু হয়, এটার আমারও বিশ্বাস ছিল না মোটেই। কিন্তু একদিন একটা ঘটনা হতে বুঝ্লাম, বিজ্ঞাপন দেওয়ায় কারবারের উন্নতিই হয়ে থাকে। একদিন একটা ঘটনায় এটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়ে গেল। বিজ্ঞাপনে যে বিশেষ কিছু লাভ হয় সে ধারণা আমারও খুব কম ছিল, তথাপি খানকতক টুকরা কাগজে একটা জিনিসের বিজ্ঞাপন লিখে এক একটী খামে পুরে গালা শীল করে ২।৩টী রাস্তার নানাস্থানে ফুটপাতের উপর ফেলে রেখে আস্লাম, তার ভিতরে ইহাও লেখা ছিল যে, যে কেউ আমার নিকট এই এনভেলপ নিয়ে আস্বে, তিনি আমার দ্রব্য কিনলে তার সহিত একটী সন্তোষজনক দ্রব্য তাঁর আমার নিকট আসতে যে শ্রম ও সময় নষ্ট হয়েছে, তার ক্ষতি পুরণ স্বরূপ উপহার দেব। ৪।৫ দিনের মধ্যেই সমস্ত এনভেলপ গুলি আমার হাতে এসেছিল। ঐরূপে ফেলিয়ে দিয়ে এসে ছিলাম, ২০টী এন্ভলপ্। দ্রব্যও বিক্রয় করে ছিলাম, আর ২০ খানি সুন্দর ব্লটিং প্যাড্ উপহার দিয়েছিলাম এই উপায়টী সম্পূর্ণ অভিনব উপায়, ইতিপূর্ব্বে আর কখনও কেহ এমন করে নাই। এন্ভেলপ গুলি গালা শীল করা, লোকে মনে করেছিল কেহ বা রেজষ্ট্রী কর্ত্তে যাবার সময় ফেলে গিয়েছে, নিশ্চয়ই তার মধ্যে কিছু আছে, এখনও ধারণা হয়েছিল। তার পর বিজ্ঞাপনটী পড়ে উপহারের আশায় সকলেই সমস্ত এন্ভেলপ গুলি ফেরৎ এনেছিল। ইহাতে আমি কি বুঝেছিলাম? যে Originality বা মৌলিকত্ব বিজ্ঞাপনের অতি আবশ্যকীয় উপকরণ।

আরও বুঝ্লাম, যে কোন বিজ্ঞাপনই বৃথা যায় না—একটা চিরকুটের লেখাও লোকে পড়ে। সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনও পড়ে, টেলিগ্রাফ পোষ্টের গায়ে বাড়ী ভাড়া, মেসের মেম্বর আবশ্যক, ঔষধের বিজ্ঞাপনও পড়ে। তার উপর যদি একটু মৌলিকত্ব থাকে, তবে তো কথাই নাই।

বিজ্ঞাপন দুইরকমের আছে, এক জীবন্ত বিজ্ঞাপন—আর এক মরা বিজ্ঞাপন—প্রাণহীন, তার আকর্ষণী শক্তি নাই। বিজ্ঞাপনে আকর্ষণী শক্তি ও জীবন দান কত্তে না পারলে কেবল টাকার শ্রাদ্ধ হয়, সে বিজ্ঞাপন ক্রেতা ধরতে পারে না। এদেশের কারবে যে সকল খাম খেয়ালে বিজ্ঞাপনের ম্যানেজার আছেন তাঁদের বিজ্ঞাপনের আদৌ যে অভিজ্ঞতা আছে বলে আমার বিশ্বাস নাই, কলিকাতার মধ্যে আমাদের বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর ২।৩ জন মাত্র লোককে দেখেছিলাম, তাঁদের এই বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে বেশ মৌলিকত্ব ছিল।

সুতরাং এখন কথা হচ্চে যে, বিজ্ঞাপনের যদি প্রাণদান করবার মত বুদ্ধি না থাকে, যদি মৌলিকত্ব দেখাবার উপায় না জানা থাকে, তা'হলে সে কারণে যদি বিজ্ঞাপন ফলপ্রদ Paying না হয়, সে দোষ সংবাদ পত্রেরও নয়, আর ব্যবসায়ীর অদৃষ্টেরও নয়। সে দোষটুকু তথাকথিত বিজ্ঞাপনের ম্যানেজারের। আমেরিকায় প্রত্যেক ব্যবসায়ীর এক একজন দক্ষ ম্যানেজার একমাত্র বিজ্ঞাপনের মৌলিকত্বের গবেষণাতেই নির্জ্জনে কাজ করে, তাকে সহস্র টাকা বেতন দিয়াও ব্যবসায়ী নিজেকে লাভবান মনে করেন। এদেশের দেশীয় ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন অধিকাংশই প্রাণহীন। সংবাদ পত্রের একস্থানে পড়ে আছে, তার পরিবর্ত্তনও নাই, Atractivenessও নাই, এমনি সব ছাপাখানা যে ছাপা উঠেও না। বিজ্ঞাপনদাতাগণও দেখেন না—সে বিজ্ঞাপনের আর কি কাজ হতে পারে ব্যবসায়ীগণ নিজেরাই চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন। কেমন করে বিজ্ঞাপনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে দিতে হয়, তা আগামী বারে বুঝাবার চেষ্টা করবো।

Manager,
Universal Advertising Agency.

পুরে কেন? পুরাতন "কাজের লোক" যে শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

বাঙ্গালাদেশের আয় ব্যয়।

বর্ত্তমানবর্ষে ৭৩ লক্ষ ফাজিল খরচ।

আগামীবর্ষে ১ কোটি ২০ লক্ষ ফাজিল খরচ।

সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক অধিবেশন হইয়াছিল। সেই সভায় রাজস্ব সচিব মিঃ কার বর্ত্তমান বর্ষের আয় ব্যয়ের এক হিসাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। গত মার্চ্চমাসে এইরূপ অনুমান করা হইয়াছিল যে, বঙ্গদেশের আয় ১০ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা হইবে।

আর এক মাস পরেই সরকারী বৎসর শেষ হইবে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, এই বৎসর আয় হইবে ৯ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। সুতরাং আয় ৭৬ লক্ষ টাকা কম হইবে।

আয় কমিল কেন, তাহার কারণ নিম্নে প্রদর্শন করা হইয়াছে। বৎসরের প্রথমে এইরূপ অনুমান করা গিয়াছিল যে, ষ্টাম্প হইতে আয় হইবে

২ কোটী ৮৭ লক্ষ

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আয় হইবে ২ কোটী ৬৫ লক্ষ। অর্থাৎ ২২ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে।

এইরূপ অনুমান করা হইয়াছিল যে আবকারীর আয় হইবে

২ কোটী ৫ লক্ষ

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আয় হইবে ১ কোটী ৮২ লক্ষ অর্থাৎ ২৩ লক্ষ টাকা কম।

বাণিজ্য ব্যবসায়ের অল্পতা ও ননকো-অপারেসন আন্দোলনের জন্যই আয় কম হইয়াছে, গবর্ণমেন্ট আয়ব্যয়ের সমতা রক্ষার জন্য ব্যয় অনেক কম করিয়াছেন।

গত মার্চ্চ মাসে ইহা অনুমান করা হইয়াছিল যে বর্ত্তমান বর্ষে ১২,৫৭৬১,০০০ টাকা ব্যয় হইবে। কিন্তু আয় কম হইতেছে দেখিয়া গবর্ণমেন্ট ৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয় কমাইয়াছেন সুতরাং বর্ত্তমান বর্ষে ১১,৯১,৩০,০০০ টাকা ব্যয় হইবে।

বর্ত্তমান বর্ষে আয় ৯ কোটি ৭১ লক্ষ

ব্যয় ১১ কোটি ৯১ লক্ষ

সুতরাং আয় অপেক্ষা ব্যয় ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা।

আগামী বৎসরের আয় ব্যয়।

আগামী এপ্রেল হইতে যে বৎসর আরম্ভ হইবে, সেই বৎসর ৯,০৩,১৬,০০০ টাকা আয় ও ১০,২২,৪৫,০০০ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। সুতরাং আয় অপেক্ষা ব্যয় ১,১৯,২৯, ০০০ টাকা বেশী হইবে। সুতরাং গবর্ণমেন্ট বাধ্য হইয়া ষ্টাম্প, কোর্ট ফি, বৃদ্ধি করিতে ও থিয়েটার বায়োস্কোপ ও ঘোড় দৌড়ের উপর ট্যাক্স বসাইতে প্রস্তাব করিয়াছেন। ঐ আইনত্রয় পাশ হইলে তবে ১॥ কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি হইবে এবং ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া গবর্ণমেন্ট প্রায় ৪০।৫০ লক্ষ টাকা হাতে রাখিতে পারিবেন। এতদ্বারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি শিল্পের উন্নতি বিধান করা সম্ভব হইবে, এইরূপই ধারণা।

নন-কো-অপারেসন আন্দোলনে মামলার সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে, সুতরাং কোর্ট ফি ও ষ্ট্যাম্পের আয় কমিয়াছে। ইহা খুব আনন্দের বিষয়। মাতালের সংখ্যা কমিয়াছে, সুতরাং আবগারীর আয় হ্রাস হইয়াছে, ইহাও অতিশয় আনন্দের বিষয়। এইবার সুখের উপর দুঃখের বোঝাটা দেখুন।

ননকো অপারেশন আন্দোলনের জন্য দেশে যে অশান্তি হইয়াছে, তাহা নিবারণের জন্য পুলিশ ও জেল বাড়াইতে হইতেছে, সুতরাং ব্যয় বৃদ্ধি হইতেছে, এইটী দুঃখের বোঝা—এটি বইতে হবে।

বাঙ্গালা দেশ হইতে ৩০ কোটি টাকা আয় হয়। ভারত গবর্ণমেন্ট তাহার ২০ কোটি টাকা গ্রহণ করেন, বাঙ্গালা দেশের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কেবল ১০ কোটি টাকা থাকে। ভারত গবর্ণমেন্ট বাঙ্গালা দেশকে অতিশয় শোষণ করিতেছেন। এই শোষণ বন্ধ করিতে না পারিলে বাঙ্গালার অবস্থা কখনও ভাল করা যাইবে না। এই শাসন যদি বন্ধ করা না যায়, ট্যাক্স স্থাপন অনিবার্য্য। শোষণ বন্ধ করিবার জন্য আমাদের যেরূপ আন্দোলন করা উচিত, তাহা করা হইতেছে না। আর করিলেই বা শোনে কে?

অনেকে বলেন, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় নিকট সুবিচারের আশা নাই। আমরা মুখে যতই প্রীতি ও একতার কথা বলি না কেন, মান্দ্রাজ বোম্বাই পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশ বাঙ্গালা দেশকে ভাল বাসেন না। সুতরাং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা বাঙ্গালাদেশকে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য প্রদান করিবেন না।

নূতন আমলে ব্যয় বৃদ্ধি।

বাবু তড়িৎভূষণ রায় এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে নূতন শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তনের পর বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ, পুলিস বিভাগ ও আমলা বিভাগের বার্ষিক ব্যয় কত বেশী হইয়াছে? তদুত্তরে রাজস্ব সচিব মিঃ কার বলিয়াছেন :—

বিচার বিভাগ।

(১) ১৯২০ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী ভারত গবর্ণমেন্ট সিবিল সার্ব্বিসের বিদেশবাসী কর্ম্মচারীদিগকে বিদেশাগতদের বৃত্তি মঞ্জুর করেন,

তজ্জন্য ৪৪৫০ টাকা

(২। ১৯২১ সালের ১৫ আগষ্ট ভারত গবর্ণমেন্ট সিবিল সার্ব্বিসের কর্ম্মচারীদিগকে মুদ্রা বিনিময়ে তাঁহাদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ করিতে আদেশ করেন, তজ্জন্য ৪০,০০০ টাকা।

(৩) ১৯২১ সালের ৫ই মে ভারত গবর্ণমেণ্ট কতিপয় ব্যক্তিকে বিশেষ নির্দ্দিষ্ট তালিকাভুক্ত করেন, তাঁহাদের বর্দ্ধিত বেতন ৮৫০০০ টাকা

মোট ১,২৯,৪৫০ টাকা দিতে হইয়াছে।

শাসন বিভাগ।

(১) ১৯২১ সালের ১২ই জুলাই তারিখের নির্দ্ধারণ অনুসারে সবডেপুটীদের বেতন বৃদ্ধি বাবদে ৪ লক্ষ টাকা

(২) ১৯২০ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী ভারতগবর্ণমেণ্ট সিবিল সার্ব্বিসের বিদেশাগত কর্ম্মচারীদের বিদেশাগত বৃত্তি মঞ্জুর করেন, তজ্জন্য ৮৬৯০ টাকা

(৩) ১৯২১ সালের ১৬ই আগষ্ট তারিখ ভারত গবর্ণমেণ্ট সিবিল সার্ব্বিসের কর্ম্মচারীদিগের মুদ্রা বিনিময়ে যে ক্ষতি হইতেছে, তাহা পূরণ করিতে আদেশ করেন, তজ্জন্য ৯০০০০ টাকা

(৪) ১৯২১ সালের ৫ই মে ভারত গবর্ণমেণ্টের আদেশানুযায়ী কতিপয় ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট তালিকাভুক্ত করা হয়, তাহাদের বর্দ্ধিত বেতনের জন্য ৮০৪০০ টাকা

মোট ৫,৮৩,৬৯০ টাকা দিতে হইয়াছে।

পুলিস বিভাগ।

(১) ১৯২১ সালের ১০ই জুনের নির্দ্ধারণ অনুসারে কলিকাতা পুলিসের উচ্চতর সবর্ডিনেট কর্ম্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি জন্য ১,১১,০০ টাকা

(২) ১৯২০ সালের ৩১এ জানুয়ারী ভারত গবর্ণমেণ্ট ডেপুটী সুপারিনটেনডেণ্টদের বেতন বৃদ্ধি করিতে আদেশ করেন, তজ্জন্য ৭০,০০০ টাকা

(৩) ১৯২১ সালের ২৬এ মের নির্দ্ধারণানুসারে বঙ্গীয় পুলিস ইনস্পেক্টারদের বেতন বৃদ্ধি জন্য ২,৮২,৭৮৮ টাকা

(৪) ১৯২১ সালের ১৭ অক্টোবরের নির্দ্ধারণ অনুসারে চট্টগ্রাম পার্ব্বতীয় অঞ্চলের পুলিসের বেতন বৃদ্ধি জন্য ৫৫০০০ টাকা

(৫) ১৯২১ সালের ২৬এ জুলাই ভারত গবর্ণমেণ্ট ইম্পিরিয়েল পুলিস সার্ব্বিসের বিদেশাগত বৃত্তি প্রদান করিতে আদেশ করেন তজ্জন্য ৩১০০০ টাকা

(৭) ১৯২১ সালের ১৬ই আগষ্ট ভারত গবর্ণমেণ্ট মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষতিপূরণ করিতে আদেশ করেন, তজ্জন্য ১০,০০০ টাকা

মোট ৫,৮৩,৭৮৮ টাকা দিতে হইয়াছে।

আমলাদের বেতন।

আমলাদের বেতন বৃদ্ধি করিবার বার্ষিক ৩১ লক্ষ টাকা দিতে হইবে। ভারত গবর্ণমেণ্ট এখনও উহা মঞ্জুর করেন নাই।

নূতন শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তনের পর কেবল আমলাদের বেতন বৃদ্ধি জন্য বার্ষিক ৩১ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি হইবে।

অন্যান্য ব্যয় নূতন শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বেই মঞ্জুর হইয়াছিল।

পাঠকগণ দেশের আয় ব্যয়টা দেখ্‌লেন তো? বেশ। দুঃখ "কাজের লোকের" অনেক খানি জা'গা গেল।

এইবার ভারত গবর্ণমেণ্টের আয় ব্যয় দেখুন।

১৯২১—২২ সালে

আয় ১০৮ কোটি

ব্যয় ১৪২৮ কোটি

ফাজিল খরচ ৩৪ কোটি

১৯২২—২৩ সালের

আয়ের বরাদ্দ ১১০৷৷০ কোটি

ব্যয়ের বরাদ্দ ১৪২৷০ কোটি

ফাজিল খরচ ৩১৸০ কোটি

গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ের ভাড়া বৃদ্ধি করিয়া ৬ কোটি

ডাক মাসুল বৃদ্ধি করিয়া ১ কোটি ৬০ লক্ষ

বাণিজ্য দ্রব্যের মাসুল বৃদ্ধি করিয়া ১৫ কোটি ৯০ লক্ষ

ইনকম ও সুপার টাক্স বৃদ্ধি করিয়া ২ কোটি ২৫ লক্ষ

লবণের মাসুল বৃদ্ধি করিয়া ৪ কোটি ৩০ লক্ষ

মোট ২৯ কোটি ৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন, এইরূপ আশা করা হইয়াছে।

যদি ঐ টাকা আদায় হয়, তবে আগামী বৎসর ১৩৯ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা আয় ও ব্যয় ১৪২ কোটি ২৫ লক্ষ হইবে। ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হইলেও তবু ২ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ফাজিল খরচ হইবে।

ডাক মাসুল বৃদ্ধি।

এক পয়সার পোষ্ট কার্ডের দাম দুই পয়সা হইবে।

দুই পয়সা ও তিন পয়সার চিঠির মাসুল উঠাইয়া দিয়া চিঠির মাসুল এক আনা করা হইবে।

লবণের মাসুল বৃদ্ধি।

লবণের মাসুল মণ প্রতি ১৷৷০ টাকার পরিবর্ত্তে ২৷০ টাকা হইবে।

বানিজ্য দ্রব্যের মাসুল বৃদ্ধি।

যে সকল দ্রব্যের মাসুল শতকরা ১১ ছিল, তাহা ১৫ হইবে।

বিদেশী কাপড়ের মাসুল মূল্যের শতকরা আরও ৪ টাকা বৃদ্ধি করিয়া ১৫ টাকা করা হইবে।

দেশী কাপড় ট্যাক্স ৩৷৷০ টাকার পরিবর্ত্তে ৭৷৷০ টাকা করা হইবে।

চিনির ট্যাক্স শত করা ২৫ টাকা বৃদ্ধি হইবে। কেরোসিনের ট্যাক্স প্রতি সেরে এক

আনা বৃদ্ধি করিয়া দশ পয়সা করিতে হইবে। দেশী কেরোসিনের উপর প্রতি ৫ সেরে এক আনা ট্যাক্স বসান হইয়াছে। দিয়াশিলাই একগ্রোস বাক্সের উপর ১॥০ টাকা করা হইবে। ছাপাখানার যন্ত্র ইত্যাদির মাশুল মূল্যের উপর শতকরা ২॥০ টাকা হইবে।

মেসিনারীর ট্যাক্স মূল্যের উপর শতকরা ১৫ টাকা হইবে। লোহার ও ইস্পাতের দ্রব্যের মাশুল মূল্যের উপর শতকরা ১০ হইবে।

মশলার মাশুল মূল্যের উপর শতকরা ১৫ টাকা হইবে। ছুরী কাঁচি, কাগজ, কাচের দ্রব্য, বাতি সাবান ছাতার ট্যাক্স মূল্যের উপর শতকরা ১৫ হইবে। মোটর গাড়ী ও মোটর সাইকেল, ঘড়ি, বাদ্য যন্ত্র সোণা রূপার দ্রব্য, রেশমী বস্ত্র, খেলনার ট্যাক্স মূল্যের উপর শতকরা ৩০ হইবে।

তাহা হইলে মানুষের দৈনিক যাহা কিছু দরকার, সমস্তেরই উপর ট্যাক্স বসিল, ধনী দরিদ্র সকলকেই এই করভার বহন করিতে হইবে। বিলাস দ্রব্যের উপর ট্যাক্স বৃদ্ধি করাতে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি, কিন্তু লবণ কেরোসিন তৈল পোষ্ট কার্ড প্রভৃতির উপব ট্যাক্স বৃদ্ধি করাতে সমস্ত দেশে অসন্তোষ বৃদ্ধি হইবে।

সৈনিক ব্যয়ই ভারতেব সর্ব্বনাশ করিল। যে দেশের মোট আয় ১১০ কোটি, তাহার সৈনিক ব্যয় ৬২ কোটি ১৮ লক্ষ। এই ব্যয় কমাইতে না পারিলে ভারতবর্ষের অবস্থা অতি শোচনীয় হইবে।

মহাত্মাজী বন্দী ও দণ্ডিত।

মহাত্মা করমচাঁদ গান্ধী এত দিন পরে বন্দী হলেন, তার প্রতি রাজদ্রোহের মামলা রুজু করা হয়েছিল।

বন্দী যে যখন তখনই তিনি হতে পাবেন, তা তাঁর অবিদিত ছিল না। তাই তিনি দেশের লোককে উপদেশ দিয়া গেছেন, আমার গ্রেপ্তারে দেশ যেন উত্তেজিত না হয়, বরাবরই যেন অহিংস ব্রত পালন করে, সবই নীরবে সহ্য করে—যেন বারদোলি এবং দিল্লীর কংগ্রেস নির্দ্দিষ্ট পথে চলে দেশের কাজ করে যায়। দেশ সেই আদেশ এবং উপদেশ মতই চলেছে, কোথাও কোন উত্তেজনার সংবাদ শোনা যায় নাই। মহাত্মাজী আরও বলেছেন যে, একজন নেতার অভাবে যেন সব ঘুমিয়ে না পড়ে, দেশাত্ম বোধ সকলেরই নিজের নিজের উপলব্ধির সামগ্রী, প্রত্যেকেরই নিজের কর্ত্তব্য নিজে স্থির করে নিয়ে চলতে হবে। ঐ সেই কর্ত্তব্য জ্ঞানেরই কথা।

বিচারে মহাত্মা নিজেই সব দোষ স্বীকার করে নিয়েছেন—তাঁর প্রতি ৬ বৎসর বিনা-পরিশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছে। দেশ প্রাণের মধ্যে খুব ব্যথা পেয়েছে—কিন্তু সব শুম, নীরব। তাঁর আদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করছে—আজ আবালবৃদ্ধ বদ্ধপরিকর।

ভারতসচিবের পদত্যাগ।

ভারত সচিব মিঃ মণ্টেগু সাহেব মন্ত্রিত্বতে ইস্তফা দিয়েছেন, শুনচি নাকি লর্ডরিডিংএরও কর্ম্মত্যাগ অবশ্যম্ভাবী। বিলেতের লোকের ধারণা, ভারতের অশান্তি দমনের যথাযোগ্য কঠোরতা হচ্ছে না, এর চেয়েও কঠোর নীতি আবশ্যক। ভারতবাসীর হৃদয় অধিকারের পন্থা ধরে দেখলে হতো না? কঠোর শাসনে কি হৃদয়ে শান্তি স্থাপিত হতে পারবে? স্নেহ, সুবিচার, ভারতবাসীর প্রকৃত হিতের যে তোমাদের বাসনা আছে বলচো, সেইটা কাজে দেখালেই দেশটা ঠাণ্ডা হতে পারতো বোধ হয়। ইংরাজের ন্যায় বিচারের উপর বিশ্বাস করেই ভারত এতকাল ঠাণ্ডাই ছিল, এখনও আবার সেইরূপ মনুষ্যত্ব ব্যঞ্জক ভাব দেখলে কেন শান্তি ফিরে আসতো না? সে কথা শোনে কে?

জেলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় এবং আরও অন্যান্য নেতাগণ কেহ কেহ অসুখে কাতর। কোটী কোটী লোক, ভারতের, কয়জন দশের দেশের কথা ভাবে? ভারত জননীর এতগুলি সুসন্তান কারাগারে—কে জানে ভগবানের লীলা কোথায় সাঙ্গ হবে?

মনুষ্যত্ব।

মনুষ্যত্বটা ভিতর থেকেই জন্মায়, কাহারও উপদেশে অনুরোধে মনুষ্যত্ব আসে না। মানুষ হবার জন্য সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগ হতে কত দেবতা ঋষি মুনি, উপদেশ দিয়ে আসচেন, হে মানব! তুমি প্রকৃত মানুষ হও, নির্ম্মল চরিত্রবান হও, আপনার জনকে আপনার দেশকে, আপনার দেশের মাটিকে আপনার ধর্ম্মকে ভাল বাসতে শেখ, তার জন্য জীবন পণ কর, কৈ আমরা তা কর্ত্তে শিখলাম কৈ? আমরা আপনার দেশকে আপনার আত্মীয় স্বজনকে, যেমন করে আপনার ভাবতে হয়, তা ভাবতে একজনও শিখেছি কৈ। সত্য যুগের দেবতা ও মুনি

ঋষি, সংস্কারকগণ হতে আধুনিক যুগের জ্ঞাতা কৈথা অনেক জনেরই উপদেশ শুনে আস্লাম, কিন্তু মানুষ হতে পারলাম কৈ? তা'হলেই কথা হচ্চে, কারো মনুষ্যত্ব যে জাগে, সেটা আপনা হতেই তাদের হৃদয়ে জাগে কারো উপরোধ অনুরোধে মনুষ্যত্ব আসে না। সেই সঙ্গে এটাও ভুল্‌লে চলে না যে উপদেষ্টার উপদেশ এইরূপ হৃদয় প্রস্তুত হবার কতকটা সাহায্য করে বটে। কিন্তু হৃদয়ের বল না থাকলে সে উপদেশ হৃদয় অনেকদিন ধরে রাখ্‌তে পারে না, শ্মশান বৈরাগ্যের মত ক্ষণেকের জন্যই হৃদয় তা ধারণ কল্লেও কর্ত্তে পারে, কিন্তু রাখ্‌তে পারে না, পিচ্‌লে যায়। মনুষ্যের একটা কর্ত্তব্য জ্ঞান আছে, নিজের ভালমন্দ বিচার করেই নিজের কর্ত্তব্য ঠিক করে নেয়, সেই জন্যেই সে মানুষ—পশু হইতে তার এই পার্থক্য।

তা হলে যে মানুষের যতটুকু কর্ত্তব্যজ্ঞান সে মানুষ ততটুকুই মনুষ্যত্ববান্। এই কর্ত্তব্য জ্ঞান মনুষত্বেরই নামান্তর। কর্ত্তব্য জ্ঞানের অভাবেই মানুষে পশুতে কোন পার্থক্য থাকে না। যে দেশের লোকের এই কর্ত্তব্য জ্ঞানের যতটুকু অভাব, সেই দেশের মনুষ্যত্ব জ্ঞান ও সেই পরিমানেই অল্প।

মনুষ্যত্ব যাদের আছে, তাদের হৃদয়ে সংকীর্ণতা থাকে না, প্রশস্ত হৃদয়ে তারা আপনার হৃদয়ে পরের দুঃখ সমান অনুভব কর্ত্তে পারে—কাতর হয়, তার জন্য চক্ষের জল ফেলে—হিংসা দ্বেষ ভুলে যায়—কোটী কোটী প্রাণীর সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য সে আপনার জীবন পণ করে, প্রতিকারের জন্য ধন ঐশ্বর্য্য সবই ন্যস্ত করে, সে পরের বিপদ দেখে নিতান্ত পথের দর্শকের মত দু চখে দেখেই চলে যায় না। ঘটনার কথা ভাবে—প্রতিকারের প্রয়াসী হয়, সেই লোক গুলোর মনুষত্ব তাদের ভিতর গজিয়ে উঠেছে বুঝ্‌তে হবে। সেই লোক গুলোর দ্বারা মানুষের—জগতের কিছু উপকার হতে পারে—আর হয় ও তাই। এই মনুষত্ব নিজে সাধনা কর্ত্তে হয়, পুরোহিতের মন্ত্র পাঠ করানর মত মুখে শুধু কপ্‌চে গেলে চতুর্ব্বর্গ ফলের কোন ফলই যেমন লাভ করা যায় না, সাধনার অভাবে যেমন কেবল সময় নষ্ট হয়, আর অজমানের পিত্তপাতাদি জনিত বিবিধ শারীরিক উপসর্গ উপস্থিত হয়, সেইরূপ শুধু উপদেশ আউড়ে গেলে চল্‌বে না, তা আপনার হৃদয়ে সাধনা কর্ত্তে হবে, ঠিকই আমি যে মানুষ, আমার ভিতরে সবই আছে, আমাকে সেই ভাব জাগিয়ে তুলতে হবে, তবেই মানুষ হতে পার্‌বে, তবেই চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হতে পারবে। ২ পায়ে হাঁট, হাতে তুলে খাও, কথা কইতে পার, ভোগ বিলাসে মত্ত, নিজের স্বার্থ ভাল বোঝ—এই গুলিতে মানুষ হয় না। কারণ পশুরও ভাষা আছে, সে তোমাপেক্ষা আরও দুটো বেশী—চার পায়ে হাটে, নিজের স্বার্থ সেও কম বোঝে না।

তারও হিংসা দ্বেষ, শোক দুঃখ আছে, ক্রোধ, প্রতিশোধের বাসনা আছে—নাই কেবল বিবেক—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের জ্ঞান। তাই বেচারা পশু নামে বাচা হয়েছে। কিন্তু যে আমরা মানুষ, সেই আমাদের ভেতর পশুত্বের কোন্ গুণ না আছে? তোমার আমার কর্ত্তব্য জ্ঞান কতটুকু, তার হিসাব নিকাশ কখনও করেছি কি? চলে যাচ্চি একরকমে—ঠিক মানুষ যারা, তারা দেখ্‌লেই বলে দেবে, এরা মানুষের আকারে ঘোরে ফেরে, খায় শোয় বটে, কিন্তু মানুষ ঠিক নয়। কিন্তু সাধনায় মানুষ হওয়া যায়, সে সাধনা কিসের সাধনা—নিজের কর্ত্তব্য জ্ঞানের। ধর্ম্মই হউক, দেশাত্মবোধই হোক, পরিবার-বর্গের, পিতা মাতার প্রতি, দাস দাসীর প্রতিই হউক, নিজের কর্ত্তব্য কতটুকু এই বুঝ্‌লেই মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ কর্ত্তে পারে। এই মনুষত্ব লাভ হলেই হৃদয়ে দেবতার পবিত্র সিংহাসন সংস্থাপিত হয়, তখন তার সকল আকাঙ্খাই পূর্ণ হয়, সেই যে হৃদয়ের বিমল ভাব, তাই নরজগতে স্বর্গ—সে ধীমান! পার যদি এই সাধনায় লাগিয়া যাও—সিদ্ধ হও।

পরলোকে

বিহারী লাল সরকার।

"বঙ্গবাসী" পত্রের সম্পাদক বিহারীলাল সরকারের ১৫ই ফাল্গুন ১৩২৮ সোমবার বারাণসীধামে কাশীপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের সম্পাদকতা ভার গ্রহণ করিয়া বিহারী বাবু তাঁহার সমস্ত জীবন ঐ কার্য্যে অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। ১৮৭৩ সালে সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কিছুদিন মেট্রোপলিটান কলেজে ফাষ্ট আর্টস পড়িয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে আর তাঁহার উচ্চশিক্ষা লাভ ঘটিয়া উঠে নাই। জীবিকা অর্জ্জনের জন্য বাহির হইয়া প্রথমে কিছুদিন তিনি কলিকাতা প্রেস নামক একটি ছাপাখানায় প্রুফরিডারী করিয়াছিলেন এবং নিজের কার্য্যদক্ষতাগুণে সেই ছাপাখানার তত্ত্বাবধায়ক হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে "প্রভাতী" নামক একখানি দৈনিক সংবাদ পত্র বাহির হইল। বর্ত্তমান বসুমতীর শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় তাহার সম্পাদক ও বিহারীবাবু সহকারী সম্পাদক হইলেন। কিছুদিন পরে প্রভাতী উঠিয়া গেলে বিহারী বাবু বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত "দৈনিক" নামক পত্রের ভার গ্রহণ করিলেন। তাহার পরে ক্রমে ক্রমে বঙ্গবাসী সম্পাদকের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া যেরূপ দক্ষতার সহিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, সে কথা বলা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। বসুমতী তাঁহার

সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, যে কেহ তাহার সম্পর্কে আসিয়াছেন, তিনিই উহার পরিচয় পাইয়াছেন—"বসুমতী" লিখিয়াছেন,"তাঁহার যে কবিজনোচিত হৃদয় ছিল, সেজন্য তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছিলেন। অমন কপটতাশূন্য বালকের মত খোলা প্রাণ বুঝি আর দেখিব না। সরকার তাঁহাকে রায় সাহেব উপাধি দ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কারণ বিহারী লাল উৎফুল্ল হন নাই অথবা সে সম্মান উপেক্ষার চক্ষেও দেখেন নাই। বাস্তবিক তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মসম্মানের জন্য কখনও ব্যস্ত ছিলেন না।" মৃত্যুকালে বিহারী বাবুর ৬৭ বৎসর বয়স হইয়াছিল। ভগবান তাঁহার শোকসন্তপ্ত পত্নী ও এক মাত্র পুত্রের এই দারুণ শোকে সান্ত্বনা প্রদান করুণ, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

HOUSE-HOLD INFORMATIONS

Cramp in the leg :—is generally result of acidity and yields to a dose of Soda.

দেশী দন্ত মঞ্জন।

নিমপাতা চূর্ণ, তামাকের গুলের গুড়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া পড়া দাঁতের গোড়ায় মর্দ্দন করিলে দাঁত শক্ত হইবে এবং যন্ত্রণা দূর হয়।

(মোহিম বাবুর মুষ্টি যোগ)

২।

শুট্, হরিতকী, মুথা, খয়ের, কর্পূর, গোল মরিচ, লবণ, দারুচিনি শুপারি ভস্ম, প্রত্যেকটী সমভাগে এবং ফুলখড়ি চূর্ণ ঐ সর্ব্বসমষ্টির সমান পরিমাণ দিয়া হামান দিস্তায় উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইতে হইবে। ইহা অতি উৎকৃষ্ট দন্তমঞ্জন। ইহা দ্বারা দন্তমূল দৃঢ় হয়, মুখের দুর্গন্ধ বিদুরিত হয়, তবে তত সৌখিন হইবে না বটে, কাজের জিনিস হইবে।

Cottage Industries.

গার্হস্থ্য-শিল্প।

HOW TO MAKE STICKING PLASTER.

Ingredients :—

Benzoin	1 oz.
Rectified Spirit	1 oz.
Isinglass	1 oz.
Hot water	1/2 Pint.
Turpentine	4 oz.
Tinct. Benzoin	6 oz.

Mode :—Dessolve the Isinglass in the spirit and strain it again in a seperate vessel ; Dessolve Issinglass in the water and strain it. Mix the two, and let them cool. Brush the jelly so formed ten or twelve times over black silk streched smooth, having it to dry between each application. When this process is finished, dry the silk thoroughly and brush it over with a solution of Turpentine and tincture of benzoin. Sticking plaster is used for sores to cover.

HAIR DYES.

BLACK.

Sulphate of Iron	10 gr.
Glycerine	10 oz.
Water	$1\frac{1}{2}$ oz.

The hair must be thoroughly washed by this and brushed daily for 3 days. Then following should be applied by one small tooth comb, but it should not be allowed to touch the skin, if other preparation has done so, as a temporary stain would result.

2. Gallic acid	4 gr.
Tannic acid	4 gr.
Water	$1\frac{1}{2}$ oz.

After the first application of No 2, the hair should be allowed to dry and then be brushed. Subsequently both formulæ may be used once daily at interval of an hour or so, untill a black colour is produced. The above is original and non-injurious.

Medical.

বাইয়োকেমিক নোট্স্

বা

প্রেস্‌ক্রাইবার্স

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

লেখক—ডাক্তার অনুকুলচন্দ্র বিশ্বাস।
হড়া (হুগলী)

—:•:—

Arthritis—আরথ্রাইটীস্ (গাউট বাত) একে চলিত ডাক্তারি কথায় গাউট বলে—Gout) এর আরো একটী নাম আছে—তবে সে নামটি তত চলিত না হলেও জেনে রাখা দরকার। তাকে বলে পোডেগ্রা (Podagra)।

গাউট্‌কে গেঁটে বাত বলে—আর এই রকম সব ঠিক লক্ষণ না থাকলেও—গেঁটে বাত আমরা এখানে মাঝে মাঝে দেখতে পাই। অনেক বিজ্ঞ বড় বড় চিকিৎসক বলেন—যে ঠিক আরথ্রাইটীস বা গাউট্‌ এ দেশের রোগ নয়। এ টি—বিলাতি রোগ—সাহেবদেরই বেশী হয়ে থাকে। ছেলেদের এ রোগ হয় না। বয়স্ক লোকদেরই—এ রোগ হয়। যাঁরা বড়লোক—পয়সাওয়ালা লোক—ভোগ বিলাসে সময় কাটান—কোনও রকম পরিশ্রম না করেন, সর্ব্বদা বসে বসে আমোদ আহ্লাদে কাটান—তাঁদেরই এ রোগ বেশী হয়, পরিশ্রমী গরীব লোকদের প্রায়ই এ রোগ হয় না।

যাঁরা কোনও রকম পরিশ্রম করেন না অথচ উত্তেজক খাদ্য, মাংস, চর্ব্বি ঘৃতাদির তয়েরী খাবার—রাজভোগ খাদ্য—মদ ইত্যাদি সর্ব্বদা ব্যবহার করেন—অথচ কুঁড়ের রাজা বল্লেও বেশী বলা হয় না,—তাঁরাই এ রোগে বেশীর ভাগ আক্রান্ত হন। মোট কথা—বসে বসে রাজভোগ খেয়ে শরীরের ভার বৃদ্ধি করা—এ রোগের প্রধান কারণ।

হাত পায়ের সব ছোট ছোট গাঁইটের ভিতর পূর্ব্বোক্ত সব কারণে ইউরেট্‌ অফ্‌ সোডা নামক এক রকম জিনিষ জমে। এই ইউরেট্‌ অফ্‌ সোডা জমার দরুণই সন্ধিতে বেদনা হয়—ফোলে—এমন কি প্রদাহের লক্ষণও দেখা দেয়। সন্ধির ভিতরে আর তার চারিদিকে চা-খড়ির মত একরকম জমাট বাঁধা জিনিষ জমে। এই চা-খড়ির মত জিনিষটাকেই ইউরেট্‌ অফ্‌ সোডা বলে। কোনও কোনও রোগীতে এত বেশী ইউরেট্‌ অফ সোডা জমে ও জমাট বাঁধে যে, সন্ধির হাড় সকল জুড়ে যায়—অকর্ম্মণ্য হয়ে যায়, চলা-চল্‌ করবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত থাকে না। আবার যখন এই ইউরেট্‌ অফ সোডা সন্ধির সাইনোভিয়েল্‌-মেম্‌ব্রেণ এবং কার্টিলেজ এর মধ্যে জমাট বাঁধে, তখন ঐ সব গাঁইটের মধ্যে কড়্‌ কড়্‌ শব্দ হয়। হাত দিয়ে টিপলে শক্ত পাথর কুঁচির মত বোধ হয়। এই ইউরেট্‌ অফ সোডা যে কেবল গাঁইটের ভিতরই জমে—তা নয়। কখনও কখনও কোনও কোনও টিস্থ ও চর্ম্মে পর্য্যন্ত এই সোডা জমাতে দেখা যায়।

(ক্রমশঃ)

প্রতিশোধ।

—:০:—

অনেক দিনের কথা। কার্য্যোপলক্ষে বগুড়া যাইতে হইয়াছিল। পাহাড়ের উপরে ঠিক ষ্টেশনের কাছেই ছিল আমার বাসা। সেদিন শরীরটা কেমন যেন একটু খারাপ বোধ হইতেছিল; চা খেলে শরীরটা একটু তাজা হইতে পারে ভাবিয়া, বেয়ারাকে চা তৈরী করিতে বলিয়া টেনিশনের মেমো-রেণ্ডাম খানা নিয়ে একটু পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু পড়াতেও মনঃ-সংযোগ হইল না—তখন চা পান করিয়া গ্রামের মোড়লকে সঙ্গে লইয়া একটু বেড়াইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

রেলওয়ে ষ্টেশনের কাছেই একটা সমতল মাঠের ভিতর আস্তে আস্তে একদিকে হাটিতেছি। এখানে আমি কোন দিনই আসি নি; কাজেই এখানকার সবই আমার কাছে নূতন। বৃদ্ধ মোড়লকে একথা সেকথা নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিতে ছিলাম—সেও যথাসাধ্য আমার কৌতূহল চরিতার্থ করিতে-ছিল। হাটিতে হাটিতে আমরা সমতল ভূমির প্রায় এক প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছি—সম্মুখে দেখিতে পাইলাম, প্রকাণ্ড একটা আম্রবৃক্ষের নীচে ইষ্টকে নির্ম্মিত একখানি গৃহের ভগ্নাবশেষ। স্থানটী অতি সুন্দর। একটী প্রাচীন আম্র বৃক্ষ শতবাহু বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান। এতবড় আমগাছ সচরা-চর বড় একটা চোখে পড়ে না। তাহারই নীচে ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। গৃহটার চতুর্দ্দিকে নানাবিধ পার্ব্বত্য লতাগুল্ম ঘেরিয়া রহিয়াছে। জন হীন প্রান্তরে কে এই গৃহটী নির্ম্মাণ করিয়াছিল—জানিবার জন্য স্বতঃই মনে একটা প্রবল কৌতূহল হইল। বাড়ীটাকে আরও পরিষ্কার ভাবে দেখিবার জন্য ওইদিকেই একটু দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইলাম। মোড়ল একটু পিছাইয়া পড়িল। সামনে আসিয়া বুঝিতে পারিলাম—ওটা একটী প্রকাণ্ড বাঙ্গলার ভগ্নাবশেষ। পাশেই দুটী সমাধি স্তম্ভ। প্রায় গায় গায় সংলগ্ন। তাহাতে যথারীতি মৃতের নাম ধাম ও মৃত্যুর তারিখ খোদিত রহিয়াছে। আমি সমাধির নিকটে অগ্রসর হইলাম।

"বাবু—ওদিকে যাবেন না"—পিছন ফিরিয়া দেখিলাম, বৃদ্ধ মোড়ল আমাকে ডাকিতেছে। আমি দাড়াইলাম। মোড়ল সম্মুখে আসিয়া আমাকে যেন অপেক্ষাকৃত অনুচ্চ স্বরে বলিল—"চলুন ফিরে যাই, এখানে বেশীক্ষণ থাকবেন না" বৃদ্ধের ভয় বিজড়িত কথার ভঙ্গীতে আমার কৌতূহল আরো বর্দ্ধিত হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেন?"

বৃদ্ধ বলিল—"ফিরে চলুন, যেতে যেতে সব বলব'খন।" মোড়লের সঙ্গে ফিরিলাম। মনে মনে ভাবিলাম—নিশ্চয়ই সমাধি ও ভগ্ন বাঙ্গলার সঙ্গে কোন গভীর রহস্য জড়িত আছে।

বৃদ্ধ বলিতে আরম্ভ করিল—সে আজ অনেক দিনের কথা। মৃত ব্রুকফিল্ড যখন রাজকার্য্য উপলক্ষে এখানে বদলি হয়ে

আসেন—তখন তিনি যুবক—অবিবাহিত। প্রথম যৌবনের ধর্ম্ম—আত্মশক্তিতে অসীম বিশ্বাস—যুবক ব্রুমফিল্ডেরও আত্ম-শক্তিতে পূর্ণ মাত্রায় বিশ্বাস ছিল। তার স্বাস্থ্যও ছিল অটুট, আর মনটা ছিল সদাই স্ফূর্ত্তিতে ভরা, কিন্তু মানুষের কতক গুলি গুণ যখন সীমা ছাড়াইয়া যায়, তখন তাই একগুঁয়েমীতে পরিণত হয়। যুবক ব্রুমফিল্ডের পক্ষেও হইয়াছিল তাই। আত্ম-শক্তিতে অতিরিক্ত বিশ্বাস একগুয়েমীতে পরিণত হইয়াছিল। যাক্ সে কথা!

"তিনি এখানে এসেই তার বাঙ্গলা তৈরী করবার জন্ম ওই জায়গাটীকেই পছন্দ করে-ছিলেন। দেখ্‌ছেন তো—জায়গাটী কেমন সুন্দর? যদিও জনমানব শূন্ম হয়ে থাকে, সাহেবদের বাংলা তৈরী করবার উপযুক্ত স্থান সন্দেহ নাই। আপনাদের মত বাঙ্গালীরা এমন নির্জ্জন, নিঃশব্দ স্থানে কক্ষনো একাকী বাস কর্ত্তে পারেন না।"

"সাহেব এখানে এসে অবধি কিছুদিন তাঁবুতে বাস কচ্ছিলেন কিন্তু বেশীদিন তাঁবুতে বাস করা তার পছন্দ হলো না। বাসের জন্ম একটা সুন্দর বাঙ্গলা না হলে চলে না।

সাহেব তাঁর সহকারীকে সংকল্পের কথা বল্লেন। সহকারী একজন দেশী খৃষ্টান।

তাঁবুর পাশেই এক মুসলমান পীরের কবর। সাহেব সহকারীকে বলিলেন—"কুলী মজুরের চেষ্টা দেখুন। ওই কবরটাকে সরিয়ে ফেল্‌তে হবে; বাঙ্গলা ঠিক ওখানটাতেই তৈরী করতে হবে। আজই যেন একাজটা সেরে ফেলা হয়। হুকুম দিয়েই সাহেব কাজে বেড়িয়ে গেলেন।

সন্ধ্যার সময় সাহেব ফিরে এসে দেখ্‌লেন—তখনও কাজ কিছুই হয় নি—যেমন কবর তেম্নিই রয়েছে।

সাহেব সহকারীকে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন—কয়েকজন মজুরকে কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছিল—কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া সকলেই ফিরিয়া গিয়াছে।

সাহেব ক্রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন।—সহকারী বলিল—"এটা নাকি একজন মুসলমান সাধুর কবর। স্থানীয় লোকেরা ওই কবরটাকে খুব পবিত্র বলে ভক্তি করে। তারা এর একটি ইঁটও স্থানচ্যুত করতে রাজী নয়।

কিছুতেই আর মজুর পাওয়া গেল না। সাহেবের সংকল্প আরও দৃঢ় হইল। "নেটিবে'র কবর, তার আবার পবিত্রতা! যেমন করেই হউক, কবর ভেঙ্গে বাঙ্গলা তৈরী কর্ত্তে হবে।"

বাবা তখন গাঁয়ের মোড়ল। সাহেব তাঁকে ডেকে তার অভিপ্রায়ের কথা বল্লেন। উদ্দেশ্য—পিতার সাহায্যে মজুর পাওয়া যায় কিনা।

বাবা সাহেবকে অনেক বুঝিয়ে বল্লেন—"সাহেব অমন কাজ করবেন না। এ অতি পবিত্র স্থান। এ স্থানের অবমাননা কল্লে আপনাকে মহাবিপদে পড়্‌তে হবে।"

পিতা সেলাম করিয়া উঠিয়া আসিলেন। ছোট লোক মজুর পাওয়া গেল। সাহেব বেশী পয়সা কবুল করিয়া অন্য গ্রাম হইতে লোক আনাইলেন। টাকার জন্ম তারা সব কর্ত্তে পারে। টাকার কাছে ধর্ম্ম তাদের। কাজ সুরু হইয়া গেল। সাহেব ভাবিয়া ছিলেন, গ্রামবাসীরা বাধা দেবে; সেজন্ম তিনি প্রস্তুত হয়েও ছিলেন কিন্তু কার্য্যতঃ গ্রাম-বাসীদের পক্ষ হতে কোন গোলমাল হলো না।

কবরের ওপর এই সুদৃশ্য বাঙ্গালা তৈরী হলো। বাঙ্গলার মধ্যে সব চেয়ে বড় সুসজ্জিত কোঠাটা তার শয়ন কক্ষ নির্ব্বাচিত করলেন। কোঠার একদিকে একটী বহুমূল্য স্প্রিংএর কৌচ স্থাপন করলেন। কৌচটী ঠিক যেখানে কবরটা ছিল, তারই ওপর স্থাপিত হলো। সাহেব ইচ্ছা করেই একাজটা করেছিলেন কিনা জানি না।

রাত্রিতে স্প্রিংএর কৌচে শয়ন করে সাহেব খুব আরাম অনুভব করলেন। রাত্রি গভীর; জন প্রাণীর সাড়া শব্দ নেই, হঠাৎ সুষুপ্ত ব্রুমফিল্ড রুদ্ধশ্বাসে শয্যার উপর উঠে বসলেন—কে যেন লৌহ শীতল হস্তে তার গলাটা চেপে ধরেছে। অতি কষ্টে শ্বাস গ্রহণ করে সাহেব, চোক মেলে দেখলেন—জ্যোৎস্না প্লাবিত কক্ষতলে এক ভীষণ মূর্ত্তি। আবক্ষলম্বিত শুভ্র দাড়ী, মস্তকে সবুজ রংএর একটা পাগড়ী বাঁধা, শুভ্র পোষাকে সমগ্র দেহ আবৃত। মুখে এক অদ্ভুত পূর্ব্ব ক্রুদ্ধ কঠোর ভাব।

ব্রুমফিল্ডের অসীম সাহস—ভয় কাকে বলে তিনি জানেন না—ছায়ামূর্ত্তিকে জড়িয়ে ধরতে গেলেন। মূর্ত্তি অদৃশ্য হয়ে গেল।

সাহেব চীৎকার করে চাকরকে ডাক্‌লেন। সামনের ঘরের বারান্দার এক কুঠরীতে চাকর ঘুমেয়েছিল, সাহেবের ডাকে দৌড়ে উঠে আস্‌ল। সাহেব তাকে আনুপূর্ব্বিক সব ঘটনা বল্লেন। দুজনে তন্ন তন্ন করে সমস্ত বাঙ্গালা খুঁজে কোথাও কিছু দেখ্‌তে পেলেন না। বলা বাহুল্য, সে রাত্রিতে সাহেবের আর ঘুম হলো না।

"পরদিন পুনরায় সাহেব আমার বাবাকে ডেকে সমস্ত ঘটনা বলে সাবধান করে দিলেন,—গ্রামবাসীরা যদি ফের আমার সঙ্গে এমন চাতুরী করে, তবে আমি তার উপযুক্ত সাজা দেবো। তুমি সবাইকে সাবধান করে দেবে।

সাহেবের ধারণা হয়েছিল—গ্রামবাসীরা তাকে ভয় দেখাচ্ছে। পিতা সাহেবের কথায় সম্মতি সূচক ঘাড় নেড়ে চলে গেলেন।"

"পরদিন রাত্রিতে শুইবার সময় সাহেব

তন্দ্রা রিভলভার বালিশের নীচে রেখে গত রাত্রির কথা ভাবতে লাগলেন"—

"আজ যদি কেউ আমার নিদ্রার ব্যাঘাত করে, তবে নিশ্চয়ই গুলি করবো।"

হঠাৎ ঘুমের ঘোরে সাহেব চেচিয়ে উঠ্‌লেন—গলদেশে আবার সেই কঠিন শীতল স্পর্শ। রুদ্ধশ্বাসে সাহেব হাতড়ে হাতড়ে পিস্তল বের করে ছায়া মূর্ত্তি লক্ষ্য করে গুলি ছাড়্‌লেন—গলদেশের হস্তমুষ্টি শিথিল—ছায়া মূর্ত্তিও সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সাহেব শয্যা হতে লাফিয়ে পড়লেন—গুলি লক্ষ্যকে আহত করেছে নিশ্চয়। কিন্তু কই—? কেউ তো কোথাও নেই। পালিয়ে গেলেও রক্তের চিহ্ন দেখা যেতো—কিন্তু এক ফোটা রক্তও কোথায় নেই কেন?

প্রতি রাত্তিরেই এইরূপ হতে লাগলো। ঘুমিয়ে পড়লেই গলদেশে কঠিন শীতল মৃত্যুর স্পর্শ। চোক মেলে চাইলেই সেই কঠোর, ভীষণ ছায়া মূর্ত্তি। রোজ রাত্তিরেই গুলি চল্‌তে লাগলো—কিন্তু উপদ্রবের শান্তি হলো না।

সাহেব আর রাত্রিতে ঘুমুতে পারতেন না। মনের মধ্যে অহরহই সেই ভীষণ মূর্ত্তি জাগ্‌ছিল। চিন্তার আবেগে পাগলের মত হয়ে উঠ্‌লেন। চিন্তার হাত এড়ানোর জন্যে অনবরত সোডা, হুইস্কি চল্‌তে লাগলো। —তাহাতে ফল আরো খারাপ হলো। হুইস্কির অতিরিক্ত উত্তেজনায় অনিদ্রা একেবারে চেপে বসলো। ক্রমে স্বাস্থ্যও ভঙ্গ হতে আরম্ভ হলো।

সহকারী একদিন বলিল—আপনি ছুটীর আবেদন করুন, আপনার স্বাস্থ্য একদম খারাপ হয়ে গেছে:

সাহেব বল্লেন—"কিছুতেই নয়, আমি এ রহস্য ভেদ না করে ছাড়চি নে।"

একদিন তাহার এক যুবক বন্ধু এসে উপস্থিত হলো। সেও তারি মত শক্তিশালী। সুস্থ, সবল ব্রুমফিল্ড বন্ধুর আগমনে খুব উৎফুল্ল, তার করমর্দ্দন করে বললেন—এসেছ, ভালই হয়েছে, আমার চিঠিতেই তো ঘটনা জান্‌তে পেরেছ—দেখা যাক্‌, দুজনে মিলে এর কিনারা করতে পারি কি না।

দুজনেই দুই ভরা রিভলভার নিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে শয্যায় উপর শুইয়ে পড়লেন। দুজনেরই একটু তন্দ্রা এসেছে—হঠাৎ নবাগত বন্ধুটী একটা গোঙানীর শব্দ শুনে শয্যা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো—। যা দেখ্‌লে তাতে তার পায়ের রক্ত যেন জমে যাবার উপক্রম হলো—

"এক ভীষণ ছায়া মূর্ত্তি। আবক্ষলম্বিত শুভ্র দাড়ী; মাথায় সবুজ বর্ণের পাগড়ী, শুভ্র বসনে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত। ব্রুমফিল্ডের বুকের ওপর বসে গলা চেপে ধরেছে"

হ্যারী ছায়ামূর্ত্তির মস্তক লক্ষ্য করে রিভলভারটা ধরেছে, ঠিক এম্নি সময়ে ছায়া মূর্ত্তি তাকে অগ্রসর হতে দেখেই যেন ব্রুমফিল্ডকে ছেড়ে একটু সরে দাঁড়ালে—

ব্রুমফিল্ডও তখন যেন খানিকটা অবসন্ন ভাবে রিভলভারটা নিয়ে বিছানা থেকে নীচে পড়েই ছায়া মূর্ত্তি লক্ষ্য করে গুলি ছুড়্‌লেন। যুগপৎ আরেকটা শব্দও শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গেই দুটা বিকট চীৎকার। তারপর সব নীরব। চাকর ও পাড়ার দুএকজন ছুটে গিয়ে দেখে—ব্রুমফিল্ড ও তার বন্ধুটীর প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহ নিস্পন্দ ভাবে মেঝেতে পড়ে আছে। ঘরময় রক্ত। দুজনেই দুজনের গুলিতে ইহলীলা সাঙ্গ করেছে।

ওই সমাধি দুটিই সেই হতভাগ্য ব্রুমফিল্ড ও তার বন্ধু হ্যারীর। আমি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বাসার দিকে চলতে লাগলাম।

গোপাল ভট্টাচার্য্য।

Notes of Interest.

আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ।

—:•:—

ম্যানচেষ্টারের তুলার উপর শুল্ক বাড়ান হইয়াছিল, সেই জন্য ভারতের তুলার উপরও শুল্ক বাড়ান আবশ্যক, বিলাতের কলওয়ালারা এই বায়না ধরে বসে ছিল। শুনি এ প্রস্তাব ব্যবস্থাপক পরিষদে নাকচ্‌ হইয়া গিয়াছে, এজন্য গবর্ণমেণ্টের ২ কোটী টাকা আয়ের পথ বন্ধ হইল। ঠিকই হইয়াছে।

লবণের ট্যাক্স।

লবণের উপর ট্যাক্স বাড়ানর প্রস্তাবও বাতিল হইয়া গিয়াছে, সুতরাং গবর্ণমেণ্টের ইহাতেও ৪ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা আয় বন্ধ হইল। যে দেশের লোকে দুটা আধ পেটা ভাতে নুন ছড়িয়ে খেয়ে কোনরূপে জীবন ধারণ করে সেদেশেও নুনের উপর ট্যাক্স বাড়াতে আছে?

লাট পরিবর্ত্তন।

২৩শে মার্চ্চ বাঙ্গলার মহামান্য রোণাল্‌ডসে বাঙ্গলা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। বাঙ্গালার নূতন লাট লর্ড লিটন ২৭শে মার্চ্চ বোম্বাই হইতে কলিকাতায় আগমন করিবেন।

স্বদেশী মেলা।

চতুর্থ বর্ষ।

এবার কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ৩রা এপ্রিল তারিখ হইতে মেলা খোলা হইবে। ১৫ দিন মেলা খোলা থাকিবে। সমগ্র ভারত জাত শিল্প দ্রব্যাদির একত্র সম্মিলন করিবার জন্য বিপুল আয়োজন করা হইতেছে। দেশীয় দ্রব্য প্রদর্শনের ইহা একটী অপরিহার্য্য সুযোগ। সাধারণ দর্শকগণের চিত্ত-বিনোদনের জন্য যাত্রা, ম্যাজিক, বায়স্কোপ, কুস্তি প্রভৃতি নানা প্রকার আমোদ প্রমোদেরও আয়োজন প্রচুর আছে। উৎকৃষ্ট প্রকারের চরকার জন্য, হাতে প্রস্তুত উৎকৃষ্ট সুতার জন্য স্বর্ণ মেডেল দেওয়া হইবে। ৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে এই স্বদেশী মেলার আফিস। যাঁহারা মেলায় দ্রব্যাদি দেখাতে ইচ্ছুক, তাঁহারা উপরোক্ত ঠিকানায় সবিশেষ বিবরণ জানিতে পারেন।

নূতন ভারত সচিব।

প্রধান মন্ত্রী কি করিবেন?

বিলাতি খবরের কাগজে প্রকাশ, ভাইকাউন্ট পীল নূতন ভারত-সচিব হওয়ায় রাজনৈতিক দুরবস্থা পূর্ব্ববৎ রহিল। এখন যে প্রধান মন্ত্রী কি করিবেন, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যেই একটা কিছু এস্পার ওস্পার হইয়া যাইবে। প্রধান মন্ত্রী হয় পদত্যাগ করিবেন, না হয় তাঁহার ক্ষমতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিবেন। "বন্দেমাতরম"

২১।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্ত্তৃক ২নং রাজেন্দ্রদত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিক্ষা।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত।

মূল্য ॥০ ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অসংখ্য কাজে বেতের জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঘরে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। সুন্দর ছাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং ধনাকাঙ্ক্ষীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াসসাধ্য উপায় সমূহ বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত। এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে তবে আমাদের আনীত এই পুস্তকখানিই যেন ক্রয় করিবেন। মূল্য ২৲ টাকা ভিঃ পি স্বতন্ত্র। কাপড়ে বাঁধান, পরিষ্কার অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত। যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

How a penny became Thousand Pounds Rs. 2/4/-

How to mend and how to make (secondhand Book) Rs. 1/8

Watch repairing Rs. 1/8

V. P. and postage extra.

বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের ফন্দি সন্দিও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পন্থা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অভাব করিবেন, পকেট সাইজ, ফুলিসক্যাপ ১৬ পেজি সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ॥৵০ আনা। ভি, পি স্বতন্ত্র।

ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুত প্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ২৲ যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আমাদের বেশী কর্ম্মচারী নাই যে, সর্ব্বদাই এই কার্য্যে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকন্তু ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায়। সমস্তই ভাল পুস্তক এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। যাহা আমাদের নাই, তেমন পুস্তকও যত্ন করিলে সংগ্রহ করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কমিশন পেলেও পুস্তক রাখা হয়। সে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, "কাজের লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস,
২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা।

"কাজের লোকের" বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারিং চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।

২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১৲ টাকা ধরা হয়। সৎ ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি।

৩। কোন বিজ্ঞাপন ৩ মাসের কম সময়ে পরিবর্ত্তন করা হয় না।

৪। Desplay অর্থাৎ সাজান বিজ্ঞাপনের স্বতন্ত্র মূল্য দিতে হয়।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার !

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮৲ টাকা প্রতি মাসে	৭৲ টাকা প্রতি মাসে	৬৲ টাকা প্রতি মাসে
½ „	৫৲ „	৪৲ „	৩৷৹ „
¼ „	৩৲ „	২৷৹ „	২৲ „
১ কলম	৩৲ „	২৷৹ „	২৲ „
[illegible]	১৸০ „	১৷৹ „	১৹ „

১২ বৎসরের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব। মফঃস্বলের বিজ্ঞাপনের সমস্ত টাকা অগ্রিম দেয়। সপ্লিমেণ্টের কথা পত্র লিখিলে জ্ঞাত করা যায়।

কার্য্যাধ্যক্ষ

"কাজের লোক"।

৯ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিক

THE BUSINESSMAN.

কাজের লোক

Edited by S. P. Chatterjee.

১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।	New Series, April, 1922,	নূতন সংস্করণ। এপ্রিল, ১৯২২।	Vol. XVI. No 4

কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিক্ষা।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত।

মূল্য ।০ ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অসংখ্য হাতে কেতেরে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঘরে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। সুন্দর ছাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং ধনাকাঙ্ক্ষীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াসসাধ্য উপায় সমূহ বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত। এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে তবে আমাদের আনীত এই পুস্তকখানিই যেন ক্রয় করিবেন। মূল্য ২৲ টাকা ভিঃ পি স্বতন্ত্র। কাপড়ে বাঁধান, পরিষ্কার অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত। যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

How a penny became Thousand Pounds Rs. 2/4/-

How to mend and how to make (secondhand Book) Rs. 1/8

Watch repairing Rs. 1/8

V. P. and postage extra.

বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের ফন্দি সন্ধিও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পন্থা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্ডার করিবেন, পকেট সাইজ, ফুলিসক্যাপ ১৬ পেজ সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ।৶০ আনা। ভি, পি স্বতন্ত্র।

ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ২৲ যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আমাদের বেশী কর্ম্মচারী নাই যে, সর্ব্বদাই এই কার্য্যে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকন্তু ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায়। সমস্তই ভাল পুস্তক এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। যাহা আমাদের নাই, তেমন পুস্তকও অর্ডার করিলে সংগ্রহ করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কমিশন পেলেও পুস্তক রাখা হয়। সে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, "কাজের লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস,
২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য রত্নস্বরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য দামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চক্ষুরত্নকে রক্ষা করিতে যান; কিন্তু তাহা ত হইবার নয়। প্রকৃত নির্দ্দোষ চসমা উৎকৃষ্ট ব্রেজিল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয়; তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্ষুরত্ন রক্ষার যথার্থ সামগ্রী। আমরা চক্ষু পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনাইয়াছি। চক্ষের বিবরণ আমাদিগকে যেন একবার অতি অবশ্য জানান হয়। প্রায় ৩০ বৎসরের বহুদর্শিতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ব্যবস্থামত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই

দে, মল্লিক এণ্ড কোং,
২ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

"শ্রীশ্রীআপদ নাশিনীর ব্রতকথা।"

দুই আনার ডাক টিকেট পাঠাইলে একখানা বই পাঠানো হয়।

ঘরে ঘরে প্রচলিত।

১২ খানা একত্রে লইলে—দশ আনা মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার "শতদল"
১৫ নং খেলাৎবাবু লেন, কাশীপুর,
কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

১৬শ বর্ষ। ৪র্থ সংখ্যা। New series. APRIL, 1922. নব পর্য্যায়। এপ্রেল ১৯২২। Vol. XVI. No. 4.

ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রধান অন্তরায়।

—:•—

এদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির পথে অনেক অন্তরায় দণ্ডায়মান, তাহার মধ্যে রেলপথে মালচালানের অসুবিধা একটী প্রধান। যুদ্ধের সময় হইতে যুদ্ধের উপকরণ বহনের জন্য গাড়ী পাওয়া সাধারণের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভবের মধ্যেই দাঁড়াইয়াছিল, তাহার পর ধর্ম্মঘট প্রভৃতি নানা উপসর্গ প্রতিনিয়তই লাগিয়া আছে। যদি এক প্রদেশের মাল অন্য প্রদেশে যাতায়াতের উপায় না থাকে, তাহা হইলে ব্যবসার বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি হওয়া দূরের কথা, তাহার অস্তিত্বই থাকে না। এইরূপে কোন স্থানেই প্রচুর মাল আমদানী হইতে পারে না—ফলে স্থানীয় বাজারে দুর্ম্মূল্যতাই আসিয়া পড়ে। লোকে কোন দ্রব্যই সুলভে পাইবার আশা করিতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখান যাইতে পারে, রেলের গাড়ী বন্ধ হওয়ার জন্য কয়লার অভাবে ।৶০ মণ কয়লা—দুই টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। বর্ত্তমান ধর্ম্মঘটের জন্য কয়লার অভাবে কোন কোন রেলে অনেক ট্রেণই তুলিয়া দিতে হইয়াছে। রেলের এই মাল চালানের সুবিধা না থাকায় বাজারের কোন ব্যবসায়ীই কাজ করিতে পারিতেছে না। লোহা লক্কর, অন্যান্য মালের ব্যবসায়ীগণ গুদামঠাসা মাল লইয়া বসিয়া সময় কাটাইতেছে, অথচ বাজারে ক্রেতার অভাব নাই। কিন্তু মাল লইয়া তাহারা দূর দূরান্তরে পাঠায় কিরূপে? কাজেই কেহ কোন জিনিস কিনিতে পারে না।

লোকে যদি রোজকার করিতে না পারে, তবে দোকান ভাড়া, গুদাম ভাড়া, লোকজনের মাহিনা, টাক্স, লাইসেন্স প্রভৃতি সহস্র প্রকারের বাব্ আয় কোথা হইতে? সুতরাং ব্যবসায় ক্ষতি সহিতে সহিতে দেউলিয়া আদালতের আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। যাহারা বাড়ী ঘর করিতেছে তাহাদের লোহা লক্কড়, কাঠ, মাল, মসলা যাতায়াতের অভাবে জনমজুর লাগাইয়া বসিয়া আছে, মাল যাইবার উপায় নাই। সুতরাং তাহাদিগকে কাজ বন্ধ করিতে হইয়াছে। এদিকে শ্রমজীবিগণ কাজের অভাবে না খাইতে পাইয়া মৃতপ্রায়, এই বিষম সমস্যার প্রতিকার কে করিবে? এই যে ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ধর্ম্মঘট আজ প্রায় মাসাবধি ধরিয়া চলিল, ইহার ফলে দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থা কত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই বুঝিতেছেন। কিন্তু রেলকর্ত্তৃপক্ষ বা গবর্ণ-

মেণ্ট এতদিনেও তাহার কি প্রতিবিধান করিলেন?

এদেশের ব্যবসায়ীর সামান্য সামান্য মূলধন, যদি বারম্বার ক্ষতি সহ্য করিতে থাকে, তাহা হইলে লাভের কথাত দূরের কথা—মূলধনও বাঁচাইয়াও ঘরে ফিরিতে পারে না। সুতরাং রেলের এইরূপ অবস্থায় গাড়ীর অভাব প্রভৃতি বিবিধ কারণে এদেশের ব্যবসায়ী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেও পারে না। রেলের এই অসুবিধার জন্য অনেক মহাজন গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড দিয়া অত্যন্ত অধিক ভাড়া দিয়া মটর লরিতে মাল লইয়া যাইতেছে। তাহার ফলে পল্লীবাসীকে অনেক উচ্চমূল্যে তাহাদের আবশ্যকীয় দ্রব্য পাইতে হইতেছে—অভাব আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে। এ সমস্ত ব্যাপারে অজ্ঞ—সাধারণ লোক রেলের বেবন্দোবস্তের ফলে অসন্তোষ আগুনে পুড়িয়া মরিতেছে—বুঝিতেছে—যে এ রাজ্যে যেন বহুদিন শান্তি সুখ অন্তর্হিত হইয়াছে। এদেশের লোক তো চোদ্দ আনাই অশিক্ষিত, অজ্ঞ লোকে শ্বেত মানুষ মাত্রকেই রাজার জাত বলিয়া জানে। আর কথাও অনেকটা সত্য। কেন না—একটা সাহেবের অসন্তোষে লাট বেলাটকেও যেমন বিব্রত এবং প্রতিকার-পরায়ণ দেখা যায়, কোটী কোটী দেশী লোকের অসুবিধার কাতর ক্রন্দনেও রাজকর্ম্মচারীদিগকে তেমন অনুপ্রাণিত ও প্রতিকার পরায়ণ দেখা যায় না। কিন্তু এই কোটী কোটী দেশী কালালোক রাজকোষ পূর্ণ করে, টাক্সের অসহনীয় ভার অনাহারেও বহন করে। হইতে পারে, গবর্ণমেণ্ট মনে প্রাণে তাঁহার প্রজাদের প্রতি অসীম স্নেহ মমতা সমদর্শিতাই পোষণ করিয়া থাকেন, কিন্তু এই ভারতের কোটী কোটী প্রজা এক মুহূর্ত্তও সেই অন্তঃশীলা স্নেহ ও মহদুদ্দেশ্যের অমৃত ধারার আভাস আস্বাদ পাইলে চির কৃতার্থ বোধ করিত সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশীয় ব্যবসায়ীদের এই দারুণ অসুবিধার কথা কেহ যে ভাবিবার আছেন, তাহার তো চাক্ষুষ প্রমাণ দেখা যায় না।

বিদেশী ব্যবসায়ীগণের অনেক ব্যবসায়ই যৌথ কারবার, লাভ ক্ষতি হইলে তাহা অংশীদার সমষ্টির লাভ ও ক্ষতি। কিন্তু এদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা অনেকেরই নিজস্ব মূলধনেই তাহাদের ব্যবসায় চালাইয়া থাকে। ক্ষতি হইলে একেবারে যে তাহার সর্ব্বনাশ হইয়া যায়, তাহা ভাবিয়া প্রতিকার করত প্রজার ব্যবসায় বাণিজ্য বজায় করিকরিবার জন্য কয়জন চিন্তা করে? সুতরাং ব্যবসায় বাণিজ্য দ্বারা এদেশের ব্যবসায়ীর উন্নতির পথে বহু কণ্টক ও বাধা বিঘ্ন!

কৃষিতে সাফল্য লাভের অন্তরায় জলাভাব—ইরিগেশন দ্বারা কৃষির উন্নতির বিশেষঃ চেষ্টাও হয় নাই। দাসত্ব বৃত্তি দ্বারায় সংসার চালান অসম্ভব মধ্যেই দাঁড়াইয়াছে, উৎকৃষ্ট পানীয় জলের অভাবে অনশনে ভারতবাসী মৃতকল্প—অহরহ মৃত্যুর দিকে ধাবমান—ব্যবসায় বাণিজ্যও অচল। তবে কেমন করিয়া তাহার জীবন রক্ষা হয়? একথায় কেহ উত্তর দিবার নাই। ইহার উত্তর এবং ভাবিবার সময় আসিবে কখন? যখন এদেশবাসী নানা দুঃখ দৈন্য ভোগ করিয়া, অনাহারে ক্ষীণ পরমায়ু হইয়া কালের করাল গ্রাসে প্রবেশ করিবে—আর সমগ্র দেশটা বিভীষিকাময় শশ্মানে পরিণত হইবে তখন। তখন এই ভারত কামধেনুতে আর একবিন্দুও দুগ্ধ পাওয়া যাইবে না—তখন এই উপেক্ষায় বিষময় ফল অনুভবযোগ্য হইবে। ভারতের এত অভাব; এত দৈন্য—দেশ এত অন্তঃসার শূন্য হইয়াছে যে, সে দিন আসিতে আর বড় বেশী বিলম্ব নাই। তাহার কৃষি, শিল্প ব্যবসায় বাণিজ্যের সকল পথই রুদ্ধ।

মাল চলাচলের অসুবিধা, রেলের অসুবিধা অবশ্য সর্ব্বজাতীয় সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষেই সমান বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতি বিদেশীয়গণের লোলুপ দৃষ্টি তাহার কাঁচা মালের জন্য। ভারতে Raw matirial দ্বারা সমগ্র জগতের শিল্প বাণিজ্য চলিয়া থাকে। ভারতবাসীর আমেরিকা বা ইউরোপের ন্যায় ক্যাপিটাল বা মূলধন নাই, ইহা অতি সত্য তথ্য। তাহা থাকিলে আজ ভারতবাসী তাহাদের কাঁচা মাল অপরের হাতে তুলিয়া দিয়া দ্বিগুণ চতুর্গুণ মূল্যে আপনাদের আবশ্যকীয় দ্রব্য কিনিয়া সর্ব্বশান্ত হইত না। তাহার সামান্য মূলধনে সুলভ শ্রম দ্বারা সে যে কাঁচা মাল উৎপন্ন করে, তাহাও সে এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে যদি চালান দিয়া ব্যবসারের সুসার করিতে না পায়, তাহা হইলে অবিলম্বেই তাহার সামান্য মূলধন নিঃশেষিত হইয়া দেওলিয়া হওয়াই অবশ্যম্ভাবী। তাহার ফলে দেশের দারিদ্র সমস্যা আরো ঘনীভূত এবং জটীল হইয়া উঠিবে এবং অনশন জনিত অসংখ্য রোগ বৃদ্ধি হইয়া মৃত্যুহার আরও বর্দ্ধিত হইবে—দেশের অশান্তি বাড়িবে, তাহাতে রাজা প্রজা কাহারও শান্তি থাকিতে পারে না। সুতরাং রেলের সুবন্দোবস্ত করিয়া এদেশের ব্যবসার বাণিজ্যের উন্নতির সুবিধা করার কথা গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত আবশ্যকীয় বিষয়, তাহা উপেক্ষার চক্ষে দেখিলে ঘোর অনর্থেরই সম্ভাবনা। সহজে রেলের গাড়ী পাওয়াত অনেক কালই যায় না, তাহার পর যুদ্ধের

সময় হইতে কত ঘুস দিয়া নানান উপায়েও মহাজনগণ এক খানি ওয়াগণের জোগাড় করিতে পারে নাই, রেলের সুবন্দোবস্ত করিয়া সাধারণের কোন উপকারই করা হইল না তাহা উপর সুপারটাক্স প্রভৃতি এবং পার্শেল ও গুড্‌সের ভাড়া বাড়িয়া গেল। যে গরুর দুগ্ধ দোহন করিতে হইবে, তাহাকে বাঁচাইয়া রাখার দরকার, নচেৎ দুগ্ধ দেবে কে? বর্ত্তমান রেল ধর্ম্মঘটের দ্বারা সাধারণের ক্ষতির সীমা নাই। যে পক্ষেরই ত্রুটী থাকুক, তাহার তর্ক তুলিয়া পরস্পরের ঘাড়ে দোষারোপ করায় কোন ফল নাই। অবিলম্বে মিমাংসা হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

কি ছিল, কি হইয়াছে।

—:০:—

সহযোগী "নীহারে" কোন ব্যক্তি লিখিয়াছেন, ধনী ব্যক্তি ছাড়া অধুনা প্রায় সকল ব্যক্তিই আর্থিক অভাবগ্রস্ত হইয়াছেন, কিন্তু আমাদের দেশে ধনী ব্যক্তির সংখ্যা খুব কম; দরিদ্রের সংখ্যাই বেশী, আর এই দরিদ্রের প্রধান অভাব দৈনন্দিন আহারের। এখন কেন যে এত অন্নের অভাব হইতেছে, আর পূর্ব্বেই বা কেন এরূপ ছিল না, তাহার প্রধান কারণ আমাদের দেশ হইতে শিল্পের তিরোধান। পূর্ব্বে গরীব লোকেরা নানাপ্রকার শিল্পকার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত; এখন কিন্তু তাহা হয় না। যদিও বা সেই সকল শিল্প প্রচলনের চেষ্টা হইতে পারে, তথাপি সুলভ মূল্যের বৈদেশিক শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় দেশীয় শিল্পের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী কিন্তু যদি দেশের শিক্ষিত, ধনী ও বিলাসী ভদ্র ব্যক্তিগণ সকলেই দেশীয় শিল্পের উপর অত্যধিক আস্থা স্থাপন করেন এবং ভাবেন যে, দেশীয় শিল্পের ব্যবহারে দেশের বুভুক্ষু ভ্রাতৃগণের মুখে অন্ন দানের ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দরিদ্রের অভাব দূরীভূত হইবে ও দেশ অচিরে সমৃদ্ধিশালী হইবে। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতে নানাবিধ শিল্পের প্রচলন ছিল ও তদ্দ্বারা অনেকে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ডাঃ বুকাননের ১৮০০ খৃষ্টাব্দে, সাহাবাদ প্রভৃতি জেলা পরিদর্শনের ফলে যে রিপোর্ট বাহির হয়, তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

পাটনা জেলায় ৩,৩০,৪২৬ জন স্ত্রীলোক কেবল সূত্র কর্ত্তন ব্যবসায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। দিবসের মধ্যে কয়েক ঘটিকা মাত্র কার্য্য করিয়া তাহারা সম্বৎসরে ১০৮১,০০৫ টাকা লাভ করিত। তন্তুবায়েরা বস্ত্র বয়ন করিয়া বার্ষিক (ব্যয় বাদে) ৭॥০ লক্ষ টাকা রোজগার করিত। ফতুয়া, গয়া, নয়াবাদ প্রভৃতি স্থান তসরের ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। সাহাবাদে ১,৫৯,৫০০ জন রমণী বৎসরে ১২॥০ লক্ষ টাকার সূতা কাটিত। ঐ জেলায় ৭৯৫০টি তাঁতে বৎসরে ১৬,০০,০০০ টাকার বস্ত্র প্রস্তুত হইত। এতদ্ভিন্ন কাগজ, গন্ধ দ্রব্য, ও তৈল ও লবণ প্রভৃতির ব্যবসাও অতীব সমৃদ্ধ ছিল। ভাগলপুরে তসর বুনিবার ৩২৭৫টি তাঁত ও কাপড় বুনিবার ৭,২৭৯টি তাঁত ছিল। গোরক্ষপুরে ১,৭৫,৬০০ স্ত্রীলোক চরকা কাটিয়া দিনপাত করিত; তথায় ৬১১৪টি তাঁত চলিত এবং ২০০ হইতে ৪০০ পর্য্যন্ত নৌকা প্রতি বৎসর নির্ম্মাণ হইত। তদ্ভিন্ন লবণ ও শর্করা প্রস্তুত করিবার কারখানাও অনেক ছিল। দিনাজপুরে বিধবা ও কৃষক রমণীগণ (ব্যয় বাদে) বার্ষিক ৯,১৫০০০ টাকা উপার্জ্জন করিতেন। পাঁচ শত ঘর রেশম ব্যবসায়ী বৎসরে ১,২০,০০০ টাকা লাভ করিত। তন্তুবায়েরা বার্ষিক ১৬৭৪,০০০ টাকার কাপড় বুনিত। মালদহের মুসলমান রমণীদিগের মধ্যে সূচী শিল্পের বিশেষ প্রচলন ছিল, সূতাও কাপড়ে নানা রকমের রং করিয়া বহু সহস্র ব্যক্তির জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। পুর্ণিয়া জেলার রমণীগণ প্রতি বৎসর গড়ে আনুমানিক ৩ লক্ষ টাকায় কার্পাস কিনিয়া যে সূতা প্রস্তুত করিতেন, তাহা বাজারে ১৩ লক্ষ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইত। তন্তুবায়দিগের ৩৫০০ তাঁতে ৫০,৬০০০ টাকা মূল্যের কাপড় প্রস্তুত হইত। ইহাতে শিল্পীরা প্রায় দেড় লক্ষ টাকা লাভ করিতে পারিত। এতদ্ভিন্ন ১০,০০০ তাঁতে মোটা কাপড় বুনিয়া তাহারা ৩,২৪০০০ টাকা লাভ করিত। সতরঞ্চ, ফিতা প্রভৃতির ব্যবসায়ও অতীব সমৃদ্ধ অবস্থায় ছিল। এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত যে, সেকালের টাকার মূল্য (ব্যয় শক্তি) এখনকার অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। তখন ভারত যে অতীব শিল্প-প্রধান দেশ ছিল, নিম্নের তালিকাও যথেষ্ট প্রমাণ স্থল। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে আমেরিকায় ১৩,৬৩৩ গাইট কাপড় গিয়াছিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ও তৎপূর্ব্বে প্রতি বৎসরে ডেন্মার্কে ১,৪৫০ গাইট ও ইংলণ্ডে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ১,৪৮১৭ গাইট কাপড় রপ্তানী হইয়াছিল। বিস্তৃত তালিকা অনাবশ্যক বোধে অধুনা শিল্প রপ্তানির কিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া গেল। আশা করি, সকলেই পুরাতন শিল্প প্রচলনের জন্য বিশেষ যত্নবান হইবেন ও দেশের দরিদ্র ভ্রাতৃগণের অন্নাভাব দূর করিবেন।" আমরা বলি কি ছিল কি হইয়াছে। এ দোষ যে দেশের লোকের অতিমাত্রায় বিদেশী দ্রব্যের প্রতি অনুরাগের ফল, তাহার সংশয়ই নাই। দেশের সহানুভূতি ও সাহায্যের অভাবেই দেশজাত শিল্প ধ্বংশ হইয়াছে—এখনও চক্ষু ফুটিবে কি?

চরকাই একমাত্র মুক্তির উপায়।

—:০:—

মহাত্মা গান্ধী বলেছেন' চরকাই মুক্তির একমাত্র উপায়।

আমাদের দেশের অবস্থা শোচনীয়। বড় দরিদ্রের দেশ, এদেশে গৃহস্থ যদি নিজের সামান্য সামান্য পরিশ্রম দ্বারা সুতা কাটে, সেই সুতার কাপড় পরে, তাহা হইলে সংসারে অনেক সাশ্রয় হবে। হাতে কাটা সুতার কাপড় অবশ্য বিলাতি সুক্ষ্ম কাপড়ের মত হবে না। কিন্তু কাপড় স্থায়ী হবে, মোলায়েমও হবে। খদ্দরের দাম সুলভ নয়, কিন্তু খদ্দরের কাপড় স্থায়ী। দাম প্রথম প্রথম কেন্‌বার সময় কষ্টকর বোধ হবে বটে---কিন্তু এক জোড়া বিলাতি কাপড়ে যে সময় যেতো, দেশী খদ্দরের কাপড় তার প্রায় ডবল সময় যাবে। বিলাতি কাপড় যদি ১ জোড়া ৫৲ হয়, আর খদ্দরের একজোড়া ধুতির দাম যদি ৫॥৴০ আনাই হয়, তাহলেও বিলাতির ৬ জোড়ায় যে কাজ হতো, হাতের সুতার কাপড় তার ডবল সময় যাবে। তাহলে স্থায়ীত্বের দিকে দেখ্‌লে বিলাতি অপেক্ষা খদ্দর সুলভ বোধ হবে। চরকাই মুক্তির উপায় কেন? যে রকম আক্রাগণ্ডার দিন পড়েছে, আর কাপড়ের দাম যে রকম আগুন, তাতে হাতে সুতা কেটে কাপড় কল্লে গৃহস্থের অনেক অর্থই বেঁচে যাবে। তবে আমাদের দুঃখ, মহাত্মার এই চরকা প্রচলনের আদেশে দেশটা যে বেশ অনুপ্রাণীত হয়েছে, কলিকাতার দৃশ্য দেখে আমাদের তা বোধ হচ্ছে না, কেননা অনেকে চরকা কিনে বাড়ীর বৈঠকখানায় লোক দেখান গোছ রেখে দিয়েছেন বটে, অনেক বাড়ীতে আমরা তা দেখেছি, কিন্তু শতকরা ৫টা বাড়ীতেও কাজের মত কাজ হয় নাই। এ দেশের ৬০ কোটী টাকা এই কাপড়ের জন্য বিদেশে চলে যায়, দেশের লোকের এ কথাটা ভুললে চল্‌বে না। আমাদের মনে হয়, খদ্দর ব্যবসায় হিসাবে সুবিধে হবে না, বেশী কিছু উপার্জ্জন হবে না—, তবে ঘরে চরকায় সুতা কেটে সংসারের সকলের কাপড়ের অভাব মোচন কর্ত্তে পাল্লেই যথেষ্ট লাভ মনে কর্ত্তে হবে। দেশাত্ম বোধে এটা যদি কেহ না করে, তবে ফাঁকা চেঁচাচেচীর ফল নাই। দেশের মধ্যে জন্মে দেশের জিনিসে শ্রদ্ধাদি না থাকৃলে দেশ আমার মা বাবা বলে চেঁচিয়ে বেড়ালে তো দেশের কোন দুঃখই ঘোচে না। সেইজন্য এ চরকাটাকে একটা মুক্তির পন্থা বলে ধরে নিয়ে ঘরে ঘরে চরকার প্রচলনই কর্ত্তে হবে, তাতে মঙ্গল হবে। মুক্তির গুঢ় রহস্য এই চরকায়, তায় আর সন্দেহই নাই।

Agricultural.

কৃষিসম্বন্ধীয়।

লিচু।

লিচু অতি সুস্বাদু ফল, তাহা ভারত-বাসী মাত্রেই অবগত আছেন, কিন্তু কি উপায়ে ইহার চাষ করিলে ফল সুস্বাদু এবং বড় হয়, হয়তো তাহা অনেকেই অবগত নহেন। সেই জন্য কিঞ্চিৎ এসম্বন্ধে আলোচনা করিব। মজঃফরপুরের লিচুই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বাঙ্গালায় অনেক বাগানে লিচু জন্মায় বটে, কিন্তু মজঃফর পুরেরর মাটীর গুণও লিচু চাষের পক্ষে যে যথেষ্ট উপযোগী, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

যে সকল মৃত্তিকায় চুণের অংশ অধিক, সেই সকল মৃত্তিকায় লিচু গাছের ফল সুমিষ্ট হইয়া থাকে। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে, মৃত্তিকায় অন্ততঃ শতকরা ২০ ভাগ চুণের অংশ থাকিলে তাহার ফল উৎকৃষ্ট হয়। সুতরাং যে সকল মৃত্তিকায় চুণের অংশ কম, তাহাতে গুঁড়া চুণ দেওয়ার আবশ্যক হয়। এ প্রক্রিয়া করিতে হইলে প্রথমে মাটীকে কোদাল দ্বারা কোপাইয়া তাহাতে গুঁড়াচুন ছড়াইয়া দিয়া পুনরায় কোদাল দিয়া উত্তমরূপে মাটী ওলট পালট করিয়া দিতে হয়।

এক কাঠা আন্দাজ জমীতে এক সের মাত্র চুনের গুড়া দিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

লিচুগাছ নরম বালী মাটীতেই ভাল জন্মে। লিচুগাছের শিকড় গভীর শক্ত মৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া জীবনধারণোপযোগী রস সংগ্রহ করিতে সক্ষম নয়। সেই জন্য বালুকা প্রধান সরস স্থান না হইলে গাছ রস টানিতে না পারিয়া শুষ্ক হইয়া মরিয়া যায়। বাঙ্গালা দেশে সরস দোঁআশ মাটীর ও অভাব নাই

লিচুর প্রকার ভেদ।

মজঃফরপুরের অনেক প্রকার লিচু জন্মে। তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারই প্রসিদ্ধ।

বেদানা, দুধিয়া, সুগন্ধী এবং চীনা লিচু।

বেদানা লিচুর বীজ ক্ষুদ্র, শাঁস বেশী।

দুধিয়ার ফল পাকিলে উপরের ছাল দুধের মত হয়।

সুগন্ধ লিচু—যাহাকে বলে রোজ সেন্টেড্ বা গোলাপ গন্ধ যুক্ত, ইহার ফল বড়, সরস সুগন্ধ। চীনা লিচু—ফল নাবী, উৎকৃষ্ট, গাছের

ছালে কাঁটা থাকে না, অনেকটা সবুজ বর্ণ। যে সকল স্থানের মৃত্তিকা সমস্ত বৎসর সরস থাকে, সেখানকার মাটী সুগন্ধী লিচুর উপযুক্ত স্থান।

ছায়াযুক্ত স্থানেই ভুধিয়া লিচু জন্মে এবং সেইজন্য ইহার বর্ণও সাদা হয়।

বীজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতীয় কলমের চারাতেই লিচু গাছ ভাল হয়, সেইজন্য বিশ্বস্ত উৎকৃষ্ট জাতীয় কলমই সংগ্রহ করা আবশ্যক। নিকৃষ্ট জাতীয় লিচুতে যতই জল ও সার দাও, ফল ভাল হয় না। গোলাপ গন্ধ লিচুর কলমই বসাইতে হয়।

লিচুর চারা বসাইতে হইলে বর্ষাকালই প্রশস্ত সময়। যে সকল স্থানে মাটী বেশ সরস থাকে অর্থাৎ হেমন্তের প্রারম্ভ কাল পর্য্যন্ত বসান যাইতে পারে। যথেষ্ট যত্ন করিতে হয়, ছায়ার বন্দোবস্ত করিতে হয়, কলাগাছ প্রভৃতির মাঝে মাঝে আম ও লিচুগাছ রোপন করিতে হয়, এই সকল স্থানের মৃত্তিকাও সরস থাকে, কলাগাছের ছায়ায় রৌদ্রের প্রথম প্রখর উত্তাপও পায় না, গাছ অল্প সময়েই বাড়িয়া উঠে। অনেকেই বলেন, আম ও লিচুগাছের রোপণ প্রণালী প্রায়ই একরূপ, অন্ততঃ ২০।২৪ হাত দূরে এক একটী চারা বসাইতে হয়।

রোপন কবিবার নিয়ম।

অন্ততঃ একহাত দীর্ঘ একহাত প্রস্থ এবং দেড় হাত গভীর মৃত্তিকা খনন করিয়া গর্ত্ত করিতে হয়। তাহাতে পচা গোবর সার, চিকন বালী এবং গর্ত্তের মাটী মিশাইয়া গর্ত্তের অর্দ্ধেক অংশ পূর্ণ করিয়া, আশে পাশের মাটী চাঁচিয়া বাকী অর্দ্ধেক পূর্ণ করিয়া দিয়া কিছু দিন এইরূপ ফেলিয়া রাখিতে হয়। প্রায় ৩।৪ সপ্তাহ পরে গর্ত্ত গুলিতে লিচু কলম রোপন করিতে হয়। তাহার পর প্রত্যহ জল দিয়া মাটী সরস রাখা আবশ্যক। দূর দেশ হইতে চারা আনিয়াই পুতিতে নাই। কোন ছায়া যুক্ত স্থানে হাপরের মত করিয়া তাহাতে সমস্ত চারাগুলি একত্রে রাখিয়া জল সেচন করিয়া গাছ গুলিকে একটু তাজা করিয়া তুলিতে হয়, তাহার পর পূর্ব্ব কথিত গর্ত্ত গুলিতে রোপন করিতে হয়। হাপরে অন্ততঃ ২।৩ সপ্তাহ রাখা যাইতে পারে। কলমের গোড়ার মাটী খুলিয়া ফেলিবে না। টবে যদি চারা আনা হয়, তবে সাবধানে টবটী ভাঙ্গিয়া টবের মাটী সমেৎ গর্ত্তে বসান উচিত।

লিচুগাছের পক্ষে জলই উৎকৃষ্ট সার বলিলেও চলে। জল পড়িয়া গোড়ার মাটী শক্ত হইয়া যায়, সেইজন্য মাঝে মাঝে মাটী সাবধানে খুঁড়িয়া আল্‌গা করিয়া দিতে হয়। অতিশয় রৌদ্রের সময় লিচুগাছের পাশে বেড়া দিয়া ডাটা সমেৎ তালপাতা পুতিয়া দিতে হয়, তাহার দ্বারা ছায়া হইয়া গাছ রক্ষা হইয়া থাকে।

লিচুগাছের গোড়ায় অনেক ছোট ছোট কেঁড়ো উঠে, সেগুলি ধারাল ছুরি দ্বারা ছাঁটিয়া দিতে হয়। (ক্রমশঃ)

চিকিৎসা-বিষয়ক।

বসন্তরোগের দেশীয় চিকিৎসা

লেখক :—মেডিক্যাল
ডিপ্লোমা প্রাপ্ত কবিরাজ
শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত।
১১১নং বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট,
শ্যামবাজার, কলিকাতা।

——:০:——

পিড়কা সকল সম্পূর্ণরূপে উদ্গত না হইলে

১। কাঁচা হরিদ্রার রস, তেলাকুচার পাতার রস অথবা শতমূলীর রস মাখমের সহিত মিশ্রিত করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিবে।

পীড়ার প্রথম অবস্থা—

২। মেথী ভিজা জল, কুড় ও বাবুই তুলসীর কাথ অথবা—কুড়, বাবুই তুলসী পাতার শিকড় ও মানকচুর শিকড়ের কাথ সেবন করিলে উপকার হয়।

৩। কুমুরিয়া লতার কাথে ৵০ আনা পরিমিত হিং প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিতে হইবে।

৪। জয়ন্তী অথবা শিকটামূল ঘৃত—ও পর্য্যুষিত জলের সহিত পান করিবে।

৫। সুপারির মূল কিম্বা মরিচ ও ময়না মূল অথবা মরিচ, নাটা করঞ্জার মূল বাসি জলের সহিত প্রয়োগ করিবে।

৬। শ্বেতচন্দন ঘসা ৵০ আনা অর্দ্ধ ছটাক হিঞ্চে শাকের রস পান করিলে বসন্ত স্ফোটকগুলি ভাসিয়া উঠে।

বসন্ত পাকিতে আরম্ভ করিলে

৭। গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ইক্ষুমূল ও ডাড়িমের খোসা—ইহাদের কাথ কিঞ্চিৎ গুড় প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিবে।

৮। রক্ত চন্দন, শ্বেত চন্দন, নিমছাল, ক্ষেতপাপড়া, আকন্দাদি, পলতা, বেনামূল, কট্‌কী, আমলকী, বাসকছাল ও দুরালভা ইহাদের কাথ শীতল করিয়া চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তজ বসন্ত ভাল হয়।

৯। পলতা, গুলঞ্চ, মুতা, বাসক, দুরালভা, চিরতা, নিমছাল, কটকী ও ক্ষেৎপাপড়া ইহাদের কাথ পানে অপক বসন্তপ্রশমিত ও পক বসন্ত বিশুষ্ক হয়।

১০। গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, রাস্না, শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, রক্তচন্দন গাম্ভারী ফল, বেড়েলা মূল ও বৈচিমূল ইহাদের কাথ বাতপ্রধান বসন্ত রোগের পক্কাবস্থায় পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

১১। কিস্‌মিস্, গাম্ভীরাফল, খর্জ্জুর, পলতা, নিমছাল, বাসক লাজ (খৈ) আমলকী ও দুরালভা ইহাদের কাথ চিনি সহ পান করিলে পিত্তজ বসন্ত ভাল হয়।

১২। দুরালভা ক্ষেৎপাপড়া, চিরতা ও কটকী ইহাদের কাথ পিত্তপ্রধান বা শ্লেষ্মা প্রধান বসন্ত রোগে প্রয়োগ করিবে।

বসন্ত রোগে মুখে ও কণ্ঠে ব্রণ উৎপন্ন হইলে—

১৩। আমলকী ও যষ্টিমধুর কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া তদ্দারা গণ্ডুষ করিতে দিবে।

১৪। জাতীফল মঞ্জিষ্ঠা, দারু হরিদ্রা, সুপারি, শমীকাষ্ঠ, আমলকী ও যষ্টিমধু ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া কবল করিতে দিবে।

বসন্ত রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায়—

১৫। মোচার রস দ্বারা শ্বেতচন্দন পেষণ করিয়া কিম্বা বাসকের রস ও মধু দ্বারা পেষণ করিয়া পান করিলে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয় না।

১৬। টাটকা কণ্টকারীর মূল সমপরিমাণে গোলমরিচ সহ বাঁটিয়া সেবন করিলে এক বৎসরের মধ্যে বসন্ত রোগ হয় না।

১৭। পুনর্ন্বার মূলচূর্ণ ও গোলমরিচ সমপরিমাণে জল সহ সেবন করিলে কোন কালে বসন্ত রোগ হইতে পারে না।

১৭। তেলাকুচা, মাধবীলতা, অশোক, পাকুড় ও বেতস ইহাদের কাথ চৈত্রমাসে পান করিলে বসন্ত রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

১৮। চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে শুভ্রবর্ণ কলসে লোহিতবর্ণ পতাকা যুক্ত সিজের শাখা স্থাপন করিয়া বাটিতে রাখিলে সেই বাটীতে বসন্ত রোগ হইতে পারে না।

১৯। স্ত্রীলোকদিগের বামপার্শ্বে এবং পুরুষদিগের দক্ষিণপার্শ্বে হরীতকী বীজ ধারণ করিলে বসন্তরোগ হয় না।

বসন্ত রোগে অবশ্য পালনীয়।

১। বসন্তরোগ উপস্থিত হইলে রোগীর ও গৃহস্থ সকলের অতি পবিত্র থাকা, জপ, হোম পূজা ও শীতলাস্তোত্রাদি পাঠ করা কর্ত্তব্য।

২। বসন্ত রোগ জনিত জ্বর হইলে জল স্পর্শ করিবে না। সর্ব্বাঙ্গে ভাঙ্গ-(সিদ্ধি) চূর্ণ মালিশ করিবে ও নির্ব্বাত স্থানে থাকিবে।

৩। রুদ্রাক্ষ অল্প ঘসিয়া ২।৩টী গোল-মরিচ চূর্ণ ও পর্য্যুষিত জল সহ তিনদিন সেবন করিবে। ইহা দ্বারা বসন্ত রোগে বিশেষ উপকার হয়।

৪। কুমারিয়া লতার মূল ২ তোলা ৴॥০ অর্দ্ধসের জল সহ সিদ্ধ করিয়া ৴০ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া খাইবে।

৫। অনন্তমূল ॥০ অর্দ্ধতোলা আতপ চাউলের সহিত জল সহ বাটিয়া খাইলে বসন্ত রোগ ভাল হয়।

৬। এই রোগে অত্যন্ত দাহ হইলে পর্য্যুষিত জল মধ্যে অল্প মধু মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে।

৭। পায়ে বসন্ত হইয়া অবিরত জ্বালা হইলে আতপ চাউলের জল দ্বারা ঐ স্থান ভিজাইয়া রাখিবে।

৮। শুক কুল চূর্ণ ৵০ আনা ॥০ অর্দ্ধ তোলা ইক্ষু গুড় সহ প্রাতঃকালে পান করিলে অতিশীঘ্র সকল প্রকার বসন্ত পাকিয়া উঠে।

৯। টাবা লেবুর রস কাঁজিসহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে বসন্ত ও দাহ নিবারিত হয়।

১০। রোগী খুব দুর্ব্বল হইলে বিবেচনা পূর্ব্বক মাংসের যুষ দেওয়া যাইতে পারে।

১১। কণ্ঠ পরিষ্কারের জন্য পিপুল চূর্ণ মধুর সহিত অবলেহন করিতে দিবে।

১২। যাঁহারা বসন্ত রোগের চিকিৎসা ভাল জানেন ও দীর্ঘকাল বসন্ত রোগের চিকিৎসা করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারাই বসন্ত রোগের চিকিৎসা করাইবে ও উপদেশ লইয়া ঔষধ ব্যবহার করিবে।

পথ্যাপথ্য—

রোগের প্রথমাবস্থায় ক্ষুধানুসারে দুগ্ধ-সাগু বা দুগ্ধবার্লি প্রভৃতি লঘুপথ্য আহার করিতে দিবে। পরে ক্ষুধাবৃদ্ধি অনুসারে এবং জ্বরাদির অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক অন্ন প্রভৃতি আহার করিতে দিবে। বেগুন, পটল, কাঁচকলা, ডুমুর প্রভৃতির তরকারী ও বেদানা, কিস্‌মিস কমলা লেবু ও আনারস প্রভৃতি ফল খাইতে দিবে। গাত্রে সর্ব্বদা মোটা কাপড় রাখা কর্ত্তব্য।

মৎস্য, মাংস, উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য ও গুরুপাক দ্রব্য এই সকল পদার্থ ভোজন ও তৈলমর্দ্দন ও বায়ু সেবন এই পাড়ায় বিশেষ ভাবে বর্জ্জন করিতে হইবে। বসন্ত অতিশয় সংক্রামক ব্যাধি সুতরাং বসন্ত রোগীর নিকট হইতে যতটা সম্ভব দূরে থাকিতে চেষ্টা করিবে।

ঔষধ প্রস্তুত বোধ—উপরোক্ত ঔষধগুলি (যেগুলির পরিমান দেওয়া হইয়াছে, তাহা ভিন্ন সর্ব্বগুদ্ধ প্রত্যেক দ্রব্য সমভাবে লইয়া দুই তোলা হইবে—অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করতঃ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সেবন করিতে হইবে। উপরিলিখিত ঔষধগুলির মধ্যে অনেকগুলি সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সেন কবিরত্ন ও আয়ুর্ব্বেদ

সম্পাদক—আয়ুর্ব্বেদ মেডিকেল কলেজের সুপারিনটেনডেণ্ট ও অধ্যাপক রাজবৈদ্য কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন শাস্ত্রী মহাশয় দ্বয়ের ও আমার পরীক্ষিত জানিবেন। লেখক।

গাছ গাছড়ার বংশবিস্তার করবার অদ্ভুত ফন্দী।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

---:•:---

সৃষ্টির সেই আদিকাল থেকেই ইতরপ্রাণী হতে আরম্ভ করে মানুষ পর্য্যন্ত নিজেদের বাঁচবার জন্ম—সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্ম বরাবর সমান ভাবে যুদ্ধ করে আসছে।—এই যুদ্ধটা কেবল বিজাতীয় বা বিপক্ষীয় শক্রর সঙ্গেই নয়—প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের প্রত্যক্ষে, পরোক্ষে দিনরাত সংগ্রাম চলছে, তা ছাড়া অবিশ্রান্ত ভাবে যুদ্ধ হচ্ছে প্রত্যেকের প্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যেক খুঁটীনাটী নিয়ে, অবশ্য এ যুদ্ধটা জর্ম্মাণ বা সিন্‌ফিন্‌দের মত অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে নয়, এটা হচ্ছে কৌশলে প্রতি পক্ষকে পরাস্ত করা বা তার কাছ থেকে কিছু জিনিষ আদায় করে নেওয়া। প্রাকৃতিক শক্তি জল, বায়ু, আগুন ইত্যাদি একটু ফাঁক পেলেই একটু অসাবধান হলেই অনবরত আমাদের নির্ম্মম ভাবে পিসে পিসে মেরেফেলতে চাইছে, তাদের না আছে একটু, দয়া না আছে কিছু মায়া। কিন্তু মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীরা প্রকৃতির সেই ধ্বংসকারী শক্তিটাকে কৌশলে এড়িয়ে জীবন নির্ব্বাহের উপযোগী সব জিনিষ পত্র তার কাছ থেকেই সংগ্রহ করে নিচ্ছে। এই যুদ্ধটা যদ্দিন চলে, ওদ্দিনই জীবন—বন্ধ হলে মৃত্যু। (Theory of struggle for Existence)

মানুষ আবার বুদ্ধিবলে সব চেয়ে বেশী ফন্দীবাজ, সে প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জ হতে জীবন নির্ব্বাহের উপযোগী যাবতীয় জিনিষ তো সংগ্রহ কচ্ছেই, অধিকন্তু তার খেয়ালের সঙ্গে সায় দিয়ে নিজেদের ইচ্ছামত য়' তা' কাজ করিয়ে নিচ্ছে। বাতাস তার নৌকা চালাচ্ছে পাথর কলে আট্‌কে গিয়ে ময়দা পিষ্‌ছে, কল ঠেল্‌ছে জল তুল্‌ছে আরও কত কি কচ্ছে! জল, আগুন ইত্যাদি ওই রকমে মানুষের কায়দায় পড়ে কত রকমের কাজ যে করে দিচ্ছে, তার আর ইয়ত্তা নেই। বায়ুর সঙ্গে মিশ্রিত অনেক রকমের জিনিষের মধ্যে অম্লজান গ্যাস্‌টা (oxygen মানুষের শরীরের দূষিত রক্ত পরিষ্কার করবার জন্যে অত্যন্ত দরকারী, সেটাকে বায়ু থেকে বেছে নেবার জন্যে—'হৃৎপিণ্ড" 'ফুস্‌ফুস্' ও কত কিছু ক্রম বিকাশের (Theory of Gradual development) ধারা অনুসারে তৈরী ও পরিণত হয়েছে। ওই রকমেই মানুষ বা অন্যান্য ইতর প্রাণীদের দেহের প্রত্যেকটী যন্ত্রই প্রকৃতিকে ঠকিয়ে তার সারাংশটুকু বেছে নিয়ে বাজে অংশটাকে ফেলে দেবার জন্যে কোন অজ্ঞাত শক্তি কর্ত্তৃকই হউক বা আপনা আপনিই হউক গড়ে উঠেছে। (Theory of Evolution) যাক ও সব কথা বল্‌বার জন্যে আমরা এ প্রবন্ধের অবতারণা কচ্ছিনে। আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষ যেমন বেঁচে থাকবার জন্যে বংশবিস্তারের জন্যে প্রকৃতিকে ঠকিয়ে কাজ বাগিয়ে নেবার অপূর্ব্ব কৌশলজাল বিস্তার করে থাকে, গাছপালা গুলোও তাদের বংশরক্ষা, বংশবিস্তার উদ্দেশ্যে ওই ধরণের অনেক রকম ফন্দী অবলম্বন করে প্রকৃতি বা অন্যান্যের দ্বারা অনেক কাজ করিয়ে নেয়। মানুষের বুদ্ধির তুলনায় তাদের কৌশলগুলো নেহাৎ নিকৃষ্ট ধরণের নয়। আর হলোইবা তাঁরা গাছ, আর আমরা মানুষ—ওই হিসেবেও তাদের কৌশলগুলো অত্যন্ত কৌতুহলদ্দীপক। এ প্রবন্ধে আমরা তাদের জীবন সংগ্রামের "কৌশলগুলো নিয়ে আলোচনা করব না, বংশ বিস্তার ও বংশ রক্ষার ফন্দী গুলো সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দু একটী কথা বলব।

সংখ্যাধিক্য হলেই মানুষ নানা দিকে ছড়িয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে থাকে। ওই নিয়মে মানবেতিহাসের আদিযুগের অল্পসংখ্যক মানুষ থেকে আজ দুনিয়া মানুষের কোলাহলে ভরপুর। গাছ গাছড়ার তো ওই রকমে ছড়িয়ে পড়বার মস্তবড় অন্তরায় হাঁটতে না পারা। ছেলেবেলা থেকে যেখানে জন্মেছে, যদ্দিন বেঁচে থাক্‌বে, ওই জায়গার মাটী কামড়েই দাড়িয়ে থাকতে হবে। মানুষেরই বল, আর গাছ গাছড়াই বল, জন্মানোর পর থেকেই দিনরাত অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করে করে একদিন না একদিন প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবেই হবে। প্রকৃতির কিন্তু ক্ষয় নেই তার অবসাদও আসে না। প্রাণী বা গাছপালারাও ছাড়বার পাত্র নয়, তারা দেখ্‌লে প্রকৃতি তো তাদের হারিয়ে দিয়ে তাদের নামটাও পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোল থেকে মুছে ফেল্‌তে চাইছে, তাই তারা জ্ঞাতসারেই হউক, বা অজ্ঞাতসারেই হউক বা কোন অজ্ঞাত কারণ বা সংস্কারের বশবর্ত্তী হয়েই হউক (Theory of Involution) তাদের শরীরের সূক্ষ্ম সারাংশ থেকে তাদেরই সম্পূর্ণ অনুরূপ একটা নূতন সত্ত্বা (Being) অর্থাৎ তাদেরই সম্পূর্ণ আকৃতি প্রকৃতি, শক্তি সামর্থ্য দিয়ে একটা নতুন জীবকে প্রকৃতির সঙ্গে পূর্ণবিক্রমে সংগ্রামে প্রবৃদ্ধ করে নিজে মরণের কোলে এলিয়ে পড়ে; সংগ্রাম কিন্তু তার অবিচ্ছিন্ন ভাবে চল্‌তেই থাকে। এটাই হল বংশরক্ষার মূল তত্ত্ব। উদ্ভিৎ জগৎ বা প্রাণী জগৎ সবারই

পক্ষে এ যুক্তি প্রাযুজ্য। গাছ ফল ধরে খালি তাদের বংশ রক্ষার জন্যে; তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা থাকে ওই ফলের ভিতর অতি সুরক্ষিত অবস্থায়। ফলের বীজের শক্ত আবরণের মধ্যে সঞ্চিত উৎকৃষ্ট পুষ্টিকরখাদ্যের ভিতরে অতি সন্তর্পনে তারা লুকানো থাকে। মাটী, জল, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদান থেকে খাদ্যসংগ্রহ করে তাদের বেঁচে থাক্‌তে হয়। প্রথম অবস্থায়দুর্ব্বলতা হেতু তারা খাবার সংগ্রহ করে নিতে পারে না বলেই তাদের একটু পরিণত হবার উপযোগী খাবার সঞ্চিত থাকে। মাটীতে পড়ে, নিজের পায়ে দাড়ানোর মত শক্তি সামর্থ্য লাভ না করা পর্য্যন্ত ওই সঞ্চিত খাদ্যে পুষ্ট হয়ে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম সুরু করে দ্যায়।

আম, জাম, কলা, কাঁঠাল ইত্যাদি কতগুলো গাছ তাদের বংশ বিস্তারের ভার—মানুষ, পশু, পক্ষী ও অন্যান্য জীবজন্তুর প্রতি ন্যস্ত করেই নিশ্চিন্ত হয়ে আছে, অবশ্য মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীরা যে তাদের বংশ বিস্তারের সহায়তা করে থাকে, এজন্য দস্তুর মত পারি-পারিশ্রমিক দিতে হয়, ওই পারিশ্রমিক হচ্ছে—আমের সুরসাল মাংস, কাঁটালের সুমিষ্ট কোষ, কলার সুস্বাদু খাদ্যাংশ, মানুষ ওই সব সুমিষ্ট খাদ্যের লোভে গাছের বীজ, চারা, কলম ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যত্ন করে' পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গ বা প্রাকৃতিক উপদ্রব থেকে রক্ষা করে বাচিয়ে তোলে; কাজেই বংশ বিস্তারের জন্য তাদের কোনই চিন্তা করতে হয় না—এমন কি কোন কোন জাতের কলা, বেগুন, পেয়ারা ইত্যাদি তাদের বংশরক্ষার উপায় সম্বন্ধে—এত উদাসীন ও পর-নির্ভর হয়ে গেছে যে, তারা বীজটাও পর্য্যন্ত উৎপাদন করে না। মানুষ তাদের ডাল কেটে, কলম করে বংশবিস্তার করে দিচ্ছে, এ জন্যে তারা মানুষকে বীজশূন্য নানা রকমের সুস্বাদু ফল দিয়েই খালাস। কিন্তু সব গাছের ফলতো আর মানুষের খাবার উপযোগী নয়, এমন অনেক গাছ আছে—মানুষ থাক্, কোন পশু পক্ষী পর্য্যন্ত তাদের বিটকেলেগন্ধে ও বিস্বাদে দূরে পালিয়ে যায়।

পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থলেই "বুনো" নামে এক জাতের গাছ আছে, গাছগুলো প্রায়ই খাল, বিল বা জলাশয়ের পাড়েই জন্মে থাকে, তাদের গায়েও একটা দুর্গন্ধ আর ফল গুলোর দুর্গন্ধ অবর্ণনীয়, ফলগুলো ঠিক 'মাকাল' ফলের মত বড় হয়—আর সাদা, বর্ষায় যখন খাল বিল, জলে পূর্ণ হয়ে ওঠে, তখনই ওদের ফলগুলো পাকে। খুব বেশী পেকে গেলে আপনিই বোঁটা খসে জলে পড়ে যায়, তখন যা' একটা দুর্গন্ধ বেরোয় তাতে তার ত্রিসীমানায় যাওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে। কোন পাখীও তাদের কাছে ঘেঁসে না। কাজেই তাদের বংশ বিস্তারের জন্য নিজেরাই একটা উপায় করে নিয়েছে। ফল গুলো পেকে জলে পড়লেই স্রোতের টানে নানা দিকে ভেসে যায়। ওদিকের বর্ষার জল—হঠাৎ খুব বেড়ে ওঠে, আবার ২।৪ দিনের ভিতরই কমতে থাকে—কাজেই ফল গুলো ভেসে গিয়ে খালের জলাশয়ের ধারে কোন উঁচু জায়গাতে বা পাড়েই উঠে পড়ে। আবার আস্তে আস্তে জল নেবে যাওয়ার সময় ওগুলো অনেক সময়েই আটকে যায়, সেখানেই একবছরের মধ্যে ফের বর্ষা আস্‌তে না আস্‌তেই বীজ থেকে গাছহয়ে বেশ বড় বড় হয়ে ওঠে, বর্ষা এসে পড়লেই অনেক সময় গোড়ার দিকটা ডুবে যায়—গাছের মাথার দিকটা জলের উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে ওঠে, নচেৎ একেবারে ডুবে গেলে পাতাগুলো পচে যাবে, গাছের ডাটাটা জলে ডুবানো থাকলেও নষ্ট হয় না, এই উপায়ে ওরা প্রায় সমস্ত খাল, বিল, ডোবার ইত্যাদির পাড়েই দস্তুর মত ঘরকন্না সাজিয়ে বসে আছে।

'খাগরা' নামে একরকমের ছোট গাছ মাঘ ফাগুন মাসে মাঠের ভিতর অসংখ্য জন্মে থাকে, তাদের ফুলের বীজের দুই মুখ একটু স্থচালো অসংখ্য বীজ হয়ে থাকে, বীজ গুলোর সর্ব্বাঙ্গে ঠিক আকৃসী বা 'হুকের' মত মাথা বাঁকানো অনেক কাঁটা ঠিক খাড়া হয়ে আছে। ওই গাছগুলো খাদ্য হিসেবেই হউক বা অন্য কোন কাজের হিসেবেই হউক, কা'রই কোন একটা দরকারে আসে না, কাজেই সেগুলোর বংশ বিস্তারের জন্যে কারো কাছ থেকেই সহায়তা পায় না। কিন্তু মানুষ বা অন্য কারোর কাজে আসেনা বলেই তো আর তারা বংশরক্ষায় বিরত থাক্‌তে পারে না। তাই তারা এমন ফন্দী এটেছে, মাঠের মধ্যে যে কোন পশু চরতে আসে বা যদি মানুষ মাঠের মধ্যে তাদের সংস্পর্শে গিয়ে পড়ে—যেই একটু ছোঁয়া, আর অমনি তাদের ওই 'হুক' ওয়ালা কাঁটা দিয়ে কাপড় কিংবা গায়ের লোম আচ্ছা করে আঁকড়ে ধরে, সহজে ছাড়ায়, কার সাধ্যি। ওই রকমে মানুষের কাপড়ে বিঁধে, জন্তুদের লোমে আটকে বহুদূর দূরান্তরে চলে যায়,—সেখানে গিয়ে আবার বংশ বিস্তারের উপায় করতে থাকে।

"সোনালী নামে একরকমের বড় গাছ মাঠে ঘাটে প্রায় সর্ব্বত্রই জন্মে থাকে। এদের গায়ের ছাল গুলো কেটে ফেল্লে উজ্জল হলদে রংএর দেখায়। ছালগুলো অনেক সময়ে কবরেজি ঔষধে ব্যবহৃত হয়ে

থাকে। ও গাছগুলোও বুনো জাতের—কচিত কারো সামান্য কাজে আসে, কাজেই কেউ তাদের বংশবৃদ্ধির সহায়তা করা দূরে থাক্—বাড়ীর আশে পাশে জন্মালে কেটে ফেলে দেয়। এরা সারা দুনিয়ার সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়বার জন্যে অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করেছে। এদের ফলগুলো হয়—খুব লম্বা—ছোট খাট একখানা নৌকা ধরণের, এক একটা ছড়াতে প্রায় ৪।৫টা করে ওই রকম নৌকার মত ফল ধরে, ফলগুলোর ভিতরে অসংখ্য বীজ—ঠিক ডানামেলা সাদা মাঝারি প্রজাপতির মত স্তরে স্তরে সাজানো থাকে, মাঝ খান্‌টায় ঈষৎ সবুজ রংএর একটা চ্যাপটা বীজ আর তার চারধারে পাতলা খুব সাদা—চামড়ার মত—পাখা ছড়িয়ে আছে। ফলগুলোর বাইরের আবরণটা খুব শক্ত—সহজে ফেটে বীজগুলো ছড়িয়ে পড়তে পারে না, অনেক দিন পর্য্যন্ত গাছে ফলগুলো শুকিয়ে ঝুলতে থাকে। যখন চৈত্র বৈশাখ মাসে প্রবল ঝড় আরম্ভ হয়—তখন ঝড়ের বেগে শুকনো ফলগুলো পরস্পরের গায়ে আছড়ে পড়ে ফেটে যায়—আর বীজগুলো তাদের পাখায় ভর করে বাতাসের সঙ্গে অনেক দূরে দূরে চলে যায়। গাছ উঁচু থাকায় তাদের ৫।৭ মাইল সময়ে সময়ে তারও বেশী দূরে ছড়িয়ে পড়তে কোন অসুবিধাই হয় না, যেখানে মাটীতে পড়ে—বৃষ্টির জলে ভিজে সেথাই চারাগাছ গজিয়ে উঠে। এই সহজ উপায়ে তারা প্রায় সর্ব্বত্রই কিছু না কিছু জায়গা দখল করে ফেলেছে।

সিমুল তুলাগাছও ওই রকম সহজ উপায়ে বংশ বিস্তার করে থাকে, সিমুল কার্পাস ও অন্যান্য তুলার—বীজের চারধারে অনেকগুলো ফেসো ঠিক পালকের মত জড়িয়ে থাকে, বাইরের আবরণটা ফাটে তখন, যখন ভিতরের তুলোর ফেসো গুলো বেশ শুকিয়ে রৌদ্রের তাপে ফেঁপে ওঠে। আবরণটার ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়েই সামান্য বাতাসেও উড়ে দেশ দেশান্তরে চলে গিয়ে—নতুন সংসারের পত্তন আরম্ভ করে দেয়। আলকুসী, আকন্ বা আকন্দ, শেয়ালকাঁটার মত এক ধরনের বুনো গাছ—ওরা সবাই উড়ে গিয়ে বংশ বিস্তার করে, এদের বীজের একদিকটায় ঠিক ধূমকেতুর মত একগোছা লেজ একদিকে ছড়িয়ে থাকে—ওই পুচ্ছে ভর করে ওরা স্বচ্ছন্দে উড়ে যেতে পারে।

তেঁতুলে নামে এক শ্রেণীর বুনো গাছের উপর—বাড়ীর আশে পাশে জঙ্গলে অনবরতই চোক পড়ে। গাছ গুলো বড় হয় না। খুব ছোট্ট চেপ্টা একরকমের অসংখ্য ফল ধরে। ফল গুলো দেখতে ঠিক অনেকটা তেঁতুলের মত। গায়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য শুঁয়া আছে। সে শুঁয়া গুলোর মাথা একটু বাঁকানো। খুব মনোযোগ দিয়ে না দেখ্‌লে শুঁয়া গুলো মালুমই হয় না। ওই ফলগুলো যদি কোন রকমে একবার মানুষের কাপড়ে বা পশুদের গায়ের লোমে লাগতে পারে, তবে তাদের ছাড়ান বড়ই দুষ্কর হয়ে পড়ে। সেগুলো যেন কামড় খেয়ে একদম ন্যাপ্টে বসে যায়। একটু ঝোপ জঙ্গলের কাছে হেঁটে এসে কাপড়ের দিকে চাইলেই দেখে অবাক হতে হয়—কোন ফাঁকে একেবারে অজানিত ভাবে কাপড়ের মধ্যে অসংখ্য তেঁতুলে ছাপটে লেগে রয়েছে। তাকে কাপড় থেকে ছাড়ানো বড় সোজা ব্যাপার নয়। ওরা ওই রকমে ফলগুলোকে মানুষ অথবা পশুদের গায়ে আটকে দিয়ে—দিগদিগান্তরে ছড়িয়ে বংশ বিস্তার করে থাকে।

আপাং গাছের বীজগুলোর মাথার দিকটা খুব সুঁচালো—এক একটা ছড়াতে অনেক গুলো বীজ সাজানো থাকে। মানুষের গায়ে লাগলে ঠিক সুঁচের মত সারবন্দি হয়ে চামড়াতে বিধে যায়—অবশ্য চামড়ার খুব ভিতরে ঢোকেনা। কাপড়ে খুব সহজেই আটকে যায়। সময়ে সময়ে দেখা যায় গরু, ছাগল প্রভৃতি পশুদের গায়ে সারবন্দি ভাবে অসংখ্য আপাং বীজ বিঁধে রয়েছে। তারা ওই ভাবে গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি পশু ও মানুষদের গায়ে চড়ে অন্যত্র বংশ বিস্তারের সুবিধা করে নেয়। চোরকাঁটা ও অন্য অনেক রকমের জঙ্গাঘাসের বীজও ওই রকমে মানুষের কাপড়ে বিঁধে দূর দূরান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করে থাকে। চোরকাঁটা ইত্যাদি সেখান থেকে সর্ব্বদাই—এত কাপড়ে বিঁধে যে—সেগুলোকে বেছে ফেল্‌তে হয়রাণ হতে হয়।

"আম্‌লী" বা আমরুল শাক অনেকেই চেনে। এগুলো সর্ব্বত্রই একটু পতিত জায়গা পেলেই অসংখ্য পরিমাণে জন্মে থাকে। এগুলোর স্বাদ—টক্। দিব্যি চাটনী ও অম্বল তৈরী করে খাওয়া হয়, গাছ গুলো ছোট ছোট বেশ নরম দুতিন ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হয়। এগুলো দুরকমে বংশ বিস্তার করে থাকে। একটা গাছের গোড়া থেকে—আবার অনেকগুলোর নতুন ডগা বেড়িয়ে এক একটা গুচ্ছ তৈরী হয়,—যখন গোছাটা খুব বড় হয়, তখন এরা গোড়া থেকে একরকম লতার মত বের করে দূরে চালিয়ে দেয়। খানিক দূর গিয়ে সেটার গাঁট থেকে আবার শিকড় বার করে' আরেকটা পরিবার গড়ে তোলে। তবে বীজ ছড়িয়ে বংশ বিস্তারের ফন্দীটাই এদের খুব সুন্দর। খুব ছোট ঠিক "চনী" পিঠের মত মাথাটা সরু একরকমের ফল ধরে। ফলটার প্রায় ৫।৬ টা শিরা থাকে, চতুর্দ্দিকেই কয়েক সার বীজ ওই খোসাটার ভিতরে লুকানো থাকে। খোসাটা এমন কৌশলে তৈরী যে, পাক্‌লে একটু সামান্য নাড়াচাড়া পেলেই পট্ পট্ বীজ গুলোকে ১০।১৫ হাত দূরে ছিট্‌কে ফেলে। আম্‌লী শাকের

বনের ভিতর একটা গাছ একটু নাড়া দিলেই চতুর্দ্দিক থেকে কেবল পট্ পট্—পুট্ পুট্ শব্দে বীজ ছুটে বেরুতে থাকে। বীজগুলো লাল, গায়ে সূক্ষ্ম কাঁটা আছে, সে-গুলোও কাপড়ে বা লোমে আট্‌কে যায়। ওইরূপ অদ্ভুত উপায়ে দূরে দূরে বীজ ছড়িয়ে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য জায়গা দখল করার কৌশলটা দেখ্‌তে ভারি সুন্দর।

"দোপাটী" ফুলের বীজগুলো পাক্‌লেও ওই রকম করে খুব জোড়ে দূরে দূরে বীজ-গুলোকে ছড়িয়ে দেয়।

অশোক ফুলের বীজ পাক্‌লেও ওই রকম করে দূরে ছড়িয়ে পড়ে। আফ্রিকার জঙ্গলে এক রকম অদ্ভুত "গলে" গাছ জন্মে। সে গুলোর বীজ খুব জোরে শব্দ করে ফেটে বহু দূরে ছিট্‌কে ক্রমশঃ তাদের চারাগাছের দ্বারা জঙ্গল ছেয়ে ফেলে। সে গুলো এত জোরে ছিট্‌কে পড়ে যে, কারোর গায়ে লাগলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এক রকমের জঙ্গলী লতা আছে, সে গুলো খুব উঁচু গাছের উপর লতিয়ে উঠে; গাছ ঢেকে ফেলে—সে গুলোর বীজ পেকে জোড়ে ঠিক চার ধারে সমান ভাবে ২০।২৫ হাত দূরে ছড়িয়ে পড়ে। আর সুপারীর মত বীজের খোলাটা বোঁটাটা চৌচির হয়ে উল্টে পড়ে; ঠিক ছয় কোন-ওয়ালা একখানি ফুলের সাজির মত গাছে ঝুল্‌তে থাকে।

"মোতরা" নামে এক রকমের গাছ আছে, সেগুলোর ছাল থেকেই পাটী তৈরী হয়। গাছটা মিশমিশে কালো ঠিক সোজা হয়ে তিন চার হাত উঠে। কোন ডাল পালা নেই। ঠিক একগাছা মসৃণ লাঠীর মত। গোড়ার দিকটা মোটা, ডগার দিকটা সরু। ওই গাছগুলো তিন রকমে একস্থান থেকে আরেক স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। গাছগুলোর বীজ হয়। গাছটার মাথার দিকটা যেখানে শেষ হয়, সেখানে একটা গাঁট আছে,—ওই গাঁট থেকে তিন চারটা খুব বড় ডাল ছড়িয়ে দেয়। ওই গাঁটটাই গাছের শেষ। যে ডাল গুলো ছড়িয়ে দেয়, তারা প্রত্যেকেই ঠিক এক একটা আলেদা গাছ। ওই প্রত্যেকটা ডালের মাথাতেও একটা করে গাঁট থাকে। আবার ওই গাঁট থেকে আরও ডাল ছড়িয়ে দেয়। ওই ডালপালা গুলো ক্রমশঃ গাঁট থেকে বাড়তে বাড়তে গাছটার মাথা অতিরিক্ত ভারে নুইয়ে পড়ে। যখন ডাল-গুলো মূল গাছটা থেকে অনেক দূরে ভারে মাটীর প্রায় কাছাকাছি নেমে আসে, তখন তার মাথার গাঁটটা থেকে আস্তে আস্তে শিকড় নামিয়ে দিতে থাকে। শিকড় একবার মাটীর নাগাল পেলেই বেশ করে আঁকড়ে ধরে—আর আস্তে আস্তে নূতন শিকড় বেরিয়ে, মাটী আঁকড়ে গাঁটটাকে একবারে মাটীর কাছে নিয়ে যায়। তখন ওখান থেকেই আরেকটা নতুন সংসার পত্তন আরম্ভ হয়! এই উপায়ে একটা ঝাড় থেকে প্রায় ১০।১২ হাত দূরে দূরে আরও দুই চারটে ঝাড় তৈরী হয়ে, তারা আবার ওই রকমে ছড়িয়ে পড়ে। এক বছরের মধ্যে তারা অতি সহজে দু একটা ঝাড় থেকে সমস্ত বাগানময় ছড়িয়ে পড়ে। আর গাছের গোড়া থেকেও অনেক গুলো করে খুব তেজীয়ান "পোল" গজিয়ে ওঠে। গাঁট মাটীতে বস্‌বার পরেই তার থেকে দুই চারটা "পোল" বার করে পূর্ণ উদ্যমে জায়গা দখল করতে লেগে যায়। বীজ থেকেও গাছ হয় বটে কিন্তু সেটা কদাচিৎ।

লেবু, বেলফুল আরও অন্যান্য অনেক গাছও মোতরার মতই বংশ বিস্তার করে থাকে; লেবুর বা বেলফুলের ঝাড় যখন ঝাঁকালো হয়ে ওঠে, অর্থাৎ যখন ডাল পালা খুব বেশী হয়ে যায়, আর গায় গায় ঘেঁসে থাকা তখন তাদের পোষায় না। পাশের এক একটা ডাল লম্বাটে হয়ে গেলে সে গুলো খানিক দূরে যেয়েই আপনার ভারে আপনিই ভুঁইয়ের গায়ে এলিয়ে পড়ে। তখন মাটীর কাছের একটা চোক থেকে অনেক শিকড় বার করে মাটী কামড়ে ধরে, সেখানে আবার আলাদা পরিবারের পত্তন সুরু করে দেয়। এতে নতুন পরিবার গড়তেও খুব সুবিধা, কোন ঝঞ্ঝাট নেই। নতুন যে পোলগুলো বেরোয়, সেগুলোর খোরাক যোগানোর জন্যে তো প্রথম প্রথম কোনই চিন্তা করতে হয় না। কারণ ওই জ্যান্ত ডালটাই মূল বড় গাছ থেকে রস রক্ত জুগিয়ে তাদের দিব্যি নধর কান্তি ফুটিয়ে তোলে। তার পর বড় হয়ে তো একেবারে পূর্ণোদ্যমে প্রকৃতি থেকে মাল মসলা জোর করে কেড়ে নিতে থাকে। ঝাড়ের চার দিকের ডালগুলোকে যদি মানুষে একটা মাটীর সঙ্গে ঠেকিয়ে দেয়, তাহলে তো কথাই নেই—অল্পদিনে ওই সব গাছের বন হয়ে যেতে পারে। এসব নানা জাতের গাছের কদর তো মানুষের কাছে ধরতে গেলে সেদিন হয়েছে। মানুষ আগে কাচা মাংস ছাড়া খেতেই জান্‌তো না, তাতে আবার লেবুর গন্ধ বা ফুলের সৌরভ তো দূরের কথা। কাজেই প্রথম যুগে এদের বংশ বিস্তারের জন্য নিজেরাই ওইরকমের ফন্দী খাটিয়ে ছিল। এখন মানুষের হাতে পড়েও তাদের আগেকার বহুদিন লব্ধ সংস্কার ভুল্‌তে পারে নি।

আমরা একরকমের ছোট কচুর শাক খেয়ে থাকি। তাদের গোড়ার মাটীর নীচের গাঁটটাও খাওয়া হয়। সে গুলোকে গাঁটী কচু বা মুখী কচু বলে। ওই গাছ গুলো অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়বার জন্যে ওর গোড়ার গাঁট থেকে একটা লম্বা শিকড়ের মত একটা লতা অনেক দূরে ছড়িয়ে দেয়। একটা গাছ থেকে এমন দশ বারোটা শিকড়ের মত লতা প্রায় দশ বারো হাত—সময়ে সময়ে

বেশী মাটীর ওপর দিয়ে চালিয়ে দিতে থাকে। অনেক দূর গিয়ে ওই লতাটার মাথাটা ঠিক একটা গেরোর মতন হয়ে ফুলে ওঠে, আর ওখান থেকে শিকড় বার হয়ে নতুন একটা গাছ গজায়। ওই গেরোটার ভিতরে চারাগাছটার খাবার জন্য Albumen জাতীয় পদার্থ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত থাকে। চারাটা বড় হয়ে ফের বছরে আবার লতা ছড়িয়ে বংশ বিস্তার করতে থাকে।

জলের ওপরকার নানা জাতের পানা, কচুরী (Water Hyacinth) হিঞ্চে প্রভৃতি ঠিক ওই উপায়েই সারা পুকুর ছড়িয়ে দিব্যি আরামে সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে বসবাস করে থাকে।

শালুক বা সাঁপলা ফুলের বীজ (ঢেপ) যখন পেকে যায়, তখন সেগুলো জলের ওপর ভেসে ভেসে বহু দূরে চলে যায়; জল শুকিয়ে গেলে মাটীতে আটকে গিয়ে পর বছরের বর্ষায় চারা বের হয়ে থাকে।

ফার্ণ জাতের এক রকমের অসংখ্য গাছ (দুর্গা ঝাপ, কালী ঝাপ) বড় বড় গাছের গুঁড়িতে শিকড়ে অসংখ্য জন্মে থাকে, তাদের বংশ বিস্তারের কৌশলের যদিও কোন বিশেষত্ব নেই, তবুও সহজ উপায়ে তারা বেশ বহু পরিবারে একত্র হয়ে অনেকখানি জায়গা এক চেটিয়া করে নেয়। তাদের পাতার ধারে ধারে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ জন্মে থাকে। অনেক গুলো বীজ হওয়াতেই সে গুলোর বংশ বিস্তারে সুবিধা হয়। কতক গুলো নষ্ট হলেও তাতে কিছু আসে যায় না। পাথর কুঁচি গাছের ও পাতার ধার থেকে অনেক গুলো চারা বার হয়ে থাকে, বীজটা যত সহজে ছড়িয়ে পড়তে না পারে, বড় চ্যাটালো পাতাটা তার চেয়ে অনেক সহজে অন্যত্র গিয়ে পড়তে পারে। অনেক রকমের ব্যাঙের ছাতার গায়ে সূক্ষ্ম চুর্ণের মত বীজ থাকে, সেগুলো একটু বাতাসেই বাষ্পের আকারে উড়ে গিয়ে অন্যত্র উপনিবেশ স্থাপন করে।

কতগুলো গাছের ফল এমন শক্ত আবরণে ঢাকা যে, পাখীতে সে গুলো গিলে ফেল্লেও তাদের পাকস্থলীর গরমে সেটা নষ্ট হয় না। বিষ্ঠা ত্যাগ করবার সঙ্গে সঙ্গে বীজ গুলো যেখানে পড়ে, সেখানে গাছ গজিয়ে ওঠে। স্রষ্টা তাঁর সৃজিত দ্রব্য রক্ষার জন্য কত যে উপায়ই করেছেন, তা দেখ্‌লে আশ্চর্য্য হ'য়ে যেতে হয়।

শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন
ডাঃ বসুর রিসার্চ লেবরেটরী।

স্বার্থ ত্যাগ।

ভগবান যুগে যুগে অবতার রূপে মহত হৃদয় আশ্রয় করে মুক্তির বাণী তাঁদের মুখ দিয়ে প্রচার করে থাকেন, সেই বাণী শুনে জগত মুগ্ধ হয়, তাঁর কথায় জীবন মন ধন সব সমর্পন কর্ত্তে কুণ্ঠিত হয় না। এ আদর্শ নূতন নয়। একটা লোকের অঙ্গুলি নির্দ্দেশে কোটী কোটী লোক পরিচালিত হয় কেন? এইটী রহস্য। যদি এই রহস্যের মূল অনুসন্ধান কর্ত্তে যাও, দেখ্‌বে স্বার্থ ত্যাগই এইরূপ শক্তির মূল। মানুষ স্বার্থ ত্যাগ সাধনায় সিদ্ধি লাভ কর্ত্তে পারলেই সে দেবতার আসন অধিকার কর্ত্তে সমর্থ হয়। তার আর কোন অভাব থাকে না, ধর্ম্ম অর্থ, মোক্ষ, কাম সবই তার করায়ত্ত হয়। তাই স্বার্থ অপেক্ষা পরার্থেই অপার আনন্দ—একান্ত সুখ। স্বার্থ সংকীর্ণ—পরার্থ বিশাল। এই বিশালত্বে যে আপনাকে হারিয়ে বিশালত্ব লাভ কর্ত্তে পারে, সেই একটা গোটা মানুষ—আর তার কথাতেই জগত মুগ্ধ এবং পরিচালিত হয়ে থাকে, সেই মহৎ হৃদয়েই অবতারের আবির্ভাব দেখ্‌তে পাওয়া যায় এবং সেই অবতারের নির্দ্দিষ্ট পন্থা অবিচলিত চিত্তে অনুসরণ কর্ল্লেই মুক্তি করায়ত্ত হয়।

স্বার্থ ত্যাগে এদেশ আজ পশ্চাৎপদ হয়ে উঠেছে। আমরা বর্ত্তমান যুগের মানুষ আগে সকল কাজেই দেখ্‌তে চাই, যে যে কাজ কর্ত্তে যাচ্ছি, তাতে আমার নিজের স্বার্থ কতটুকু। এইখানেই যত অনর্থের মূল। আমি আছি কিন্তু দশকে নিয়ে—দশের সাহায্যে আমার অস্তিত্ব। কিন্তু দশের কথা, দেশের কথা আমি ভাব্‌তে জানিনা—ভাব্‌তে চাইনা। কেননা স্বার্থত্যাগ সাধনায় আমি কখনও বসি নাই, আমি তাতে অনভ্যস্ত। এই শ্রেণীর লোক যে দেশে অধিক, সেদেশের উন্নতির আশা করা সুধু অন্যায় নয় দুরাশাই বল্‌তে হবে।

ধন, ধান্য আত্মপ্রসাদ এই সকল আত্ম সম্মান লাভের সোপান। আমি জন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ কর্ব্বো, দশজনে আমার কথা শুনবে, আমার কথায় চলবে, আমার স্বার্থে আমি এই টুকুই চাই। কিন্তু যদি আমার স্বার্থ ভুলে দশের কথা ভাব্‌তে শিখি, দশের সুখে সুখী হই, দশের দেশকে আপনার দেশ ভাব্‌তে শিখি, তাতে আত্মপ্রসাদ এবং আত্ম সম্মান, প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি হয়, জগতে অমর নাম রেখে যেতে পারা যায়। তাই জগতের মহাজনগণ বলেছেন—উচ্চজ্ঞান এবং উচ্চ শিক্ষার পূর্ণ বিকাস ঐ স্বার্থত্যাগে। যদি পরার্থ ভাব্‌তে না পারি, উচ্চ শিক্ষা উচ্চ জ্ঞান এ সকল ব্যর্থ বুজরুকী। পরিতাপ! এই ভারতের পবিত্র ভূমিতে আজ অসার জ্ঞানী এবং শিক্ষিতের প্রাচুর্য্য হয়ে পড়েছে। তাই যত গর্জ্জন, তত বর্ষণ নাই, যত আন্দোলন তত সুফল নাই। এদেশে পরার্থ ভাব্‌বার অপার আনন্দ উপভোগের লোক নাই। জগতের উচ্চ আদর্শ দেখে কখন কখনও শ্মশান বৈরাগ্যের মত চমক ভাঙ্গে বটে, কিন্তু স্বার্থ ত্যাগ করবার বেলায় বড় বড় জ্ঞানী উচ্চ

শিক্ষিত মাথা হেঁট করে বসে থাকেন। এমন জাতিতে ভগবানের দয়া হয় না। দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের সময় ভগবান বলেছিলেন, যখনই তুমি পূর্ণভাবে আমারই উপর আত্মসমর্পন করে ডেকেছ, তখনই আমি রক্ষা করেছি, স্বার্থ ত্যাগ করলেই মুক্তি হয়, অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। হৃদয় প্রশস্ত কর, পরার্থ ভাবতে শেখ, দেশকে আপনার বোধ হবে। তাতেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সবই পাবে, জীবন সার্থক হবে, আর দেশ ধন্য হবে।

ADVERTISING.

গতবারে বলে ছিলাম, বিজ্ঞাপণের প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে না জানলে প্রাণহীন বিজ্ঞাপণে কাজ হয় না। যে বিজ্ঞাপন ক্রেতা ধরে আনতে না পারে, সে বিজ্ঞাপনে কেবল অর্থ নষ্ট হয় মাত্র। সেজন্য সংবাদ পত্র দায়ী নয়, দোষ বিজ্ঞাপন দাতার নিজের। বিজ্ঞাপনটীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে হলে অল্প কথায়, সত্য কথায় তার ব্যবহারের আবশ্যকতা, সুবিধা এই গুলি সরল ভাষায় বুঝিয়ে দিতে পারলেই সে বিজ্ঞাপন ক্রেতা ধরে আনতে পারে, এটা আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি। আর আমাদের এইরূপ বিজ্ঞাপন লেখবার শিক্ষা আমেরিকার Expert লেখকদের নিকট হতেই। আমরা যৎকিঞ্চিৎ যা কৌশল শিক্ষা করে ছিলাম, তা বিদেশীয় ব্যবসায়ীগণ বুঝে ছিলেন। তাই তাদের কাজ করবার সময় তাঁরা তাঁদের চিঠি পত্রে আমাকে অনেক প্রশংসা করে লিখেছিলেন। তবে দেশীয় কোন ব্যবসায়ী আমাকে বিজ্ঞাপন লেখকরূপে নিযুক্ত করেন নাই। তাঁরা বলতেন, বিজ্ঞাপন লিখতে Expert বা অভিজ্ঞ লোকের আবশ্যক কি? এর জন্য পুস্তকাদি আবার কি পাঠ করবো। কতকগুলো প্রশংসা পত্র জোগাড় করে, বা নিজেরাই রচনা করে ঔষধাদির বা বিজ্ঞাপনের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে এক এ কলম সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে মাসিক শতাধিক টাকা ব্যয় করে দিলেই অসংখ্য গ্রাহক পাওয়া যাবে, কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রে কোন কোন বন্ধুর বিজ্ঞাপনের ফলাফল দেখে বুঝেছি, তা হয় না। অবশ্য ২।১০ জন গ্রাহক পাওয়া যায় বটে, তাতে খরচা পোষায় না, অথবা ডাইনে বাঁয়ে লাভ লোকসান সমান হয়ে দাঁড়ায়; অনেক স্থলেই খতিয়ে দেখা গেছে, ক্ষতিই হয়ে যায়। কিন্তু আমেরিকান ব্যবসায়ীগণ প্রত্যেক বারের বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত ব্যয়ের অন্ততঃ দশগুণ গ্রাহক না পেলে সে বিজ্ঞাপন নির্জীব বলে থাকেন। আমাদের দেশের বিজ্ঞাপন দাতা বিশেষতঃ দেশীয় ব্যবসায়ী বিজ্ঞাপন দেন, বিল আসলে টাকা দেন, কিন্তু ফলাফলের হিসাব কিতাব সম্বন্ধে কোন লক্ষ্য রাখেন না। এইটী দোষ।

ভাড়া করা স্থানে বিজ্ঞাপন দিতে হয়, সুতরাং সেস্থান আজে বাজে কথায় বড় বড় ভাষায় ছটায় নিজের খেয়ালের কেরামতি দেখাবার স্থান নয়। এতে অপব্যয় হয়। অল্প ব্যয়ে অধিক লাভ করাই ব্যবসায় নীতি। সুতরাং বাছাই করা কথায় বেশ চিত্তাকর্ষক করে অল্প স্থানই অধিকার কর্ত্তে হয়। তাতে ব্যয় সংক্ষেপ হয়, পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না। সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের ব্যয় অধিক। লম্বা লম্বা বিজ্ঞাপন তাতে অদ্ভুত আজগুবি কথা সকল অতি অল্প পাঠকেই মনোযোগের সহিত পাঠ করে থাকেন। ব্যয় বাহুল্য হয় কিন্তু আয় তেমন হয় না। দুঃখের বিষয় এদেশের ব্যবসায়ীগণ এইরূপ অপব্যয়ই করে থাকেন। আগামী বারে কতকগুলি আমেরিকান বিজ্ঞাপনের নমুনা দিয়া দেখাইব অল্পস্থানে কেমন সুন্দর বিজ্ঞাপন হতে পারে।

বিজ্ঞাপনকে চিত্তাকর্ষক কর্ত্তে হলে কতক গুলি ক্যাচ্-ফ্রেজ (Catch Phrase) ব্যবহার করতে হয়। সংবাদ পত্র পাঠক সংবাদাদি পড়ে যায়, কিন্তু ঐ Catch Phrase তাহার চিত্তকে আকর্ষণ করে বিজ্ঞাপনের দিকে টেনে নিয়ে এসে নিজের বিষয় পড়িয়ে দেয়। এই জন্য ইহার নাম ক্যাচ্-ফ্রেজ অর্থাৎ যে কথা পাঠকের চিত্তকে ধরতে পারে। ইংরাজী ভাষায় আমেরিকান বিজ্ঞাপন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই ক্যাচ্-ফ্রেজের Dictionery প্রস্তুত করেছেন তা'তে এইরূপ অসংখ্য হেড লাইন বা ক্যাচ্-ফ্রেজ পাওয়া যায়। সেই সকল ক্যাচ্-ফ্রেজ নিয়ে সকলে আপনাদের বিজ্ঞাপন রচনা করে থাকেন যাহার রচনায় অনাবশ্যকীয় কথা না থাকে, সুন্দর যুক্তি থাকে, সংশয়ের মীমাংসা থাকে, সেই বিজ্ঞাপনই উৎকৃষ্ট হয়, খরিদ্দার ধর্ত্তে পারে।

(ক্রমশঃ)

বাইয়োকেমিক নোট্‌স

বা

প্রেস্‌ক্রাইবার

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লেখক—ডাক্তার অনুকুলচন্দ্র বিশ্বাস।
হড়া (হুগলী)

—:০:—

বেশী মদ খাওয়া—বেশী মাংস, চর্ব্বিযুক্ত খাবার খাওয়া ইত্যাদি যে কারণ তা আগেই বলেছি। এ সব ছাড়া আরো কয়েকটী কারণেও এরোগ জন্মায়। শীতপ্রধান দেশে বাস—ভিজে যায়গায় থাকা—যে দেশের জল বায়ু আর্দ্র, সে দেশে বাস—ইত্যাদি। অনেকে বলেন যে, সীস্ ধাতু দ্বারা রক্ত বিষাক্ত হলেও এ রোগ হয়। বেশী ঘাম

হ'লে—ঘামের উপর ঠাণ্ডা জলো বাতাস লাগ্ইয়ে ঘামকে—বসাইয়ে দিলে—বেশী শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করেও এ রোগ হয়। বর্ষা ও বসন্ত কালে এ রোগ বেশী হয়। শীতকালে যে হয় না তা—নয়।

বাইওকেমিক চিকিৎসকগণ বলেন যে—যে কোনও কারণেই হোক, দেহের রক্ত মধ্যে নেট্রাম সাল্ফএর (Natram Sulph) অভাব হওয়ার দরুণ মূত্র যন্ত্রের কাজের ব্যাঘাত ঘটে—সরল ভাবে জলীয় প্রস্রাব হতে দেয় না বলেই রক্তে বেশী পরিমাণে ইউরিক য়্যাসিড (Uric Acid) জন্মায়। বাইওকেমিক ২।১টী লবণাভাবে মূত্রযন্ত্র রক্ত থেকে সব অকেজো জিনিস শুষে নিয়ে বার করে দিতে পারে না বলেই রক্ত মধ্যে বেশী পরিমাণে—ইউরিক-য়্যাসিড্ জমে যায়। আর ঐ সব কারণে রক্তের কাজ ঠিক মত না হওয়াতে সব সন্ধি মধ্যে ইউরেট্ অফ সোডাও জমে। পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের সন্ধিতেই এ রোগ বেশীর ভাগ হয়। অপরাপর গ্রন্থিতে যে হয় না—তা—নয়—তবে কম। এ রোগ পুরেনো হয়ে গেলে রোগী বেশী কষ্ট পায়। রোগ পুরোনো হয়ে এলে অপরাপর গ্রন্থিও আক্রান্ত হয়। হাতের আঙ্গুলের সন্ধিও আক্রান্ত হয়। হাতের আঙ্গুলের সন্ধি আক্রান্ত হ'লে—তা'কে ডাক্তারি কথায় চিরেগ্রা বলে—হাঁটুর সন্ধিতে হলে—গনেগ্রা—কাঁত্ড়ীর সন্ধিবে হ'লে ওমোগ্রা বলে। এ সব নাম ধরে চিকিৎসাও হয় না—আর এ সব নামও তত চলিত শোনা যায় না।

ফলাফল—এ রোগ খুবই শক্ত—আর দুরারোগ্য—কিন্তু যথা সময়ে বাইও কেমিক মতে চিকিৎসা কল্লে—আর পথ্যাদির বিষয় বিশেষ (আহার বিহার সব বিষয়েই) ধরাকাটা কল্লে—রোগী অনেকদিন পর্য্যন্ত বাঁচ্তে পারে। রোগ আরম্ভেই যদি চিকিৎসা করা যায়—আর আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি যদি—আক্রান্ত না হয়, তাহলে—শতকরা—৯৫টী নির্দ্দোষ ভাবে আরাম হ'তে পারে। ভিতরের যন্ত্রাদি আক্রান্ত হ'লে—অনেক সময় হঠাৎ বিপদ ঘটিতেও পারে।

লক্ষণাদি—(Symptom) বেশীর ভাগ এ রোগ হঠাৎই আক্রমণ করে—আর রাত্রেই বেশীর ভাগ আরম্ভ হয়। সব সময় বড় একটা পূর্ব্বলক্ষণ টের পাওয়া যায় না। সময় সময় সামান্ত রকমের ২।৪টী পূর্ব্বলক্ষণ দেখা দেয়। সে সব পূর্ব্বলক্ষণ দেখে ঠিক ধরা যায় না। চোখ জ্বালা, বুকজ্বালা, অম্লবোধ বুক ধড় ফড় করা—মাথা ঘোরা. মাথা ব্যথা, চোখে কম দেখা, ধোঁয়া দেখা, ঘুম না হওয়া বা তন্দ্রার মত স্বপ্নপূর্ণ ঘুম—লিবারের কাজ ঠিক মত না হওয়া, প্রস্রাব ঘন ও পরিমাণে কম হওয়া ইত্যাদি।

এরোগ প্রায়ই কোথাও কিছু নাই, বেশ সুস্থ আছে—হঠাৎ রাত্রে যাতনায় অস্থির হয়। বেশ ভাল মানুষ খেয়ে দেয়ে শুয়ে আছে—এমন কি রাত ৯টা পর্য্যন্ত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বসে দাঁড়িয়ে কথাবার্ত্তা কয়েছে, কেহই কিছু জানে না। হঠাৎ এক ঘুমের পর পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের অসহ্য যাতনায় অস্থির হয়ে পড়ে। এ যাতনার কথা মুখে বলে বোঝান যায় না। আর এ রকম অসহ্য যাতনা আর কোনও রকম বাতরোগে দেখা যায় না। হঠাৎ বুড়ো আঙ্গুলে জ্বালা, হুলবেধা মত বেদনা—ক্রমশই বাড়তে থাকে। রোগী যাতনা যে কি হচ্চে, তা স্পষ্ট বলতে পারে না—কেবল গেলুম মলুম শব্দ কর্ত্তে থাকে—যাতনাতে স্পষ্ট কথা কইতে পারে না—অস্পষ্ট ভাবে গোঁগাতে থাকে। আক্রান্ত আঙ্গুলটি ফুলে ওঠে লাল হয়—বেদনাও খুব থাকে, গরমও হয়—প্রদাহের সব লক্ষণ দেখা যায়। জ্বর ও খুব হয়—পীপাসা থাকে, বেশী বেশী জল খায়। ঘাম প্রায় হয় না। প্রস্রাব লাল হয়—ঘন হয়—আর পরিমাণে খুব কম হয়। রোগী প্রায়ই কারো সঙ্গে বড় একটা কথা কইতে চায় না। বিরক্ত হয়—চটে যায়। স্বভাব খুবই খিটখিটে হয়। আক্রান্ত স্থানে হাত দিতে দেয় না—কেউ কাছে গেলে—পাছে হাত দিয়ে দেখে এই ভয়ে শিউরে ওঠে। আক্রান্ত আঙ্গুল বা সন্ধির পাশের সব শিরা রক্তে পরিপূর্ণ হয়, আর যেন আড়ষ্ট হয়ে থাকে। শীত করে জ্বর আসে—কারো কারো খুব কম্প হয়েও জ্বর হয়। রোগী স্থির হয়ে থাক্তে পারে না—ছট্ফট্ করে—আচাড় কাছাড় করে। পা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়। কোথায় রেখে যে শান্তি পাবে, তা ঠিক কর্ত্তে না পেরে অস্থির হয়। পাটাকে একবার নিচে, একবার উপরে কখনও বা মেজের উপর ঠাণ্ডায় রাখে—তবু শান্তি পায় না।

সকালে জ্বর ও বেদনা কমে আসে। যাতনাদি কমাতে অনেকটা সুস্থ বোধ করে। এমন কি একটু ঘুমও হয়। দিনের বেলা এক রকম ভাল গেল—রোগীও মনে করে এইবার কমে গেল। আবার রাত্রে আগে কার রাত্রের মত অসহ্য যন্ত্রণায় রোগীকে অস্থির করে তোলে। এ রোগের আরম্ভ ও বৃদ্ধি সবই রাত্রে। সন্ধ্যা থেকে একটু একটু করে বেদনা বাড়তে আরম্ভ হয়, ক্রমশঃ যত রাত বাড়ে যাতনাদিও তত বাড়ে। সকালে আবার কমতে আরম্ভ হয়। যদি এই সময় থেকে বাইওকেমিক মতে ওষুধ পত্র দেওয়া যায়, তা হলে ৫।৭ দিন বা ৮।১০ দিনের মধ্যে ভাল হয়ে যেতে পারে। আর যদি চিকিৎসা করান না হয়, তা হলে ক্রমশঃ রোগ পুরোনো হয়ে পড়ে। কখনও বা ২।৩ সপ্তাহ ২।৩ মাস বা ২।৩ বছর ভালও থাকে। ঐ

আর কেন? পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

সময়ের পরে আবার আরম্ভ হয়। ঠিক কত দিনে যে পুনরাক্রমণ হবে, তার কোনও ঠিক নাই। রোগ ২।১ বৎসর পরেও হতে পারে। আবার বছরে তিন চার বারও হতে পারে। এর কিছু বাঁধা ধরা নিয়ম নাই। পুনরাক্রমণ প্রায়ই হয়, বসন্তকালে—না হয় বর্ষা কালেই হয়।

পুনরাক্রমণ হলে যে এক জায়গায় একটী আঙুলে বা একটী সন্ধিতেই হবে, তারও কিছু মানে নাই। আর আর গ্রন্থি সন্ধি এমন কি হাতের আঙুলের সন্ধি পর্য্যন্ত আক্রান্ত হ'তে পারে। পুরোনো আক্রমণ ১০ দিন ১৫ দিন বা একমাস পর্য্যন্ত থাকতে পারে। রোগের ভোগ যত দিনই হোক না কেন—এর প্রতি আক্রমণের পরই সন্ধির ভিতর সাদা চা খড়ি গুঁড়ার মত শক্ত জিনিসটা (ইউরেট অফ সোডা) বেশী পরিমাণে জমতে থাকে, আর ক্রমশঃ পাথরের মত শক্ত হয়ে সন্ধি সকলের নড়ন চড়ন ক্ষমতা নষ্ট করে। উহাদিগকে একেবারে কাজের বার করে দেয়। বার বার আক্রমণের পর ঐ সন্ধি সকল পাথরের মত শক্ত ও সটান হয়ে যায়। ক্রমে ঐ ইউরেট অফ সোডা পাকস্থলি কিডনী মস্তিষ্ক এবং হৃদপিণ্ড মধ্যে গিয়ে পরে নানা রকম প্রাণ নাশক বিপদ আনে। ঐ চা খড়ির মত সাদা জিনিষটাকে অনেকে চক্ ষ্টোন বলে।

আরো কয়েকটি লক্ষণ।

রোগের সময় প্রস্রাব কম তো হয়ই, তা ছাড়া প্রস্রাবের সঙ্গে যে পরিমাণে ইউরিক য়্যাসিড ও ফস্ফরিক য়্যাসিড বাহির হওয়া দরকার, তা না হয়ে খুব কমই নির্গত হয়। ঠিক মত য়্যাসিড শরীরের মধ্যে থেকে যায় আর ঐ সঞ্চিত য়্যাসিড রক্ত মধ্যে মিশে গিয়ে নানা রকম অনিষ্ট ঘটে। রোগের সময় যে প্রস্রাব হয়, তা কম হয় একথা আগেই বলেছি। তার রং ঘোর লাল, প্রায় কৃষ্ণবর্ণ বৎ দেখায়। আর কোনও পাত্রে প্রস্রাব ধরিলে তলায় ইটের গুড়ার মত তলানী পড়ে।

রোগ ভাল হ'য়ে এলে—আক্রান্ত সন্ধি চুলকায়, তা থেকে মরা চামড়া (ছাল নূতন আলুর ছালের মত) উঠতে থাকে। রোগীও ক্রমশঃ সুস্থ হতে থাকে। বার বার রোগে পাল্‌টে পড়লে আর এক সন্ধিতেই যদি ৩।৪ বার হয়, তা হলে ঐ যায়গাটি শক্ত হয় চাপটা হয়ে যায়—এক রকম বিশ্রি দেখায়। যায়গা বেগুনে রং দেখায়। তার উপর কখনও মোটা মোটা নিল্ বা ঘোর সবুজ রংএর শির দেখা যায়। আর উহার ভিতর চক্ ষ্টোন জমায় হাত দিয়ে আস্তে আস্তে টীপলে তার ভিতর কড় কড় শব্দ শোনা যায়। আবার কখনও ঐ যায়গাটী কেটে গিয়ে ঘা ও হতে পারে। রোগ বেশী দিন ধরে ভোগ কল্লে শরীর রোগা দুর্ব্বল ও রক্তহীন হয়ে যায়। নিরাশাবস্থায় আর আর সব লক্ষণ এসে দেখা দেয়। মুখ কোলে হাত পা ফোপে—অজীর্ণ অগ্নিমন্দা আসে।

বাইওকেমিক মতে গাউট
বা
আর্থ্রাইটীসের চিকিৎসা।

এখানে আরো ২।৪টী দরকারী বিষয় বল্‌বো।

আমরা গেঁটে বাতকে এখানে গাউট বলি, কিন্তু ঠিক বিলিতি আর্থ্রাইটীস এর সব লক্ষণ আমাদের দেশের গেঁটে বাতে পাওয়া যায় না। তবে বাইওকেমিক চিকিৎসায় বিশেষ কোনও তফাৎ নাই। আর আমরা এখানে বাতের রোগী প্রায়ই পেয়ে থাকি (বেতো রোগীর চিকিৎসা প্রায়ই কর্ত্তে হয়) এই জন্যে এ প্রবন্ধটি একটু বড় হলেও—এখানে রিউমেটিজম্ এর কতকগুলি প্রধান লক্ষণ ও চিকিৎসা শেষ করবো। আর্থ্রাইটীস (গাউট) রিউমেটিজমের চিকিৎসায় বিশেষ কোনও তফাৎ নাই। বরং এ দুটী রোগের চিকিৎসা এক সঙ্গে থাকলে আরো ভালও হয়—আর অনেক কাজেও লাগে। লম্বেগো ও সায়েটীকার বিষয় পরে যথাস্থানে বলবো।

রিউমেটিজমের লক্ষণ ও কারণ।

Rheumatism রিউমেটিজম্ বা রিউমেটিক ফিবার। বাঙ্গালায় একে তরুন বাত রোগ বলে।

একবারে একটী বা কতকগুলি সন্ধিতে প্রদাহ হয়—সন্ধিগুলিতে ফুলো থাকে, বেদনা হয়—জ্বর থাকে—আর এই বাত জ্বরের সঙ্গে সর্ব্বদাই ঘাম হতে দেখা যায়। রোগ খুব কঠিন রকমের হলে এণ্ডো কার্ডিয়াম—পেরিকার্ডিয়াম এবং প্লুরাতেও প্রদাহ হয়। জ্বরের সঙ্গে খুব বেশী পরিমাণে টক গন্ধ যুক্ত ঘাম হয়। আর প্রস্রাবের সঙ্গে সঙ্গে ইউরিক য়্যাসিড নির্গত হয়।

এ রোগ মেয়ে পুরুষ ছেলেদেরও হয়। বয়সের কম্ বেশীতে রোগ হওয়া না হওয়া কিছুই দেখা যায় না। সব বয়সেই এ রোগ হতে পারে। আবার অনেকে বলেন, খুব বুড়োদের এ রোগ হতে প্রায় দেখা যায় না। তবে ১৫ থেকে ৪০।৪৫ বছর বয়স পর্য্যন্ত এরোগ বেশীর ভাগ হয়। বাপ মায়ের এরোগ থাক্‌লে তাঁদের ছেলেদেরও হতে পারে। ভিজে বা স্যাঁৎ সেঁতে যায়গায় ঘরে বাস, ঠাণ্ডা লাগান, জলে ভেজা খোলা ঠাণ্ডা হাওয়ায় ফাঁকা যায়গায় শোয়া ইত্যাদি এর পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ।

ঠাণ্ডা দেশে ও গরম দেশে এ রোগাক্রমণের একটু তফাৎ দেখা যায়। কেন না শীতপ্রধান দেশে পরিশ্রমি গরীব লোকেদেরই এ রোগ বেশী হয়। আর আমাদের এদেশে ভদ্রলোকদেরই এ রোগ বেশী হতে দেখা যায়। যারা ডিস্‌পেপসিয়া (অজীর্ণ) রোগে ভুগছেন, তাঁদের এ রোগ হওয়া খুবই সম্ভব। সহরে যে সব বাড়ীতে রৌদ্র প্রায় যায় না, অতি কষ্টে বাতাস একটু আধটু যায় মাত্র, এ রকম বাড়ীতে বাসও এরোগের আর একটি কারণ। জলে ভেজা আর যাদের সর্ব্বদা জলে থেকে কাজ কর্ত্তে হয় (মাঝী জেলে ইত্যাদি) যারা খুব বেশী পরিশ্রম করেন, বর্ষার জলে দাঁড়াইয়ে ভিজে কাজ করেন, ভিজে কাপড়ে থাকেন, খুব ঘামের উপর হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়ে ঘামকে বসিয়ে দেন—খাওয়া দাওয়ার কোনও নিয়ম পালন করেন না তাঁদেরই এরোগ হওয়া খুব সম্ভব। স্ত্রীলোকদের ঋতু বন্ধও এ রোগের আর একটী কারণ।

বাইওকেমিক চিকিৎসকগণ বলেন যে, শরীরের রক্তে যে কোনও কারণেই হোক বা যে কোনও রোগের দরুনই হোক—নেট্রাম ফসফরিকাম্ (Natram Phosphorecum) নামক লবণের অভাব বা কমতা হওয়ার জন্য দেহ মধ্যে ল্যাকটীক য়্যাসিডের (Laetic Acid) এর মাত্রা খুব বাড়ে। এই ল্যাকটীক য়্যাসিড বৃদ্ধিই এ বাতের প্রধান কারণ।

ক্রমশঃ—

শ্রীঅনুকুল চন্দ্র বিশ্বাস।
ঢাকা।

সমালোচনা।

তুলার চাস

শ্রীযামিনীরঞ্জন মজুমদার প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ✓০ মাত্র।

আলোচ্য পুস্তিকা খানিতে অতি সরল ভাষায় তুলার চাস বর্ণিত হইয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে এরূপ পুস্তকের আমরা বহুল প্রচার কামনা করি। তুলার চাস পুস্তকে তুলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, আবশ্যকতা, বিবরণ, জমী নির্ব্বাচন, সময় নির্ব্বাচন জমীর পাট, সার প্রয়োগ, তুলার জাতি ভেদ, বসান ও রোপন, গাছের তদ্বির, ব্যাধি ও চিকিৎসা, গাছ ও বীজের উপকারিতা, উৎপন্ন ফসল, বীজ ছড়ান, বীজ বসান বীজের প্রাপ্তিস্থান, নানাপ্রকার চরকার প্রাপ্তিস্থান প্রভৃতি যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় গুলি সরল ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি আরম্ভ শূন্য বহু কাজের কথাতেই পূর্ণ। বেশ পুস্তক। ১২৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট "রিফিউজ"এ গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

পাকা রং প্রণালী।

(কাপড় ও সূতার পাকা রং করিয়া বিবিধ সহজ উপায়) ডাঃ টী এন্ চক্রবর্ত্তী এস্, পি, এস্ প্রণীত, ৩য় সংস্করণ এই সংস্করণে ১০০০০ ছাপা হইয়াছে। মূল্য ✓০ ডাক মাশুল সমেৎ ।০ আনা মাত্র। চারি টিকিট পাঠাইলে ব্রাহ্মণ গাঁ পোঃ ঢাকা হোমিওপ্যাথিক রিসার্চ লেবরেটারী হইতে পাওয়া যাইবে। আলোচ্য পুস্তিকাখানি বর্ত্তমান সময়ে অতি আবশ্যকীয় পুস্তক, দেশীয় উদ্ভিজ্জ জাত রং হইতেই পাকা রং প্রস্তুত হইবে। প্রক্রিয়া সহজসাধ্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটা নমুনা দেখাইলাম। খয়ের হইতে গোলাপী রং (Pink colour) কৃষ্ণখদির বা মবাই খয়ের (Black catechu) ৴০ ছটাক, জল ৴১ সের ও বিলাতি সোডা ৩ তোলা, জল ৴১ সের, উভয় উপাদান ২টী পৃথক মৃত্তিকা নির্ম্মিত পাত্রে নির্দ্দিষ্ট কাল ভিজাইয়া রাখিয়া নীচের ময়লা বাদ দিয়া উপরের পরিষ্কার দ্রাবণ লইবে। প্রথমতঃ বস্ত্র খয়েরের জলে ভিজাইয়া, তৎপর সোডার দ্রাবণে চুবাইবে। অবশেষে ছায়াতে শুষ্ক করিতে দিলে ক্রমে ক্রমে উক্ত রং ফলিবে। এইরূপ অনেক গুলি পাকা রং করিবার সহজ উপায় আছে। এরূপ পুস্তিকার বাহুল প্রচার আবশ্যক।

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।

গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে অতি আবশ্যকীয় বিষয় পরিপূর্ণ স্বাধীন জীবিকার অসংখ্য তথ্য জ্ঞাত করাইবার জন্য একমাত্র মাসিক পত্র "কাজের লোকের' বহুল প্রচার আবশ্যক হইয়াছে, কারণ এই সময় কাজ করিবার নবযুগ আসিয়াছে—"কাজের লোক" প্রত্যেক ব্যক্তির আবশ্যক পূর্ণ করিবে—এই জন্য এজেণ্টস্ আবশ্যক! এজেণ্টদিগকে উচ্চহারে কমিশন দেওয়া যাইবে। পুরাতন ভলিউম গুলির সমস্ত সংবাদ পত্রেই প্রশংসার সীমা নাই। "কাজের লোক" কাজের কথাতেই পরিপূর্ণ। গ্রাম্য পোষ্ট মাষ্টার, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ইহারা আমাদের জন্য চেষ্টা করিলে ঘরে বসিয়া একটা নূতন আয় করিতে পারিবেন—অনেকেই করিতেছেন। অবিলম্বে নিয়মাবলীও নমুনার জন্য এক আনার ডাক টিকিট সহ পত্র লিখুন।

কার্য্যাধ্যক্ষ—

"কাজের লোক"

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,

বহুবাজার, কলিকাতা।

কাজের লোক আফিস।

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত তৎকর্ত্তৃক ২নংসারাজেন্দ্রদত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

সুরমার বিজ্ঞাপনের জন্য।

টাকা এদেশে আজকাল খুবই আক্রা।

কাজের লোক

হিসেব ক'রে তাই একটী পয়সাও অপব্যয় করেন না

এক রোগের হাজারী ঔষধ আজকাল পাওয়া ত' যায় কিন্তু সাবধান রোগী অর্থের ও দেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঠিক ঔষধটাই দেখে শুনে, যাচিয়ে কিনেন। এতে শরীর শীঘ্র ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, পরন্তু বা' তা' কেনার খরচও বাঁচে। এই বাজারে সস্তা অষুদে কিছু থাকে কি? যা বাজার পড়েছে তাতে রোগ আরোগ্য করতে হলে দামী মশলা দিতে হবেই তো—আর তা হলেও ঔষধের দাম চড়া না হয়ে পারে কেমন কোরে? তাই বলি যে দাম দিয়ে ঔষধ পরীক্ষা না করে ফল দিয়া ঔষধ পরীক্ষা যাঁরা করেন তাঁরাই কাজের লোক, তাঁরা ঠকেন না।

সর্ব্বপ্রকার মেহের জন্য, আজকাল সর্ব্ববাদীসম্মত মত হচ্ছে যে



একমাত্র মহৌষধ। অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, যাহাতে হয়ত রোগ আরাম হয়, কিন্তু হিলিংবামের বিশেষত্ব এই—(১) প্রতি মাত্রায় ফল (২) ১দিনে যন্ত্রণার শেষ (৩) সপ্তাহে আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের তালিকাপুস্তকে বড় বড় ডাক্তারের প্রশংসাবাদের মধ্যেই আছে—অদ্য পত্র লিখে ঐ বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ৩৲, মাঝারী ২॥০, ছোট ১৸০।

আর, লগিন এণ্ড কোং—ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্,

১৪৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—"হিলিং" কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৬১৫, কলিকাতা।

"কাজের লোকের" বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারিং চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।

২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১৲ টাকা ধরা হয়। সৎ ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি।

৩। কোন বিজ্ঞাপন ৩ মাসের কম সময়ে পরিবর্ত্তন করা হয় না।

৪। Desplay অর্থাৎ সাজান বিজ্ঞাপনের স্বতন্ত্র মূল্য দিতে হয়। ভিতরে পাঠ্য বিষয়ের সহিত বিজ্ঞাপনে মূল্য দ্বিগুণ।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার।

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮৲ টাকা প্রতি মাসে	৭৲ টাকা প্রতি মাসে	৬৲ টাকা প্রতি মাসে
½ "	৫৲ "	৪৲ "	৩॥০ "
¼ "	৩৲ "	২॥০ "	২৲ "
১ কলম	৩৲ "	২॥০ "	২৲ "
½ "	১৸০ "	১॥০ "	১।০ "

১৫ বৎসরের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব। মফঃস্বলের বিজ্ঞাপনের সমস্ত টাকা অগ্রিম দেয়। সপ্লিমেণ্টের কথা পত্র লিখিলে জ্ঞাত করা যায়।

কার্য্যাধ্যক্ষ

"কাজের লোক"

[illegible] নং [illegible] লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

[redacted] [redacted] Registered No. C. 431

THE BUSINESSMAN.

কাজের লোক

Edited by S. P. Chatterjee.

10.7.22

১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা। | New Series. May, 1922. | নূতন সংস্করণ। মে, ১৯২২। | Vol. XVI No 5

১৯০৯ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত ১৫ ভলিউম

'কাজের লোক' সমস্ত লইলে

প্রত্যেক ভলিউম ৩্ স্থলে ১৷৷০ টাকা প্রত্যেক খণ্ড ১।০, হাতে হাতে লইয়া যাউন।

আমরা কিছু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

"Kajer-Loke" or Businessman— * * * is repleted with useful articles on art and Industry.

Indian Empire.

"Contains interesting articles on trade and speculation." *Indian Daily News.*

"Kajer-Look,"—Or the "Businessman" is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture *Bengalee.*

"A special and heathv feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every d\u0430y necessity, etc. We heartly wish our contemporary all success in his noble endeavours.

The Indian Nation.

*** * "The Businessman" is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike."**

Telegraph.

"There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading "Kajerloke."

Gardeners Magazine.

"কাজের লোকের" বিস্তৃত সমালোচনা আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই এরূপ সুন্দর, সুলিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।" যশোহর।

"সত্য বলিতে কি, এরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, 'কাজের লোকের' মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্ব্বথা সুসিদ্ধ হয়।" সময়।

"আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যেরূপ ।য়গর্ভ, সেইরূপই উপযোগী!" বঙ্গবন্ধু।

* * * "কাজের লোক" "এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে বাহির হইয়া থাকে। ইহার কার্য্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা এরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি "কাজের লোক" পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় * * * *

দৈনিকচন্দ্রিকা।

"আমরা "কাজের লোক" পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।" * খুলনাবাসী।

"কাজের লোক" গৃহস্থ মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।"

মেদিনী-বান্ধব।

এরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। "কাজের লোক" পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রবৃত্তি জন্মে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়হীন "বেকারের" বন্ধু। * * * বিজ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী যাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বাঙ্গালী যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, ইহাই 'কাজের লোকে'র উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালায় এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালায় সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা "হিতবাদী", "বঙ্গবাসী", "বসুমতী", এবং অন্যান্য অসংখ্য সংবাদপত্রও ভূয়োসী প্রশংসা করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, স্থানাভাবশতঃ সকলগুলি দিতে পারিলাম না।

কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিক্ষা।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত।

মূল্য ॥০ ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অসংখ্য কাজে কেজেরে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঘরে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। সুন্দর ছাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং ধনাকাঙ্ক্ষীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াসসাধ্য উপায় সমূহ বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত। এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে, তবে আমাদের আনীত এই পুস্তকখানিই যেন ক্রয় করিবেন। মূল্য ২৲ টাকা ভিঃ পি স্বতন্ত্র। কাপড়ে বাঁধান, পরিষ্কার অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত। যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

How a penny became Thousand Pounds Rs. 2/4/-

How to mend and how to make (secondhand Book) Rs. 1/8

Watch repairing Rs. 1/8

V. P. and postage extra.

বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের ফন্দি সন্ধিও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পন্থা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্ডার করিবেন, পকেট সাইজ, ফুলিসক্যাপ ১৬ পেজি সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ৷৵০ আনা। ভি, পি স্বতন্ত্র।

ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ২৲ যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আমাদের বেশী কর্ম্মচারী নাই যে, সর্ব্বদাই এই কার্য্যে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকন্তু ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায়। সমস্তই ভাল পুস্তক এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। যাহা আমাদের নাই, তেমন পুস্তকও অর্ডার করিলে সংগ্রহ করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কমিশন পেলেও পুস্তক রাখা হয়। সে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, "কাজের লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস,
২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য বস্তুস্বরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য দামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চক্ষুরত্নকে রক্ষা করিতে যান; কিন্তু তাহা ত হইবার নয়। প্রকৃত নির্দ্দোষ চসমা উৎকৃষ্ট ব্রেজিল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয়; তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্ষুরত্ন রক্ষার যথার্থ সামগ্রী। আমরা চক্ষু পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনাইয়াছি। চক্ষের বিবরণ আমাদিগকে যেন একবার অতি অবশ্য জানান হয়। প্রায় ৩০ বৎসরের বহুদর্শিতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ব্যবস্থামত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই

দে, মল্লিক এণ্ড কোং,
২ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"শ্রীশ্রীআপদ নাশিনীর ব্রতকথা।"

দুই আনার ডাক টিকেট পাঠাইলে একখানা বই পাঠানো হয়।

ঘরে ঘরে প্রচলিত।

১২ খানা একত্রে লইলে—দশ আনা মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার "শতদল"
১৫ নং খেলাৎবাবু লেন, কাশীপুর,
কলিকাতা।

জ্ঞাতব্য কথা।

১। আজ কালের ছেলেরা বিলাসী, অসংযমী, কাজেই ব্রহ্মচর্য্য বিরত স্বেচ্ছাচারী হইবে বিচিত্র কি? আগেকার ছাত্র ও সাধারণ সকল ছেলেরাই বিলাস শূন্য, সংযমী, ব্রহ্মচর্য্যে থাকিয়া বেশ সুখে সচ্ছন্দে দীর্ঘায়ু লাভ করিতেন। আর বর্ত্তমান কালের বিলাসী বাবু ছেলেরা অসংযমী হইয়া অকালে মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইতেছেন।

২। উপদেশ শুনিলে কাজ হয় না, উপদেশ শুনিয়া তদানুষ্ঠানেই সফলতা লাভ হয়। নতুবা পুস্তকে বা গুরুজনের মুখের কথা বেশ মিষ্টবোধ হয় বটে, কিন্তু কার্য্যকালে উচ্ছৃঙ্খলতা অবলম্বন করিলে উপদেশ ও সৎকথা শ্রবণ করার কোনই ফল হয় না।

৩। যাহার অধ্যবসায় সুদৃঢ় হইয়াছে, তিনি প্রত্যেক কার্য্যেই কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। অধ্যবসায় সহকারে যত্ন ও পরিশ্রম করিলে অসাধ্য বলিয়া যাহাকে দেখিতেছি বা ভাবিতেছি, তাহাও অনায়াসে সুসিদ্ধ হইয়া থাকে।

৪। কর্ত্তব্য পরায়ণ না হইলে মানুষে পশুতে বিভেদ কি? যে কাজ করিতে মানুষ অবশ্যবাধ্য তাহাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম—তাহাই ধর্ম্ম। এই বাধ্যতা মূলক কর্ম্ম করিলেই কর্ত্তব্য পরায়ণ ধার্ম্মিক হওয়া যায়। ক্ষমা, ধৈর্য্য, ভালবাসা, সহানুভূতি, সরলতা, বিশ্বস্ততা, স্নেহ, মমতা, সত্যকথা, বাক্‌সংযম, মিষ্টভাষিতা প্রভৃতি গুণগুলি আশ্রয় করিয়া, পবিত্র মধুর স্বভাব গঠিয়া তুলিতে হইবে। চরিত্র গঠন করিতে ইচ্ছা থাকিলে আগে ঐগুলি অর্জ্জন কর। চরিত্রবানই মনুষ্যত্ব পদবাচ্য।

৫। অনৈক্যতা, আলস্য, অকর্ম্মণ্যতা প্রভৃতিই অকর্ত্তব্য। প্রত্যেক সংসারী লোকের দয়ালু, ধৈর্য্য, ক্ষমাশীল, স্নেহ, মমতাদি গুণে ভূষিত হইতে হইবে। সাধ্যানুসারে কায়, মন ও ধন দিয়া পরের দুঃখ মোচন করিতে হইবে।

৬। যাঁহারা আজীবন শ্রমশীলতা, মিতাচারিতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই নিশ্চয় সুখে স্বচ্ছন্দে দীর্ঘ জীবন লাভ করেন।

৭। অন্তর ও বাহ্য যত পরিষ্কার রাখা যাইবে, ততই শান্তি সুখ লাভ হইবে। যাহার অন্তর বাহ্য অপরিষ্কার সেই দুঃখী অর্থাৎ পাপী।

৮। নিজে ভাল হও, এবং অন্যেকে ভালবাস তা হলেই নিষ্কামধর্ম্ম সাধন সহজ হইবে।

৯। শত্রুকে ভালবাসিতে পারিলে, সেই-ই মিত্র হইয়া যাইবে। কেননা, প্রকৃতির নিয়মই এই, যে যাহাকে আন্তঃরিক ভালবাসে, সে তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতেই পারে না।

১০। যাহার অল্প জ্ঞান, সেই তার্কিক, বাচাল ও অহঙ্কারি হয়, যিনি প্রকৃত গভীর জ্ঞানী, তিনিই সুধীর। জ্ঞানীরা অল্প কথায় ধীর শান্তভাবে বলেন; কিন্তু মূর্খরাই কেবল চিৎকার করে। জ্ঞানী অজ্ঞানী চিনিতে হইলে সুধীর ও তার্কিকদিগের কথা শুনিলেই চিনিবে আসল কি নকল।

১১। মিতব্যয়ী হইতে হইবে বলিয়া কৃপণ হওয়া অকর্ত্তব্য। কৃপণকে কেহ ভাল বাসিতে চায় না। মিতব্যয়ী যিনি, তিনিই সঞ্চয়ী। তিনি একটি পয়সাও তুচ্ছ ভেবে বৃথা খরচ করেন না বলিয়া কালে ধনী হইয়া থাকেন।

১২। সাদা সিধা ভাবে আহার, রীতিমত পরিশ্রম করিলে আজীবন শরীর ভাল থাকে। বাবুগিরি করিতে নাই, পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্যই অধঃপাতের মূল।

১৩। যাহারা স্বার্থপর, তাহারা যুক্তি বুঝিতে চায় না। বরং নিজের জেদ বজায় রাখিতে নানারূপ তর্কজাল বিস্তার করে। স্বার্থপর লোকদিগের সহিত সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়। জগৎ স্বার্থপর—স্বার্থশূন্য লোক কয় জন সংসারে পাইবে? তাই নিজের স্বার্থ-রক্ষার্থ অপরের স্বার্থে হাত দিলেই বিপদ ঘটে। স্বার্থত্যাগী মানবই দেবতা।

১৪। যাঁহার নাম স্মরণ করিলে ভবরোগ দূরীভূত হইয়া যায়, তাঁহার নাম নিয়ত জপ করিতে পারিলে সকল প্রকার দৈহিক ও মানসিক পীড়া যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। তাই বলি শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, সুখে, দুঃখে, রোগে, শোকে যে অবস্থায় কেন থাক না, একমাত্র ঔষধই শ্রীভগবানের নাম জপকরা। পেটেণ্ট ঔষধ স্পর্শ করিওনা, ভগবানের নাম যে আমাদের পেটেণ্ট ঔষধ তাহা ভুলিয়া বা উপেক্ষা করিয়া জড়দেহ রক্ষার্থ জড়জ ভেষজ সেবনে রোগারোগ্য হইবে না, বরং বৃদ্ধি পাইবে এবং একটা রোগ যাপ্য হইয়া আর একটী রোগে ভুগিবে। নাম সুধারস পান কর, ইহকাল পরকালে সুখ পাইবে। নান্যঃ পন্থা—নাম ব্যতীত আর পথ নাই। তবে নাম করার মত করিতে হইবে, বেগারে নহে—মুখে নহে—প্রাণে প্রাণদিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি অনুরাগে বিশ্বাসে নাম জপ করিতে হইবে। সাধনা সিদ্ধ হইবে।

গীতাদান—

করিতে হয় পিতৃলোকের প্রীত্যর্থে—পিতৃযজ্ঞ বা পিতা মাতার শ্রাদ্ধে; তাহা যে সুধু অধ্যাপকদিগকেই দিতে হইবে তাহা নহে। শ্রাদ্ধ বাসরে শত শত বালক বালিকারা সমস্বরে গীতাপাঠ করিয়া পরলোকগত পিতৃ পুরুষগণকে দেবতা এবং ভগবানের শুভাশীষ লাভ করাইয়া থাকেন অধিকন্তু ইহার শ্রোতা, দর্শক ও পাঠকেরাও কৃতার্থ হয়েন বলিয়া আমরা আমাদিগের প্রকাশিত **শিশু-গীতা** খানি শ্রাদ্ধকাণ্ডে সমাগত (জাতি বিচার না করিয়া) প্রত্যেক বালক বালিকাগণের হাতে দিতে বলি, কেন না, বালকণ্ঠে মধুরস্বরে গীতা পাঠের যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-ফোয়ারা ফুটিয়া উঠে তাহাতেই শ্রাদ্ধস্থানটী সত্যই তপোবন বা স্বর্গ বলিয়া মনে হইবে।

ঐরূপে **শিশু-চণ্ডী** খানিও পড়িতে দিউন সংসারের আপদ, বালাই, দুঃখ, জ্বালা, দূর হইয়া গৃহে মঙ্গল বিধান হইবে।

আবার ঐ সঙ্গে **শিশু-যোগ** খানি যোগ করিয়া দিলে সোণায় সোহাগা পড়িবে। সত্য মিথ্যা একবার শ্রাদ্ধযজ্ঞে ও শুভ-বিবাহ বাসরে ব্যবহার করিয়া দেখুন, বুঝিতে পারিবেন।

ভাষা এত সহজ যে ৮ আটবৎসরের কম বয়স্কগণও পড়িয়া বুঝিতে পারিবেন।

প্রত্যেক বাঙ্গালী ছেলে মেয়ের জন্য—

কেন জানেন, তারা মনুষ্য জন্মেই দেবতা হবে বলিয়া এই অনুষ্ঠান।

ছাপা ভাল, হাপটোন্ ছবি, মোটা কাগজ, আবার দুরংয়েও ছাপা আছে।

সবাই ভাল বলেন কেন জানেন? আসল কথা হচ্চে ছেলে মেয়েকে দেবতা করে তয়েরী করা, তবে তালিমেরে নয়, আসল খাঁটি রত্নরাজি দিয়ে, সে এই বইক'খানি।

শিশু-গীতায়—কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য কর্ম্মকরার ফল লাভ হবে।

শিশু-চণ্ডীতে—গৃহ মঙ্গল ও দুর্গোৎসবের উৎপত্তি শিক্ষা পাবে।

শিশু-যোগে—মনোযোগ ও স্মরণশক্তি বাড়াবে।

প্রত্যেক খানি ।৵০ আনা করিয়া ১৵০ এক টাকা দুই আনা।

শিশু-কণ্ঠহার—এক শব্দের বহু প্রতিশব্দ পাবে। দাম ৵০ আনা। ঐ ৪ খানার দাম ১।০ আনা, ভিঃ পিঃ ডাকে ১৷৷৵০ আনা।

কথাগুলি বাড়াইয়া বলা হইল;—কি সত্য বলা হইল বইক'খানি পড়ে দেখুন বুঝবেন। কয়েকখানি সংবাদ পত্রের মতের সারাংশ কিছু দিলাম—

এডুকেশন গেজেট ২রা মাঘ ১৩২৬।

শিশুকণ্ঠহার—অমরকোষ অবলম্বনে লিখিত * *

শেষের তিনখানি পুস্তকে **লেখক বিশেষ দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন**। শিশুদিগকে (৮ আট বৎসরের কম বয়স্কদিগকে) **চণ্ডী, গীতা এবং যোগ বুঝাইবার চেষ্টা এই নূতন** • ৫০।৬০ বৎসরের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণই উহার মর্ম্ম বুঝিতে বিশেষ কষ্ট পাইয়া থাকেন। তবে **এগুলি অধিক বয়স্কেরাও পড়িলে উপকৃত হইবেন।**

শিশুদিগকে উপহার দিবার জন্য সুদৃশ্য পুস্তকগুলি এক্ষণে অধিকাংশই ইংরাজী ধরণে লিখিত হইয়া হিন্দুছেলেমেয়েদের অনেক অনিষ্ট করিতেছে—এ স্থলে ছেলেবেলা হইতে হিন্দুর অমূল্যধন চণ্ডী, গীতা এবং যোগের নাম শিখাইয়া দেওয়া ভাল।

বড়ই সৎকার্য্যে উদ্যোগী লেখক। * *

যে সকল কথা এই পুস্তকগুলি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে তাহাতে **এই শুভ উদ্যমে পূর্ণ শুভফল হিন্দুসমাজ পাইতে পারিবেন বলিয়াই মনে হয়।**

"সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বাপেক্ষা মধুর উপদেশ কোনরূপে শিশুর কর্ণে প্রবেশ করাইয়া রাখা যাউক। যাবজ্জীবন উপকার করিতে থাকিবে।" ভাষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—রবি বাবুর ভাষায়।

কাজের লোক, মে, ১৯২০।

চণ্ডীখানি—এত সরল এবং সহজবোধ্য ভাষায় লিখিত যে, শিশুগণ পাঠ করিতে প্রকৃতই আনন্দ পাইবে। আমরা আগাগোড়া পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি।

শিশু-গীতা—অতি সহজ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। শিশুর পাঠোপযোগী করিতে গ্রন্থকার যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহার সে প্রয়াস সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে।

শিশু-যোগ—অতি সরল ভাষায় যোগের গুঢ়তত্ব যে এত পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া শিশুর কোমল হৃদয়ে ধারণা করান যায়, শিশুযোগ পাঠে আমরা তাহা উপলব্ধি করিলাম। প্রত্যেক হিন্দু পিতায় উপরোক্ত পুস্তক তিনখানি বালক বালিকার হাতে দেওয়া উচিত। পুস্তকগুলি প্রাইজ বিতরণের উপযুক্ত।

শিশু-কণ্ঠহার—অকারাদিক্রমে অমরকোষের ন্যায় বাঙ্গালা প্রতিশব্দাবলী। বালককে কণ্ঠস্থ করাইলে এক কথায় অনেক প্রতিশব্দ শিক্ষা হইবে।

ইংরাজি প্রতিশব্দও দেওয়া হইয়াছে। ইহা প্রত্যেক বালকের অপরিহার্য্য পুস্তক সন্দেহ নাই।

প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২৮।

শিশু-চণ্ডী—মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী আবির্ভাবের কাহিনী ও স্তোত্রগুলি ছেলে মেয়েদের জন্য লেখা। যে দুর্গোৎসব বঙ্গের প্রধান উৎসব তার ইতিহাস জানা বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের উচিত। সেই জানার উপায় এই বই।

শিশু-গীতা—গীতার মূল তত্ত্ব ও উপদেশ কৃষ্ণার্জ্জুনের কথায় সহজ করিয়া ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। * * তাতে চিত্তবৃত্তি মার্জ্জিত ও জিজ্ঞাসু হইবে।

শিশু-যোগ—যোগ কাকে বলে, যোগ করিলে কি হয়, যোগের উপকারিতা ইত্যাদি খুব সহজ করিয়া শিশুদের উপযোগী ভাবে বিবৃত হইয়াছে। এই বইখানি বেশ ভালো হইয়াছে, ছেলে মেয়েদের পড়িতে দিলে তাদের সংযম ও নীতি শিক্ষার সুবিধা হইবে।

শিশু-কণ্ঠহার—অমরকোষ হইতে বিভিন্ন শব্দের সামর্থক শব্দ একত্রসংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শিশুদের শব্দ শিক্ষার সাহায্য হইতে পারিবে। * * *

* * * *

লাভের জন্য এ সব বই প্রকাশ করা হয় নাই, তা যদি হতো তবে এই দুর্মূল্যের বাজারে বই ৪ খানার দাম ২৷৷০টাকা হইত কি না অভিজ্ঞগণ বুঝিতে পারিবেন। তাই বলি আপনি দয়া করিয়াএকবার পড়িয়া গ্রামের সকল ছেলেমেয়েদের জন্য কিনিতে বলিবেন।

সত্যধর্ম্ম বা গীতাসার—গীতাকে ভিত্তি করিয়া জগতের প্রত্যেক ধর্ম্ম-শাস্ত্রের প্রাণের কথায় পরিপূর্ণ। মূল্য ৵১৫। "বেঙ্গলী", "অমৃতবাজার" "বঙ্গবাসী", "নায়ক", বরিশাল হিতৈষী ""সুরমা" প্রভৃতি পত্রিকায় ও দেশের প্রধান ২ বিদ্বজ্জন কর্ত্তৃক প্রশংসিত নবযুগের প্রহেলিকাপূর্ণ যুগান্তরকারী উপন্যাস।

মেঘনাথ-সর্দ্দার

"বসুমতীর" ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক প্রণীত।

ইহা একখানি বৈচিত্র্যময় নবন্যাস। ইহাতে ভাবের ভাবনা আছে, ভাষার উৎস আছে, কুটীল কুচক্রীর কুচক্র আছে, জটিল প্রশ্নের মীমাংসা আছে, হিন্দু ও মুসলমানে ভ্রাতৃভাবের পূর্ণ বিকাশ আছে, আর আছে ডাকাতির উপর ডাকাতি, পাপ পুণ্যের ফলাফল, স্বর্গের সুষমা, নরকের বীভৎস চিত্র। এ হেন গ্রন্থ হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই পাঠ করিয়া জীবন সার্থক করুন। গ্রন্থখানি হাফটোন চিত্র সম্বলিত ২৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য সুন্দর বাঁধাই ১৲ টাকা, মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—রক্ষিত বুক এজেন্সী

৬নং কৈলাস সাহার লেন, চোর বাগান, কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷৹ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

১৬শ বর্ষ। ৫ম সংখ্যা। | New series. MAY, 1922. | নব পর্য্যায়। মে, ১৯২২। | Vol. XVI. No. 5.

Notes of Interest.

আবশ্যকীয় সাময়িক তথ্য-সংগ্রহ।

পৃথিবী শান্তির আশা।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী ও জাপান পৃথিবীর ৪০টী দেশের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া ইটালীর অন্তর্গত জেনোয়া নগরে মিলিত হইয়াছেন। তাঁহাদের আশা ছিল, ১০ বৎসরের জন্য এমন সন্ধি করিবেন যে, আর জাতিতে জাতিতে বিরোধ থাকিবে না, কিন্তু আশা সফল হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।

হঠাৎ এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, রুষিয়া ও জর্ম্মণী এক সন্ধি করিয়াছেন। এবং জেনোয়াতে সেই সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করা হইয়াছে।

এই সংবাদ অবগত হইয়া মিত্ররাজগণ ভয় বিহ্বল হইয়াছেন। রুষ ও জর্ম্মণ যদি এক-প্রাণ হইয়া মিত্ররাজদিগকে অগ্রাহ্য করে, আবার পৃথিবীময় অশান্তির সৃষ্টি হইবে, সকলেই এই আশঙ্কা করিতেছেন।

বোম্বাইএর বস্ত্রব্যবসায়ীদের মধ্যে আন্দোলন।

বোম্বাইর বস্ত্র ব্যবসায়ীরা বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া সকলকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, "শ্রীযুত গান্ধিকে কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা আর বিলাতী কাপড়ের জন্য ইংলণ্ডে ফরমাইস দিবেন না। কোন ব্যবসায়ী ঐ আদেশ অগ্রাহ্য করিলে তাহাকে প্রত্যেক খণ্ড বিলাতী কাপড়ের জন্য ১শত টাকা জরিমানা দিতে হইবে"। এইরূপ প্রতিজ্ঞা বস্ত্র ব্যবসায়ীরা বহুবার করিয়াছেন ও ভাঙ্গিয়াছেন। ব্যবসায়ীরা অর্থানুরাগী না হইয়া যদি স্বদেশানুরাগী হইতেন, তবে দেশীবস্ত্রে ভারতের বাজার ছাইয়া যাইত।

লর্ড রেডিংএর সাম্যনীতি।

বড়লাট লর্ড রেডিং যখন তখন সাম্য-নীতির বড়াই করিয়া থাকেন। ভারতে সাম্যনীতি কেমন রক্ষিত হয়, তাহা নিম্নলিখিত ব্যাপারেই প্রমাণিত হইতেছে.—পাঞ্জাব মেল দুর্ঘনাতে হত চারিজনের পরিবারবর্গের সাহায্যার্থ ৩৭,৬০৭৲ সংগৃহীত হইয়াছে। এই টাকার মধ্যে হত ড্রাইভার এ কুপারের পরিবারবর্গের জন্য ২৪,০০০৲; মহাম্মদ রজা-কের পরিবারবর্গের জন্য ৪,০০০৲, ঘুরা খাঁর জন্য ৪,০০০৲, এবং এ রজাকের পরিবার-বর্গের জন্য ৫,০০০৲ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

এই টাকা ব্যতীত এংলো ইণ্ডিয়ান কুপারের পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য অন্য ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। কুপার এংলো-ইণ্ডিয়ান, তাই তাঁহার পরিবারবর্গ পাইবেন চব্বিশ হাজার টাকা, আর হত ভারতীয়গণের পরিবারবর্গ পাইবেন চারি হাজার বা পাঁচ হাজার টাকা করিয়া! সাম্যনীতি বটে!

সঞ্জীবনী।

স্বদেশী আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন।

১৯০৫ সালে যে যে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার কর্ম্মী ও স্বেচ্ছাসেবকগণ বিনা ভাতায় স্বদেশসেবা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান অসহযোগ আন্দোলনের কর্ম্মী স্বেচ্ছাসেবকগণ ভাতা লইয়া কর্ম্ম করিতেছেন। বিগত জানুয়ারী ফ্রেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে অসহোযোগ আন্দোলনের কর্ম্মী ও স্বেচ্ছাসেবকগণ ১৬২১৫ টাকা ভাতা পাইয়াছেন। মহিলা কর্ম্মী সংসদ ১০১৪ টাকা, স্বেচ্ছাসেবক সম্প্রদায় ৮০৭ টাকা পাইয়াছেন। যাতায়াতের ব্যয় বাবদে ৪৭৪১ টাকা দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ময়মনসিংহ কমিটিকে ১০০০ ও অন্যান্য কতিপয় জেলা কমিটিতে ২০০। ৩০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। জেলা কমিটিগুলি মোট ৪৩৪০ টাকা পাইয়াছে।

কিন্তু জাতীয় শিক্ষা বাবদে খরচ করা হইয়াছে কেবল ৮০৮ টাকা।

শ্রীমতী বাসন্তী দেবী হিসাব প্রকাশ করিয়া ভাল কাজ করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে এমন হিসাব আর কেহ প্রকাশ করেন নাই।

কর্ম্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে কে কত টাকা পাইয়াছেন, তাহা প্রকাশ করা উচিত। তাহা হইলে বুঝা যাইবে, দেশের জন্য কে স্বার্থ ত্যাগ করিতেছেন। সঞ্জীঃ।

কুইনাইনের মূল্য হ্রাস।

গত ১লা এপ্রিল হইতে ডাকঘরের কুইনাইনের মূল্য হ্রাস হওয়ায় আমরা আনন্দিত হইয়াছি। এতদিন বটিকা পূর্ণ শিশি ৮ আনা দরে বিক্রয় হইতেছিল, এখন ঐ শিশির দাম ৬ আনা হইয়াছে।

আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছেন কে?

সকলেই জানেন, কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া অমর কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। আবিষ্কার গৌরব প্রাপ্ত হইয়া তিনি চির অমরত্ব লাভ করিলেও তিনি ইউরোপ হইতে সর্ব্ব প্রথমে আমেরিকায় গিয়াছিলেন, এই কথা এখন স্বীকৃত হয় না। তাঁহার আমেরিকা গমনের প্রায় ১ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নরওয়ে দেশবাসী ভিকিংস্ আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া পশ্চিম মহাদেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

আমেরিকায় ভিকিংস্ সম্বন্ধে লোক পরম্পরায় অনেক আখ্যান প্রচলিত ছিল। কিন্তু সেই সকল কিংবদন্তীর প্রতি লোকের তেমন আস্থা ছিলনা। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার এক নদীগর্ভে ভিকিং পোত আবিষ্কৃত হওয়ায় লোকের মন হইতে সন্দেহ চলিয়া গিয়াছে। সংপ্রতি গ্রীনল্যাণ্ডে এক কবর মধ্যে বর্শা ও অপর নানা অস্ত্র এবং চর্ম্মপরিচ্ছদ পাওয়া গিয়াছে।

সে কালে যে সকল পোত সমুদ্র পথে চলিত, সেগুলি খোলা ক্ষুদ্র যান, এক মাত্র মাস্তলে এক পাল খাটান হইত, যাহারা ইহা চালনা করিত, তাহাদের সঙ্গে 'মানচিত্র বা কাঁটাকম্পাস থাকিত না, নক্ষত্র দেখিয়াই তাহারা গম্য স্থান স্থির করিয়া লইত।

আলফ্রেড যখন ইংলণ্ডের রাজা, তখন ভিকিংস আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, ভারতবর্ষ এই বলিয়া গৌরব করিতে পারে যে, ভিকিংসের বহু পূর্ব্বে ভারতবাসীরা আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিল। তাহার নিদর্শন পেরু প্রভৃতি দেশে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রমশিল্প সম্মিলনী।

কলিকাতা নগরীতে একটী অতি প্রয়োজনীয় সম্মিলনীর অধিবেশন হইতেছে। দেশের শ্রমশিল্পের উন্নতি বিধান এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের শ্রমশিল্প বিভাগের সহযোগিতা সম্পাদনই এই সম্মিলনীর প্রধান আলোচ্য বিষয়। ভারতেই রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারদিগের শিক্ষার বন্দোবস্ত, ব্যবহারিক বিষয় শিক্ষার জন্য বৃত্তি, ব্যবহারিক বিজ্ঞান বিষয়ক পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ, গ্রাম্য ইঞ্জিনিয়ারদিগের শিক্ষার বিষয় প্রভৃতি ও আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত দেখিয়া আমরা আশ্বাসিত হইয়াছি। আমরা আশা করি, সম্মিলনীর আলোচনার ফল কেবল কাগজ পত্রেই আবদ্ধ থাকিবে না। শীঘ্রেই ভারতীয় শ্রমশিল্প ও রাসয়নিক কার্য্য বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই বিভাগের যত্নে যাহাতে দেশের শ্রমশিল্পের বহুল উন্নতি সাধিত হয়, আমরা তাই আশা করিতেছি। এই সম্মিলনীর মন্ত্রণা অনুসারে যদি আমাদের দেশের শ্রম শিল্প বিভাগে নূতন জীবন ও উৎসাহের সঞ্চার হয়, তাহা হইলেই এই অধিবেশন সফল হইবে। যাহাতে বিদেশে শ্রম শিল্পের জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়,—মিকানিক্যেল বৈদ্যুতিক, রেলওয়ে এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক ইঞ্জিনিয়ারিং

শিক্ষার সুব্যবস্থা হয়, এবং নাবিক বিদ্যাশিক্ষার উপায় হয়, সম্মিলনী যদি সেরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে অনেক গুরুতর সমস্যার মীমাংশা হইতে পারিবে।

বাঙ্গালায় দস্যুতা।

২০এ মার্চ্চ হইতে ৩০এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত ১০ দিনে বঙ্গদেশে পঞ্চাশটা ডাকাতি হইয়াছে। তন্মধ্যে এক মেদিনীপুরেই ১২টা, ২৪ পরগণা ও রঙ্গপুরে ৬টা, বর্দ্ধমান বরিশাল ও ময়মনসিংহে ৪টা ফরিদপুরে ৩টা হুগলি, জলপাইগুড়ি ও পাবনায় ২টা, এবং যশোহর, খুলনা, নদিয়া, দিনাজপুর, ও ত্রিপুরায় ১টা করিয়া ডাকাতি হইয়াছে। বর্দ্ধমান জেলায় একজন ডাকাত গৃহস্থের হাতে গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছে।

কুলপী বরফে বিপদ।

যে সকল প্রলোভন পল্লীগ্রামকে কালকাতায় আকর্ষণ করে, কুল্পীবরফ তাহাদের অন্যতম। হিন্দুস্কুলের প্রবীণ শিক্ষক স্বর্গীয় রামবহু ভট্টাচার্য্য মহাশয়, দেশত্যাগী সপরিবারে কলিকাতাবাসীদের উপর চটা ছিলেন, তিনি ঐরূপ লোককে প্রায়ই উপহাসচ্ছলে বলিতেন, "হায়! হায়! হায়! শেষটা কুল্পীবরফের লোভে দেশের ভিটা ছাড়িয়া কলিকাতায় ভাড়াটে হইলে, সেই কুল্পীবরফ যে কিরূপ বিষ, তাহা কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি সম্প্রতি প্রচার করিয়াছেন। গত ৩১শে শে কলিকাতা করপোরেশনের এক সভায় রায় বাহাদুর ডাঃ হরিধন দত্ত জিজ্ঞাসা করেন,—দূষিত দুগ্ধ এবং পচা দ্রব্য হইতে প্রস্তুত কুল্পী বরফ গ্রীষ্মকালে বহু পরিমাণে কলিকাতা সহরে বিক্রীত হইয়া থাকে, ইহা কি চেয়ারম্যান অবগত আছেন? উক্ত প্রশ্ন সম্পর্কে করপোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে নিম্নলিখিত মর্ম্মে সতর্ককরণের এক নোটিশ জারি হইয়াছে,—কলিকাতা রাস্তায় রাস্তায় ফেরিওয়ালা যে কুলপী বরফ বিক্রয় করিয়া থাকে, তাহার কয়েকটী নমুনাস্বরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহা সাধারণতঃ পর্য্যষিত দূষিত দুগ্ধে প্রস্তুত এবং উহাতে বহুসংখ্যক অনিষ্টকর জীবাণু বিদ্যমান; সুতরাং উহা ভক্ষণ করিলে উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। কুলপী বরফ বিক্রয় দমন করিবার জন্য করপোরেশন হইতে চেষ্টা হইতেছে। জনসাধারণেরও এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এই সম্বন্ধে করপোরেশনের বিজ্ঞাপন স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। শুধু কুল্পীবরফ নহে, এই যে কলিকাতার গলিতে গলিতে আজকাল চা-চপ-ক্যাটলেটের দোকান হইয়াছে, ইহাতে অনেকগুলি বিষের দোকান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। করপোরেশন এই দোকানগুলির কি করিতেছেন?

বঙ্গবাসী।

বিলাসিতা—বিলাসিতা সকল দেশেই আছে। আমাদের দেশে অলঙ্কারের, ইংলণ্ডে বস্ত্রের বিলাসিতা প্রবল। আমাদের দেশের নারীগণ স্বামীর অজ্ঞাতসারে অলঙ্কারের ফরমাইস দিতে পারেন না, কিন্তু ইংলণ্ডের নারীগণ স্বামীকে না জানাইয়া বস্ত্র কিনিতে পারেন। সুতরাং স্বামীরা অনেক সময়ে বড় মুস্কিলে পড়েন।

সম্প্রতি ইংলণ্ডে বস্ত্র বিলাসের কতকগুলি মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। প্রসিদ্ধ রোলাট আইনের জষ্টিস রোলাটের নিকট ঐ সকল মোকর্দ্দমার বিচার হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, স্বামী স্ত্রীকে অন্ন বস্ত্র দিতে বাধ্য। কিন্তু স্ত্রীর বিলাসদ্রব্য যোগাইতে বাধ্য নহেন।

তিনি বিলাসিতার এক নূতন সংজ্ঞা রচনা করিয়াছেন, মূল্য দিবার ক্ষমতা নাই, অথচ যদি কোন দ্রব্য ক্রয় করা হয়, তবে তাহাই বিলাসিতা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

সংজ্ঞাটি এক দিক দিয়া খুব ঠিক হইয়াছে। যাহার ১০০ টাকা আয়, সে ৫ টাকার একখান কাপড় কিনিতে পারে, তাহা বিলাসিতা নহে। কিন্তু যাহার আয় ২০ টাকা, সে যদি ৪ টাকার কাপড় কিনে তাহা বিলাসিতা।

কিন্তু আমরা বলি, মানব জাতির কল্যাণের জন্য ধনী নির্ধন সকলেরই পরিচ্ছদ অতি অল্প মূল্যের হওয়া উচিত। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ই সকলের মাথায় তুলিয়া লওয়া উচিত।

AGRICUTURAL NOTES.

কৃষি-সংবাদ।

বীজ ধান ভিজান।

বীজধান এক দিন জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পর দিন সামান্য শুষ্ক করিয়া বপন করিলে ধানের ফলন অধিক হয়। দক্ষিণ ভারতের চাষারা ঐ প্রণালীতে ধান বপন করে। ভিজা ধান সামান্য শুষ্ক করিতে হয়, বেশী শুষ্ক করিলে উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হয়।

লোণা মাটীর ধান।

উত্তর মালাবারের নদীর উভয় পার্শ্বস্থ লোণা মাটীতে "সমুদ্র বালি" ও "অর্কবামা" নামক ধান্যের চাষ করা হইয়া থাকে। উহা লোণা জমিতে বেশ জন্মে। মাঘের শেষ হইতে ফাল্গুনের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত উহার বীজধান হাপোরে অর্পিত হইয়া থাকে। চারা গাছ এক মাসের হইলেই উহা উঠাইয়া লোণা জমিতে রোপন করা হয়। ৪ মাসে ধান পাকে। প্রতি বিঘাতে প্রায় ৩।১০ মণ ধান জন্মে।

খুলনা জেলা ও সুন্দরবনের লোণা জমিতে ধান হয় না। লোণা জল ধান ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া উহা নষ্ট করে। সুতরাং দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে।

আমরা খুলনা জেলার অধিবাসীকে 'সমুদ্র বালি ও অকথামা' ধানের বীজ আনিয়া বপন করিতে অনুরোধ করি। যদি পরীক্ষা সফল হয়, তবে দুর্ভিক্ষের ভয় দূর হইবে।

কপির চারা।

কপির চারা পিপড়া ও কীট পতঙ্গে খাইয়া ফেলে। ইহা নিবারণের জন্য নিম্নলিখিত উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হয়।

প্রথমতঃ কপি বীজগুলি রৌদ্রে উত্তমরূপে শুষ্ক করিতে হইবে। তারপর ঐ বীজ কোন পাত্রে ছড়াইয়া রাখিয়া ও দুই তিন ভাজ নেকড়া দ্বারা ঢাকিয়া তাহার উপর অল্প অল্প করিয়া জল দিতে হইবে। যাহাতে নেকড়া শুকাইয়া না যায়, অথচ বীজগুলিতে অধিক জল না লাগে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অল্প জল দিয়া নেকড়া ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। দুই তিন দিন ক্রমান্বয়ে বীজ এইরূপে জলসিক্ত করিয়া রাখিলে বীজ ফাটিয়া যাইবে। ফাটা বীজগুলি হাপোরে বা খোলা বাক্সে ছিটাইয়া বপন করিতে হইবে। এক দিনের মধ্যেই জলসিক্ত বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হইবে। ঐ এক দিন পিপড়ার গ্রাস হইতে বীজ রক্ষা করিতে হয়। এই উপায়ে বীজ যেমন রক্ষা পায়, তেমনই বাঁধা ও ফুলকপি খুব বড় হয়।

গেঁদাফুল বড় করিবার উপায়।

বর্ষার প্রথমে একদলযুক্ত পাতি গেঁদা ফুলের গাছের ডাল টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া উহার মাথার দিক মাটিতে পুতিতে হয়। ঐ গাছ যখন বড় হইবে, তখন উহা পুনরায় টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া মাথার দিক পুতিতে হয়। পুনর্ব্বার গাছ বড় হইলে পূর্ব্বোক্তরূপে ডাল পুতিতে হয়। ৩ বার এইরূপ করিলে ঐ গাছে যে গেঁদা ফুল হইবে, তাহা একদলযুক্ত নহে, কিন্তু বহুদলযুক্ত হইবে।

জিকা গাছে আমড়া।

জিকা গাছ সর্ব্বজন পরিচিত। উহার আঠা সকলেই ব্যবহার করে। ঐ গাছের ডাল উল্টা করিয়া অর্থাৎ মাথার দিক মাটিতে পুতিলে আমড়া গাছ হয় এবং ঐ গাছে আমড়া জন্মে। আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। যাহা হউক, কেহ ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। জিকাগাছ কি?

আম কাঁঠাল রোপণ প্রণালী।

জর্ম্মনেরা ৪০ হাত দূরে আমগাছ রোপণ করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছেন। থনা ২০ হাত দূরে আম কাঁঠালের বীজ বপন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সে যাহা হউক, ৩০ হাত অন্তর রোপন করিলে গাছে বড় ও বেশী ফল হইয়া থাকে। ঘন সন্নিবিষ্ট গাছ নিস্তেজ হয়, উহাতে ফল বেশী ধরে না।

কৃষিসম্পদ।

মূল্যবান ব্যবসায় নীতি।

স্যার হোয়াইট মেয়ার একজন আমেরিকান। তিনি কয়েকটী মূল্যবান ব্যবসায় নীতির উল্লেখ করিয়া পরামর্শ দিয়াছেন। আমাদের নব্য যুবকগণের তাহা জ্ঞাতব্য বিষয়।

"Buy to please your customers and not the manufacturer" তোমার ক্রেতাকে সন্তুষ্ট করিবার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মাল খরিদ করিবে, যেন জিনিস প্রস্তুতকারককে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য মাল গস্ত করিও না। যে মাল খরিদদার পছন্দ করে না, সে মাল যে ব্যবসায়ী খরিদ করিয়া টাকা নিস্ফল করিয়া দেয়, সে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

২। Give customers the best value you can for their money. ক্রেতার টাকায় যথোপযুক্ত মূল্যের দ্রব্যই ক্রেতাকে দিবে, কখন ঠকাইবে না। খরিদ্দার লক্ষ্মী, স্থায়ী ব্যবসায় স্থাপন করিবার বাসনা থাকিলে ক্রেতাকে মূল্যবান উপকরণ মনে করা উচিত।

৩। Be punctual in keeping your business engagement. দীর্ঘসূত্রী হইও না, প্রাণপণে লোকের সঙ্গে কারবারের নির্দ্ধারিত সময় রক্ষা করিবে এইটী ব্যবসায়ের অতি আবশ্যকীয় নীতি। যাহার সহিত যে সময় দেখা সাক্ষাত, কাজের সময় নির্দ্ধারিত আছে, ঠিক সেই সময় তাহা সম্পন্ন করা বর্ত্তমান ব্যবসায় নীতির একটা অতি আবশ্যকীয় বিষয়। এইটী যে উপেক্ষা করে, লোকের তাহার সহিত কাজ কর্ম্ম করা একান্তই অসম্ভব হইয়া উঠে। তেমন ব্যবসায়ী ক্রমে লোক চক্ষে উপেক্ষিত হয়, কারবার নষ্ট হয়।

৪। "Buy from those you know to be just" সৎ ব্যবসায়ীর নিকট তোমার মালপত্র খরিদ করা উচিত। শঠ ব্যবসায়ী নিকট যাইও না।

৫। Keep posted on methods of up-to-date business houses. ভাল ভাল কারকারবারের যেরূপ আধুনিক নিয়ম পদ্ধতি, সেইরূপ তোমার নিয়ম পদ্ধতি করিবে। সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা উচিত যে Fair price makes business and

friends" ন্যায্য সুবিধাদরের কারবার যে শুধু ভাল চলে, তা নয়, ক্রেতাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। কারবারের এইটুকুই আকাঙ্ক্ষিত বিষয়।

"Good articles at good price should have good advertising." যে জিনিস ভাল—দরে সুলভ, তার জন্য ভাল বিজ্ঞাপন দিতে হয়।

To be original in advertising and business methods is necessary to be successful."

বিজ্ঞাপনে এবং ব্যবসায়ের কর্ম্ম পদ্ধতিতে মৌলিকত্ব না থাকিলে সফলকাম হওয়া যায় না। সবাই যা' করে, তাহাদের অনু করণে আমিও যদি তাই করে যাই, তাহা হইলে ব্যবসায়ের সাফল্য হয় বহু বিলম্বে না হয় চির জীবনেও হয় না। আপনার মৌলিক পদ্ধতি এবং মৌলিক বিজ্ঞাপন উদ্ভাবনের জন্য মস্তিষ্ক চালনা করিতে হয়। শুধু হাটুর উপর হাত দিয়া চিরপদ্ধতি অনুসারে রাস্তার পথিকের দিকে তাকিয়ে বসে থাকাই সফলতা লাভের পন্থা নয়।

"Lack of advertising judgement is often responsible for lack of business" খুব সুবিবেচনার সহিত বিজ্ঞাপন দিতে ত্রুটী হইলে কারবারের পতনের জন্য ঐ অবিবেচনামূলক বিজ্ঞাপনই দায়ী, তাহার আর সন্দেহ নাই!

সকল ব্যবসায়েরই উন্নতি ঐকান্তিক অবিরাম চেষ্টারই ফল।

স্বাধীন জীবিকার পথের পথিককে ঐ মূল্যবান উপদেশ গুলি সর্ব্বদাই মনে রাখিয়াই গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হইবে, তবে কর্ম্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।

Capital and Labour.

মূলধন এবং শ্রম।

—:০:—

সমগ্র জগতেই ধনী এবং শ্রমজীবির ঘোর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চল্‌চে, ধনী তার টাকা ব্যয় করে লোকজনকে এতকাল খাটিয়ে লভ্যাংশের সমস্তই বেশ নিরাপদেই ভোগ করে আস্‌ছিলেন, সহসা শ্রমজীবি বুঝ্‌লে, আমরাই খেটে খুটে জিনিস তয়ের করি, চাস করি, রেল চালাই, অথচ আমাদের দুঃখুতো ঘোচেনা। আমরা যদি বেঁকে বসি, তবে মূল ধন পঙ্গু হয়ে পড়ে, ধনীর টাকা শুধু একলা কি করতে পারে? এই বহুকালের ঘুম ঘোর হঠাৎ ভেঙ্গে যেয়ে জগতটার ধনী আর শ্রম জীবিতে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ বেধে গেল। তাই আজ নানাস্থানেই ধর্ম্মঘট, আর আপোস নিস্পত্তির ঘটা বেড়ে উঠেছে। ধনীকে কার কারবার কর্ত্তেই হবে—শ্রমজীবির দল আব্‌দার করে কিছু খানা লভ্যাংশের ভাগ আদায় কর্ত্তেও ছাড়বে না। এর মাঝে মটরের হড়বড়ানিতে বেচারী মধ্যমের প্রাণ যায়। বেচারা মধ্যবৃত্তি লোক গুলো মারা গেল।

ই, আই রেলের ধর্ম্মঘট হলো, রেল-কোম্পানীর ক্ষতির পরিমাণ শুন্‌চি ১ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা। রেল কোম্পানী ভাড়া বাড়িয়ে দিয়ে সে টাকা তুলে নিচ্চেন। এতে হলো কি? নীরিহ মধ্যবৃত্ত লোকের এখন প্রাণ যায়—এরা না শ্রমজীবি, না ধনী। তাতে বসে বসে শ্রমকাতর—পঙ্গু হয়ে পড়েছে এক-ক্রোশ হাট্‌বার ক্ষমতা নাই। এখন এমনি মজার যুগ এসেছে যে, যার দাম বাড়্‌বে, সে আর কম্‌তে জানেনা। মেনে নিলাম, শ্রমজীবিরা কিছু আবদার করে কিছু আদায় করে বটে, কিন্তু তাদিকেও তো রেলে উঠ্‌তে হবে, তখন সেই বৃদ্ধিটা সুদে আসলে রেল কোম্পানীকে না দিলে আর বাঁচাও কোথা? আর সে টাকা তো এদেশে থাক্‌বে না, সুতরাং যাই কর বাপু, হরে দরে সেই হাটু জল, অধীন জাতির দুনিয়ায় কোথাও সুবিধা হতে পারে না। যাক্‌, এখন এই ধর্ম্মঘটের ব্যাপার সুদূর পল্লীর শ্রমজীবিকেও সেয়ানা করে দিয়েছে বেশ। চার আনায় যে মজুর খাট্‌তো,সে আজ ॥৹ ৸৹ মজুরী না হলে খাট্‌তে চায় না। সে বুঝেছে, আমার বিনা সাহায্যে ভদ্রলোকের চলবার যো নাই, তা সে ধনী হউক, মধ্যবৃত্ত হোক, আর দরিদ্র হোক। বড় বড় কারবারের কথা ছেড়েই দিলাম। সামান্য জমি যায়গা নিয়ে যারা দিন গুজরান করে, তাদেরই কথা আগে ধর্ত্তে হবে। এইরূপে মজুর আর ধনীতে ঠোকাঠুকীর ফলে কাজও অনেক কমে যাবে। গৃহস্থ ভদ্রলোক, মজুর খাটাতে পারবে না—জমি জমা আবাদ হবে না—শ্রমজীবিরও দৈন্যদশা আরও ঘনীভূত হয়ে আস্‌বে, জমীর উর্ব্বরা শক্তি কমে যাবে, মধ্যবৃত্ত লোকের দেনা বাড়বে, ধনীলোকে ক্রমে তাদের সর্ব্বস্ব কিনে নেবে। তা হলেই বেশ দেখা যাচ্চে, হয় ধনী হতে হবে—না হয় মজুর হতে হবে। এর মাঝখানের লোকের আর অস্তিত্ব থাকবে না। যে দিকেই যাও কল্যাণ কোন দিকেই নাই। এদেশের শ্রমের মত মহার্ঘ্য শ্রম কোন দেশেই নাই। কেন—তা বল্‌চি। ম্যালেরিয়া পীড়িত, দুর্ভিক্ষ জর্জ্জরিত দেশে বলবান মজুর জন্মান কি সম্ভব হতে পারে?—পেট রোগা, পিলে যকৃতে মুমূর্ষু মজুরের সংখ্যাই সর্ব্বত্র। পেটের দায়ে খাট্‌তে আসে, তারা একবেলা পেট ভরে খেতেও পায় না। এহেন দেহে আলস্যের মুকরুড়ী আড্ডা। খাট্‌তে এসে

খুব পার—পারে না। হিসাব করে দেখা যায়, এক টাকার মজুরীতে যোটে ।৵০ আনার খাটুনী পাওয়া যায়। ।৵০ আনা পয়সা গৃহস্থের লোকসান। একদিনের কাজ দশ দিনে—তাই এদেশের মজুরী জগতের সমস্ত দেশের মজুরী অপেক্ষা মহার্ঘ্য। তবেই দেখ, ধনী গেল, মধ্যবৃত্ত লোক মলো—মজুরেরও বাঁচাও নাই। বাঁচবার আর কোন রাস্তাই নাই। ধনী এবং মজুরের সদ্ভাব না হলে সংসার অচল হবে।

মজুরের উন্নতি করা সর্ব্বতোভাবেই ধর্ম্ম সঙ্গত, এবং বিধেয়, তার আর সন্দেহটাই নাই। কিন্তু শ্রমজীবির স্বচ্ছলতার পয়সা যায় কোথা? মদের দোকানে, তাড়ি খানায়, আবগারীতে। পেটের ভাতের জোগাড় না করেও সে শুঁড়ী খানায় শ্রমলব্ধ অর্দ্ধেক দিয়ে আসে। নৈতিক অবনতি ভারতের অস্থি মজ্জায় ঢুকেছে। হুজুকে শুধু বাহবা দিলে হবে না। নৈতিক উন্নতি কেউ করে দিতে পার? তা হলে মজুরের ধনীর ধর্ম্মজ্ঞান হবে, ঠোকা ঠুকী হবে কেন? যে যার আপনার কর্ত্তব্য কাজ করে যাবে। এ শ্রম সমস্যা পাশ্চাত্যের আমদানী, এ আগুণ নিয়ে খেলার একটা মস্ত ভীষণ পরিণাম আছে, সেই পরিণামের জন্য আজ সমগ্র জগত ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। নৈতিক অবনতিই এই সকল অনর্থের মূল। সমগ্র পৃথিবীর নৈতিক অবনতি হতেই যত অনর্থ মূল। ধর্ম্মজ্ঞান হারিয়ে মানুষই রাক্ষস হয়, সারা বিশ্ব জুড়ে অভাবের হাহাকর উঠেছে। এ হাহাকার কি নিব্‌বে? এযে খোদার মার!

TELEPHONE AND LIGHTNING.

টেলিফোন এবং বজ্রাঘাত।

প্রুসিয়া দেশে মিঃ ল্যাংবক অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন যে, অনেক স্থানে টেলিফোন দ্বারা বজ্রাঘাতের সময় বিপদ ঘটিয়া থাকে। তিনি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, আজকাল টেলিফোনের তার মাটীর ভিতর দিয়া চালান পদ্ধতি হইয়াছে, এবং তিনি মনে করেন যে এই-কারণে বিপদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। (কস্‌মস্)

BUTTER-MILK.

ঘোল।

ঘোলের মধ্যে ল্যাকটিক আসিড্ আছে, এই ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড্ শোণিত শিরার মধ্যে যাবতীয় মৃৎপদার্থকে আক্রমণ করে এবং এবং গলাইয়া ফেলে। সেইজন্য সমস্ত Blood vessels শোণিত বাহিকা শিরাগুলিকে খোলসা করিয়া দেওয়ায় রক্তচলাচল ক্রিয়া সুন্দররূপে পরিচালিত হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং কোনস্থলে শোণিত জমাট বাধিতে পার না। যদি লোকে প্রত্যহ ঘোল পান করে, তাহা হইলে ১০ হইতে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত আরও নিরাপদে অধিক বাঁচিতে পারে। প্রত্যহ এক কোয়ার্ট অর্থাৎ ৩ পোয়া আন্দাজ ঘোল খাওয়াই শেষ মাত্রা, ইহার অধিক খাওয়া উচিত নহে। যাহারা বাতরোগ গ্রস্থ, তাহাদের পক্ষে ইহা অতিশয় হিতকারী সামগ্রী। ইহা দ্বারা যকৃত মূত্রযন্ত্রের ক্রিয়া সুন্দর পরিচালিত হয়, ইহা পেট ও পাকস্থলীর ক্রিয়া বৃদ্ধি করে, এবং বিশুদ্ধ শোণিত জন্মাইবার সহায়তা করে। যদি বাত রোগাক্রান্ত হইয়া থাক, তবে মাংস, মিষ্টদ্রব্য, মদ্য,মসলাযুক্ত খাদ্য,রুটী প্রভৃতি ব্যবহার পরিত্যাগ করা উচিত। যাহা খাইলে পেটে বায়ু সঞ্চার হয়, তাহা পরিহার্য্য। টাট্‌কা ফল, ডিম, ফলের আচার পরিমিত ভাবে সেবন করা যাইতে পারে। যাঁহাদের হাটুও হাতের কব্‌জীতে নড়িলে চড়িলে কড় কড় শব্দ হয়, নড়িতে চড়িতে কষ্ট হয়, তাহারা ঘোল ব্যবহার করিলে অতিশয় উপকৃত হইবেন। কেননা ইহার মধ্যে যে ল্যাক্‌টিক এসিড্ আছে, তাহা ঐ সকল স্থলের জমায়েৎ দূষিত পদার্থকে দ্রব করিয়া দিতে সক্ষম। তবে দুগ্ধ হইতে মাখন তুলিয়া লওয়ার পর সদ্য টাটকা ঘোলই হিতকর। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

HOW TO MAKE COCOANUT CREAM.

নারকেল ক্রিম প্রস্তুত প্রণালী।

একটী বড় নারকেল লইয়া তাহাকে ভাঙ্গিয়া তাহার জলটাকে একটী পরিষ্কার পাত্রে রাখিতে হয়। তাহার পর ৪॥ পাউণ্ড প্রায় ৵২ সের ২।০ সাদা দানাদার চিনি একটা কড়াইয়ে দিয়া তাহাতে নারকেলের জলটা ঢালিয়া দিতে হইবে এবং মৃদু জালে ফুটাইতে হইবে যখন চিনি গাঢ় হইয়া আসিবে তখন আগুন হইতে নামাইয়া ৫ মিনিট কাল ঠাণ্ডা হইতে দিয়া আবার পুনরায় আর একটা নারকেলের জল তাহাতে দিয়া দশ মিনিট কাল অগ্নির উত্তাপে ফুটাইয়া লও এবং নামাইয়া ঘন ঘন নাড়িতে থাক। তাহার পর একটা চিনা মাটীর প্লেটে মাখন বা উৎকৃষ্ট ঘৃত অল্প মাখাইয়া তাহাতে ঢালিয়া দাও। যখন জমিয়া যাইবে, তখন ছুরির

দ্বারা চোকা করিয়া লইবে এবং একটা শীতল স্থানে কয়েক ঘণ্টা রাখিয়া দিবে। তাহার পর ইহা উপাদেয় হইবে।

ABRAHIM LINCOLN AND PROTECTION.

এব্রাহিম লিনকলন এবং রক্ষণনীতি।

আব্রাহিম লিনকলন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন, Protection বা রক্ষণনীতি সম্বন্ধে আমার বিশেষঃ অভিজ্ঞতা না থাকিলেও আমি এই বুঝি যে, যখন আমরা বিদেশ হইতে বিদেশ জাতদ্রব্য কিনি, তখন আমরা জিনিস পাই, আর তাহারা অর্থ পায়, কিন্তু আমরা যদি স্বদেশ জাতদ্রব্য ব্যবহার করি, আবশ্যকীয় দ্রব্য দেশেই উৎপাদন করিয়া পরমুখাপেক্ষী না হই, তবে ঘরের পয়সা ঘরেই থাকে, অথচ আমরা টাকা ও জিনিস দুইই পাই।" "I do not know much about Tariff, but I do know this much, when we buy goods and the foreingners gets money, when we buy goods made at home, we get both the goods and the money" দেশের কল্যাণকামী হইলে যথাসাধ্য দেশীদ্রব্য ব্যবহার ও দেশীয় দ্রব্য প্রস্তুতের আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই, তবে দৈন্য দশা ঘুচে, দেশের উন্নতি হয়। শুধু কথায় চিড়ে ভিজে না বুঝেছ ?

CONDENSED MILK.

গাঢ়দুগ্ধ।

(ডাঃ প্রিয়নাথ নন্দী মহাশয় লিখিত)

অনেক বিলাতিপ্রিয় ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, আর্য্যঋষিগণ গাঢ়দুগ্ধ প্রস্তুত-প্রণালী অবগত ছিলেন না, এই জন্যই তাঁহারা ইহা শিশুদিগকে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন নাই। তাহাদের এই ভ্রম দূর করিবার জন্য আমরা সাধারণ পাঠকগণকে অবগত করাইতেছি যে, আর্য্যঋষিগণ অতি প্রাচীনকাল হইতে এরূপ উৎকৃষ্ট প্রণালীতে গাঢ়দুগ্ধ প্রস্তুত করিতেন যে, আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে কোন দেশে কোন ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সমগুণযুক্ত গাঢ়দুগ্ধ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হন নাই। আজকাল গাভী ও ছাগী-খাদকদিগের সংখ্যা ক্রমশঃ এত বৃদ্ধি পাইতেছে যে, সুদূর পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত, গোদুগ্ধ এবং ছাগীদুগ্ধ সময় সময় একেবারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে এবং এই সকল স্থানে পর্য্যন্ত আজকাল অতি অনিষ্টকর দেশী ও বিলাতি নানাপ্রকারের গাঢ়দুগ্ধ সদ্যোজাত শিশুকে ব্যবহার করিতে দেওয়া হইতেছে। এজন্য দেশস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির, গাঢ়দুগ্ধের দোষ বিশেষ করিয়া বুঝা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

আর্য্য ঋষিগণ গাঢ়দুগ্ধ শিশুদিগকে নিত্য নৈমিত্তিক ভাবে ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তবে তীর্থ পর্য্যটন আদি কারণে দূরদেশে গমনের আবশ্যক হইলে, বিকল্পে গাঢ়দুগ্ধ ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

আর্য্যঋষিদের গাঢ়দুগ্ধ প্রস্তুত করিবার প্রণালী।

একখণ্ড বস্ত্র ক্ষার খোলের জল দিয়া আগুনে ভাল করিয়া জাল দিয়া এবং সুধৌত করিয়া কাপড়ে যখন কিছুমাত্র মাড় থাকিবে না, তখন ঐ কাপড় রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া, এই শুষ্ক কাপড়, এক কি দুই বার গোদুগ্ধে ডুবাইয়া সামান্য নিংড়াইয়া এই কাপড় রৌদ্রে ভাল করিয়া শুকাইয়া রাখিয়া দিবে। যখন শিশুকে দুগ্ধ সেবন করাইবার আবশ্যক হইবে, তখন ইহার এক এক টুকরা কাটিয়া গরম জলে নিক্ষেপ করিলে উৎকৃষ্ট দুগ্ধ হইবে। ঐ দুগ্ধকে পুনরায় রীতিমত জাল দিয়া শিশুকে সেবন করিতে দিবে। আবার কেহ কেহ দুগ্ধকে দুই একবার "বলক" না দিয়া কাঁচা গোদুগ্ধে উপরোক্ত প্রণালীতে প্রস্তুত কাপড় ভিজাইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লয়। এই প্রণালীতে ছাগদুগ্ধ গাঢ়দুগ্ধে পরিণত করা হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে সাধারণ পাঠক বুঝুন, অগ্নি কিংবা ষ্টীমের (steam) উত্তাপে দুগ্ধ জ্বাল দিয়া গাঢ় করিলে ক্ষীর হয়। এই ক্ষীর শিশুর খাদ্য নহে, তাহাদের পক্ষে বিষবৎ অনিষ্টকর ; তাহা সকলেই অবগত আছেন।

গাঢ়দুগ্ধে প্রস্তুত করিবার আধুনিক প্রণালী।

দুগ্ধ, ফুটন্ত অগ্ন্যুত্তাপে বা ষ্টীমের উত্তাপে জ্বাল দিয়া গাঢ় করিলে বিজ্ঞানসম্মত Condensed Milk বা গাঢ়দুগ্ধে পরিণত হয় না ; কেন না, এই প্রক্রিয়ার দুগ্ধের Colodial Condition অর্থাৎ দুগ্ধের জলে দ্রবণীয় গুণ বিনষ্ট হইয়া ক্ষীর রূপে পরিণত হয়। ক্ষীর আহার করা শিশুর পক্ষে যে বিশেষ অপকারী, তাহা, সকলেই জ্ঞাত আছেন। দুগ্ধ গাঢ় করিবার সময় তাহার Colodial Condition বা জলে দ্রবণীয় গুণ যাহাতে বিনষ্ট না হয়, তাহার উপায় বাহির করিবার জন্য আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণ Vacum Pan নামক দুগ্ধ গাঢ় করিবার যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই

যন্ত্রে দুগ্ধ অতি সামান্য উত্তাপে গাঢ় হইতে পারে। বাজারে যে সমস্ত বিলাতি উৎকৃষ্ট গাঢ়দুগ্ধ পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশ এই প্রণালীতে প্রস্তুত। এই প্রকারে প্রস্তুত গাঢ়দুগ্ধ অনেকটা জলে দ্রব হয়, কিন্তু ডাক্তার কিস্‌চার প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ বালক চিকিৎসকগণ বলেন যে, "দুগ্ধ গাঢ় করিবার জন্য যত প্রকার বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার কোন উপায়ে শিশুদের সেবনোপযোগী বিশুদ্ধ গাঢ়দুগ্ধ প্রস্তুত করিতে কেহ এপর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।" কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় এই যে, এদেশস্থ অধিকাংশ চিকিৎসকগণ ইহা বুঝেন না। তাঁহারা গাঢ়দুগ্ধে, ছানার অংশ (Protied) এবং মাখনের অংশ (Hydro-carbon) অধিক বর্ত্তমান থাকিলে ভাল বলিয়া বুঝেন; কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান জগৎকে শিক্ষা দিতেছেন কোন খাদ্যের পুষ্টিকারী অংশ অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকিলে যে, সে খাদ্যের উপকারিতা বৃদ্ধি পায় এমত নহে,—It must be in digestible form, পরন্তু এই সমস্ত পুষ্টিকারী অংশ সহজে পরিপাক হয়, এই প্রকার অবস্থা খাদ্যে বর্ত্তমান থাকা নিতান্ত আবশ্যক। বড় দুঃখের বিষয়, এদেশস্থ বড় বড় Exhibition প্রদর্শনীর জুররগণও (Jurror) ইহা বুঝেন না। এমন কি, ১৯০৬-০৭ সালের জাতীয় মহাসমিতির সংস্রবে কলিকাতার সুবৃহৎ প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে অনেকপ্রকার উপাধিপ্রাপ্ত গভর্ণমেণ্টের রাসায়নিক পণ্ডিতগণ (Chemical Analyser Jurrors) বা খাদ্য পরীক্ষক নিযুক্ত করা হয়। বহু দেশ-দেশান্তর হইতে অনেক প্রকার গাঢ়দুগ্ধ, অনেক অর্থব্যয় করিয়া, গুণের প্রতিযোগিতা অনুসারে প্রশংসাপত্রের লালসায়, প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছিল; কিন্তু বড় দুঃখ এবং লজ্জার বিষয় এই যে, বৃটিশরাজ্যের কোন রসায়নশাস্ত্রজ্ঞ, এই সকল গাঢ়দুগ্ধ মধ্যে কোন্‌টী শিশুর উদরে সহজ পাচ্য, কোন্‌টী কত গুরুপাক, ইহার পরীক্ষা কেহ করিলেন না। তাহার বিপরীত অতি দুষ্পাচ্য এবং অপকারী বিলাতী গোয়ালিনী মার্কা গাঢ়দুগ্ধকে আদর্শস্থানীয় করিয়া, তাহার সহিত তুলনায় সমালোচনা করিয়া, যে গাঢ়দুগ্ধে যত ছানা এবং মাখনের অংশ কম হইল, সে গাঢ়দুগ্ধ তত নিকৃষ্ট বলিয়া দোষারোপ করা হইল। (গোয়ালিনী মার্কা গাঢ়দুগ্ধে প্রায় চারিভাগের একভাগ বাজারের সাধারণ চিনি মিশ্রিত আছে।)

যাহা হউক, যাঁহারা বাধ্য হইয়া আপন আপন শিশুকে গাঢ়দুগ্ধ সেবন করান, তাঁহারা গাঢ়দুগ্ধকে জলে দ্রব করিয়া ব্লটিং বা ফিল্টার কাগজের মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া, অদ্রবণীয় অংশ (Residue) ফেলিয়া দিয়া, উক্ত দুগ্ধে আরও জল মিশ্রিত করিয়া জাল দিয়া সেবন করিতে দিবেন। আর যে মার্কার গাঢ়দুগ্ধে যত অধিক পরিমাণ অদ্রবণীয় (Residue) অংশ থাকিবে, সেই প্রকারের দুগ্ধ অতি নিকৃষ্ট বলিয়া বুঝিবেন। আবার কোন কোন গাঢ়দুগ্ধে আদৌ মাখনের অংশ নাই। এই প্রকারের গাঢ়দুগ্ধ দুগ্ধপোষ্য শিশুর পক্ষে বিশেষ অপকারী; কেন না, অতি শিশু অবস্থায় বালকদিগের স্বাভাবিক শারীরিক উত্তাপ অনেক কম থাকে। দুগ্ধের মাখন এবং চিনির অংশ পরিপাক হইয়া, এই তাপ পরিপূরণ হয়।

যাহা হউক, আর্য্যঋষিদিগের প্রণালী অনুসারে প্রস্তুত গাঢ়দুগ্ধে এই সমস্ত দোষ না থাকিলেও, তাঁহারা ইহা নিত্য নৈমিত্তিক রূপে ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। অনেকে দুগ্ধের ক্ষীর এবং গাঢ়দুগ্ধ একই পদার্থ মনে করিয়া বড় কটাহে অগ্ন্যুত্তাপে, কেহবা (Boiler steam) বয়লার-উত্থিত ষ্টীমের উত্তাপে দুগ্ধের ক্ষীর করিয়া গাঢ়দুগ্ধ নামে বাজারে বিক্রয় করিতেছেন। এদেশস্থ পাণ্ডিত্যাভিমানী অনভিজ্ঞ ডাক্তার, রসায়নজ্ঞ, এবং সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ, কোন্ দুগ্ধ কি প্রকারে প্রস্তুত তাহা না বুঝিয়া এই প্রকার ক্ষীরকে, গাঢ়দুগ্ধ ভ্রমে অনেক অনেক প্রশংসাপত্র দিতেছেন; ইহাতে দেশের যে কত অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহা উপরে বিশেষ করিয়া বুঝান হইয়াছে। দুগ্ধের ক্ষীর চিরকাল এদেশে আছে, এবং ক্ষীর কখন শিশুর খাদ্য হইতে পারে না, তাহাও সকলে অবগত আছেন। তাই সাবধান হউন, বিলাতী কুহকে পড়িয়া কেন স্বীয় সন্তানের আয়ুক্ষয় করিয়া এই কালে দুঃখ এবং পরকালে পাপ সঞ্চয় করিবেন?

Educational.

ফিলিপাইনে শিল্প শিক্ষা।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকানদের শাশনাধীন। এখানকার ডাইরেক্টর অফ্ এডুকেশনের রিপোর্ট হইতে জানা যায়, যে সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষার সহিত শিল্প শিক্ষার বন্দোবস্ত থাকায় অতি সুফল ফলিয়াছে। বিদ্যালয় সমূহের সাধারণ পাঠ্য বিষয় সমূহের সহিত, কাঠের কাজ, কামারের কাজ, ঝুঁড়ি বোনা, কাপড় বোনা, জেলী বা আচার প্রস্তুত প্রণালী, সূচের কাজ, টুপী প্রস্তুত প্রভৃতি নিত্য আবশ্যকীয় কার্য্যকরী শিল্প শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। শিক্ষালাভ ও চরিত্র গঠনের সহিত ভবিষ্য জীবনের জন্য বহু স্বাধীনজীবিকার উপায় ও প্রক্রিয়া শিক্ষা দেওয়ায়ফিলিপাইনবাসী স্বাধীনজীবি হইয়া উঠিতেছে, দেশের ছেলেরা এখন অল্প বয়সেই নানা প্রকার শিল্প কার্য্য দ্বারা অর্জ্জিত অর্থে

তাহাদের পিতামাতাকে সাহায্য করিতে সক্ষম হইতেছে। যাবতীয় উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ নির্ম্মিত গৃহ সজ্জার সামগ্রীর প্রায় বারোয়ানা বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ দ্বারা প্রস্তুত। ফিলিপাইনে প্রায় ২৮০০ বিদ্যালয় আছে, তাহার সকল বিদ্যালয়ের সহিত উদ্যান সংলগ্ন আছে, সেই সকল ফল ও পুষ্পোদ্যান বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ দ্বারা প্রস্তুত এবং বাজারের ফলের অভাব এই সকল বিদ্যালয় সংলগ্ন উদ্যান হইতেই মোচন হইয়া থাকে। এই সকল বিদ্যালয় এখন কেবল বিদ্যাশিক্ষার আলয় নহে, যথেষ্ট আয়কর হইয়াছে।

যে শিক্ষায় ছেলেদিগকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে না পারে, সে শিক্ষা অকর্ম্মণ্য শিক্ষা। বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতি ভারতবাসীর সন্তান সন্ততিকে এইজন্য অসার অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিতেছে। কতদিনে যে এই অসার শিক্ষার সংস্কার হইবে বলিতে পারি না। কিন্তু প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সহিত শিল্পশিক্ষার যে একান্ত আবশ্যকতা, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। এদেশের তথা কথিত জাতীয় বিদ্যালয়েও কিছু হইল না এবং গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয়েও কিছু হইল না, এইরূপ শিক্ষা দ্বারা দেশবাসীর যে অশেষ অকল্যাণই হইতেছে তাহা দেশবাসী বুঝিয়াও প্রতিকারের কোন উপায়ই করিতে সচেষ্টিত নহেন। প্রত্যেক পিতা মাতা চায়—ছেলে কেরানী বা উকিল হোক, হাকিম হউক, হইয়া চাকরী করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করুক। দুর্ভাগ্য! সকলের অদৃষ্টে হাকিম বা উকিল হওয়া সম্ভব হয় না অধিকন্তু ছেলের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, সভ্যতার অজুহাতে বিলাসী অকর্ম্মণ্য হইয়া একটী অপরূপ জীবরূপে দেশের দৈন্যদশাই বৃদ্ধি করিয়া থাকে। প্রতিদিন এই দুর্দ্দশা দেখিয়াও দেশের লোকের চৈতন্য হইল না এমন দেশ কখনও কি উন্নত হওয়া সম্ভবে? যদি কল্যাণ চান, দেশে জাতীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠান করুন। ঘরে ঘরে শিল্পীগণ আপনাদের অভাব মোচনের জন্য বদ্ধপরিকর হউন, তবে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সম্ভব হইবে। গবর্ণমেণ্টের আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী। ঝুলিতে এক কড়া না থাকিলে সে দেয় কিরূপে। দেশের একাকী কাহারও এরূপ প্রতিষ্ঠান করা সম্ভব না হইতে পারে। সমবায় প্রতিষ্ঠান দ্বারা দশের অর্থে প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে স্বাধীন জীবিকার জন্য বিবিধ কাজ করা যাইতে পারে। এখন শিল্পশিক্ষা ব্যতিত মুক্তির অন্য পন্থা নাই। এদেশে জলাভাবে কৃষির উন্নতি করা সম্ভব নয়, আকাশের জলেই যতদূর হয়। কিন্তু শিল্প প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যের শুখা হাজা নাই। দেশের কাঁচামালের সদ্গতি হইবে, দেশের অর্থ প্রকৃতই দেশেই থাকিবে। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট দ্বারায় হউক বা দেশের দশের সমবায়ে হউক, প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সহিত কার্য্যকরি শিল্পশিক্ষার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। ফিলিপাইনদ্বীপের লোকগণ আমেরিকার সংস্রবে আজ উন্নতির পথে ধাববান। কবে আমাদের শাশক সম্প্রদায়ের সুমতি হইবে?

কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি।

—:*:—

যুদ্ধের পূর্ব্বেও ইংলণ্ডে এই হিতকর প্রতিষ্ঠান ছিল না, কিন্তু পার্শ্বস্থ প্রদেশ সমুহে ইহার প্রচলন ছিল। ইংলণ্ডের লোক বানিজ্য ব্যবসায়ে তাঁহাদের মূলধন ন্যস্ত করিতেন, কৃষির দিকে তাঁহাদের আদৌ মনোযোগ ছিল না। তাহার পর যখন দেশের লোকে বুঝিল যে, কৃষি ব্যতিত অন্নের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে হইবে, তখন চারি দিকে "Back to the land" শব্দ পড়িয়া গেল। কৃষকদের সাহায্যের জন্য পার্লিয়ামেণ্টে এক আইন পাশ হইল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষক ও ব্যবসায়ীগণ মূলধনের অভাবে নিশ্চল হইয়া পড়ে এবং তাহাদের কঠোর দরিদ্রতায় সহিত যুদ্ধ করিয়া জীবন কাটাইতে হয়। সেই কৃষক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণ অল্প সুদে অর্থ পাইলে দেশের কৃষির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিয়া দেশজাত দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া সুখে থাকিতে পারে, তাহাদের চরিত্র সংশোধিত হয়, তাহারাও আবার ভদ্রলোক হইয়া জন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। ইংলণ্ডের লোক একথা বুঝিল, তাই সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠান করিয়া কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণকে সাহায্য করিতে কৃত সংকল্প হইল। দেশের ব্যাঙ্ক সমূহ সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থ সাহায্য করিতে লাগিল, অচিরে তাহাদের কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণের প্রতিষ্ঠানগুলি উন্নতি লাভ করিল। কৃষির উন্নতির আবশ্যকতা যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডকে এমন বুঝিতে হইয়াছিল

যে, সুন্দর সুন্দর প্রমোদ উদ্যান সমূহকে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিতে হইয়াছিল। এ দেশের কৃষক দরিদ্র; দেনার দায়ে সমগ্র বৎসরের পরিশ্রমের উৎপন্ন খাদ্যসম্ভার মহাজনগণের ঋণের সুদের দায়ে তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া সমস্ত বৎসর তাহার অপগণ্ড পোষ্য গুলিকে লইয়া অর্দ্ধাসনে দিনাতিপাত করিতে হয়। এমন শোচনীয় দৃশ্য কেবল ভারতেই দেখা যায়—অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। ভারতের বহু সংখ্যক জমী অনাবাদী পড়িয়া থাকে, কৃষকগণের মূলধন নাই—দেনার দায়ে জর্জ্জরিত—চক্র বৃদ্ধি হারে তাহারা তো সুদ দিয়াই আসে, অধিকন্তু মহাজনকে বেগার প্রভৃতি শারিরীক পরিশ্রম দিয়াও মন যোগাইতে হয়। ভারতে সমবায় সমিতির দ্বারা মহৎ উপকার সাধিত হইতে পারে। যদি কেহ কৃষকগণকে এই কো-অপারেটীভ ক্রেডিট সোসাইটীর হিতকারিতা বুঝাইয়া দিয়া তাহাদিগকে সমবায় সমিতির দিকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের প্রকৃতই হিতসাধন করা হয়। কিন্তু হইয়াছে কি, কৃষকগণ নিরীহ, তাহাদের শিক্ষা দীক্ষা কম, তাহারা কি করিতে কি হইবে, এই ভয়ে গবর্ণমেণ্টের এই প্রকৃত হিতকর উদ্দেশ্য হইলেও ইহার ভিতর আসিতে চাহে না। তাহারা জমী জমার চৌহদ্দী প্রভৃতি দিলে পাছে ভবিষ্যতে কোন ফেসাদ বাধিয়া উঠে, সেই ভয়ে এদিকে ঘেসিতে চাহে না। সরল ভাবে ইহাদের এই ভ্রম অপনোদন করিতে প্রয়াস পাইলে তাহারা, সুদখোর বিষয় লোভীদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। গ্রামের লোকে কিছু কিছু চাঁদা দিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া সমবায় সমিতির নিয়মানুসারে জেলার সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের হস্তে দিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট অল্প সুদে টাকা পাইতে পারে ও তদ্বারা কৃষি শিল্প এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে পারে। গবর্ণমেণ্টের শাসন ব্যয় আয় অপেক্ষা অধিক সুতরাং প্রজার সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য ইচ্ছা থাকিলেও গবর্ণমেণ্ট কিছু করিয়া উঠিতে পারেন না। প্রজার আগ্রহ এবং তাহাদের কিছু টাকা দেখিলে গবর্ণমেণ্ট ধার দিতে পারেন। আমেরিকা জার্ম্মাণীতে এই সমবায়ের দ্বারা কৃষকগণ তাহাদের অবস্থার প্রভূত উন্নতি করিতে পারিয়াছে, এদেশকে তাহা করিতে হইবে নচেৎ মুক্তির উপায় নাই। উৎপন্ন দ্রব্য সমবায় প্রতিষ্ঠান একেবারে ক্রয় করিয়া লইয়া বাজার উঠতি পড়তি হইলেও নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করিয়া ইহার সভ্যগণকে বহু অপব্যয়ের দায় হইতে নিষ্কৃতি করিয়া দিতে পারে। কিন্তু অজ্ঞ কৃষকগণের সংস্রবে আসিয়া তাহাদিগকে একথা এখন বুঝাইয়া দেয় কে? সেইটাই কথা। কাগজে কলমে বড় বড় আফিসে কৃষিবিভাগ গবেষণা করিয়া এতকাল দেশের প্রজার প্রকৃত হিতকর কিছু করিতে পারেন নাই। দুঃখের সহিত বলিতে হয়, কো অপারেটীভ ক্রেডিট সোসাইটীর অবস্থাও সেইরূপ, বিশেষ প্রচার এখনও হয় নাই। অনেকে ইহার উদ্দেশ্য এখনও বুঝেনা।

চুলের ব্যবসায়।

—:o:—

ইয়োরোপের দেশ সমূহের চুল হইতেও অর্থাগম হয়। জর্ম্মাণীর মহিলা এবং প্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাগণ তাহাদের চুলের খুবই যত্ন করে। যেমন কৃষকগণ, তাহাদের শস্য আবাদের যত্ন করে, ইহারাও নিজেদের চুল যাহাতে প্রচুর জন্মে, তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। তাহাদের চুল গোছাতেও যেমন, কোমলতাতেও তেমনি। জর্ম্মাণীর মহিলাদের চুলের রং যেন পাকা সোণার মত, কিন্তু ফ্রান্সের মহিলাগণ কৃষ্ণবর্ণের চুলেরই পক্ষপাতী বেশী। বৎসরের কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে ইহারা এই কেশ দাম কর্ত্তন করিয়া উচ্চমূল্যেই বিক্রয় করিয়া ফেলে। ইয়োরোপের নানাস্থান হইতে এজেণ্টসগণ নগরে নগরে টাকা লইয়া মহিলাগণের কেশের গুণের তারতম্যানুসারে মূল্য দিয়া নারীর একটী প্রধান সৌন্দর্য্যের উপাদান কেশদাম কাটিয়া লইয়া যান। সচরাচর একটী স্ত্রীলোকের চুল প্রায় ২৫ তোলা হয়, তাহার মূল্য ৩০ হইতে ৬০ শিলিং মূল্যে বিক্রয় হয়। এই সকল চুলে নানা প্রকার জিনিষ যথা—লকেট, চেন, হার, প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হয়। ভাল ভাল পরচুলা হয়। সমুদ্রগামী পোত সমুহের কাচি প্রস্তুত হয়, ইহা লবনাক্ত জলে অন্য দ্রব্যের প্রস্তুত কাচির ন্যায় সহজে নষ্ট হয় না। ভারতের চুল একটু মোটা ও কড়া, সুক্ষ্ম কাজের জন্য ইহার আদর নাই, কম্বল প্রভৃতি প্রস্তুতের কারখানায় ভেড়ার লোমের সহিত মিশ্রিত করিয়া কাজে লাগান হয়। এদেশের ও চীনের চুল দ্বারা পরচুলা হয় এবং তাহা মৃত বা তীর্থযাত্রীর চুল। টাকা লইয়া মাথার চুল বিক্রয় করার পদ্ধতির কথা এদেশে শুনা যায় না। পাশ্চাত্য জগতবাসী অর্থের জন্য সকল কাজই করিতে পারে।

সরকারের কৃষি গবেষণা।

ভারতের কৃষীর উর্ব্বরা শক্তি কি কমিয়াছে ?

"এগ্রিকলচারাল জর্নাল অফ ইণ্ডিয়া" নামক পত্রের ১৯১২ সালের জানুয়ারী মাসের সংখ্যায় ভারতের অফিসিয়েটীং ইন্‌স্পেকটর জেনারেল মিঃ বার্ণার্ড কভেণ্ট্রী "ভারতের উর্ব্বরা শক্তি কি কমিয়াছে ?" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ডাঃ ভোয়েলকার প্রায়ই প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, ভারতের উর্ব্বরা শক্তি প্রতিদিনই হ্রাস হইয়া যাইতেছে, তাহার প্রমাণ আকবরের রাজত্ব কালে "আইন আকবরী, নামক গ্রন্থে যেরূপ প্রচুর শস্ত উৎপন্ন হইত বলিয়া প্রকাশ আছে, বাস্তবিক ইংরাজ শাসনে সে প্রকার শস্ত আর ভারতে জন্মিতেছে না। দুর্ভিক্ষের প্রাচুর্য্যই তাহার প্রমান।

মিঃ কভেণ্ট্রী প্রাদেশিক কৃষি বিভাগের অধ্যক্ষগণকে এবিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার জন্ম আদেশ প্রদান করেন।

প্রাদেশিক কর্ম্মচারীগণ তাহাদের যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহারা বলিয়াছিলেন যে, ভারতের উর্ব্বরা শক্তি কমিয়াছে কিনা ঠিক তাহারা নির্ণয় করা কঠিন। মিঃ কভেণ্ট্রী তাহাদের উক্তি হইতে নিম্ন কয়েকটী মিমাংসায় উপস্থিত হন (১) ভারতের আবাদী জমীর উর্ব্বরা শক্তি অন্তর্হিত হয় নাই, কম বেশী ভাবে অকর্ম্মণ্য Stationery অবস্থায় আছে। তাহাকে কর্ম্মোপযোগী করিয়া লইতে পারিলে ভারতের কৃষির উন্নতি হইতে পারে।

(২) ইংরাজের সুশাসনের জন্ম অনেক খারাপ জমীও লোকে চাস আবাদ করিবার জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সেই কারণেই যে জমীর উর্ব্বরা শক্তি নাই, এ কথা বলা চলে চলে না।

(৩) পাশ্চাত্য দেশের কৃষির উন্নতির তুলনায় ভারতের জমীর উৎপাদিকা শক্তি কম হইতে পারে, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে কৃষির উন্নতি কল্পে যত মূলধন ন্যস্ত করা হয়, এদেশে তেমন মূলধন খাটান হয় না, মিঃ কভেণ্ট্রী অনুমান করেন যে, যদি এদেশেও অধিক মূলধন কৃষির উন্নতি কল্পে নিয়োজিত করা যায়, তাহা হইলে এদেশের কৃষিরও উন্নতি বৃদ্ধি পায়।

আমরা বলি, বেশী টাকা খরচ কল্লেই যে উর্ব্বরতা শক্তি বাড়িয়া যাইবে, তাহা মনে হয় না। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের অর্থ ব্যয় করিয়া ক্যানেলাদি করিয়া দিবার আবশুকতা আছে। এদেশের কোথাও হাজিয়া শস্ত নষ্ট হয়, কোথাও জলাভাবে শুষ্ক হইয়া যায়। যেখানে জল নাই, সেখানে আবাদের জল সরবরাহ করিতে হইবে, যেখানে অতিশয় জলে শস্ত ডুবিয়া হাজিয়া যায়, তাহার জল নিকাশের উপায় করা চাই। এই গুলি আসল কাজের কথা। গবর্ণমেণ্ট যে না বোঝেন, তাহা নহে, তবে টাকা কৈ ? রাজস্বের অর্দ্ধেকের উপর সৈন্য ও পুলিসেই খাইয়া ফেলে। কৃষির উন্নতি যদি রাজা হইতে হওয়া সম্ভব না হয়, দুর্ভিক্ষ পীড়িত অনশনক্লিষ্ট নিঃসম্বল প্রজার দ্বারা সে কাজ সম্ভবে কি ? তাই মনে হয়—ও কৃষি কথায় আর কাজ নাই।

Shorthand Training In Bengal.

It is said that a Munsiff chanced to lose temper, as every Munsiff is apt to and his ire was poured out in the invective on the head of an old Pleader of his court. "You are an ass". 'No"—retorted the ancient limb of the law, "had I been an ass, I would have long ago become a Munsiff like yourself." Though this old assinine standard is out of time now so far as the appointment of the Munsiff is concerned, the criterion applies to another class of people.

Let me enunciate my proposition more explicitly by going into some solid facts. There are as many as 60 Shorthand Schools in this city. Among this lot how many are properly staffed ? Who is to see that these schools which are supposed to impart a bread-and-butter education to so many thousand young men, are adequately equipped and run on an honest practical line ? Whose business is it to find out whether these schools teach and not cheat ? Does it fall within the purview of any body to trace the object of these so-called commercials schools ? The only controlling

body in this province is the Government Commercial Institute Advisory Board. But how many of these schools are affiliated to it? Most of these institutions exist for the implicit purpose of making money, and it is not the look-out of the proprietors to see that the students get their money's worth. They are engaged in a constant warfare in getting the better of each other by holding out bright prospects to the intending learners. They take advantage of these people and also of their eagerness to qualify as quickly as possible. The would-be students and the guardians have no idea as to what is possible and what is not in the acquisition and the application of this art of Shorthand. They do not perceive, when designing men, who pass for teachers, but who have no practical experience, allure them into a wrong path by glib talks and glittering promises. The prospectuses of these schools are interesting reading. One has "Teachers of mature years and ripe experience with continental and American experience may be met with in our college only." But an enquiry has discovered the fact that this "College" is located in a room on the ground-floor about 12 feet square, its student population is counted on the digits of a single finger, and its professorial staff consists of one callow Bengali lad of absolutely no experience and of so very scanty knowledge of Shorthand of which he is professor, that he miscalls the text book, "Shorthand Instructor" as "Shorthand Instruction." Then where is the significance of the advertisement as to teachers of "mature years"? Where is the "continental and American experience," except that the "professor" carries his "continents", old and new, in his Shilling Atlas? Another school circulates a leafleat declaring that it gives a speed in Shorthand of 120 words a minute in 4 months. This is tempting enough to the uninitiated but is criminally misleading in its effect to put it mildly. This school bears on its placard the assertion that it is Government-aided. Is it not a lie intended to enmesh the unsuspecting and the unwary? If not, why does Government aid it? To aid and abet? No use multiplying examples. It is no hard task unearthidg, from amid the debris of bold random talk of these teachers, the fact that their general education is very meagre and thair practical experience as Shorthand writers is nil. This alone proof positive of the fact that they have no honest claim to teach Shorthaud, a subject which requires a good general knowledge even in the learner. In England and other go ahead countries in the west, only the practical experts assume the role of the Teacher so far as the important places are concerned. The Junior positions are filled by those, who have recived the Teacher's Diplome. But in this unfortunate land, there is no such thing as the teacher's Diploma, nor is there any standard of qualifications for those who take uporr themselves the responsible work of teaching. The Schools spring up like mushrooms with shining sign boards. But the teachers, with exceptions which represent a microscopic minority are in most cases self-styled "Professors", who have either been failures as practioners of the art, or have never practised it at all. Hence the application of the simile with which I commenced this discourse. These people are all talk, and indulge in every kind of mendacious egotisms about the uses of Shorthand of which they have no experience and practice. They put into the head of

the innocent and easily gullible student a wrong, exaggerated idea of his speed; saying that it is as high as 150, while in reality it is barely half as much, and, generally not being drilled in reading back the short-hand notes, his transcript, which is the real test of his work, is awfully bad, I can cite hundreds of cases illustrating this point. Reporting which, as every educated and sensible man ought to know is the highest use to which Shorthand can be put does not escape the clutches of these "Professors." They profess to teach this art though in fact they have not the faintest idea of what it is like and what its requirements are. The initiated and the experienced feel highly amused at the curious conversation, which the teacher and the taught, who vie with each other in their ignorance, indulge in on that subject. Students who, on account of their poor educational equipments, have no earthly claim to be reporters, freely air foolish aspirations for that consummation, and their co colled teachers, who have no more claim to teach reporting than the Man in the Moon, encourage them with false hopes and empty assurances. This in the teeth of the utterance of Thomas Allen Reed, the brightest luminary in the phonogrphic firmament of England "A reporter amongst Shorthand writers is like a prince amongst men." Besides Shorthand of which a consummate skill is needed for the purpose is not the only thing which makes up the qualifications of a reporter. Here is a case in point. The Chief Justice of the Calcutta High Court happened to deliver recently an important judgment. On the next morning His Lordship asked, "who is responsible for the report of my jndgment in the papers? "Mr. Bholanath Ghosh of the Associated Press "was the answer in a shaky voice. "It is an excellent report"—remarked the Chief, adding "but the report submitted by my Shorthand writer is full of mistakes. "My-Lord, Mr. Bholanath Ghosh is not a Shorthand writer"—faltered out the puzzled Court Stenographer. This information called forth from His Lordship the observation "That is all the more creditable for him." Comment is unnecessary.

I conclude with an earnest appeal to the University which is opening classes this session in Shorthand, and to the Director of Public Instruction as well as to the authorities of Technical and Industrial education to give up their policy of "Let alone" and put a stop to this scandalous state of affairs by placing the teaching of Shorthand on a sound basis. What is needed is the fixing up of a standard of compulsory course of study for the student, of a standard of qualifications for the teacher and the promulgation and enforcement of Rules for controlling admission, transfer and the examination of the student. Unless this is done the existing chaos will never vanish.

K. C. SIRCAR.
Calcutta.

Home Industries.

গৃহ-শিল্প-শিক্ষা।

LUBRICANT FOR MECHINERY.

কল কারখানার জন্য লিউব্রিকান্ট প্রস্তুত প্রণালী।

—:•:—

ঘর্ষণে কল কব্জা নষ্ট হইয়া যায়। সেইজন্য একপ্রকার তৈলাক্ত পদার্থ কলের যে সকল অংশ ঘর্ষণে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেই সকল স্থানে দেওয়া হইয়া থাকে। ইহারই নাম লিউব্রিকান্ট। এই লিউব্রিক্যান্ট বিলাত হইতেও আমদানী হয়। এখানেও ইহা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই

জিনিসটীর বাজারে কাটতি আছে। প্রস্তুত করিয়া কল কারখানায় বিক্রয় করিতে হয়।

প্রস্তুত প্রণালী।

	শতকরা
Petroleum	30 পার্ট
Parffin oil	20 "
Lard oil	20 "
Palm oil	20 "
Cotton seed oil	20 "

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া টীনে পুরিয়া বিক্রয় হয়।

EMBROCATION.

এমব্রোকেশন একটা মালিস বই আর অন্য কিছু নয়। ইহা মোচড়ান বেদনা, বাত বেদনা প্রভৃতিতে, আঘাতের বেদনায় মালিশ করিয়া তুলা দ্বারা বান্ধিয়া রাখিলে বেদনা নষ্ট হয়। ইহার ঝাঁজ উড়িয়া গেলে ভাল কাজ হয় না, সেইজন্য তুলা দ্বারা মালিশ করার পর বান্ধিয়া রাখা দরকার।

প্রস্তুত প্রণালী।

১। সোপ লিনিমেণ্ট	২ ফ্লুড. আউন্স
অলিভ অয়েল বা সুইট অয়েল	২ " "
Ammonia (0. 960) লাইকার	২ ফ্লুড আঃ

একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার সহিত মিশাইবে :—

কর্পূর	৩ আঃ
অলিভ অয়েল	৪ ফ্লুড. আঃ

এই একটী সুন্দর এমব্রোকেশন। ইহা পেটেণ্ট ঔষধের ন্যায় বিক্রয় করা যায়।

Water-proof solution.

জল সহন শীল মিশ্রণ।

উপকরণ।

শ্বেত মোম	১ আঃ
স্পারমাসেটী	১ আঃ
ভেড়ার চর্ব্বি	৪ আঃ

১ পাইণ্ট অলিভ অয়েলের সহিত আগুনের উত্তাপে গলাইয়া ফেলিতে হইবে। তাহার পর যে জিনিষকে ওয়াটার প্রুফ করিতে হইবে, তাহাতে ঈষৎ গরম থাকিতে থাকিতে কোমল ব্রুস দ্বারা ৩।৪ কোট লাগাইলে ওয়াটারপ্রুফ হইয়া যাইবে। ইহাতে জল প্রবেশ করিতে পারে না। প্রত্যেক কোট মাখাইয়া শুষ্ক করিয়া আবার লাগাইতে হয়।

অভিজ্ঞের উপদেশ।

সর্প এবং ক্রুর লোকে বিনা কারণেও লোকের প্রাণ সংহার করে। এই শ্রেণীর জীবের নিকট হইতে যথা সম্ভব দূরে থাকাই মঙ্গল।

পরশ্রী-কাতর লোক পরের সুখ সৌভাগ্য দেখিয়া সর্ব্বদাই হিংসাবিষে জ্বলিয়া মরে। আপনার গৃহে আগুন লাগাইয়া তো কাহারও সুখে থাকা সম্ভবে না। সে পুড়ে ছাই হয়ে যাবেই। ইহলোকে এই তার দণ্ড।

নীচমনা লোক কৃতজ্ঞ হতে জানে না। উল্টাভাবে—কোন মহৎ ব্যক্তি উপকার করে সে ভাবে তার তোষামদ করে সে উপযাচক হয়ে উপকার কর্ত্তে এসেছে।

জগতে প্রকৃত আপনার লোক প্রকৃত বন্ধু পাওয়া যায় না, সুতরাং লোকের সঙ্গে বেশী মেশামেশি করে আত্মীয়তা পাতাতে যেও না। বড় মর্ম্মাহত হবে—হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু কারো সঙ্গে অপ্রণয় করে শত্রু বৃদ্ধি করো না। মেশামেশি এক জিনিস আর আলাপ করা অন্য জিনিস। আলাপ কর্ত্তে দোষ নাই।

প্রতিহিংসা লওয়া অপেক্ষা ক্ষমা করা বড় গুণ। যদি কখন কারও দ্বারা মর্ম্মাহত হও, সহ্য করো, সমস্ত মর্ম্মবেদনা ভগবানের চরণে সমর্পন করে হৃদয় সুস্থ করে নিও।

কখন নীচাশয় ক্রুরকে উপদেশ দিতে যেয়ো না—ঠকবে। মূর্খমাত্রই নিজেকে বড় বলে জানে। তাকে উপদেশ দিতে গেলেই সে অপমান বোধ করে। সম্মুখ যুদ্ধে এরা কখন নামে না, সর্পের ন্যায় সুবিধা পেলেই সাংঘাতিক ভাবে দংশন করে।

যে মানের মর্য্যাদা বোঝে না, সে মানী ব্যক্তিকে অনায়াসে অপমানিত কর্ত্তে পারে এটা বিচিত্র নয়। সে তাতেই উল্লাসিত হয়, সম্মানী লোককে অপমানিত করে সে গৌরবান্বিত মনে করে। বান্দরের কাছে মুক্তার মালার কখনও আদর হয় কি? না সে তার দাম বোঝে? সে দাঁতে করে কেটে ফেলে দেবেই। তাতে মুক্তার মান যায় না, বান্দরের স্বভাব বোঝা যায় মাত্র।

"আধা পয়সাকো হাণ্ডি গিয়া, লেকেন্ কুত্তাকো জাত পছন লিয়া। একটা ফকির একটী কুকুর সঙ্গে নিয়ে ভিক্ষে করে বেড়াতো। কুকুরটাকে সে খুবই ভালবাসতো,

আপনার খাবার থেকে অর্দ্ধেক তাকে দিত —বুকে করে শুয়ে থাকতো। একদিন ফকীর ভিক্ষের চালগুলি একটা আধ পয়সা দিয়ে হাড়ী কিনে রেন্ধে কুকুরটাকে বসিয়ে রেখে স্নান কর্ত্তে গেল, ফিরে এসে দেখে, কুকুর হাড়ী খেয়ে ফাঁক করে রেখে দিয়েছে। তাই আক্ষেপ করে বলেছিল, "আধা পয়সাকো হাণ্ডি গিয়া, লেকেন্ কুত্তেকো জাত পছন লিয়া।"

কুকুরের স্বভাব—যতই ভালবাস, কেউ ঘুচুতে পার না। ফকীর কুকুরকে আর মারে নাই—কেবল ঐ কথা বলে একটু হেঁসে ছিল। যে সৎলোক, সে প্রতিহিংসা চায় না? মাত্র লোক চিনে নিয়ে ঘৃণার হাসি হেসে মুখ ফিরিয়ে ভায় হায় নিমক হারাম কুকুর! ফকীরের এত উপকার, এত ভালবাসা সব ভুলে গেলি? সংসারে এমন মানুষ কুকুরও অনেক। সুযোগ হইলেই চিনতে পারা যায়।

যত জ্ঞানই তুমি অর্জ্জন কর, যতক্ষণ সে জ্ঞান তোমার পারিপার্শ্বিক লোক জনের হিতার্থে নিয়োজিত না হয়, ততক্ষণ সে জ্ঞানের কোন মূল্য নাই।

Canning Mangoes.

আম্র সংরক্ষণের কথা।

এবারে সমগ্র ভারতে যত আম জন্মিয়াছে, এমন আম বহুকালই হয় নাই। পল্লীগ্রামে ৵০ আনা হইতে ।০ আনা শত বিক্রী হইয়া গিয়াছে, বাগান রক্ষকগণ বলেছিল, আম বিক্রি কর্ত্তে বাজারে আসা বিড়ম্বনা—মজুরীও পোষায় না। বাস্তবিক আমটা এবার কেমন ছড়াই হয়ে গেছে। কিন্তু আম সকল দেশে জন্মে না,ভারতের আম, পেঁপে, কলা নারকেল ভগবানের বিশেষ দান, এই দান হতে জগতের অনেক দেশ মহাদেশও বঞ্চিত। এই আম সংরক্ষণ করে যদি বিদেশে চালানের ব্যবস্থা হতো, তা'হলে ভারতের লোকে এবার প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন কর্ত্তে পারতো।

মিঃ ডব্লিউ, এইচ, মাইকেল, কলিকাতার আমেরিকান কন্‌সল-জেনারেল ছিলেন। তিনি তাঁর রিপোর্টে লিখে ছিলেন, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মিঃ এ, বি, সরকার নামক জনৈক হিন্দু যুবকের মস্তিষ্কে এই ফল সংরক্ষণ করিয়া বিদেশে রপ্তানীর মতলবটা উদ্ভূত হয়। এই উৎসাহী যুবক অনেক বিবেচনা এবং চিন্তার পর আমেরিকায় কেমন করিয়া ফল সংরক্ষণ এবং টীনের মধ্যে রক্ষা করিতে হয় শিক্ষা করিবার জন্য আমেরিকায় গমন করে, এবং কালিফর্ণিয়ায় কেমন করিয়া পিচ্ প্রভৃতি সংরক্ষণ করা হয়, শিক্ষা করিতে থাকেন। ইহার সহিত কলের টীনের কৌটা প্রস্তুত, জীবাণু পরীক্ষাদি নানান বিষয় শিক্ষা করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। এবং নানা চেষ্টায় অনেক আর্থিক সাহায্য লাভ করিয়া মজঃফরপুরের নিকট একটা কারখানা স্থাপন করেন। এই স্থানটী কলিকাতা হইতে ৩৫০ মাইল দূরে। কলকব্জা ইত্যাদিতে প্রায় ৭৫০০০৲ ব্যয় করা হয়। সব আমেরিকা হতেই আমদানী করা হইয়াছিল, ১৯১০ সালে প্রায় ২০০০০ টীন আম, আনারস, লিচু ইয়োরোপে রপ্তানী করা হয়। ১৯১১ সালে বেশীর ভাগ লণ্ডনে চালান দেওয়া হয়। ১৯১১ সালে ১৮০০০ টীন আম, ১২০০০ টীন লিচু সমগ্র ইয়োরোপে পাঠান হয়। এখানে ২৪টী টীন ওজনে ২।০ পাউণ্ড ।২ টাকায় বিক্রয় হয়। ইহাতে লণ্ডনে জাহাজ হইতে একটা কেশ নামানর খরচ ১০৲ টাকা পড়ে। এই কোম্পানী দেড় পাউণ্ড টীন ও বিক্রয় করিয়া থাকেন।

The process of canning

মিঃ মাইকেল তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে, টীন বন্ধ করিবার পদ্ধতি আমাদের (আমেরিকার) কালিফর্ণিয়ার ফ্রি ষ্টোন্ পিচ সংরক্ষণের প্রণালীর অনুরূপ। আমগুলির ছালগুলি সযত্নে ছাড়াইয়া ইহার ভিতরের আঁটীটী সাবধানে বাহির করিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। যে ফল অতিশয় পাকিয়া যায়, বা খারাপ ফল পরিত্যাগ করিতে হয়, তাঁহাকে সংরক্ষণের জন্য লওয়া উচিত নহে। বেশ করিয়া ছাল ছাড়ান এবং আঁটি ফেলিয়া দেওয়ার পর টীনের কৌটায় (Can) এর মধ্যে সযত্নে সংস্থাপন করিতে হয়, এবং তাহাতে চিনির গাঢ় সীরপ দিয়া প্রত্যেক টীনটীকে ওজন করিতে হয়। ঐ সীরপের বিশেষ পরিমাণ নাই, আমগুলি তাহাতে ডুবিয়া থাকে এমন ভাবে টীন পূর্ণ করিয়া ঐ টীনের কৌটার ঢাকনী গুলি দিয়া ঢাকিয়া সাবধানে তাহা একেবারে ঝালিয়া দিতে হয়। এই ঢাকনা দেওয়াটা কলে Capping steel দ্বারা সম্পাদিত হয়। কৌটার মুখ আটা হইয়া যাইলেই ডালাটার উপর একটী সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া রাখা হয়। তাহার পর একটা কটাহে বা বয়লারে এমনভাবে ফুটন্ত জলে ক্রেন্ বা লোহার সিক দ্বারা ঝুলাইয়া ডুবাইয়া দিতে হইবে, যেন টীনের ছিদ্র দিয়া ভিতরে জল প্রবেশ না করিতে পারে। এই প্রক্রিয়ার নাম Exhusting. এইরূপ করিলেই ভিতরের বায়ু ঐ ছিদ্র পথে বাহির হইয়া যায় এবং তৎপরতায় সহিত ঐ সূক্ষ্ম ছিদ্রটাকে ঝালিয়া বন্ধ করিয়া দিতে হয়। তাহার পর টীনগুলিকে পুনরায় ফুটন্ত জলে ডুবাইয়া

রাখিতে হয়, ইহাকে ইংরাজী ভাষায় বলে Processing. কিছুক্ষণ ফুটন্ত জলে রাখিয়া তাহার পর তুলিয়া লইয়া একটা শীতল স্থানে রাখিয়া দিতে হয়। ইহার মধ্যে কোন কোন টীনকে Incubator নামক যন্ত্রের মধ্যে স্থাপন করিয়া অনুবীক্ষণ—পরীক্ষা করা হয়, এবং দেখা হয়, তাহার মধ্যে কোন প্রকার জীবাণু আছে কিনা। মজঃফরপুরের কারখানায় লোক দৈনিক আট আনা মজুরী পায়। যাহারা আঁটী ও খোসা ছাড়ায়, তাহাদিগকে শতকরা হিসাবে দাম দেওয়া হয়। একাজে সংজাতি এমন কি ব্রাহ্মণ কায়স্থগণও কাজ করিতে আসে। পরে এই কার্য্যে শিক্ষিত লোকেরও অভাব হইবে না এমন আশা করা যায়।"

সময়ে সময়ে এ দেশে এত প্রচুর যখন আম্র জন্মিয়া থাকে, তখন সমবায় বা যৌথ কারবার করিয়া মূলধন সংগ্রহ করতঃ এইরূপ Canning ও ফল সংস্করণের আরও অনেক কারখ হওয়া উচিত। এই সকল সংরক্ষণের আম ও অন্যান্য ফল বিদেশে রপ্তানী হইয়া দেশের অর্থ স্বাচ্ছন্দ্য হইতে পারে। ভারতের মধ্যেও যে এ কাজ না চলে তাহা নহে। এ বিশাল ভারতে উপায় অনেক, কিন্তু কর্ম্মীরই অভাব। দেশের দৈন্য দুঃখ শুধু হায় হায় করিলে ঘুচিতে পারে না, কোন দেশেই তাহা ঘুচে না। ঘুচিবে কাজ করিলে। দেশের যুবকদিগকে এই সকল শিল্পশিক্ষার দিকে উৎসাহিত করা উচিত।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত তৎকর্ত্তৃক
২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

সুরমার বিজ্ঞাপনের জন্য।

টাকা এদেশে আজকাল খুবই আক্রা !

কাজের লোক

হিসেব ক'রে তাই একটী পয়সাও অপব্যয় করেন না।

এক রোগের হাজার ঔষধ আজকাল পাওয়া ত' যায়, কিন্তু সাবধান রোগী অর্থের ও দেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঠিক ঔষধটী দেখে বুঝে, যাচিয়ে কিনেন। এতে শরীর শীঘ্র ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, খামখা বা' তা' কেনার খরচও বাঁচে। এই বাজারে সস্তা অষুদে কিছু থাকে কি? যা বাজার পড়েছে তাতে রোগ আরোগ্য কর্‌তে হলে দামী মসলা দিতে হবেই তো—আর তা হলেও ঔষধের দাম চড়া না হ'য়ে পারে কেমন কোরে? তাই বলি যে দাম দিয়ে ঔষধ পরীক্ষা নাকরে ফল দিয়া ঔষধ পরীক্ষা যাঁরা করেন তাঁরাই কাজের লোক, তাঁরা ঠকেন না।

সর্ব্বপ্রকার মেহের জন্য, আজকাল সর্ব্ববাদীসম্মত মত হচ্ছে যে



একমাত্র মহৌষধ। অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, যাহাতে হয়ত রোগ আরাম হয়, কিন্তু হিলিংবামের, বিশেষত্ব এই—(১) প্রথম মাত্রায় ফল (২) ১দিনে যন্ত্রণার শেষ (৩) সপ্তাহে আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের তালিকাপুস্তকে বহু ডাক্তারের প্রশংসাবাদের মধ্যেই আছে—অদ্য পত্র লিখে ঐ বহি ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ৩৲, মাঝারী ২৷০, ছোট ১৷৹।

আর, লগিন এণ্ড কোং—ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্,

১৪৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—"হিলিং" কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৬১৫, কলিকাতা।

"কাজের লোকের" বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারিং চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।

২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১৲ টাকা ধরা হয়। সৎ ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি।

৩। কোন বিজ্ঞাপন ৩ মাসের কম সময়ে পরিবর্ত্তন করা হয় না।

৪। Desplay অর্থাৎ সাজান বিজ্ঞাপনের স্বতন্ত্র মূল্য দিতে হয়। ভিতরে পাঠ্য বিষয়ের সহিত বিজ্ঞাপনে মূল্য দ্বিগুণ।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার।

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮৲ টাকা প্রতি মাসে	৭৲ টাকা প্রতি মাসে	৬৲ টাকা প্রতি মাসে
½ "	৫৲ "	৪৲ "	৩৷০ "
¼ "	৩৲ "	২৷০ "	২৲ "
১ কলম	৩৲ "	২৷৹ "	২৲ "
½ "	১৸০ "	১৷৹ "	১৷০ "

১৫ বৎসরের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব। মফঃস্বলের বিজ্ঞাপনের সমস্ত টাকা অগ্রিম দেয়। সপ্লিমেণ্টের কথা পত্র লিখিলে জ্ঞাত করা যায়।

কার্য্যাধ্যক্ষ

"কাজের লোক"।

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

([illegible] টাকা মাত্র।) [illegible] CALCUTTA (Registered No. C. 421.

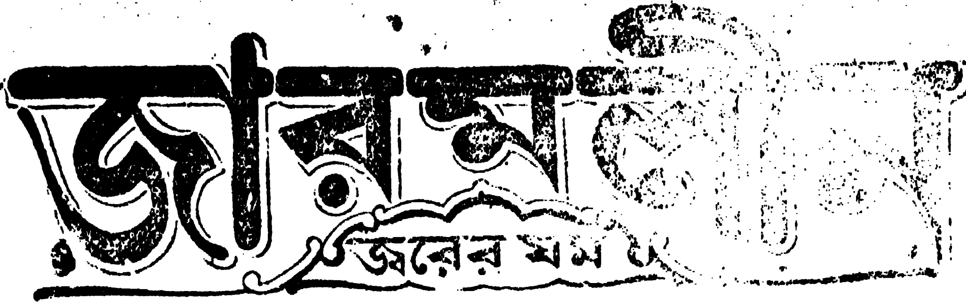
THE BUSINESSMAN



Edited by S. P. Chatterjee.

১৬শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।	New Series. June, 1922,	নূতন সংস্করণ। জুন, ১৯২২।	Vol. XVI. No 6

সর্ব্ব প্রকার জ্বরের মহৌষধ।



সর্ব্ব প্রকার জ্বরের মহৌষধ।

জ্বরে বিজ্বরে সেবন করা চলে।

একদিনে জ্বর ছাড়ে।

এক সপ্তাহে পিলে ও লিভার সারে, নূতন পুরাতন সকল জ্বরে সমান ফলপ্রদ

সেবনে পথ্যের বিচার নাই। স্নান আহার স্বাভাবিক।

মূল্য ॥০ আনা, ডজন ৫৲টাকা। গ্রোস ৫০৲ ডাক ও রেল মাশুল স্বতন্ত্র

পাইকারি দর স্বতন্ত্র বিক্রেতাগণের টাকায়-টাকা লাভ!

হেড আফিস—১২৩ নং লোয়ার সারকুলার রোড,

আর, গেভিন এণ্ড কোং, ব্রাঞ্চ—১৫৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

R. Gavin & Co, Germline Laboratory, Tale:—Germline, phone:—1388.

THE BUSINESSMAN,

2, Rajendra Dutt's Lane, BOWBAZAR, CALCUTTA.

An Ideal Journal of Practical Agriculture, Art, Industry, Medicine, Manufacture, and various Informations.

ANNUL SUBSCRIPTON, Rs 2—8, POST FREE.

For particulars regarding Rates of Advertisments, etc., apply to our London agents Messers. T. B. Browne, Ltd., 163, Queen Victoria Street, London, E. C; C. Mitchell & Co., Ltd., 1 & 2, Snow Hill, London, E. C; Sells, Ltd., 166, Fleet Street, London, E. C.

হোমিওপ্যাথিক টাইফয়েড চিকিৎসা।

রোগের বিস্তৃত লক্ষণ, বিস্তারিত চিকিৎসা প্রণালী, রেপার্টরী সমেত সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক, চিকিৎসক এবং সংবাদপত্রসমূহ দ্বারা ভূয়োসী প্রশংসিত। মূল্য ১৲ ভি পি স্বতন্ত্র।

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়সমূহেও প্রাপ্তব্য

যদি ঘরে বসিয়া ঠিক কলিকাতার দরে জিনিষ পাইতে চান—তবে আমাদের সঙ্গে পত্র বা হা রু।

আমরা খুব সুন্দর সুন্দর বাণ্ডসুদ্ধ হাত-ঘড়ি, ফাউণ্টেন পেন, ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর, কাগজ কলম ঔষধ পত্র—ছবি, বই, খেলানা ছেলেদের জন্য উড়ো জাহাজ চলন্ত ষ্টীমলঞ্চ, এঞ্জিন, বৈদ্যুতিক ছোট কলকারখানা ইত্যাদি ও অন্যান্য অনেক জিনিষ গ্রাহকের পছন্দমত ডাকে সরবরাহ করে থাকি। কারখানার কমিশন মাত্র পাইয়া—ঠিক কলিকাতার দরে—কোন কোন জিনিষ আরও সস্তায় দিতেছি। অর্ডারের সঙ্গে সিকি মূল্য অগ্রিম পাঠিয়ে একবার পরখ করে দেখুন—খুসী হন কি না। ঠকবার ভয় নেই। যে কেহ এ সমবায়ের সদস্য হতে পারেন। "গৃহস্থ সমবায়"

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, এম, আর, এ, এস্।

শ্রীগোপালচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ম্যানেজিং ডিরেক্টারস্
১৫ নং খেলাৎবাবু লেন, কাশীপুর কলিকাতা।

১৯০৯ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত ১৫ ভলিউম

‘কাজের লোক’ সমস্ত লইলে

প্রত্যেক ভলিউম ৩৲ স্থলে ১৷৹ টাকা প্রত্যেক খণ্ড ১।০, হাতে হাতে লইয়া যাউন।

আমরা কিছু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

"Kajer-Loke" or Businessman— * * * is repleted with useful articles on art and Industry.

Indian Empire.

"Contains interesting articles on trade and speculation." *Indian Daily News.*

"Kajer-Look,"—Or the "Businessman" is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture *Bengalee.*

"A special and heathy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartly wish our contemporary all success in his noble endeavours.

The Indian Nation.

* * "The Businessman" is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike."

Telegraph.

"There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading "Kajerloke."

Gardeners Magazine.

"কাজের লোকের" বিস্তৃত সমালোচনা আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই এরূপ সুন্দর, সুলিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকা-খানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।" যশোহর।

"সত্য বলিতে কি, এরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, ‘কাজের লোকের’ মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্ব্বথা সুসিদ্ধ হয়।" সময়।

"আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধ-গুলি যেরূপ সারগর্ভ, সেইরূপই উপযোগী!" বঙ্গবন্ধু।

* * * "কাজের লোক" "এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে বাহির হইয়া থাকে। ইহার কার্য্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা এরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি "কাজের লোক" পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় * * * *

দৈনিকচন্দ্রিকা।

"আমরা "কাজের লোক" পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।"

খুলনাবাসী।

"কাজের লোক" গৃহস্থ মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।"

মেদিনী-বান্ধব।

এরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। "কাজের লোক" পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রবৃত্তি জন্মে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়হীন "বেকারের" বন্ধু। * * * বিজ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী যাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বাঙ্গালী যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, ইহাই ‘কাজের লোকে’র উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালায় এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালায় সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা "হিতবাদী", "বঙ্গবাসী", "বসুমতী", এবং অন্যান্য অসংখ্য সংবাদপত্রও ভূয়োসী প্রশংসা করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, স্থানাভাবশতঃ সকলগুলি দিতে পারিলাম না।

অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা

শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,

:.৫৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা :

এলোপ্যাথিক বিভাগ।

আমি বিলাতের প্রধান প্রধান ঔষধালয় হইতে প্রচুর পরিমাণে এলোপ্যাথিক ঔষধ, পেটেণ্ট ঔষধ, যন্ত্র ও অস্ত্রাদি, সুগন্ধিদ্রব্য ইত্যাদি আমদানী করাইয়া যথাসম্ভব সুলভমূল্যে বিক্রয় করি। মফঃস্বলের অর্ডারানুসারিক মাল অতি সত্বরে ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ।

(জন্মান নহে) বিশুদ্ধ আমেরিকান ঔষধ টিউব শিশিতে প্রতি ড্রাম /৫ ও /১০। কলেরা ও গৃহ-চিকিৎসার বাক্স ঔষধ কোটা লেনা যন্ত্র ও পুস্তক সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি যথাক্রমে ২৲, ৩৲, ৩৷৹, ৫৶৹, ৬৷৹ ও ১১৷৹। সুগার গ্লোবিউল পিল, কর্ক ইত্যাদিও সুলভ। মফঃস্বলের মাল অতি সত্বর ভিঃপিঃতে পাঠান হয়।



ঘোষ এণ্ড সন্স,

জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চসমা বিক্রেতা,

টেলিফোন নং ২৫১৭।

১৬৷১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, হেড্ আফিস ও কারখানা, ৭৮৷১ নং হ্যারিসন রোড।

গিনি সোনার প্রস্তুত চিরুণী, চেন, পার্শী ও ইহুদী মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যৌতুকাদি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা "বন্দে মাতরম্" "সুখে থাক" ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম ক্লক, টাইমপিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চসমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

ছাপার কাজ।

সকল প্রকার ছাপার কাজ সুলভে তৎপর করিয়া থাকি।

ম্যানেজার কাজের লোক।

আমি

৪০ বৎসর চাউল ও ধান্যাদি খরিদ করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র সুলভে অল্পব্যয়ে শীঘ্র সরবরাহ করি —পত্র লিখুন।

শ্রীফেলারাম মণ্ডল,
গলসী পোঃ বর্দ্ধমান।

কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিক্ষা।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত।

মূল ॥০ ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অসংখ্য হাতে হেতেরে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঘরে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। সুন্দর ছাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ শীঘ্র লিখুন।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং ধনাকাঙ্ক্ষীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াসসাধ্য উপায় সমূহ বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত। এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে তবে আমাদের আনীত এই পুস্তকখানিই যেন ক্রয় করিবেন। মূল্য ২৲ টাকা ভিঃ পি স্বতন্ত্র। কাপড়ে বাঁধান, পরিষ্কার অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত। যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

How a penny became Thousand Pounds Rs. 2/4/-

How to mend and how to make (secondhand Book) Rs. 1/8

Watch repairing Rs. 1/8

V. P. and postage extra.

বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের ফন্দি সন্ধিও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পন্থা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্ডার করিবেন, পকেট সাইজ, ফুলিসক্যাপ ১৬ পেজি সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ॥৵০ আনা। ভি, পি স্বতন্ত্র।

ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ২৲ যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আমাদের বেশী কর্ম্মচারী নাই যে, সর্ব্বদাই এই কার্য্যে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকন্তু ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায়। সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। যাহা আমাদের নাই, তেমন পুস্তকও অর্ডার করিলে সংগ্রহ করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কমিশন সেলেও পুস্তক রাখা হয়। সে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, "কাজের লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস,
২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা।

জ্ঞাতব্য কথা।

১। আজ কালের ছেলেরা বিলাসী, অসংযমী, কাজেই ব্রহ্মচর্য্য বিরত স্বেচ্ছাচারী হইবে বিচিত্র কি? আগেকার ছাত্র ও সাধারণ সকল ছেলেরাই বিলাস শূন্য, সংযমী, ব্রহ্মচর্য্যে থাকিয়া বেশ সুখে সচ্ছন্দে দীর্ঘায়ু লাভ করিতেন। আর বর্ত্তমান কালের বিলাসী বাবু ছেলেরা অসংযমী হইয়া অকালে মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইতেছেন।

২। উপদেশ শুনিলে কাজ হয় না, উপদেশ শুনিয়া তদানুষ্ঠানেই সফলতা লাভ হয়। নতুবা পুস্তকে বা গুরুজনের মুখের কথা বেশ মিষ্টবোধ হয় বটে, কিন্তু কার্য্যকালে উচ্ছৃঙ্খলতা অবলম্বন করিলে উপদেশ ও সৎকথা শ্রবণ করার কোনই ফল হয় না।

৩। যাহার অধ্যবসায় সুদৃঢ় হইয়াছে, তিনি প্রত্যেক কার্য্যেই কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। অধ্যবসায় সহকারে যত্ন ও পরিশ্রম করিলে অসাধ্য বলিয়া যাহাকে দেখিতেছি বা ভাবিতেছি, তাহাও অনায়াসে সুসিদ্ধ হইয়া থাকে।

৪। কর্ত্তব্য পরায়ণ না হইলে মানুষে পশুতে বিভেদ কি? যে কাজ করিতে মানুষ অবশ্যবাধ্য তাহাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম—তাহাই ধর্ম্ম। এই বাধ্যতা মূলক কর্ম্ম করিলেই কর্ত্তব্য পরায়ণ ধার্ম্মিক হওয়া যায়। ক্ষমা, ধৈর্য্য, ভালবাসা, সহানুভূতি, সরলতা, বিশ্বস্ততা, স্নেহ, মমতা, সত্যকথা, বাক্‌সংযম, মিষ্টভাষিতা প্রভৃতি গুণগুলি আশ্রয় করিয়া, পবিত্র মধুর স্বভাব গঠিয়া তুলিতে হইবে। চরিত্র গঠন করিতে ইচ্ছা থাকিলে আগে ঐগুলি অর্জ্জন কর। চরিত্রবানই মনুষ্যত্ব পদবাচ্য।

৫। অনৈক্যতা, আলস্য, অকর্ম্মণ্যতা প্রভৃতিই অকর্ত্তব্য। প্রত্যেক সংসারী লোকের দয়ালু, ধৈর্য্য, ক্ষমাশীল, স্নেহ, মমতাদি গুণে ভূষিত হইতে হইবে। সাধ্যানুসারে কায়, মন ও ধন দিয়া পরের দুঃখ মোচন করিতে হইবে।

৬। যাঁহারা আজীবন শ্রমশীলতা, মিতাচারিতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই নিশ্চয় সুখে স্বচ্ছন্দে দীর্ঘ জীবন লাভ করেন।

৭। অন্তর ও বাহ্য যত পরিষ্কার রাখা যাইবে, ততই শান্তি সুখ লাভ হইবে। যাহার অন্তর বাহ্য অপরিষ্কার সেই দুঃখী অর্থাৎ পাপী।

৮। নিজে ভাল হও, এবং অন্যেকে ভালবাস তা হলেই নিষ্কামধর্ম্ম সাধন সহজ হইবে।

৯। শত্রুকে ভালবাসিতে পারিলে, সেই-ই মিত্র হইয়া যাইবে। কেননা, প্রকৃতির নিয়মই এই, যে যাহাকে আন্তঃরিক ভালবাসে, সে তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতেই পারে না।

১০। যাহার অল্প জ্ঞান, সেই তার্কিক, বাচাল ও অহঙ্কারি হয়, যিনি প্রকৃত গভীর জ্ঞানী, তিনিই সুধীর। জ্ঞানীরা অল্প কথায় ধীর শান্তভাবে বলেন; কিন্তু মূর্খরাই কেবল চিৎকার করে। জ্ঞানী অজ্ঞানী চিনিতে হইলে সুধীর ও তার্কিকদিগের কথা শুনিলেই চিনিবে আসল কি নকল।

১১। মিতব্যয়ী হইতে হইবে বলিয়া কৃপণ হওয়া অকর্ত্তব্য। কৃপণকে কেহ ভাল বাসিতে চায় না। মিতব্যয়ী যিনি, তিনিই সঞ্চয়ী। তিনি একটি পয়সাও তুচ্ছ ভেবে বৃথা খরচ করেন না বলিয়া কালে ধনী হইয়া থাকেন।

১২। সাদা সিধা ভাবে আহার, রীতিমত পরিশ্রম করিলে আজীবন শরীর ভাল থাকে। বাবুগিরি করিতে নাই, পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্যই অধঃপাতের মূল।

১৩। যাহারা স্বার্থপর, তাহারা যুক্তি বুঝিতে চায় না। বরং নিজের জেদ বজায় রাখিতে নানারূপ তর্কজাল বিস্তার করে। স্বার্থপর লোকদিগের সহিত সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়। জগৎ স্বার্থপর—স্বার্থশূন্য লোক কয় জন সংসারে পাইবে? তাই নিজের স্বার্থ-রক্ষার্থ অপরের স্বার্থে হাত দিলেই বিপদ ঘটে। স্বার্থত্যাগী মানবই দেবতা।

১৪। যাঁহার নাম স্মরণ করিলে ভবরোগ দূরীভূত হইয়া যায়, তাঁহার নাম নিয়ত জপ করিতে পারিলে সকল প্রকার দৈহিক ও মানসিক পীড়া যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। তাই বলি শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, সুখে, দুঃখে, রোগে, শোকে যে অবস্থায় কেন থাক না, একমাত্র ঔষধই শ্রীভগবানের নাম জপকরা। পেটেণ্ট ঔষধ স্পর্শ ক'রওনা, ভগবানের নামঃ যে আমাদের পেটেণ্ট ঔষধ তাহা ভুলিয়া বা উপেক্ষা করিয়া জড়দেহ রক্ষার্থ জড়জ ভেষজ সেবনে রোগারোগ্য হইবে না, বরং বৃদ্ধি পাইবে এবং একটা রোগ যাপ্য হইয়া আর একটী রোগে ভুগিবে। নাম সুধারস পান কর, ইহকাল পরকালে সুখ পাইবে। নান্যঃ পন্থা—নাম ব্যতীত আর পথ নাই। তবে নাম করার মত করিতে হইবে, বেগারে নহে—মুখে নহে—প্রাণে প্রাণদিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি অনুরাগে বিশ্বাসে নাম জপ করিতে হইবে। সাধনা সিদ্ধ হইবে।

সবাই ভাল বলেন কেন জানেন? আসল কথা হচ্ছে ছেলে মেয়েকে দেবতা করে তয়েরী করা, তবে তালিমেরে নয়, আসল খাঁটি রত্নরাজি দিয়ে, সে এই বইক'খানি।

শিশু-গীতায়—কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য কর্ম্মকরার ফল লাভ হবে।

শিশু-চণ্ডীতে—গৃহ মঙ্গল ও দুর্গোৎসবের উৎপত্তি শিক্ষা পাবে।

শিশু-যোগে—মনোযোগ ও স্মরণশক্তি বাড়াবে।

প্রত্যেক খানি।৵০ আনা করিয়া ১৵০ এক টাকা দুই আনা।

শিশু-কণ্ঠহার—এক শব্দের বহু প্রতিশব্দ পাবে। দাম ৵০ আনা। ঐ ৪ খানার দাম ১।০ আনা, ভিঃ পিঃ ডাকে ১॥৵০ আনা।

কথাগুলি বাড়াইয়া বলা হইল;—কি সত্য বলা হইল বইক'খানি পড়ে দেখুন বুঝবেন। কয়েকখানি সংবাদ পত্রের মতের সারাংশ কিছু দিলাম—

এডুকেশন গেজেট ২রা মাঘ ১৩২৬।

শিশুকণ্ঠহার—অমরকোষ অবলম্বনে লিখিত * *

শেষের তিনখানি পুস্তকে **লেখক বিশেষ দূরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন**। শিশুদিগকে (৮ আট বৎসরের কম বয়স্কদিগকে) **চণ্ডী, গীতা এবং যোগ বুঝাইবার চেষ্টা এই নূতন**: ৫০।৬০ বৎসরের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণই উহার মর্ম্ম বুঝিতে বিশেষ কষ্ট পাইয়া থাকেন। তবে **এগুলি অধিক বয়স্কেরাও পড়িলে উপকৃত হইবেন।**

শিশুদিগকে উপহার দিবার জন্য সুদৃশ্য পুস্তকগুলি এক্ষণে অধিকাংশই ইংরাজী ধরণে লিখিত হইয়া হিন্দুছেলেমেয়েদের অনেক অনিষ্ট করিতেছে—এ স্থলে ছেলেবেলা হইতে হিন্দুর অমূল্যধন চণ্ডী, গীতা এবং যোগের নাম শিখাইয়া দেওয়া ভাল।

বড়ই সৎকার্য্যে উদ্যোগী লেখক। * *

যে সকল কথা এই পুস্তকগুলি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে তাহাতে **এই শুভ উদ্যমে পূর্ণ শুভফল হিন্দুসমাজ পাইতে পারিবেন বলিয়াই মনে হয়।** "সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বাপেক্ষা মধুর উপদেশ কোনরূপে শিশুর কর্ণে প্রবেশ করাইয়া রাখা যাউক। যাবজ্জীবন উপকার করিতে থাকিবে।" ভাষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—রবি বাবুর ভাষায়।

কাজের লোক, মে, ১৯২০।

চণ্ডীখানি—এত সরল এবং সহজবোধ্য ভাষায় লিখিত যে, শিশুগণ পাঠ করিতে প্রকৃতই আনন্দ পাইবে। আমরা আগাগোড়া পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি।

শিশু-গীতা—অতি সহজ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। শিশুর পাঠোপযোগী করিতে গ্রন্থকার যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহার সে প্রয়াস সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে।

শিশু-যোগ—অতি সরল ভাষায় যোগের গুঢ়তত্ত্ব যে এত পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া শিশুর কোমল হৃদয়ে ধারণা করান যায়, শিশুযোগ পাঠে আমরা তাহা উপলব্ধি করিলাম। প্রত্যেক হিন্দু পিতার উপরোক্ত পুস্তক তিনখানি বালক বালিকার হাতে দেওয়া উচিত। পুস্তকগুলি প্রাইজ বিতরণের উপযুক্ত।

শিশু-কণ্ঠহার—অকারাদিক্রমে অমরকোষের ন্যায় বাঙ্গালা প্রতিশব্দাবলী। বালককে কণ্ঠস্থ করাইলে এক কথায় অনেক প্রতিশব্দ শিক্ষা হইবে।

ইংরাজি প্রতিশব্দও দেওয়া হইয়াছে। ইহা প্রত্যেক বালকের অপরিহার্য্য পুস্তক সন্দেহ নাই।

প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২৮।

শিশু-চণ্ডী—মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী আবির্ভাবের কাহিনী ও স্তোত্রগুলি ছেলে মেয়েদের জন্য লেখা। যে দুর্গোৎসব বঙ্গের প্রধান উৎসব তার ইতিহাস জানা বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের উচিত। সেই জানার উপায় এই বই।

শিশু-গীতা—গীতার মূল তত্ত্ব ও উপদেশ কৃষ্ণার্জ্জুনের কথায় সহজ করিয়া ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। * * তাতে চিত্তবৃত্তি মার্জ্জিত ও জিজ্ঞাসু হইবে।

শিশু-যোগ—যোগ কাকে বলে, যোগ করিলে কি হয়, যোগের উপকারিতা ইত্যাদি খুব সহজ করিয়া শিশুদের উপযোগী ভাবে বিবৃত হইয়াছে। এই বইখানি বেশ ভালো হইয়াছে, ছেলে মেয়েদের পড়িতে দিলে তাদের সংযম ও নীতি শিক্ষার সুবিধা হইবে।

শিশু-কণ্ঠহার—অমরকোষ হইতে বিভিন্ন শব্দের সামর্থক শব্দ একত্রসংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শিশুদের শব্দ শিক্ষার সাহায্য হইতে পারিবে। * * *

* * * *

লাভের জন্য এ সব বই প্রকাশ করা হয় নাই, তা যদি হতো তবে এই দুর্মূল্যের বাজারে বই ৪ খানার দাম ২॥০টাকা হইত কি না অভিজ্ঞগণ বুঝিতে পারিবেন। তাই বলি আপনি দয়া করিয়াএকবার পড়িয়া গ্রামের সকল ছেলেমেয়েদের জন্য কিনিতে বলিবেন।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥• টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

১৬শ বর্ষ।	New Series.	নব পর্য্যায়।	Vol. XVI.
৬ষ্ঠ সংখ্যা।	JUNE, 1922.*	জুন, ১৯২২।	No. 6.

সৎ প্রসঙ্গ।

"False friends are worse than open enemy "কপট বন্ধু প্রকাশ্য শত্রু অপেক্ষা ভয়ানক। পরিতাপ—কপট বন্ধুই পনের আনা তিন পাই। অধিকাংশ তথা কথিত বন্ধুই বিশ্বাসঘাতক। সুতরাং সাবধানে বন্ধুত্ব করা উচিত।

"Friends are best known in distress" দুঃসময়েই ভাল করে বন্ধু চিন্‌তে পারা যায়। সুসময়ে বন্ধুর অভাব হয় না। কিন্তু দুঃসময়ে কোন বন্ধুরই বন্ধুত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না।

"Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful" প্রকৃত বন্ধুর আঘাতও বিশ্বাস যোগ্য, কিন্তু ঘৃণিত শত্রুর চুম্বনও কপটতা পূর্ণ, সেই জন্য শত্রুকে বিশ্বাস নাই।

ধ্বংশের অগ্রগামী দূত হচ্চে অহঙ্কার, আর পতনের অগ্রগামী হচ্চে ক্রোধ। এ দুইকেই সামলে না চল্‌তে পাল্লেই অধঃপতন এবং ধ্বংশ সুনিশ্চিত।

"The blessing of God—it maketh rich and he addeth no sorrow with it" যদি ভগবানের আশীর্ব্বাদে ধন দৌলত লাভ কর, তবে তার পেছনে আর দুঃখ অনুতাপ থাকে না। কিন্তু সয়তানের আরাধনাতেও ধন দৌলত পেতে পার, তবে পেছনে অনুতাপ মনকষ্ট একদিন না একদিন আস্‌বেই। সেই দিন বড় ভয়ানক।

অন্যায় উপায়ে বহুলোককেই ধনী হতেও দেখেছি, কিন্তু তাদের পতনও দেখেছি অতি শোচনীয়। একটী প্রাণী ও সে ধন ভোগ কত্তে থাকে না। এইরূপ মতি গতি বিষয় পিপাসা সয়তানের প্ররোচনায়। "Ill got, ill spent" অন্যায় ভাবের উপার্জ্জিত ধন দৌলত অন্যায় রূপেই যেয়ে থাকে।" কিন্তু অনেক সয়তান এই অন্যায়েই আনন্দ উপভোগ করে, বিষয়ের মানের গৌরব করে বেড়ায়। আর জ্ঞানী দূর হতে তার এই পৈশাচিক তাণ্ডব নৃত্য দেখে হাস্য সংবরণ কর্ত্তে পারে না। হাসে এই জন্য যে, এত কৌশলের প্রতারণায় কষ্টের ধনের এক কপর্দ্দকও সে মরণের সময় সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না।

---

* আর কেন ? পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

নীচাশয়, অসৎ, খল, ইহারা যতদিন পৃথিবীতে থাকে, কুটীল মতলবের জন্য নিজেও এক মুহূর্ত্তও শান্তি পেতে পারে না অপরকেও শান্তিতে থাকতে দেয় না। লাভ—বেঁচে থাকতেও লোকের গালাগাল নিন্দা, মরণের পরেও তার স্মৃতিতে গালাগাল অভিসম্পাত। কিন্তু সৎলোক ইহ জগতে নিজেও শান্তি পায়, অপরকেও সুখী করে। মরণের পরও তার স্মৃতি শুষ্ক গোলাপের পাব্‌ড়ির ন্যায় যশ সৌরভ বিতরণ ক'রে জগতকে ন্যায়ের পুষ্প মণ্ডিত পথ দেখিয়ে দেয়। সে মরেও অমর। পার্থক্য এইটুকু। এই অমর জীবন লাভের জন্য ইচ্ছা হয় না?

বিষয় বৈভব কর, নিজে দাঁতে দাঁতে দাও না। কিছুদিন পরে দাঁত খিঁচিয়ে মরে যাও, আত্মীয় স্বজন দুই দিন "আমাদের কি করে গেলে গো" বলে কান্দে। কেন? না—দৌঁড়ে মুখে সৎ অসৎ নানান উপায়ে যে তাদের জোগাড় করে দিচ্ছিলে, সেটী বন্ধ হলো। সে দুদিনের কান্না ৩ দিনের দিন আর কেউ শুনতে পায় না। তোমায় একটু ছেঁড়া কাপড় পরিয়ে ছেড়া চাটাইয়ে বেন্ধে নিয়ে যেয়ে পুড়িয়ে দিয়ে আসে, চিতা নির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গেই তোমার নাম ফুরিয়ে গেল, দুদিন পরে কেউ আর তোমার নামও কল্লে না আর কর্ব্বেও না। কর্ব্বে কারা? যারা তোমার দ্বারা প্রতারিত—ব্যথিত, তারা কিছুদিন তোমার দুস্কৃতির জন্য ধিক্কার বর্ষণ করবে। ফুরিয়ে গেল সব। কীর্ত্তি দু'রকমের। সুকীর্ত্তি আর কুকীর্ত্তি। সুকৃত্তি রেখে যেতে পারলে জীবন সার্থক হতো। সুকীর্ত্তি সৎকর্ম্ম না কল্লে তো হতে পারে না—হয় ও না। তবে কেন অন্যায় অপকর্ম্ম করে চোদ্দ পুরুষের উপর কলঙ্ক অর্পণ করে যাও? নৈতিক উন্নতিতে আত্মার উন্নতি হয়, মানব ইহ জগতেই স্বর্গ ভোগ করে থাকে। ধন দৌলত অপেক্ষা ন্যায়বান সৎলোকের জগতে মূল্য ও সম্মান আছে। অনেক সয়তান তা বোঝে না।

ক্রিমি কীটের বিষ্টার মধ্যে থেকেই আনন্দ। তাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে সুবর্ণ পাত্রে রাখ, একমুহূর্ত্ত সে বাঁচবে না। নির্ব্বোধ বিষয়ী ঘৃণিত বিষয়েই বেঁচে থাকে, তাকে সৎপন্থা দেখালে তার দিন ঘনায়ে আসে। সেইজন্য সে সৎকে নিন্দা করে, অন্যায় অধর্ম্মেরই পোষকতা করে। ভাল লোককে এরা দেখ্‌তে পারে না, অপবিত্র করে দেবার উদ্দেশ্যে নানা ছল পেতে বেড়ায়। কিন্তু গোলাপদানীটা ভেঙ্গে চুর করে ফেলে দিলেও তার সৌরভ তাতে থাকে। অসৎ সয়তান কখনও সত্তের কীর্ত্তি লোপ কত্তে পারে না।

ব্যারণ রথ চাইল্ডের সিদ্ধি-লাভের উপদেশাবলী।

১। তোমার নিজের কাজ কারবারের প্রত্যেক খুঁটী নাটী বিষয়েও সাবধানে মনোযোগ রাখিবে।

২। সকল কার্য্যই তৎপরতার সহিত সম্পন্ন করিবে, দীর্ঘসূত্রতা পাপ।

৩। যাহা করিবে, তাহা বিশেষরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া নিশ্চিত রূপে সম্পন্ন করিবে।

৪। যেন যাহা ন্যায্য, তাহা করিতে সাহস থাকে, অন্যায় করিতে ভয় থাকে।

৫। জীবনের এক একটা পরীক্ষার সময় আসে, সেই পরীক্ষার সময় ধৈর্য্য রক্ষা করিয়া অটল থাকিও।

৬। জীবন যুদ্ধে মানুষের মত—সাহসী বীরের মত যুঝিও। বিপদে ভীত ও বিহ্বল হইলে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব।

৭। অসৎ সংসর্গে কদাচ মিশিও না। ভীষণ চরিত্রের জনসমাজ পরিত্যাগ করিবে।

৮। কদাচ অপরের কারবার বা যশের ক্ষতি করিও না। ইহা নীচাশয় লোকের কাজ।

৯। কেবল ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির সহিত মিশিবে। তাহার সহিত এক মতে কার্য্য করিবে।

১০। সর্ব্বদাই অসৎ চিন্তা সমূহ হইতে বিরত থাকিবে। সৎচিন্তাতেই জীবনাতিপাত করিবে।

১১। কদাচ মিথ্যায় আশ্রয় লইবে না, যত মূল্যবান ও ভাবিবার বিষয় হোক, মিথ্যা কথা বলিও না।

১২। অল্পই বন্ধু রাখিও, প্রকৃত বন্ধু বিরল।

১৩। যেমন তোমার অবস্থা নয়, তেমন সাজিতে যাইও না, সাজা বড় লোক ধ্বংশের দিকেই ধাবিত হয়।

১৪। সকলের সহিত ভদ্রজনোচিত ব্যবহার করিবে ও ভদ্র ব্যবহার শিখিবে।

১৫। তৎপরতার সহিত ঋণ পরিশোধ করিবে।

১৬। তোমার বন্ধু বান্ধবের সত্যবাদিতা সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে কখনও প্রশ্ন করিবে না। ইহা দ্বারা শত্রুতা বৃদ্ধি হইবে।

১৭। জনক জননীর উপদেশ শিরোধার্য্য করিবে।

১৮। তোমার নিজের যাহা মৌলিক কর্ম্ম পদ্ধতি, তাহার নষ্ট করা অপেক্ষা বরং কিছু অর্থ নষ্ট ভাল।

১৯। সর্ব্ববিষয়েই মিতাচারী হইবে। বাক্য, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য আহার, বিহার সর্ব্ববিষয়েই মিতাচারী হওয়া মনুষ্যত্ব লাভের অপরিহার্য্য উপকরণ।

২০। বিশ্রাম সময়ে আত্মোন্নতির চিন্তা করিবে,।

২১। যাহারা অসৎ চিন্তায়, অসার আমোদ প্রমোদে সময় কাটায়, তাহারা কোন কালেও কর্ম্মী হইতে পারে না।

২২। প্রত্যেক লোককে সম্মান প্রদর্শন করিবে, দয়া করিবে।

২৩। হতাশায় সম্মুখে কদাচ আত্ম সমর্পণ করিও না। ক্রমিক চেষ্টা দ্বারা বিফলাশাও সফল হইয়া আসে।

২৪। যাহা ন্যায্য, তাহার সফলতার জন্য প্রাণ পণেপরিশ্রম করিবে।

২৫। অন্যায়ের ত্রিসিমানায় যাইও না।

উপরোক্ত উপদেশাবলী বাস্তবিকই সর্ব্ব কার্য্যেই সিদ্ধিলাভের উপকরণ এবং মনুষ্যত্ব লাভেরও উপায়, তাহার সন্দেহ নাই। প্রত্যেক পিতা মাতার সন্তান সন্ততিকে উপরোক্ত উপদেশ মত কার্য্য করান উচিত। আমাদের দেশের নৈতিক অবনতিই অধঃপতনের প্রকৃত কারণ। চরিত্রের উৎকর্ষতা সাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। সে যুগে অধ্যাপকগণ নৈতিক উন্নতির জন্য শিক্ষা দিতেন। আধুনিক শিক্ষায় নৈতিক উন্নতির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না,। এই স্থানেই গলদ।

গাভী পালনের কেন দরকার?

এ দেশের লোক কৃষিজিবী। এ দেশের বড়/লোক ভাল ভাল ঘোড়া কিনিয়া সযত্নে পালন করে, কিন্তু গো পালনে বড়লোকদের তেমন লক্ষ্য নাই, অনেকে গয়লার জল দূষিত দুগ্ধ খাইয়া নিজের ও সন্তান সন্ততির স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া অকালে শমন ভবনে যাইবার সাহায্য করেন, কিন্তু বিলাসী বাবুগণ বাড়ীতে পাছে গোময়ের গন্ধ হয় বলিয়া গো-পালন করেন না। প্রত্যেক সংসারেই গাভীচর্য্যা, গাভী পালন করিলে বিশুদ্ধ ঘৃত দুগ্ধ পাওয়া যায়, দীর্ঘ জীবন লাভ করিতেও পারেন।

পল্লীগ্রামে প্রায় প্রত্যেক লোকের বাড়ীতে এখনও গাভী আছে, সেইজন্য পল্লী-শিশু বড় একটা ইন্‌ফ্যানটাইল লিভার বা শিশু যকৃত পীড়ায় মরেও না। সহরের দূষিত দুগ্ধ খাওয়া অপেক্ষা দুগ্ধ না খাওয়াই ভাল। তাহা হইলে সহরের শিশু বাঁচে কি খাইয়া? সেইজন্য সহরেও প্রত্যেক গৃহে গাভী রক্ষা করা উচিত। বিলাতি দুগ্ধ খাওয়া আবার একটা নূতন উপসর্গ জুটিয়াছে। গতবারে বোধ হয় পাঠকগণ ডাক্তার নন্দীর গাঢ় দুগ্ধ শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। প্রত্যেক গৃহস্থেরই গাভী রক্ষা করিলে দুগ্ধের স্বচ্ছলতা হইবে। সহরে গরু পোষা একটু ব্যয় বাহুল্য বটে, কিন্তু শিশুর অমূল্য জীবনের কথা ভাবিলে এ ব্যয়টাকে অপব্যয় বোধ হইবে না।

জাপানী দেশলায়ের কথা।

কিছুদিন আগে একখানা জাপানী মাসিক পত্রে ("The Japan Magazine") পড়ে ছিলাম, মাকাটো শিমিজু নামে একজন জাপানী যুবক ইঞ্জিনিয়ারীং পড়্‌বার জন্যে ফ্রান্স গিয়েছিল। সেটা হলো ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে, প্রায় আজ ৫২ বছরের কথা। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সে জাপানে ফিরে এসে একটা দেশলায়ের কারখানা স্থাপন করেছিল। তারপর পুনরায় সেই উৎসাহী জাপানী যুবক ইয়োরোপে যেয়ে নানা স্থানের দেশলায়ের কারখানা দেখে জাপানে যখন ফিরে এল, তখন দেশলাই তৈয়েরীর অভিজ্ঞতা লাভ ভালই হয়েছিল, আর তারই ফলে ওশাকা কোব, নাগোয়া প্রভৃতি স্থানে দেশলায়ের কারখানা স্থাপন কত্তে সমর্থ হয়েছিল।

এ দেশের লোকের যেমন কতকগুলো সংস্কার আছে, "কাজের লোকে" জাপান কাহিনী যাঁরা মনোযোগের সহিত পাঠ করেছিলেন, তাঁরা জানেন, জাপানেও অনেক তেমনি কুসংস্কার ছিল, এখনও যে নাই তা নয়। দেশলাই যদি হলো তো জাপানীরা ব্যবহার কর্ত্তে চায় না, তাদের গোঁড়ায়া বলতে লাগ্‌লো, এ আচ্‌কা আগুন অপবিত্র, সুতরাং দেশলাইয়ের আগুন দেবালয়ে নিয়ে যাওয়ায় পাপ আছে। বহু বৎসর এরূপে দেশলায়ের চলন হতে পারনি। এখন সে কুসংস্কার আর নাই। জাপানী দেশলাই জাপানে তো চল্‌বেই, কারণ তাদের দেশের শিরে ভক্তি শ্রদ্ধা আছে। তা না হলে কি তারা আজ দুনিয়ায় ভেতর একটা কেষ্টর বেষ্টর মধ্যে দাঁড়াতে পার্‌তো? জাপানী স্বদেশী প্রেম্‌তো মুখের নয়, তার সে দেশভালবাসা তাদের অন্তরের—তাই তারা আজ শক্তি মধ্যে জগতে খ্যাতি লাভ কর্ত্তে পেরেছে। জাপানীরা আমাদের দেশের মত চকমকি ঠুকেই আগে আগুন কর্ত্তো।

জাপানীরা যে দেশলায়ের কাজে খুবই উন্নতি কর্ত্তে পেরেছে, তা সকলেই দেখ্‌তে পাচ্ছেন যুদ্ধের আগে জাপানী দেশলাই পয়সায় ৩।৪টা ছিল, খুব ছোট দেশলাই দুই পয়সা ডজন অর্থাৎ বারটা পর্য্যন্ত রাস্তার ধারে ধারে ফেরিওয়ালরা পর্য্যন্ত বিক্রি করেছে আমরা তাও তো দেখেছি। জাপানী দেশলায়ের কারখানায় আজ লক্ষ লক্ষ নরনারীর অন্নের সংস্থান হচ্ছে। এরা এত সস্তায় দেশলাই দিতে পারে যে, কোন ইয়োরোপীয় দেশলাই

ব্যবসায়ী যুদ্ধের পরেও এদি'কে পরাস্ত করে উঠ্‌তে পারেনি। জাপানী দেশলায়ে ভারত পরিপূর্ণ। সুইডেন ও নরওয়ে দেশলাই প্রায় দেশছাড়া হয়ে পড়েছে। শুনেছি যে দেশলাই প্রস্তুতের কাঠ জাপানে জন্মে না, তাদিকে এ কাঠ বিদেশ হতে আমদানী কর্ত্তে হয়। আর এই বিদেশী কাঠ উচ্চ মূল্যে কিনেও এত সস্তায় দেশলাই দিতে পারছে যে, ইয়োরোপের কোন দেশলাইপ্রস্তুতকারক ব্যবসায়ী জাপানকে হটাতে পাচ্ছে না।

এইবার আমাদের বাঙ্গলার অবস্থাটা দেখুন। জাপানে দেশলায়ের কাঠ জন্মায় না, বাঙ্গলাতেও জন্মায় না। জাপানে ফস্‌ফরাস গন্ধক প্রভৃতি পাবার যে সুবিধা আছে, বাঙ্গালাতেও সেই সুবিধা আছে, তবে জাপানের দেশলাইএর এত উন্নতি কেন, আর আমরা দেশলায়ের জন্য পরের মুখ চেয়ে থাকি কেন? এর মানে হচ্চে, কোন বিষয়েই আমাদের একটা প্রকৃত আন্তরিকতা নাই। তারপর আমরা কাজের প্রকৃত পন্থা ধরতে জানি না, শিখ্‌তেও আগ্রহ নাই। আমাদের দফা রফা হয়েছে বাবু মেরে যেয়ে। কেবল বিলাসিতা বাবুত্ব দেখবার জন্যে—ফাঁকা বক্তৃতায় কিস্তি মাত কর্‌বার জন্যে—আর ফাঁক তালে নাম কিন্‌বের জন্যে আমরা যত ব্যস্ত, আসল কাজের দিকে আমাদের প্রবৃত্তি মোটেই নাই। আমরা বলি যে, গবর্ণমেন্ট দেশের অভাব মোচনের সমস্ত প্রতিষ্ঠান—গুলি করে দিন, আর আমরা বাবু হয়ে গোপে চাড়া মেরে পয়সা দিয়ে কিনে নিই। এরাই আবার দেশের দুঃখ দৈন্য ঘুচুবে, দেশের উন্নতি কর্‌বে। আপনার পায়ে যার জোর নাই, তাকে দাঁড় করায় কে? কোন দেশের গবর্ণমেন্টের সাধ্য নাই যে প্রজার অভাবের, ব্যবসা বাণিজ্যের সমস্ত প্রতিষ্ঠান-গুলি করে দিতে পারে। প্রজাকে এ সব করে নিতে হবে।

কিন্তু দেশের অর্থশালী—যাকে বলে ধনীগণ তাঁরা উদাসীন—যৌথ কারবারে এদেশের লোকের বিশ্বাস বা আস্থা নাই, তার উপর উচ্চহার যাবার যতগুলি বদ্‌গুণ আবশ্যক, আমাদের ভেতর তার সবগুলিই আছে—শ্রম কাতর, অপব্যয়ী বিলাসী, একতাবিহীন বাঙ্গালী তাই পেটের দুটী অন্নের সংস্থান কর্ত্তেও পারে না। একালেও ২।১০টা দেশলায়ের কারখানাও হলো না গা? এ শুধু আপ্‌শোশের কথা নয়তো—এ লজ্জা—ঘৃণার কথা। এই দেশলায়ের উপর কর ধার্য্য হয়ে প্রত্যেক দেশলাইটার দাম হয়েছে দু'পয়সা—বাঙ্গালী তামাক, সিগারেটের যম বল্লেও চলে। একটা বিড়ি বা সিগারেট ধরিয়ে শেষ কর্ত্তে অন্ততঃ ১০টা কাটী নষ্ট হয়ে যায়, গড়ে প্রত্যেক লোকের প্রত্যহ একটা করেদেশলাই চাই। জাপান এই দেশলায়ের কাজেই তার দেশের লক্ষ্মীশ্রী করে ফেল্লে, আর আমরা চিরকালই জগতের ব্যবসায়ীর নিকট ক্রেতার জাতি হয়েই রইলুম। ভগবানের মার আর কি! আরে ভাই যদি দেশলাই না কর্ত্তে পারলি, তবে চক্‌মকি ঠুকে আগুণ কর্ত্তে দোষ কি? তা বল্লে কি হয়—পাশ্চাত্য সভ্যতায় সভ্য আমরা, চক্‌মকি বগলে করে কি বেরুতে পারা যায়। কিন্তু প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী ভদ্রলোক তার বুচ্‌কীর ভিতর চক্‌মকি সোলা নিয়েও বেরুতো, তখন তো সভ্যতায় পিপুল পাকে নি, তাই কেউ তাদিকে নিন্দেও কর্‌তো না। ঘৃণাও কর্ত্তো না। অথচ সেই সরল প্রকৃতির বিলাসশূন্য ভদ্রলোকগণ যে সকল বিষয় সম্পত্তি করে গেছেন, আজ আমরা তা হতেই দিন গুজরান কচ্চি—শুধু নক্‌রীর পয়সায় যে চল্‌চে তা নয়। মরেছি এই আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতায়। তবু এখনও কি ঘুম ভেঙ্গেচে?

কাশীর ব্রাহ্মণ-রক্ষা-সভা হইতে লক্ষ সন্ধ্যাপুস্তক বিতরণ।

—:০:—

দিন দিন ব্রাহ্মণের অবনতি হইতেছে, বেদজ্ঞ সৎ ব্রাহ্মণ পাওয়া ত দূরের কথা, অনেক ব্রাহ্মণ সন্তান সন্ধ্যা গায়ত্রীও, জানেন না। ব্রাহ্মণ-রক্ষা-সভা সেইজন্য লক্ষ সন্ধ্যাপুস্তক ছাপাইয়া বিতরণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। কোন মহাত্মা একাই পুস্তক প্রকাশের সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ-রক্ষা-সভা কাহারও নিকট আর্থিক সাহায্য চাহেন না, চাহেন কেবল স্বধর্ম্ম-প্রাণ ব্রাহ্মণ, যিনি পুস্তকগুলি পাইয়া অশিক্ষিত এবং কৃষি কার্য্যে রত সন্ধ্যাহ্নিক-বর্জ্জিত ব্রাহ্মণসন্তানগণের মধ্যে সন্ধ্যা পুস্তকগুলি বিতরণ করিয়া দেন। এবং সন্ধ্যা আহ্নিক গায়ত্রীতে তাহাদের প্রবৃত্তি আনয়ন করিতে পারেন। সভার উদ্দেশ্য মহৎ, প্রত্যেক গ্রামেই ব্রাহ্মণগণ যেন সভার উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম রক্ষা করেন। এ বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় লিখিলে আরও বিশেষঃ বিবরণ জানিতে পারিবেন। "কাজের-লোকের" নাম উল্লেখ করিয়া লিখিবেন।

শ্রীঅম্বিকা চরণ শর্ম্মা
সম্পাদক—ব্রাহ্মণ-রক্ষা-সভা
১নং পঞ্চক্রোশী রোড,
নাগোয়া, বেনারস।

Notes of Interest.

বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়।

—:•:—

ভেজাল নারিকেল তেল।

১৯১২ সালে ২৮ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মিঃ কালিটকৃষ্ণ ঘোষে প্রেসিডেন্সীর সায়েন্স এসোসিয়েসনে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, তাতে তিনি দেখিয়ে ছিলেন যে, নারকেল তেলও খাঁটী পাওয়া যায় না। তিনি একবার একটা বাজারের নারকেল তেল কিনে তাঁর সন্দেহ হওয়ায় সেটাকে রাসায়নিক পরীক্ষা করেছিলেন। তাতে ১০০ ভাগ নারকেল তেলে প্রায় ৭৫ ভাগ খনিজ তৈল, যাকে বলে হোয়াইট অয়েল পেয়ে ছিলেন। এই হোয়াইট অয়েল খুব রিভাইন করা কেরোসীন অয়েল—ভেজাল দিতে সুবিধা হয়। এই জন্তে যে এটা খুবই তরল, বর্ণহীন। যে নারকেল তেলে এই হোয়াইট অয়েল থাকে, তা সহজে ঠাণ্ডায় জমতে চায় না। নারকেল তেল খাঁটী হলে ঠাণ্ডায় সে জমবেই। হোয়াইট্ অয়েলের দাম নারকেল তেলের চেয়ে অনেক কম, এক তৃতীয়াংশ বল্লেও হয়। ইহা কেশ রোগ ও শিরোরোগ আন্তে পারে। এখনকার যে সব সৌখীন নানা নামের সস্তা কেশ তৈল বাজারে বিক্রি হচ্ছে,তার অধিকাংশ তৈলে এই খনিজ তৈল মিশান আছে, সেই জন্তে অনেক তেলের বিজ্ঞাপনে দেখ্‌বেন লেখা আছে, আমাদের অমুক তেল শীতকালে জমে না—তা—জমবে কেন? তাতেতো খাঁটী নারকেল তেল থাকে না—আহাম্মক বিলাসী গুলো সেই তেল কিনে নিয়ে যেয়ে স্ত্রী, ছেলে মেয়েকে মাখ্‌তে দিয়ে অকালে চুল পাকিয়ে দেয়। খাঁটী নারকেল তেল ভারত মহিলার চুলকে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত,—কাল রাখ্‌তো।

—

বাঙ্গালার বাণিজ্য

১৯২১—২২ সনের সরকারী হিসাবে দেখা যায়—এবৎসর বঙ্গদেশে আমদানীর পরিমাণ শতকরা ১৪ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। বিগত বৎসর—অর্থাৎ ১৯২০—২১ সনে বাঙ্গালায় ১২২ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকার মাল বিদেশ হইতে আসিয়াছিল। আলোচ্য বৎসরের আমদানীর পরিমাণ মাত্র ১০৫ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা।

বাঙ্গালায় যত পণ্য বিদেশ হইতে আমদানী হয়, তাহার মধ্যে কাপড়ই বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। প্রধানতঃ বাঙ্গলার মাড়োয়ারী মহাজনেরাই বিলাতী কলওয়ালাদের নিকট হইতে কাপড় আনাইয়া ভারতের নানা স্থানে প্রেরণ করে। গত বৎসর এই বাবদ ৩৭ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা আমাদের ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। যে বাঙ্গলার সূক্ষ্ম মসলিন এককালে সমস্ত সভ্যজগৎকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিল, যে বাঙ্গালা হইতে এককালে ১৫ কোটী টাকার কাপড় বিদেশে রপ্তানী হইত, সেই বাঙ্গলার আজ এমন অধঃপতন হইয়াছে, সেই বাঙ্গালী এমন অকর্ম্মণ্য ও পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে যে, ল্যাঙ্কাশায়ারের কলওয়ালাদের কৃপা না হইলে, তাহাদিগকে উলঙ্গ থাকিতে হয়। আজ যে ৩৮ কোটি টাকা কাপড় বেচিয়া বিদেশী বণিক লুটিয়া লইয়া যাইতেছে—তাহার পরিবর্ত্তে আমরা কি পাইয়াছি? আমরা পাইয়াছি—দরিদ্রের করুণ-ক্রন্দন, আর রুগ্নের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ। বাঙ্গলায় লক্ষ লক্ষ তাঁতী কাপড় বুনিয়া স্বচ্ছন্দে দিন গুজ্‌রাণ করিত—আমাদের সর্ব্বনাশা সূক্ষ্মবস্ত্রের মোহে আজ তাহারা কর্ম্মহীন হইয়া অন্নাভাবে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। এই ৩৮ কোটি টাকা বাঙ্গালীর ঘরে থাকিয়া গেলে আজ আর বাঙ্গলায় পাঁচ কোটি নরনারীকে শুধু খাদ্যাভাবে জীবনী-শক্তি হীন হইয়া ম্যালেরিয়ার করালগ্রাসে আত্মাহুতি দিতে হইত না।

সুতরাং দেখে যে এবার বিলাতী কাপড়ের আমদানী ৩৭ কোটী ১৭ লক্ষ টাকার স্থলে কমিয়া গিয়া ২৭ কোটি ২৩ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে, ইহা শুনিলে সত্যই প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। মনে হয়, মহাত্মার কাতর প্রার্থনা হয়তঃ বিফল হয় নাই। গত বৎসর একমাত্র গেঞ্জি মোজা প্রভৃতির দরুণই আমাদিগকে ১০৯ লক্ষ টাকার ঘরের কড়ি পরকে বাহির করিয়া দিতে হইয়াছিল। সুখের বিষয়, এ বৎসর উহা করিয়া মাত্র ২৮ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। পৌণে সত্তর লক্ষ টাকার জুতার স্থানে মাত্র ৩ লক্ষ টাকার জুতা বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে। আবার ইহার মধ্যে বেশীর ভাগ ইংরাজ বা আধা ইংরাজেরাই ব্যবহার করিয়াছেন। কারণ তাঁহারা, মূল্যের যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, কখনও নিজের দেশের তৈয়ারী জিনিষ পাইলে অপরের জিনিষ ব্যবহার করেন না।

মাদক দ্রব্যের আমদানীও খুব কমিয়াছে। এ বৎসর মাত্র ৪৩০৭১ গ্যালন ব্রাণ্ডি আমদানী হইয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় উহা অর্দ্ধেকেরও কম। বিলাত হইতে আমদানী মদের পরিমাণ ৫২৫৫৯ গ্যালন কমিয়া ৫১৭০২৭ গ্যালনে দাঁড়াইয়াছে। ইহাও নিতান্ত শুভ চিহ্ন। এই বিষপানে আত্মঘাতীদিগকে সাবধান করিয়া দিতে যাইয়া যে সব মহাপ্রাণ কর্ম্মী আজ কারা-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তাঁহাদের আত্মত্যাগ নিতান্তই ব্যর্থ হয় নাই।

১৯২০—২১ সনে ৫০০০ খানা মোটর গাড়ী আমেরিকা হইতে কলিকাতায় আমদানী হইয়াছিল। এবার উহার ৫ ভাগের একভাগও আসে নাই। যে দেশের লোক দু'বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, সে দেশে মোটর-বিহারের কথা পরিহাসের মতই শুনায়। সুতরাং এ সংবাদেও আমরা সুখী হইয়াছি।

আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে রপ্তানীও কমিয়াছে। আপাতঃ দৃষ্টিতে উহা আমাদের লোকসান। কারণ বাহির হইতে টাকা আনিতে না পারিলে, শুধু পরের জিনিষ কিনিতে গেলে, আমাদের ঘরের টাকাই বাহির হইয়া যাইবে। বাঙ্গলার রপ্তানীর মধ্যে পাট, চা ও চামড়াই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাট বাঙ্গলার নিজস্ব সম্পত্তি, অন্য কোনও দেশে বাঙ্গলার মত পাট জন্মে না। কিন্তু পাটের ব্যবসায় সম্পূর্ণ বিদেশীর হাতে। কারখানার মালিকেরাও কেহই বাঙ্গালী নহে। কাজেই বিদেশী পাটের ব্যবসায়ীরা ইচ্ছামত পাটের দর কমাইয়া দেয়। অথচ যে দরে তাহারা কিনে, বিক্রী করে তাহার চতুর্গুণ দরে। বাঙ্গালার কৃষক এই লাভের ভাগ কিছুই পায় না। আর সর্ব্বত্র পাটের চাষ অসম্ভব বাড়িয়া যাওয়ায় ধানের আবাদ কমিয়া গিয়াছে এবং ফলে বাঙ্গলাদেশে অন্নাভাব ঘটিতেছে। ক্ষেতে যে পরিমাণ পাট জন্মায়, আজকালকার বাজারে ধানের দরের তুলনায় উহা লোকসান। কাজেই পাটের চাষ কমিয়া যাইতেছে। পাট বাঙ্গলার ধনাগমের এক প্রধান পন্থা—কাজেই পাটের চাষ একেবারে বন্ধ করিয়া না দিয়া, যাহাতে পাটের উৎপাদন ও ব্যবসায় সম্পূর্ণভাবে নিজেদের হাতে আসে, তাহার চেষ্টাই করা উচিত। চামড়ারও এই একই অবস্থা। কাঁচা চামড়া নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করি; কিন্তু সেইগুলিই আবার আমরা বিদেশ হইতে 'ট্যান্' করিয়া বহুমূল্যে খরিদ করি। যে পর্য্যন্ত এদেশের কাঁচামাল আমরা পণ্যশিল্পে পরিবর্ত্তিত না করিতে পারি, সে পর্য্যন্ত বিদেশী বণিকের খেয়ালমত দরেই আমাদিগকে উহা বিক্রয় করিতে হইবে। ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিতে না পারিলে, শুধু ন্যায়ধর্ম্মের দোহাই দিলে কেহ শুনিবে না, দুঃখ-দুর্দ্দশার করুণ কাহিনীতেও বিদেশী মহাজনের চোখ ভিজিবে না। তাহারা লুটিতে আসিয়াছে, সুবিধা পাইলেই লুটিয়া লইয়া যাইবে। আমরা যদি নিরীহ ছাগলের মত আমাদের গায়ের লোম কাটিতে দিই, তবে তাহারা ছাড়িবে না। সুতরাং যাহাতে বাঙ্গলার শিল্পবাণিজ্য বাঙ্গালীর হাতে আসে, তাহাই এখন আমাদের করিতে হইবে।

আনন্দ বাজার।

Agricultural Notes.

কৃষি-কথা।

—o—

নানা রকম শাক তরকারীর বীজ অনেকে বিক্রয় করে, কিন্তু সকল বীজ হইতে অঙ্কুর হয় না। ঠকাঠকির কারবার বড় বেশী হইয়াছে। সুতরাং কোন বীজ ভাল, তাহার পরীক্ষার উপায় জানা উচিত। "কৃষি সমাচার" লিখিয়াছেন :—

বাড়ীর আশেপাশের ছোট খাট জমিতে যদি বেশী পরিমাণ শাক সব্‌জী উৎপন্ন করিতে হয়, তাহা হইলে ভাল বীজ ক্রয় করিয়া চারা জন্মানই ভাল। খারাপ বীজ হইতে কখনও ভাল চারা জন্মিতে পারে না। নিজের জমিতে ভাল ভাবে শাক সব্‌জী জন্মাইতে পারিলে, শাক সব্‌জী খায়াও ১০।১৫৲ টাকা খরচ বাঁচিতে পারে।

অতি সহজেই ভাল বীজ ও মন্দ বীজ বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে। প্রায় সকল রকমের ছোট বীজই ভিজা ব্লটিং কাগজের দ্বারা পরীক্ষা করা যাইতে পারে। এক তা ব্লটিং কাগজ একটু ভিজাইয়া তাহার ভাজের মধ্যে বীজগুলি রাখিয়া কোন একটি পাত্রের মধ্যে রাখিয়া দিবে। এমন ভাবে রাখিবে, যেন ভিতরে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। অল্প কয়েক দিন এই ভাবে রাখিয়া দিলেই বীজ কিরূপ, উহা হইতে ভাল চারা উৎপন্ন হইবে কিনা, তাহা জানা যাইবে। যদি অল্প সময়ে চারা গজাইয়া উঠে, তাহা হইলে বীজ যে উৎকৃষ্ট তাহা নিঃসন্দেহ। জলে ভিজাইয়া করাতের গুঁড়ির মধ্যে বীজ রাখিয়াও পরীক্ষা করা যায়। তবে করাতের গুঁড়ির মধ্যে ঘন ঘন জল ছিটাইয়া উহা ভিজাইয়া রাখা দরকার। তাপ পরিমাণ সমভাবে থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া বীজ রাখিবে। বেশী জল দিয়া ভিজানও সঙ্গত নহে। খোলা ভাবে বীজ রাখা অপেক্ষা তাপের পরিমাণ যাহাতে সমান ভাবে থাকে, সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া বীজ পরীক্ষা করিলেই উহার প্রকৃত পরীক্ষা হয়।

কৃষি সমাচার।

হাত ঘড়ীতে বিপদ।

হাত ঘড়ী ব্যবহারের ফ্যাসন খুব প্রবল হইয়াছে। মানচেষ্টার মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার টেপফোর্ড বলিয়াছেন, ঐ

ঘড়ী ব্যবহার করিলে হাতে স্নায়ুপ্রদাহ রোগ জন্মে। বিলাসিগণ সতর্ক হউন।

ছাগলের গ্রন্থি সংযোগে স্বাস্থ্যলাভ।

১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাসে আমেরিকার এক ব্যক্তির শরীরে ছাগলের গ্রন্থিযোগ করা হইয়াছিল। তাঁহার সন্তান ছিলনা, কিন্তু এই গ্রন্থি সংযোগে (Interstitial transplansation) এক বৎসর পরে তাঁহার এক পুত্র সন্তান হয়। এই শিশু বেশ স্বাস্থ্যপূর্ণ এবং স্বাভাবিক মানুষের ন্যায়।

কলিকাতার পরদেশী সংখ্যা।

কলিকাতা ও সহরতলীর লোক সংখ্যা ১৩ লক্ষ। তন্মধ্যে বেহারী ও উড়িয়া ২ লক্ষ ৬৪ হাজার, হিন্দুস্থানী ১ লক্ষ ২৭ হাজার, মাড়োয়ারী ৩০ হাজার, পাঞ্জাবী ১০ হাজার, বোম্বাই ৮॥ হাজার, মধ্যপ্রদেশী ৮ হাজার, মান্দ্রাজী ৫২০০, আসামী ৩৯০০। অর্থাৎ প্রায় ৫ লক্ষ বাঙ্গালার বাহিরের লোক।

মটর গাড়ী।

১৯২০—২১ সালে ৪ কোটি ২৩ লক্ষ টাকার মোটর গাড়ী বাঙ্গালাদেশে আমদানি হইয়াছিল। ১৯২১—২২সালে কেবল ৭১॥ লক্ষ টাকার মোটর গাড়ীর আমদানি হইয়াছে। রেসমী মোজা ইত্যাদির আমদানি এই বৎসরে ৯॥ লাখ টাকা হইতে ৭০ হাজার হইয়াছে। জুতার আমদানি ১৬৵ লাখ হইতে ৩ লাখে নামিয়াছে।

ইহার কারণ এই মোজা ও জুতা সেলাই-এর কল চলিতেছে। মনের মত কাপড়ের কল চালাইতে পারিলে কাপড়ের আমদানিও হ্রাস হইবে।

গো হত্যা নিবারণ

বর্দ্ধমান মিউনিসিপালিটির হিন্দু কমিশনারেরা প্রায় সকলেই এক জোট হইয়া মন্তব্য পাস করিয়াছেন যে সহরের মধ্যে গোহত্যা হইবে না। ইহাতে মুসলমানেরা অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়াছেন। সেদিন মুসলমানেরা সভা করিয়া ঘোর আপত্তি করিয়াছিলেন। হিন্দুদিগের পক্ষ হইতে শ্রীসুধীন্দ্র কুমার রায় ও শ্রীঅশেষ কুমার বন্দোপাধ্যায় বলেন যে সাধারণ হিন্দুরা এরূপ ভাবে গোবধ নিবারণ করিতে চাহে না। সাধারণ হিন্দুরা মুসলমানদেরই উপর সমস্ত নির্ভর করে ও আশা করে যে, মুসলমানেরা অত্যন্ত দুগ্ধবতী গাভী ও বাছুর নষ্ট করিবে না। তাঁহারা ইহাও বলেন যে, হিন্দুরা মুসলমানদের কোনও প্রকারে জব্দ করিতে চাহেন না। দুই এক জন মুসলমানের ওরূপ বিশ্বাস ভুল।

বর্দ্ধমান কংগ্রেস কমিটি।

বর্দ্ধমান কংগ্রেস কমিটি চরকা প্রচলনে মন দিয়াছেন। বহু গ্রামে সভাও করিতেছেন। বর্দ্ধমান কংগ্রেস কমিটি একটি তাঁতশালা স্থাপন করিতেছেন এবং তুলা, তুলার বীজ, চরকা প্রভৃতি বিক্রয় করিতেছেন।

বর্দ্ধমান মিউনিসিপ্যালিটি।

বর্দ্ধমান সহরে বৈদ্যুতিক আলোর বন্দোবস্ত হইতেছে। বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিবার কলবাটি নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। লেখাপড়া মত (এগ্রিমেন্ট মত) কার্য্য হইলে খুব সত্বরে রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলোক দেওয়া হইবে। আশাকরি, বর্দ্ধমান মিউনিসিপ্যালিটি অন্যান্য বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করিবেন।

দাড়ী-বিদ্বেষ।

রুষিয়ার জার পিটার দি গ্রেট শ্মশ্রুর ভয়ানক শত্রু ছিলেন। তিনি রুষিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে বিদেশে ভ্রমণ করিবার সময়ে পশ্চিম ইউরোপের লোকদিগের মসৃণ শ্মশ্রুহীন মুখমণ্ডল দেখিয়া একান্ত মুগ্ধ হন। তিনি যখন জার হইলেন, তখন লোকের দাড়ির উপর ট্যাক্স বসাইলেন, তাহাতে রাজকোষের আয় বৃদ্ধি পাইল বটে, কিন্তু দাড়ির সংখ্যা হ্রাস পাইল না। অতঃপর তিনি মস্কো নগরের সদর দ্বারে একদল ক্ষৌরকার নিযুক্ত করিলেন। তাহারা কাহারও দাড়ি আছে, দেখিলেই জোর করিয়া তাহা মুড়াইয়া দিতে লাগিল। এইরূপে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা অনেকটা পূর্ণ হইয়াছিল।

সঞ্জীবনী।

কলকারখানার বিপদ

["New Witness" এ Arthur Apenty লিখিত "Aganist Industrialism" হ'তে]

পৃথিবীর যে সব দেশ এতদিন কলকারখানার মোহে আচ্ছন্ন ছিল, আজ তাদের সে মোহের জাল আস্তে আস্তে ছিন্ন হচ্ছে; ইংলণ্ড, আমেরিকা, জর্ম্মনীতেও আজ এমন লোক দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে, যাঁরা কলকারখানার সর্ব্বগ্রাসী হাঁ দেখে ভয় পাচ্ছেন। আর যে সবদেশে এই Industrialism বোল আনা ঢুক্‌তে পারে নি, সে সব জায়গারগাও

কলকারখানার বিরুদ্ধে একটা স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। তারা কলকারখানা একেবারে বাদ দিতে না চাইলেও তাকে সীমাবদ্ধ করতে চাইছে।

ভারতে অসহোযোগ মন্ত্রে এই কলকারখানার বিরুদ্ধে একটা প্রবল অভিমান দেখতে পাই যা এক সময় পৃথিবীব্যাপী আন্দোলনে পরিণত হবে। অসহযোগী কর্মীরা চরকা ও তাঁতের সাহায্যে হাতে কাটা সুতো ও হাতে বোনা কাপড়ের দেশব্যাপী প্রচলনকে আজ স্বরাজ লাভের মূলমন্ত্র ব'লে জ্ঞান করেন। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এরকম একটা ধারণা কেউ কল্পনায় আনতে পারতো না। স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল, যাতে দেশ ইউরোপ ও আমেরিকার অনুকরণে কলকারখানার সৃষ্টি করে আপনার অভাব আপনি পূরণ করতে পারে। ভারত তখনো পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি, বরং তাকে সর্বান্তঃকরণে অনুকরণ করতে চেয়েছিল। যা কিছু বিদেশী ভারতের কাছে বড় আদরের ছিল;—রাজার প্রাসাদ ইউরোপীয় অট্টালিকার অনুকরণে তৈরী হোত; সে প্রাসাদ সজ্জিত হোত বিলেত ও ফ্রান্স থেকে চেয়ার টেবিল আমদানী ক'রে। তাতে ইংলণ্ডের ব্যবসার উন্নতি; কিন্তু ভারতের সর্বনাশ হচ্ছিল। কেননা, ভারত যে দামের বিলাতী জিনিষ কিনতো, শুধু যে, সে টাকা দেশ থেকে বেরিয়ে যেতো তা নয়; ভারতের গৌরব ও নিজস্ব যে শিল্পকলা তা আস্তে আস্তে বন্ধ প্রাপ্ত হচ্ছিল। শিল্পি কোথাও না খেয়ে—কোথাও আধপেটা খেয়ে সমন সদনে চলেছিল; আর যারা প্রাণে মরেনি, তারা নিজেদের ব্যবসা ছেড়ে চাষের কাজে লেগেছিল, ছোটো ছোটো চাকরির আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে এল দেশে কলকারখানার যুগ। অনেকে মনে করল, দেশীয় শিল্পীদের দ্বারা কলকারখানার চলবে, তাতে তাদের অবস্থার উন্নতি হবে এবং দেশের অভাব দেশ মোচন করতে পারলে দেশের টাকা আর বিদেশে যাবে না; তাতে দেশের ধন সম্পদ বৃদ্ধি হবে। কিন্তু কলকারখানার যে কুফল তা থেকে ভারত অব্যাহতি পেল না; ভারতের শিল্পীদের ও অবস্থার কোন উন্নতি হল না। কেননা, ল্যাঙ্কাসায়ার বা বোম্বাইয়ের কল তার কাছে একই জিনিস; প্রতিযোগীতা একই জাতের। এই সমস্যা সমাধানের জন্য এই কলকারখানার বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া, আজ যা অসহযোগের মূলমন্ত্র হ'য়ে দাঁড়িয়েচে।

১৮৭৭ সালে দিল্লীতে যে শিল্পপ্রদর্শনী বসে, তাতেই জানা যায়, পশ্চিমের কলকারখানায় তৈরী পণ্য কি ক'রে দেশীয় শিল্পকলা নষ্ট করেচে। যেসব দেশীয় জিনিসের প্রচলন ভারতের বাজারে বাজারে হওয়া উচিত ছিল, তা কয়েকটি ধনি লোকের বৈঠকখানায় বা যাদুঘরে দুষ্প্রাপ্য জিনিসের মতো রক্ষিত হচ্চে। ডাক্তার আনন্দকুমার স্বামী বিলাতে অনেক বছর ছিলেন, তিনি আইরিসসভ্যতার পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের শিল্পকলার অবনতির ইতিহাস আলোচনা করেন, এবং শিল্পকলার অবনতি যে দেশকে দরিদ্র করচে এবং কলকারখানা যে দেশের ধনসম্পদ বাড়াতে পারে না—তার লেখায় তেতর দিয়ে এই কথা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন। এমন কি, তিনি স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে পর্যান্ত লেখেন যে, এর পেছনে শুধু ব্যবসা বাণিজ্যের আদর্শ ছাড়া দেশকে সত্যিকারের গড়ে তোলবার কোনো আদর্শ নেই; দেশের নেতারা আজ শুধু টাকা চাচ্চে।

কিন্তু ভারত দরিদ্র কেন? ভারত হারিয়েচে তার সনাতন সভ্যতার আদর্শ যে জন্য আজ তার শিল্পী খেতে পাচ্চে না; যেজন্য আজ তার সন্তানদের রুচি বিকৃত। তার ফলে, তারা চায় রুচি হীন সস্তা বিদেশী জিনিস, যা কোন শিক্ষিত ভদ্র ইংরাজ কিনবে না এবং যা তৈরী হয় শুধু ভারতের বাজারের জন্য। ক্ষণিক হলে ও এই খানেই পাশ্চাত্য সভ্যতা জয়ী হইয়েছিল; এই খানেই পশ্চিম আস্তে আস্তে দেশীয় রুচি নষ্ট ক'রে ভারতের জাতীয়তাকে বিকৃত করতে পেরেছিল।

স্বদেশী আন্দোলন কলকারখানার দিকে ঝোঁক দিয়ে ও বিদেশী জিনিসকে বয়কট ক'রে আসলে দেশীয় শিল্পীদের সঙ্গে বয়কট করেছিল, দেশীয় রুচিকে দেশ-ছাড়া করেছিল।

ভারতের এই অধঃপতনের কারণ কি? এককথায় ইউরোপের অনুকরণ ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ, আর তার জন্য দায়ী দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়। ডাঃ কুমার স্বামী বলেন "এই যে আমরা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়, যারা নিজেদের উন্নততর জীব ব'লে মনে করি, যারা কাউন্সিল, কনফারেন্স করি, যারা বড় বড় চাকরি করি, আইন আদালতে মোটা টাকা মারি,—আমরাই স্বদেশের সব কিছু ঘৃণা করি; তাতে ক'রে আমরা দেশের শিল্পকলা নষ্ট করেছি, শিল্পীর

বংশ প্রবংশ করেছি; এবং শেষে যখন আমাদের পকেটে হাত প'ড়লো, তখন বড় বড় বিদেশী কোম্পানি খুলতে গেলুম, বিদেশী ঢংএর জিনিস তৈরী করবার জন্য। আমরা জানতে পারলুম না যে দোষ আমাদের। আমরা সং সাজানো সাহেবী বাংলোর বাস করতে গেলুম, কলার, নেকটাইর সব চেয়ে নূতন সংস্করণ কি আর তা কি রকম ক'রে পরলে সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হয়, আর তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলুম! দেয়ালে আমাদের জর্ম্মনীর ছবি, মেঝেতে ব্রাসেলসের কার্পেট; আমরা দেশী জীবন্ত গান ফেলে বিলাতী কলের গান শুনতে গেলুম এবং সবশেষে দেশ উদ্ধার করতে গেলুম স্বদেশী সাবানের কারবারের শেয়ার কিনে। কিন্তু সত্যিকারের স্বদেশী যে তা নয়, সে যে জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। আগে দেশের প্রাণ বস্তুকে জান। তারপর ভারতের অতীত সভ্যতা আপনিই ফিরে আসবে।”

বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধ পশ্চিমের এই কলকারখানার যুগের সভ্যতার মূলে কুঠারাঘাত করেচে। এবং প্রাচ্যে পশ্চিমের গৌরব নষ্ট করেচে। অসহোযোগ আন্দোলন দেশব্যাপী একটা ওলট পালত এনে দিয়েচে। আর কংগ্রেসে বিদেশী ভাষায় কথা কয় না; এখন কংগ্রেস মুষ্টিমেয় ইংরেজী শিক্ষিতদের নয়। আজ সারা ভারত শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র, ইতর ভদ্র কংগ্রেসে যোগদান। আজ চরকা অসহোযোগ আন্দোলনের চিহ্ন স্বরূপ—আজ এই চরকাই বিদেশীয়সভ্যতার বিরুদ্ধে ভারতের বিদ্রোহের জয় পতাকা।

আত্মশক্তি।

Health and Hygiene.

স্বাস্থ্য-কথা।

হিন্দু-হোটেল।

বঙ্গদেশে দুই প্রকার সাধারণ ভোজনাগার দেখিতে পাওয়া যায়। ১ম ভাতের হোটেল, ২য় মাংসের হোটেল। ভাতের হোটেল বঙ্গের সর্ব্বত্র রহিয়াছে। বড় বড় রেলওয়ে ষ্টেশনে, মহকুমার নগরে এবং সহরে ভাতের হোটেলই সাধারণের অন্নস্থান। সহর ব্যতীত অন্যত্র যাবতীয় ভাতের হোটেলে খাদ্যের সহিত পর্য্যুষিত অন্নব্যঞ্জন মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। সেখানে খরিদ্দারের সংখ্যা আদৌ নিয়মিত নহে বলিয়া কিছুতেই রন্ধনের পরিমাণ স্থির করা সম্ভব নহে। সহরের হোটেলে, বিশেষতঃ কলিকাতার হোটেলে পর্য্যুষিত অন্নব্যঞ্জন মিশ্রিত হইলেও, ইহাদের পরিমাণ নিতান্ত অল্প। কিন্তু রন্ধন প্রণালী সর্ব্বত্রই সমান। তা ছাড়া বাজারে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ, যে তৈলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভেজাল, তাহাই হোটেলের খাদ্য সম্ভাবের উপাদান। ঘৃত বলিয়া একটি খাদ্য হোটেলের সীমায় উপস্থিত হয় না। এরূপ হোটেল মাত্রেই দুইটি জীবের অধীনে পরিচালিত হয়। একজন "ঝি" নাম্নী পরিচারিকা এবং অপর "ঠাকুর" নামক পাচক। ইহাদের পরস্পরের সহিত কি সম্পর্ক, তাহা লিখিয়া পাঠককে বিরক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। মানবের ইন্দ্রিয়-ঘটিত যাবতীয় বীভৎস রোগের এই দুইটি জীব পরম আশ্রয়স্থল; ইহারা অপরিচ্ছন্ন। তদুপরি হোটেলটি সাক্ষাৎ নরক-মূর্ত্তি। দুর্গন্ধ সে স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে চাহে না; গৃহতল সর্ব্বদা আর্দ্র; ভোজন পাত্রের চতুর্দ্দিকে কর্দ্দমলিপ্ত, উচ্ছিষ্ট ও আবর্জ্জনা সংলিপ্ত, বৃহৎ কলেবর দুই দশটা মার্জ্জার ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে; পাকশালা অন্ধকার-পূর্ণ এবং তৈলপাইক ও মূষিকের প্রিয় আবাস। এইরূপ স্থলেই ভদ্র, অভদ্র, মধ্যবিত্ত দরিদ্র সকলেই ভোজন করেন। বিদেশে চাকুরী করিতে আসিয়া বা কার্য্যোপলক্ষে আসিয়া কোথায় তাঁহারা দুইটি অন্নের জন্য গমন করিবেন? কাজেই ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, কোনওরূপে দুইটি অন্ন গলাধঃকরণ করিয়া দিন কাটাইয়া দেন।

তৎপরে মাংসের হোটেল,—ইহা বড় বড় সহরেই অবস্থিত, মাংসাদি ছাগলের কি কুকুরের তাহা কে জানে? আস্বাদ, ভয়ঙ্কর উগ্র—লঙ্কার ও পিয়াজের তীব্র গন্ধে খাদ্যের সমস্ত দোষ আচ্ছন্ন। কাজেই গলিত মাংস কি পর্য্যুষিত মাংস তাহা কাহার সাধ্য নির্ণয় করিতে পারে। এরূপ খাদ্য গলাধঃকরণ করিলে স্বাস্থ্য হানি লওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, খাদ্য যাহার তাহার হাতে খাওয়া উচিত নহে, আহার্য্যের সহিত পাচকের নৈতিক ধর্ম্ম-সম্পর্ক অলক্ষ্যে স্থাপিত হয়। আহার্য্য গলাধঃকরণ করিবার সময় আমরা আহার্য্যের সহিত পাচকের প্রবৃত্তি নীতির বশীভূত হই। হাড়ি ইত্যাদি নীচ জাতির অন্ন এই জন্য অস্পৃশ্য। এ সমস্ত কথা বাদ দিয়া কেবল স্বাস্থ্যের দিকে চাহিয়া দেখিলেও বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, এরূপ খাদ্যে জীবন ধারণ করিয়া কলিকাতার ও অন্যান্য সহরের বহু লোক স্বাস্থ্য সম্পদ হারাইতেছে। যাহারা হোটেলে বহুকাল আসিতেছে, তাহাদের অম্বলে বুক জ্বালা, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ইত্যাদি নিত্য সহচর। যাহা হউক, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি এই সমস্ত হোটেলের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। অনেক দিন আগে শ্রীযুক্ত ডাক্তার হরিধন দত্ত

এইসম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিলে করপোরেশনের চেয়ারম্যান উত্তর দিয়াছিলেন যে ২৭টি ভোজনাগারের পয়ঃপ্রণালীর পথ পরিষ্কার করণ, খাদ্যাদি রক্ষার আধার নির্ম্মাণকরণ মেজে সিমেন্টকরণ, গৃহ প্রাচীর চুণকামকরণ ইত্যাদি বহু বিষয়ে উন্নতি করা হইয়াছে; আরও ২৯৭টি ভোজনাগারের নাম সরকারী বহিতে লেখান হইয়াছে; স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ম্মচারীগণ হোটেল পরিদর্শন করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছেন; ইত্যাদি নানাবিধ উন্নতিকর কার্য্যে হাত দেওয়া হইয়াছে। যাহা হইয়াছে তাহা উৎকৃষ্ট, কিন্তু আরও কিছু করা আবশ্যক। এই সমস্ত হোটেলে যাহারা অন্নগ্রহণ করে, তাহাদিগকে এ সম্বন্ধে কিছু করিতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। তাহারা যদি সমবেত হইয়া হোটেলের সত্তাধিকারীকে সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি করিতে বাধ্য করে, এবং সে উন্নতি বিধান করিতে অসম্মত হইলে তাহা মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষদের গোচরে অচিরাৎ আনয়ন করে, তাহা হইলে হোটেল দুরস্ত হইতে কতদিন আবশ্যক হয়? এরূপ হইলে মিউনিসিপ্যালিটি কার্য্য করিবার সুবিধ ও সন্ধান পাইতে পারে।

জননীর জ্ঞাতব্য।

শিশুকে দুগ্ধপান করাইবার বিধি।

লেখক—ডাক্তার প্রিয়নাথ নন্দী।

—:•:—

আজকাল অনেক বিলাতিপ্রিয় বাবুরা, সাহেবদের অনুকরণ করিয়া দুগ্ধ ফুটন্ত জালে জাল না দিয়া, কাঁচা অথবা Water Bath অর্থাৎ উষ্ণজলে গরম করিয়া, শিশুকে দুগ্ধপান করিতে দেন, ইহাতে সময় সময়ে উৎকট রোগ এবং শিশুর মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহার অনুকূলে যিনি যে প্রকার বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রদর্শন করুন না কেন, তাহা আধুনিক বিজ্ঞান, ভ্রমযুক্ত বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। সাধারণ পাঠকের প্রতীতির জন্য উল্লেখ করা যাইতেছে যে, কলিকাতা রাজধানীর স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্ম্মচারী, কিছু দিন হইল, (Municipal Market) হগ সাহেবের বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাঁচা দুগ্ধ পান করিয়া, ওলাউঠা রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। সাধারণ পাঠকগণ বুঝুন, দুগ্ধে সচরাচর নানাপ্রকার ভালমন্দ বাষ্প, ওলাউঠা, টাইফয়েড্ জ্বর এবং অন্যান্য অনেক প্রকার রোগ-জননকারী কীটাণু (Baccilus) বর্ত্তমান থাকে। গরম জলের উত্তাপে (Water Bath) দুগ্ধ গরম করিলে সমস্ত গ্যাসাদি বিদূরিত হইয়া দুগ্ধ পরিশোধিত হয় না।

আর্য্যঋষিদিগের উপদেশ যে, দুগ্ধে যথেষ্ট পরিমাণ জল মিশ্রিত করিয়া কিছুকাল জাল দিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিলে দুগ্ধ বিশুদ্ধ হয় এবং তখন শিশুর পানের উপযুক্ত হয়।

উষ্ণধার দুগ্ধ অর্থাৎ গরুর বাঁট হইতে সফেন গরম দুগ্ধ এবং বৎসের ন্যায় বাঁটে মুখ দিয়া চুষিয়া চুষিয়া দুগ্ধ পান করা অতি স্বাস্থ্যকর; এই সমস্ত ব্যবস্থা শিশুদিগের পক্ষে প্রশস্ত নহে। ইহার বৈজ্ঞানিক আলোচনা এ প্রস্তাবে পরিত্যক্ত হইল। গরুর বাঁটে ঘা থাকিলে বা গো-দোহনকারীর হস্ত ক্ষতাদি রোগে দোষিত থাকিলে, দুগ্ধে পূযের অংশ অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য এই প্রকার কাঁচা দুগ্ধ দূরে থাকুক, জাল দেওয়া দুগ্ধও শিশুর পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর।

আধুনিক বিজ্ঞান এতকাল পরে এবং আর্য্যঋষিগণ বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বুঝিয়া গিয়াছেন,—আত্মবৎ সেবা না করিলে অর্থাৎ আমরা যে প্রকার বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করি, পরিষ্কার এবং উচ্চস্থানে বাস করি, পবিত্র ও পুষ্টিকর আহার করি, এবং স্নান করিয়া শরীরের মল পরিষ্কার করি, গরুকে তদ্রূপ ভাবে নিজের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালন না করিলে, কখন বিশুদ্ধ পুষ্টিকর দুগ্ধ পাওয়া যায় না। গো-দোহন কার্য্যও বিশেষ পবিত্রভাবে করিতে হয়। আজকালকার বাবুদের মত চাকরের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। এক্ষণে যাহার কিছুমাত্র বিচারশক্তি আছে, হিন্দু হও, মুসলমান হও, খ্রীষ্টান বা অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী হও, বিশেষ চিন্তা করিয়া বুঝ যে, গর্ভসম্ভূত সংস্কার বিশুদ্ধ না হইলে এবং শিশুর আহার পবিত্র এবং পুষ্টিকর না হইলে, কোন জাতি কখন শারীরিক বা মানসিক উন্নতি করিতে পারে না। বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাব সর্ব্বদেশে, সর্ব্বজাতিতে, সর্ব্বধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুভব করিতেছেন, এবং এই গুরুতর অভাবের জন্য প্রত্যেক জাতিগত অবনতি (Race degeneration) হইতেছে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন তখন আমাদের ভারতবর্ষের সর্ব্বসম্প্রদায়ের লোক একত্র হইয়া গুরুতর আন্দোলন করিয়া সর্ব্বসম্প্রদায়কে বুঝাইতে হইবে যে, গাভী ও ছাগী দুগ্ধ পান করিয়া শিশুর জীবন রক্ষা হয়, সুতরাং গাভী ও ছাগী হত্যা আইন দ্বারা বন্ধ না করিতে পারিলে, কখন এই জাতিগত অবগতি নিবারণের দ্বিতীয় উপায় নাই।

ঝিনুক ও মাইপোষ ব্যবহার।

কত কাল হইতে ঝিনুকে করিয়া শিশুকে দুগ্ধ পান করাইবার প্রথা এদেশে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা বড় দুষ্কর। এই দোষকর প্রথা বৈদিক কালের প্রথা নহে বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, আজ কাল অজ্ঞান প্রসূতি এবং ধাত্রিগণ এই প্রণালীতে শিশুকে দুগ্ধ পান করাইয়া, তাহাদিগকে কতপ্রকার রোগপ্রবণ করিয়েছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? সদ্যোজাত শিশুই হউক, আর তরুণবয়স্ক শিশুই হউক, তাহাদের ক্ষুধা অনুসারে পরিমিত দুগ্ধ পান করান নিতান্ত আবশ্যক; কিন্তু প্রত্যেক শিশুর বাড় (Development) অনুসারে, কত পরিমাণ এবং কত সময় (ঘণ্টা) অন্তর শিশুকে দুগ্ধ সেবন করাইতে হইবে, ইহা নির্ণয় করা অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার; তথচ একটী নিয়ম অনুসারে মাতৃস্তনদুগ্ধ বা তাহার অভাবে ধাত্রীস্তনদুগ্ধ সেবন করা অতি আবশ্যক। আর যে স্থানে উভয় প্রকার স্তনদুগ্ধের অভাব হয় এবং বাধ্য হইয়া গো কিংবা ছাগদুগ্ধ পান করাইতে হয়, তথায় কখনও ঝিনুকে করিয়া শিশুকে দুগ্ধপান করিতে দিবে না, চির আর্য্য-প্রথানুসারে পলতে করিয়া দুগ্ধপান করিতে দিবে। পরিষ্কার একটী বাটির মধ্যে দুগ্ধ রাখিয়া, ঐ দুগ্ধে পরিষ্কার প'লতে ভিজাইয়া, তাহার একটা অন্ত বাটির মধ্যে ফেলিয়া দিয়া, নিম্নদেশে এরূপভাবে ঝুলাইয়া দিবে যে, কৈশিক আকর্ষণে (capillary attraction) আবশ্যকতা অনুসারে প্রতি এক বা দুই সেকেণ্ডে এক এক ফোঁটা করিয়া দুগ্ধ পতিত হইতে পারে। এই অবস্থায় শিশুর মুখে ঐ পলিতা দিলে শিশু তাহার ক্ষুধা অনুসারে, আপন ইচ্ছায় দুগ্ধপান করিতে থাকিবে। এই অতি প্রাচীন প্রথার অনুকরণ করিয়া আধুনিক মাইপোষের (Feeding Bottle) আবিষ্কার হইয়াছে। এই মাইপোষের ব্যবহার-প্রণালী শিক্ষা সহজ নহে। মাইপোষের নল ও যে অংশ শিশুর মুখে থাকে, তাহা সোডা ও গরম জল দিয়া উত্তমরূপে পরিষ্কার করিতে পারিলে, মাইপোষ ব্যবহারের সমস্ত বিপদ দূর হইল, এমত নহে; পরন্তু শিশুর বয়স, Development অর্থাৎ বাড় এবং পরিপাকশক্তি অনুসারে মাইপোষের মুখের অংশের ছিদ্র কমবেশী করা নিতান্ত আবশ্যক! সুচিকিৎসক মাত্রেই ইহা অবগত আছেন যে, অনেক শিশুর দুর্নিবার উদরাময় রোগে, সর্ব্বপ্রকার ঔষধ বন্ধ করিয়া, মাত্র মাইপোষের মুখের ভাগে দুগ্ধ-নির্গমনের ছিদ্র ছোট করিয়া দেওয়াতে অনেক শিশু আরোগ্য হইয়াছে! ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মাইপোষের মুখের অংশের ছিদ্র বড় থাকিলে, ঝিনুকে দুধ খাওয়াইবার মত অধিক পরিমাণ দুগ্ধ এককালীন শিশুর উদরস্থ হইয়া, উদরাময় রোগ জন্মায়। যাহা হউক, হেচিনসন্ প্রভৃতি সুবিখ্যাত বাল-চিকিৎসকগণ পরামর্শ দেন যে মাইপোষ দুগ্ধ পূর্ণ করিয়া উল্টাইয়া ধরিলে মুখের অংশের ছিদ্রপথে যদি সেকেণ্ডে এক ফোঁটা করিয়া দুগ্ধ পতিত হয়, তবে সেই প্রকার মাইপোষ আদর্শ মাইপোষ বলিয়া বুঝিবে। এই ছিদ্র ময়লা ও দুগ্ধের সর দ্বারা আবদ্ধ হইয়া বন্ধ হইয়া যায়, সুতরাং শিশুকে দুগ্ধ পান করাইবার পূর্ব্বে প্রতি সেকেণ্ডে এক ফোঁটা করিয়া দুগ্ধ পড়ে কি না দেখিতে হইবে। আর যে সমস্ত মাতা বিলাসিতার অনুরোধে অপত্যস্নেহের মাধুর্য্য ভুলিয়া যান নাই, যে সমস্ত মাতা ঝি-চাকরাদি বেতনভোগী ভৃত্যগণের উপর স্বীয় সন্তানের লালন-পালনের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে না, যে সমস্ত মাতা সন্তানের পালন করা পরমানন্দের বিষয় বলিয়া মনে করেন, যাঁহাদের স্বীয় স্তনদুগ্ধের অভাবে শিশুকে বাধ্য হইয় পশু-দুগ্ধ পান করাইতে হয়, তাঁহারা স্ব স্ব প্রাণের সমতুল শিশুকে অতি যত্নের সহিত উপরোক্ত পলিতা প্রণালিতে দুগ্ধ পান করাইবেন; কখন মাইপোষে দুগ্ধপান করাইবেন না। কারণ একটুকু যত্ন করিলে পলতা প্রণালীতে যে প্রকার পবিত্রভাবে, শিশুর ক্ষুধা এবং বয়স অনুসারে দুগ্ধ শিশুমুখে পতনের পরিমাণ নির্দ্দেশ করা যায়, মাইপোষে তদ্রূপ হয় না। মাইপোষ পরিষ্কার করা অতি দুরূহ কার্য্য, বিশেষ সতর্ক না হইলে কেহ এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারে না। ধোপার ঘরের ধোয়া (ছোঁয়া) কাপড় পুনরায় উত্তমরূপে ধৌত করিয়া, ধোপার ক্ষার ভাল করিয়া বিদূরিত করতঃ শুকাইয়া রাখিবে; পরে অবসর অনুসারে একদিন কতকগুলি উপযুক্ত প'লতে প্রস্তুত করিয়া, ধুলা লাগিতে না, পারে এরূপস্থানে রাখিয়া দিতে হইবে। পরে শিশু যতবার দুগ্ধ পান করিবে, ততবার একটী করিয়া প'লতে ব্যবহার করিয়া এবং পানান্তে এই প'লতে ফেলিয়া দিবে। মাইপোষে এই প্রকার বিশুদ্ধভাবে কখন শিশুকে দুগ্ধপান করান যায় না।

শিশুকে দিবসে কতবার দুগ্ধ পান করিতে দিবে?

শিশুকে দিবসে কতবার দুগ্ধ পান করিতে দিবে, ইহা আধুনিক বিজ্ঞানের একটী গুরুতর সমস্যা। এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ থাকিলেও, আধুনিক প্রধান প্রধান চিকিৎসকগণের অনুমোদিত শিশুদিগের দুগ্ধপান করিবার সময়নির্ণায়ক তালিকা সাধারণের জ্ঞাপনার্থ প্রদত্ত হইল:—

শিশুর দুগ্ধপান করিবার সময়-নির্ণায়ক তালিকা।

এক মাস বয়স—দিবা ৬টা, ৮টা, ১০টা, ১২টা, ২টা, ৪টা, রাত্রি ৬টা, ৮টা, ১০ এবং ১২টা।

এক মাস হইতে দুইমাস বয়স—দিবা ৬টা, ৯টা, ১১টা, ১টা, ৩টা, ৫টা, রাত্রি ৭টা, ৯টা, এবং ১১টা।

দুই মাস হইতে চারি মাস—দিবা ৬টা, ৯টা, ১২টা, ৩টা, রাত্রি ৬টা, ৯টা, এবং ১২টা।

চারি মাস হইতে ছয় মাস—দিবা ৬টা, ৯টা, ১২টা, ৩টা, রাত্রি ৬টা, এবং ৯টা।

ছয় মাস হইতে নয় মাস—দিবা ৬টা, ৯॥ হইতে ১০টা, ১॥ হইতে ২টা, ৫॥ হইতে ৬টা এবং রাত্রি ৯॥ হইতে ১০টা।

নয় মাস হইতে বার মাস—দিবা ৬টা, ১১টা, ২টা, রাত্রি ৬টা, এবং ১০টা।

এই তালিকা দ্বারা বুঝা যায়, জন্ম হইতে চারিমাস বয়স পর্য্যন্ত শিশুকে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত ২।৩ ঘণ্টা অন্তর দুগ্ধ সেবন করাইবার ব্যবস্থা আছে। আর চারি মাস হইতে ছয় মাস পর্য্যন্ত রাত্রি ৯টা, আর ছয় মাসের পর রাত্রি ৯॥টা ১০টা পর্য্যন্ত আহার দিবার ব্যবস্থা আছে। এক্ষণে যাঁহার বুঝিবার শক্তি আছে, তিনি অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, শিশু কাঁদিলেই দুগ্ধপান করান কত অনিষ্টকর। সর্ব্বোপরি এদেশস্থ অজ্ঞান মাতা, পিতা, এবং ধাত্রীসকল শিশুর অনুপযোগী বয়সে, অনুপযোগী মাত্রায়, অনুপযোগী বারে এবং অনুপযোগী অধিক রাত্রে দুগ্ধ পান করাইয়া, প্রতি বৎসর কত সহস্র শিশুকে অকাল মৃত্যুর মুখে পতিত করিতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে!

ইহাতে এক গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপিত হইতেছে যে, শিশু যদি রাত্রিতে কাঁদিতে থাকে এবং তাহার আহার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ পায়, তবে আমরা কি করিব? এই প্রশ্নের উত্তরে আধুনিক বিজ্ঞান বলেন যে অধিক রাত্রে শিশুকে কোনক্রমে আহার দিবে না।; যদি নিতান্ত আবশ্যক হয়, তবে তাহাদিগকে বিশুদ্ধ জলপান করিতে দিবে। বিশুদ্ধ জল সর্ব্বস্থানে পাওয়া যায় না, এজন্য পানীয় জল দিনের মধ্যে যে কোন সময় হউক অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত জ্বাল দিয়া ছাঁকিয়া বোতলে করিয়া রাখিয়া দিবে; শিশু এই প্রকার জল অধিক রাত্রে পান করিলে তাহাদের কোন প্রকার অসুখ হইবে না।

শিশুর প্রতিবারে দুগ্ধ-সেবনের নিয়ম।

শিশুকে কত পরিমাণ দুগ্ধ প্রতিবারে পান করিতে দিতে হইবে ইহার, একটী নিয়ম স্থির করা আধুনিক বিজ্ঞানের অতি গুরুতর কার্য্য। এক্ষণ পর্য্যন্ত ইহার পরিমাণ নির্ণয় হয় নাই; কেন না বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বহুকালব্যাপী পরীক্ষার পর বুঝিয়াছেন যে, ছোট বড় বহুসংখ্যক শিশুর পাকস্থলীর (Stomach Capacity) "খোল"—জন্ম-সময় ৯ ড্রাম হইতে ১১ ড্রাম পর্য্যন্ত এক মাস বয়সে (কম-বেশী) প্রায় ২ আউন্স আর তিন মাসের শেষে প্রায় ৫ আউন্স হয়।

এক্ষণে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, উপরোক্ত বিচারে শিশুর খোরাকের পরিমাণ কখন নির্দ্দেশ হয় না। কেন না শিশুর বয়স অনুসারে প্রত্যেক শিশুর খোরাক বৃদ্ধি হয় না, পরন্তু বাড় (Development) অনুসারে প্রত্যেক শিশুর খোরাক কমবেশী হয়। সুতরাং বহুদর্শিনী গৃহিণীদের বিচারের উপর ইহা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তাই আর্য্যঋষিগণ বহুসহস্র বৎসর হইতে কর্ত্তব্যধর্ম্ম-পরায়ণা মাতা (Good Mother) হইবার যে উৎকৃষ্ট প্রণালীতে শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন, তাহা আমরা—অধিকাংশ দেশস্থ কৃতবিদ্য সাহিত্য-সেবীদের—সামাজিক জ্ঞানের অভাবে দিন দিন ক্রমশঃ হারাইয়া এক্ষণে একেবারে হারাইতে বসিয়াছি। ইহারা কতকগুলি কুরুচির নাটক প্রচনা করিয়া, তাহাতে স্ত্রী-পুরুষের কামাকর্ষণকে প্রেমাকর্ষণ বলিয়া বর্ণনা করিয়া আমাদের সমাজে বহুল প্রচার করিয়াছেন। তাহার ফলে, দেশস্থ শিক্ষিত লোক-সকল কমবেশী ব্যসনাসক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে সহজে বুঝা যায়, যে জাতি ব্যসনানন্দে মাতোয়ারা রহিয়াছে, তাহারা কি কখন কোন প্রকার কর্ত্তব্যধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারে? —কখনই নহে। তাই আমাদের সমাজ বিলাতীসমাজে পরিণত হইতে বসিয়াছে। তাই আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ সে কালের গৃহিণীদিগের ন্যায় গৃহকার্য্যে অনুপযুক্ত হইয়াছেন। তাই আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ সন্তান পালন-কার্য্যের বহুদর্শিতা জ্ঞান একেবারে হারাইতেছেন। হায়, দেশের কি দুর্দ্দিনই উপস্থিত হইয়াছে! তাই জগতের মধ্যে বঙ্গদেশে শিশুর মৃত্যুসংখ্যা অত্যাধিক বৃদ্ধি পাইতেছে।

সাপের অভিনব ব্যবহার।

কিছুদিন আগে হুগলীর সবজজের কোর্টে একটা মকর্দ্দমা হয়েছিল, তাতে একজন মহাজনের খাতা আদালতে দাখিল কর্ত্তে হয়। তাতে অন্যান্য খরচের সঙ্গে নানা জাতীয় সাপ খরিদের জন্য ৫০০৲ টাকায় একটা খরচ লেখা ছিল। এই সকল সাপ নেপালের সীমান্ত প্রদেশের জঙ্গল হতে আমদানী করা হতো। বিশেষ অনুসন্ধানে প্রকাশ হয়েছিল যে, সেই সকল সাপকে গরম জলে ফুটিয়ে ফুটিয়ে গলিয়ে ফেলা হতো, তারপর চর্ব্বি বার ক'রে জলের

উপর ভেসে উঠ্‌তো। সেই চর্ব্বি ঘৃতের সঙ্গে ভেঁজাল দিয়ে ঘী বলে বিক্রী হতো। বাঙ্গালী এমন কত যে সাপের চর্ব্বি খেয়েছে, তার কূল কিনারা নাই। এখনও যে সে কাজ কোথাও না চল্‌চে, তাই বা কে বল্‌তে পারে। উপরোক্ত ব্যবসাদার ছিল মুসলমান চর্ব্বি বিক্রেতা। ঘী বাঙ্গালীর খাওয়া চাই, তাতে সাপের চর্ব্বি আর মরা মানুষেরই চর্ব্বি থাকুক, ঘৃত ভোজনে বাঙ্গালী ভাইসকল চার্ব্বাক নীতির গোঁড়া হলেও গাভী পোষে না। বাবুগিরিতে ১৫৲ টাকা দামের জুতো কিন্‌তে মটর চড়্‌তে, নাচ থিয়েটারে যেতে অনেক পয়সা খরচ কর্ত্তে পার্‌বে, কেবল পারবে না গরু পুষে দুধ ঘী নিজের ঘরে উৎপন্ন কর্ত্তে! মাড়োয়ারীরা পরকে চর্ব্বি ওয়ালা ঘী বেচে ক্রোড়পতি হয়, কিন্তু নিজেরা খুব ভাল বিশুদ্ধ ঘী খায়। গরু পোষে, গো-রক্ষার জন্য এরা অনেক টাকা ব্যয় করে। একশো জন বাঙ্গালী বাবুর মধ্যে হয়তো ৩০ জন গরু রাখে, বাকী ৭০ জন বাজারের দুধ কিনে খায়। বাঙ্গালী শিশু মড়কের এও একটা বিশেষ কারণ বলে চিকিৎসকগণ প্রকাশ করেছেন। প্রতি গৃহে গো-পালন কর্‌লে খাঁটী দুধ ঘী পাওয়া যেতে পার্‌তো। সে দিকে কৈ অনেকের মতি গতি যায় না। তাই ভেজাল খাদ্যে বাঙ্গলা আজ পরিপূর্ণ, বাঙ্গালী দ্রুত মরণের পথে চলেছে—তাঁর হুঁস নাই। সেকালের ধর্ম্মে যে গৃহে গাভী না থাক্‌তো, সে গৃহ অপবিত্র বলে জ্ঞান করা হতো। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সে সব শাস্ত্র বাক্য অবহেলা কর্ত্তে শিখেছি।

Business-like Nation-Building.

(CONTRIBUTED)

——o——

Nation-building is a laudable ministerial programme. This high sounding term is in itself a solace to the malaria-suffering muffasilite. But what about the carrying out of the programme? So far the only action in the direction has been the delivery of oration—lectures illustrated by lantern slides. Is that sufficient for the up building of the nation?

Malaria, poverty, and their concomitants are still devastating the population. The lectures are not improving matters in any way. The manhood of Bengal is being sapped by a steady and incessant process of destruction. Insufficient food is no doubt an active element of this undermining process. But the main fountain head from which proceed death and depopulation is the accursed malaria. Instead of illustrating abstract theories by lantern lectures which go the way of all lectures and orations that are nothing but sound, the Hon. Minister would be taking a definite step towards checking the process of destruction at work, if he picked out some muffasil areas and introduced sanitary measures with a view to saving the population from premature death.

Let me give an illustration. I wish I could take a snapshot of the place and its people and hold it up before the kindly Ministerial eye as well as the eyes of the public. Verily, I believe, that illustrations like that could do much more good than the illustrated lantern lectures. There is a big village named Faridpore on the Eastern border of Murshidabad, the district which claims, as statistics show, the largest number of deaths from malaria. This place is calculated to serve as a model showing devastation and depopulation. Within the last decade, its population has been reduced by a quarter. Malaria, of course, is the main agent. But there are other agents also which are taking their fair share of the destruction. Your idea of a malaria patient must be associated with a thin attenuated body. But in this village, emaciation has a peculiar aspect. There is none here who is wholly thin. Indeed, there is thinness in the extreme. But the *tout Ensemble* of the figure belies that idea. Every one, at least of the

Bhadralogue class who appears in shirt and coat, looks fat. But this fatness is in the belly. Indeed, I am sure none, who has not seen the place, can have even a remote idea of such a big village populace having the universal appanage of an enlarged spleen grown so enor mously as to give the false notion of fatness in each and every case. Verily on the occasion of a feast which I attended, the host was at pains to make out which of his guests had already partaken of the feast and which had yet to sit to dinner—the bellies had the invariable appearance of being full as after a heavy meal !

I am not joking. I met a remarkably curious figure of a Mahomedan youth. He said his name was "Gonesh." Indeed none could tell his age—not even the cleverest medical man. His stature is that of a small boy. But his face betrayed maturity. His arms and legs were all bones The rest with the exception of the head is all belly. I felt his skin—hot at a temperature of at least 105 Fahrenheit. I asked —"How old are you" ?—"16 years"—was the answer. 'How long have you been like this ?"—was my next question. "From childhood, Sir"—was the immediate answer. "How long have you got that fever" ?——"Fever" ejaculated the figure rather surprised—I do not know any fever. My skin is always like that." Now fancy, what it means—105 temperature "Normal !"

The village illustrates the "Tapoban"—*i. e.* the front where recluses of old used to retire. Indeed, it is full of jungles interspersed with large ponds overgrown with tall weeds. The water is unfit for human use. But it has to be used. These water recep tacles, besides serving as the power house of malaria. Shelter snakes and alligators—snakes of no common description. One of them, that was killed some years ago while devouring a goat, measured as many as 13 cubits. The alligators, amphibious brutes, finding perhaps no food in the water, get on land and chase men and animals and have upto now caught some of the latter, who out. number the former. The snakes of which the village can boast as proudly as a zoological garden rich in its reptiles, lighten the population to some extent year after year. So do tigers and leopards.

So far about the village itself. The means of communication are quite as bad. The railway is 28 miles away. This distance is covered in bullock and buffalo carts. The route is intersected by as many as 4 waterways. There is no charitable dispensary of the District Board within an area of 24 miles. Should not the Hon. Minister go beyond lecturing and do something tangible to building the nation by saving its body from slow but sure death ?

Should he not, unlike a theorist and like a man of business, start some real work with one of these villages which abound in the province ? It is one thing to talk and another thing to do. Talk we have had enough of. Does not the Hon. Minister himself feel a sense of satiety so far as talking is concerned ? He should not only speak business like a real business men, if speaking is at all necessary prior to working, and formulate a definite scheme to combat malaria, the all devouring enemy of Bengal. Instead of keeping at a safe distance, why should he not Visit the rural areas in the

process of depopulation and take step to remove the root cause of premature death and wholesale depopulation? The hoary headed minister ought to do some substantial work before he lays down his office. But it is a pity that no beginning has yet been made. Can we expect him to rise enqual to the occasion and give a tangible proof of his love of his country and his contrymen by introducing sanitary measurcs with a view to saving his fast dying out Bengalee nation even before the building up. Lest the proud programme of nation building remain on paper and before it is ripe for being carried out, the materials which are to constitute the nation are effaced off the face of the earth.

K. C. Sircar,

Calcutta.

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

অধুনা ডাকমাশুল বৃদ্ধি হইয়াছে, চিঠি খামে লিখিতে ৴৹, পোষ্টকার্ডে লিখিলেও ৫১০ পয়সা লাগে, বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। সেই জন্য সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উত্তর পাইবার আশা করিলে চিঠির ভিতরে ৴৹ আনার টিকিট দিতে হইবে। নচেৎ উত্তর দেওয়া সম্ভব হইবে না। কাজ কর্ম্মের জন্য যেখানে আমাদিগের প্রকৃতই উত্তর দেওয়ার আবশ্যক, সেস্থলে আমরা উত্তর নিজেদের ষ্টাম্প খরচ করিয়াই দিব। কিন্তু অনুসন্ধানাদির জন্য উত্তর পাইবার আশা রাখিলে প্রত্যেক চিঠির ভিতর ৴৹ আনার ষ্টাম্প উত্তর পাইবার জন্য অতি অবশ্য দিতে হইবে, নচেৎ উত্তর দেওয়া হইবে না। এইরূপ enquiryর পত্র আমাদের অতিশয় বেশী হইয়া থাকে ও হইতেছে। যখন ডাকমাশুলের ব্যয় কম ছিল, তখন পত্র পাইয়াই বরাবর উত্তর দিয়া আসিয়াছি। বলা বাহুল্য, এখন অতিশয় ব্যয় বাহুল্য হইতেছে এই জন্য উত্তর পাইবার জন্য টিকিট দেওয়ার আবশ্যক।

কার্য্যাধ্যক্ষ।
"কাজের লোক"

সহজ শিল্পপ্রস্তুত প্রণালী।

Brown Shoe Polishes
(Paste.)

ব্রাউন জুতার পালিস্ (পেষ্ট)

হরিদ্‌বর্ণের মোম	১ আঃ
পাম্ অয়েল্	১ আঃ
তারপিণ তৈল	৩ আঃ

গরম জলের ভাপ্‌রায় একটা মুখবন্ধ পাত্রে উত্তমরূপে গালাইয়া ফেল, তাহাকে রং করিবার জন্য ব্রাউন্ নান্‌কিন্ পাঁচ গ্রেণ মাত্র মিশাইলেই ইহা আটা আটা হইবে, তখন টীনের কৌটায় পুরিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারিবে।

দ্বিতীয় প্রকার
(তরল।)

হরিদ্‌বর্ণের মোম্	৪ আঃ
পটাস্ কার্ব্বনেট	½ আঃ
হরিদ্‌বর্ণের সাবান (বারসোপ)	১½ আঃ

এই গুলিকে অগ্নির উত্তাপে বেশ গালাইয়া ফেল, তাহার পর ইহাতে—

স্পিরিট টারপেন্‌টাইন	৫ আঃ
ফস্‌ফাইন	৪ গ্রেন্
জল	আধ আউন্স

ফস্‌ফাইনকে প্রথমে জলে দ্রব করিয়া বাকী গুলি দিয়া সুন্দর এবং সর্ব্বোতোভাবে মিশাইয়া উপরোক্ত উত্তপ্ত মিশ্রণটীর সহিত মিশাইয়া ফেল, শীতল হইলেই বোতলে রাখিয়া লেবেল দিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারে।

কাজের লোক আফিস।

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্ত্তৃক ২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

স্থরমার বিজ্ঞাপনের জন্য।

টাকা এদেশে আজকাল খুবই আক্রা !

কাজের লোক হিসেব ক'রে তাই একটী পয়সাও অপব্যয় করেন না

এক রোগের হাজার ঔষধ আজকাল পাওয়া ত' যায়, কিন্তু সাবধান রোগী অর্থের ও দেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঠিক ঔষধটাই দেখে বুঝে, ঠাউরে কিনেন। এতে শরীর শীঘ্র ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, খামখা যা' তা' কেনার খরচও বাঁচে। এই বাজারে সস্তা অষুদে কিছু থাকে কি? যা বাজার পড়েছে তাতে রোগ আরোগ্য কর্তে হলে দামী মসলা দিতে হবেই তো—আর তা হলেও ঔষধের দাম চড়া না হ'য়ে পারে কেমন কোরে? তাই বলি যে দাম দিয়ে ঔষধ পরীক্ষা না করে ফল দিয়া ঔষধ পরীক্ষা যাঁরা করেন তাঁরাই কাজের লোক, তাঁরা ঠকেন না।

সর্ব্বপ্রকার মেহের জন্য, আজকাল সর্ব্ববাদীসম্মত মত হচ্ছে যে



একমাত্র মহৌষধ। অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, যাহাতে হয়ত রোগ আরাম হয়, কিন্তু হিলিংবামের বিশেষত্ব এই—(১) প্রথম মাত্রায় ফল (২) ১দিনে যন্ত্রণার শেষ (৩) সপ্তাহে আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের তালিকাপুস্তকে বড় বড় ডাক্তারের প্রশংসাবাদের মধ্যেই আছে—অদ্য পত্র লিখে ঐ বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ৩৲, মাঝারী ২।০, ছোট ১৶০।

আর, লগিন এণ্ড কোং—ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কেমিষ্টস্‌,

১৪৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—"হিলিং" কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৬১৫, কলিকাতা।

"কাজের লোকের" বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারিং চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।

২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১৲ টাকা ধরা হয়। সৎ ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি।

৩। কোন বিজ্ঞাপন ৩ মাসের কম সময়ে পরিবর্ত্তন করা হয় না।

৪। Desplay অর্থাৎ সাজান বিজ্ঞাপনের স্বতন্ত্র মূল্য দিতে হয়। ভিতরে পাঠ্য বিষয়ের সহিত বিজ্ঞাপনে মূল্য দ্বিগুণ।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার।

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮৲ টাকা প্রতি মাসে	৭৲ টাকা প্রতি মাসে	৬৲ টাকা প্রতি মাসে
½ „	৫৲ „	৪৲ „	৩॥০ „
¼ „	৩৲ „	২॥০ „	২৲ „
১ কলম	৩৲ „	২॥০ „	২৲ „
½ „	১৸০ „	১॥০ „	১।০ „

১৫ বৎসরের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব। মফঃস্বলের বিজ্ঞাপনের সমস্ত টাকা অগ্রিম দেয়। সপ্লিমেণ্টের কথা পত্র লিখিলে জ্ঞাত করা যায়।

কার্য্যাধ্যক্ষ

"কাজের লোক"।

THE BUSINESSMAN.

কাজের লোক

Edited by S. P. Chatterjee.

১৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা।	New Series. July, 1922,	নূতন সংস্করণ। জুলাই, ১৯২২।	Vol. XVI. No 7

কাজের লোক আফিস্‌—২ নং রাজেন্দ্র দত্তর লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

১৯০৯ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত ১৫ ভলিউম

‘কাজের লোক’ সমস্ত লইলে

প্রত্যেক ভলিউম ৩৲ স্থলে ১৷৷০ টাকা প্রত্যেক খণ্ড ১০, হাতে হাতে লইয়া যাউন।

আমরা কিছু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

"Kajer-Loke" or Businessmau— * * * is repleted with useful articles on art and Industry.

Indian Empire.

"Contains interesting articles on trade and speculation." *Indian Daily News.*

"Kajer-Look,"—Or the "Businessman" is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture *Bengalee.*

"A special and heathy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartly wish our contemporary all success in his noble endeavours.

The Indian Nation.

* * "The Businessman" is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike."

Telegraph.

"There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading "Kajerloke."

Gardeners Magazine.

"কাজের লোকের" বিস্তৃত সমালোচনা আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই এরূপ সুন্দর, সুলিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।" যশোহর।

"সত্য বলিতে কি, এরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, ‘কাজের লোকের’ মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্ব্বথা সুসিদ্ধ হয়।" সময়।

"আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া বৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যেরূপ সারগর্ভ, সেইরূপই উপযোগী!" বঙ্গবন্ধু।

* * * "কাজের লোক" "এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে বাহির হইয়া থাকে। ইহার কার্য্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা এরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি "কাজের লোক" পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় * * * *

দৈনিকচন্দ্রিকা।

"আমরা "কাজের লোক" পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।" খুলনাবাসী।

"কাজের লোক" গৃহস্থ মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।"

মেদিনী-বান্ধব।

এরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। "কাজের লোক" পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রবৃত্তি জন্মে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়হীন "বেকারের" বন্ধু। * * * শিল্পজ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী যাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বাঙ্গালী যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, ইহাই ‘কাজের লোকে’র উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালার এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা "হিতবাদী", "বঙ্গবাসী", "বসুমতী", এবং অন্যান্য অসংখ্য সংবাদপত্রও ভূয়োসী প্রশংসা করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, স্থানাভাবশতঃ সকলগুলি দিতে পারিলাম না।

কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিক্ষা।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত।

মূল ৷৷০ ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অসংখ্য হাতে কেতেরে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঘরে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। সুন্দর ছাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং ধনাকাঙ্ক্ষী পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াসসাধ্য উপায় সমূহ বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত। এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে, তবে আমাদের আনীত এই পুস্তকখানিই যেন ক্রয় করিবেন। মূল্য ২৲ টাকা ভিঃ পি স্বতন্ত্র। কাপড়ে বাঁধান, পরিস্কার অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত। যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের ফন্দি সন্দিও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পন্থা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্ডার করিবেন, পকেট সাইজ, ফুলিসক্যাপ ১৬ পেজি সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ৷৷৵০ আনা। ভি, পি স্বতন্ত্র।

ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ২৲ যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আমাদের বেশী কর্ম্মচারী নাই যে, সর্ব্বদাই এই কার্য্যে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকন্তু ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায়। সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। যাহা আমাদের নাই, তেমন পুস্তকও অর্ডার করিলে সংগ্রহ করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কমিশন পেলেও পুস্তক রাখা হয়। সে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, "কাজের লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস,
২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা।

How a penny became Thousand Pounds Rs. 2/4/-

How to mend and how to make (secondhand Book) Rs. 1/8

Watch repairing Rs. 1/8

V. P. and postage extra.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

১৬শ বর্ষ। ৭ম সংখ্যা। | New Series. JULY, 1922.* | নব পর্য্যায়। জুলাই, ১৯২২। | Vol. XVI. No. 7.

নানান কাহিনী।

ভেবে দেখ্‌লেই চক্ষুস্থির!

প্রতি বৎসর ভারতের লোকের কাপড়ের জন্য ৪০ কোটী টাকা বিদেশে চলে যায়। সেই টাকা টা কেমন করে যায়, একবার তলিয়ে দেখা যাক্। প্রথমতঃ মানচেষ্টারের কাপড় লম্বা আশের তুলা ছাড়া হয় না, কাজেই সে তুলা আমেরিকায় কিন্‌তে হয়। এই তো গেল একদফা আমেরিকার লাভ। তারপর মানচেষ্টারে সূতা ও কাপড় হবে জাহাজ ভাড়াদি দিয়ে তা দিকে যথেষ্ট লাভ দিয়ে এ দেশে এল, তারপর এখানকার, আমদানী কারকদের লাভ, দালালদের লাভ, ছোট বড় পাইকারদের লাভ আছে। এ দেশের লোকের গড় আয় প্রত্যেক লোকের মাসিক দুটাকা—হিসেব করে দেখা হয়েছে। তা হলে দিন প্রত্যেক লোকের গড়ে /০ এক আনা মাত্র আয়। মার্কিন দেশের শ্রম জীবিদের গড়ে দৈনিক আয় এক ডলার অর্থাৎ ৩।/০ তিন টাকা পাঁচ আনা, ইংরাজ শ্রমজীবির দৈনিক আয় গড়ে প্রায়ই আমেরিকার মত। তা হলেই ভারতবাসীর দৈনিক আয় /০ হতে তাকে অন্য দেশের ৩।/০ দৈনিক শ্রমজীবিকে খাটাতে হচ্ছে। তবে এ দেশের দৈন্য দশা না হয়ে যায় কোথা। হাতে সূতো কেটে কাপড়ের সংস্থান করলে, একটা কি কম্ লাভ হয়? কিন্তু এখনও ঘুম ভাঙ্গে নি—মিহি কাপড়ের মায়া কি ছাড়া যায়?

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের ভাতা।

প্রিয় পাঠক, নিচের লম্বা খরচের ফিরিস্তিটা দেখে আঁতকে উঠবেন না, এটা হচ্ছে বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের ভাতার যৎকিঞ্চিৎ তালিকা। মাননীয় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর মহাশয়, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৯২১ সালের জানুয়ারী হতে ১৯২২ সালের জুন পর্য্যন্ত সভ্যগণ কত ভাতা পেয়েছেন, এই প্রশ্ন করে বসেন। উত্তরে মিঃ ষ্টিফেনসন একটা তালিকা পেশ করে ছিলেন। এটা সেই তালিকা। ভাতার মানে হচ্চে (Travelling and haiting allowance) ভ্রমণ এবং ভ্রমণ করিতে করিতে কোন কোন স্থানে বিশ্রাম জন্য অবস্থান। মোট টাকাটা প্রায় দেড় লক্ষ টাকা! প্রকাশ যে, যাঁদের নাকি কলিকাতা-তেও বাড়ী, তাঁরাও ভাতা নিতে ছাড়েন নি। কিন্তু এই ভ্রমন এবং বিশ্রাম খরচে যে দেড় লক্ষ টাকা চলে গেল, এ টাকা অবশ্য যারা টাক্সের ভারে মর মর, তাদেরই টাকা হতে। কিন্তু আমরা জানি না, তাদের কতখানি পার্থিব সুখ, স্বচ্ছন্দতার সুবিধা এপর্য্যন্ত

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

হয়েছে। তারপর মন্ত্রীদের ৬৪ হাজার বেতন তো আছেই।

১। নবাবজাদা কে, এম আফজল খাঁ বাহাদুর ঢাকা ৪১৫৪॥৴০
২। খাঁ বাহাদুর মৌলবী এমদাদ উদ্দিন আহাম্মদ, রাজসাহী ৩৭২৭৴
৩। খাঁ বাহাদুর মৌলবী ওয়াসিম উদ্দিন আহাম্মদ পাবনা ২৭৯৯৶০
৪। মৌলবী আজাদার উদ্দিন আহাম্মদ গোলসাখালি ৩০৯৯॥০
৫। মৌলবী রফিউদ্দিন আহাম্মদ যশোহর ১৫৫৬।০
৬। মৌলবী ইয়াকুব উদ্দিন আহাম্মদ, দিনাজপুর ৪৪৬৩৶৴০
৭। মিঃ এম, আহাম্মদ, কার্ত্তিকপুর ২৩০৭৵৬
৮। মুন্সী জাকর আহাম্মদ, নোয়াখালি ৩১১৮৶৴৬
৯। মিঃ সৈয়দ এরফান আলি, হুগলি ২৩৮৫।০
১০। মুন্সী আমির আলি, চট্টগ্রাম ২৯১॥৴৬
১১। মুন্সী আয়ুব আলি, চট্টগ্রাম ২৯৩০৶৴৬
১২। মৌলবী হোসেন আলি বরিশাল ৬৫৯॥০
১৩। মৌলবী আরহাম উদ্দিন খন্দকার' টাঙ্গাইল ২৯১১।০
১৪। খাঁ বাহাদুর খোজা মহম্মদ আজাম, ঢাকা ২৮১৫।০
১৫। রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র ব্যানার্জী বীরভূম ১২৫৯৵০
১৬। রায়সাহেব পঞ্চানন বর্ম্মা রংপুর ৩৩১৮৶৴০
১৭। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ধরমপুর ৩২১২॥৴০
১৮। শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন চৌধুরী রাজসাহী ৩৩৯৩৶৬
১৯। শ্রীযুক্ত টঙ্কনাথ চৌধুরী মুলঘার ২১৩৪।৴০
২০। খাঁ বাহাদুর মৌলবী হাফিজর রহমান চৌধুরী, বগুড়া ৩১৬৭।০
২১। মৌলবী শা মহম্মদ, মালদহ ১৮৫০॥০
২২। সার আশুতোষ চৌধুরী ২৮৩৬৵০
২৩। শ্রীযুক্ত ভীষ্ম দেব দাস, ভাঙ্গা ৪৫৫১॥০
২৪। রায়বাহাদুর নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত বরিশাল ২৬৯৫॥৴০
২৫। মিঃ জে, এ, ডিলিস্‌লি, নারায়ণগঞ্জ ৮৩৮৲
২৬। রায়বাহাদুর প্যারীলাল দাস, ঢাকা ১৮৯৮॥৶০
২৭। শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র দত্ত, চট্টগ্রাম ২৫৬৩।০
২৮। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দত্ত, কুমিল্লা ১৮৬০৴৬
২৯। মিঃ কে, জি, এম, ফারোকি, কুমিল্লা, ২৪৩৪।৬
৩০। রায় বাহাদুর নীলমণি ঘটক, মালদহ, ১১২১।০
৩১। মিঃ ডি, সি, ঘোষ ৩২১৬৵০
৩২। শা সৈয়দ এমদাদল হক, কুমিল্লা, ২৩২০৵৬
৩৩। মৌলবি এক্রামল হক, বহরমপুর, ২৭৭৭৴০
৩৪। মৌলবি মহাম্মদ মাদাস্‌সর হোসেন, রামপুরহাট, ১৯৪৯৴০
৩৫। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র জানা, মেদিনীপুর ৬১১৲
৩৬। মৌলবি আবদুল করিম, ফরিদপুর, ১৯৩১৶৴০
৩৭। মৌলবি ফজলল করিম, পাটুয়াখালি, ২৪২৮৲
৩৮। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল খাঁ, মেদিনীপুর, ৭৮৬৲
৩৯। মৌলবি হামিদউদ্দিন খাঁ গাইবান্ধা, ৩২৮২৶৴০
৪০। মৌলবি মহম্মদ রফিক উদ্দিন খাঁ, জামালপুর, ৪১৫৫৲
৪১। মিঃ রাজা উররহমান খাঁ, বালিয়া, ২৫৭০৶৴০
৪২। খাঁ বাহাদুর মৌলবি মহম্মদএসাদ আলিখা নাটোর, ২৪৬৭৲
৪৩। মুন্সী মক্রম আলি, নোয়াখালি, ৩০৭০৴০
৪৪। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ২১৪৬৵০
৪৫। বাহাদুর মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, হুগলি, ১১৮৬।০
৪৬। ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্র ২২৩৬৵০
৪৭। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখার্জ্জি, হুগলি ৬৪১৲
৪৮। অধ্যাপক এ, সি, মুখার্জ্জি, শ্রীরামপুর ৮৭৪॥৴০
৪৯। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তমলুক ১৩৯০৶০
৫০। শ্রীযুক্ত নীরদবিহারী মল্লিক খুলনা ২৫২৪৶০
৫১। মৌলবী মহম্মদ আবদুল জব্বর পালোয়ান চীনাডুলি ৩৮৯৩।৬
৫২। মৌলবী শা আবদুল রৌফ রংপুর ২৯৯৫॥০
৫৩। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় ৩৩৮৬৵০
৫৪। কুমার শিবশেখ শ্বের রায়, তাহিরপুর ২৮৪২৶৴০
৫৫। রায়বাহাদুর উপেন্দ্রনাথ রায়, চট্টগ্রাম ১৮৭১৶৴০
৫৬। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, গৌরীপুর ১৪৭৭৶৴০
৫৭। মিঃ কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী, চন্দননগর ১১৯৩।০
৫৮। রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরী, সন্তোষ ২২১১।০
৫৯। শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র ঋষি, নোয়াখালি ৩৩৬৪৶৴৬
৬০। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকৃষ্ণ রায়, দমোহা ২২৮৪৶
৬১। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায়, আমারিগোলা ১৮৯২।৴০
৬২। শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ রায়, যশোহর ২০৮৫৴০
৬৩। মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, নদীয়া ১৬০৬৶০

আর কেন? পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

৬৪। মিঃ বিজয় প্রসাদ সিংহ রায়,
চকদীঘী ১৩২৪৵০

৬৫। রায় বাহাদুর ললিত মোহন সিংহ রায়,
চকদীঘি ১৬১২॥৵০

৬৬। রাজা মণিলাল সিংহ রায়
চকদীঘী ১৯৬৪৴৩

৬৭। শ্রীযুক্ত শৈলনাথ রায় চৌধুরী,
খুলনা ৯৯০৲

৬৮। শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র সরকার
রংপুর ৩৫১১।৵০

৬৯। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ রায়,
মেহালিয়া ১৭৫২৸৵০

৭০। ডাঃ হাসন সার ওয়ার্দ্দি
মেদনীপুর ১৪৭০৸৵০

৭১। মিঃ ডব্লিউ, এল, ট্রেভাস
জলপাইগুড়ি ৯৪৬॥৮

ভারতে সূতা ও কাপড়।

গত এপ্রিল মাসে ভারতে ৫৫০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা এবং ৩২০ লক্ষ পাউণ্ড কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে। ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে সূতা হইয়াছে ৫৫০ লক্ষ পাউণ্ড এবং কাপড় হইয়াছিল ৩৮০ লক্ষ পাউণ্ড। বর্ত্তমান বর্ষের এপ্রিল মাসে ব্রিটিশ ভারত হইতে বিদেশে সূতা রপ্তানী হইয়াছে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে সূতা রপ্তানী হইয়াছিল ৭ লক্ষ পাউণ্ড এবং ১৯২০ সালের এপ্রিলে হইয়াছিল ৯০ লক্ষ পাউণ্ড।

এপ্রিল মাসে মোটা সূতা প্রস্তুত হইয়াছে ৪৯০ পাউণ্ড। বিদেশ হইতে মোটা সূতা আমদানী হইয়াছে ১০০৫০০০ পাউণ্ড। সূক্ষ্ম সূতা আমদানী হইয়াছে ১৭২০০০ পাউণ্ড।

এপ্রিল মাসে ভারতের কলসমূহে যে সকল কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার আনুমানিক মূল্য ৪৮১ লক্ষ টাকা। গত বৎসর এই মাসে ৫৭৪ লক্ষ টাকার কাপড় হইয়াছিল। এপ্রিল মাসে বিদেশ হইতে আমদানি কাপড়ের মূল্য ২৮৭ লক্ষ টাকা। গত বৎসর (১৯২১) এই মাসে বিদেশী কাপড় আমদানী হইয়াছিল ৪৩৫ লক্ষ টাকার। তবেই দেখা যাইতেছে, গত বৎসর এবং বর্ত্তমান বর্ষের এপ্রিল মাসে বিদেশী কাপড়ের আমদানীর তারতম্য প্রায় অর্দ্ধার্দ্ধি। এপ্রিল মাসে আমদানী কাপড়ের উপর টেক্স আদায় হইয়াছে ১৩ লক্ষ টাকা, গত বৎসর এই মাসে টেক্স আদায় হইয়াছিল ২৩ লক্ষ টাকা, আমাদের দেশে এখনও এক দল লোক আছে, যাহারা কেবলই বলিতেছে খদ্দর আন্দোলন বিফল হইয়াছে। এই আন্দোলন সফল হইয়াছে কি বিফল হইয়াছে, তাহা উপরোক্ত বিবরণ পড়িলেই টের পাওয়া যাইবে।

ভু-পর্য্যটক মিঃ মার্টিনেট্।

এই মার্কীন পর্য্যটক পায়ে হেঁটে পৃথিবী পর্য্যটন করে বেড়াচ্চেন, সেদিন কলিকাতায় এসেছিলেন, এবং বহুবাজারের প্রসিদ্ধ Old clubএ অতিথি হয়ে ছিলেন। মার্টিনেট সাহেবের চেহারা আমাদের দেশের সন্ন্যাসীদের মত হয়ে গেছে, সঙ্গে কোন লট বহর নাই, একটী মাত্র রবারের গদি তাতে হাওয়া পুরলে মোটা হয়, সেই বিছানাটী হাটবার সময়ে গুটিয়ে ঘাড়ের উপর রাখা চলে, তাই করেই তিনি রাখেন। গায়ে লম্বা খাঁকির সার্ট, গোঁপ দাড়ী লম্বা হয়ে সন্ন্যাসীদের মতন দেখতে। কোনরূপ টুপিও পরেন না, জুতাও পরেন না, বহুবাজারে যখন ছিলেন, তখন তাঁর পা দু'খানি রাস্তা চলে একটু ফুলে গিয়েছিল। ওল্ডক্লাব যথাসাধ্য তাঁর আতিথ্য সৎকার করে ছিলেন। ল্যাংড়া আম, ইলিস মাছ ভাজা, খেয়ে মিঃ মার্টিনেট্ ব'লে ছিলেন, তিনি এমন ফল এবং এমন মাছ জীবনেও আর কখন খান্ নি। এ দেশের আতিথ্য সৎকারের ভারি প্রশংসা করেছিলেন। —লজ্জাবনত মুখী বাঙ্গালী মহিলার কোমল স্বভাবের খুবই প্রশংসা করেছেন, এমন কি তিনি বলেছিলেন, যদি আমার কাজ শেষ হতো, তা'হলে তিনি একটী বাঙ্গালী মহিলাকে বিবাহ ক'রে সংসারে সুখী হতেন। সাহেবকে বাঙ্গলা তরকারী, মুড়ি, ভীমনাগ ও নবীন ময়রার রসগোল্লা খেয়েও বলতে হয়েছিল যে এমন আর কোথাও খান্ নি। এমন দেশ আর কোথায় আছে? মার্টিনেট সাহেব যেদিন হাবড়ায় পৌঁছিলেন, ষ্টেশন লোকে লোকারণ্য, সাধু দর্শনের ইচ্ছায়। মার্টিনেট্ অবশ্য সাধু সন্ন্যাসী নহেন—ম্লেচ্ছ হ'লেও এ দেশের লোক সাধুর পোষাক পরিচ্ছদ পরা ম্লেচ্ছ হ'লেও জাতি বিচার ভুলে যেয়ে তাকে পূজা কর্ত্তে চায়। মার্টিনেট্ সাহেব সমগ্র পৃথিবী ঘুরে শেষে একখানা বই লিখবেন, ভারত সম্বন্ধে তিনি খুব ভাল ধারণা পোষণ করে গেছেন, বিশেষঃ বাঙ্গালা সম্বন্ধে মার্টিনেটের বই পড়ে সাদাজাতি বুঝবে—বাঙ্গালী অসভ্য নয়—বাঘ ভালুকের মত বন্য জন্তুও নয়—বাঙ্গালীও জগতের অন্য মানুষদের মত মানুষ—শুধু মানুষ নয়, সুসভ্য জাত।

মার্টিনেট্ এখন বিবাহ করেন নাই। ১৮৭৮ খৃঃ আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের লুসিয়ানা নামক স্থানে জন্মে ছিলেন। ধর্ম্মে রোমান ক্যাথলিক, তাঁহার বাপ মা নাই। ২টী ভাই আছেন, তাঁরা ইঞ্জিনিয়ার। মার্টিনেট্ ভায়েদের সঙ্গে একান্নবর্ত্তী ভাবেই থাকেন। এ পর্য্যন্ত ১৪০০০ মাইল ভ্রমণ করেছেন, প্রতিদিন ৪০।৪৫ মাইল চলেন। আরবে তাঁকে একজন সর্দ্দার একটী

কুকুর দিয়েছিলেন, কুকুরটীর অসুখ হওয়ায় বোম্বাই প্রদেশের ভুঁসাওয়ালে রেখে কলকাতায় এসে ছিলেন। মার্টিনেট্ সাহেব লোক বেশ, সকলের সঙ্গে মিশুক আছেন—কলিকাতার অনেক খপরের কাগজের আফিসেও তিনি গিয়েছিলেন। কলিকাতা হ'তে উত্তর বঙ্গ, আসাম প্রদেশ হ'য়ে বর্ম্মায় ও হংকং যাবেন, এই এখনকার সংকল্প।

Agricultural.

কৃষি বিষয়ক।

PLOUGHING WITH DYNAMITE.

"World-Works" নামক পত্রে Mr. F. A. Talbot মিঃ এফ, এ, টালবট লিখিয়াছেন যে, সাধারণ লাঙ্গল দ্বারা জমীর কর্ষণ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। কঠিন মাটীতে লাঙ্গল দ্বারা একটা সামান্য গভীর রেখা পাত হয় মাত্র। একজন কৃষক তাহার কৃষি ক্ষেত্রে হতাশ হইয়া কঠিন মাটীর একস্থানে গর্ত্ত খুঁড়িয়া একটী ডিনেমাইট পুঁতিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিয়াছিল, যখন ডিনামাইট ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তখন সেই কঠিন কৃষিক্ষেত্রের বহুদূরের মাটী কয়েক ফুট গভীর হইয়া উড়িয়া জমীতে পড়িয়াছিল, এবং যেখানে ডিনামাইট পোঁতা হইয়াছিল, তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ বহুদূরের জমীর মাটী গভীর ভাবে এমন আলগা হইয়া গিয়াছিল যে একবার মাত্র লাঙ্গল দ্বারা কর্ষন করিলেই কৃষির উপযোগী হইয়া উঠিয়াছিল। এই মতলবটা এখন সমগ্র কানাডা এবং মেক্সিকোর কৃষকগণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ডিনামাইট দ্বারা কর্ষণ করায় শস্যের মূল মৃত্তিকার মধ্যে গভীর ভাবে প্রবেশ করিতে পায়, এবং ডিনামাইট কর্ষিত ক্ষেত্র গভীর ভাবে মৃত্তিকাকে আলগা করিয়া দেওয়ায়, তাহার মধ্যে জল প্রবেশ করিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত মৃত্তিকা সরস রাখিতে পারে। এদেশের কৃষি ক্ষেত্রে কেহ ডিনামাইট্ দ্বারা কর্ষন করিয়া এ পর্য্যন্ত দেখিয়াছেন কিনা অবগত নহি। কিন্তু চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত।

শ্যামদেশে ধান্যের ক্ষেত্রকে চারি ইঞ্চি গভীর করিয়া কর্ষণ করা হইত, কিন্তু তথাকার শ্যাম ষ্টেটের স্কুলের কৃষি ক্ষেত্রে ১০ইঞ্চি গভীর করিয়া কর্ষণ করিয়া উৎপন্ন শস্য শত করা ৩৩ ভাগ অধিক হইয়াছে। গভীর কর্ষণ আবশ্যক।

এ দেশের কৃষকগণ স্ব স্ব কৃষিক্ষেত্রের উন্নতির জন্য কখন মস্তিষ্ক চালনা করে না। চিরকালের যে মামুলী প্রথা আছে, তাহাই করিয়া কোন রূপে অর্দ্ধাসনের অন্ন সংস্থান করিয়া ঋণজালে জড়িত হইয়া মরে। কি করিলে তাহার কৃষিক্ষেত্রের উন্নতি হয়, সে নিজেও ভাবে না, গবর্ণমেণ্ট কৃষি বিভাগও যে বড় বড় মস্তিষ্কবাণ লোক দ্বারা কি গবেষণা করেন, তাহাও সাধারণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করেন না, কাজেই এ দেশের কৃষির উন্নতি সুদুর পরাহত সন্দেহ নাই। শিক্ষিত যুবকগণের আধুনিক উন্নত প্রণালীর কৃষি-শিক্ষা লাভ করিয়া কৃষি কার্য্যের দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত, তাহা হইলে অন্ন কষ্টের প্রতিবিধান হইতে পারে। উৎপন্ন শস্যের দর মন্দ নহে, এই কৃষি কার্য্যেও অর্থ আছে, আমাদের দেশের কৃষির অবনতির কারণ হয় জলাভাব—নয় অতিবৃষ্টি। আর একটি বিষম সমস্যা আছে, সেটী মজুর বিভ্রাট। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত বাঙ্গালায়—সামর্থবান মজুরের বড় অভাব। ইহারা অলস, বেতনের উপযুক্ত পরিশ্রম করে না—করিবার সামর্থ নাই। সাঁওতাল, কোঁড়া প্রভৃতি অন্যান্য জাতি আসিয়া বাঙ্গালার কৃষিক্ষেত্রে কাজ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া লইয়া যাইতেছে, বাঙ্গালায় মজুরগণ অলস অকর্ম্মণ্য প্রতারক বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। সেই জন্য বাঙ্গালার মজুরদের দুর্দ্দশা বৃদ্ধি হইয়াছে—আর খাটিতেও পারে না—খাটুনী পায়ও না। এই সকল নানা কারণে হিসাব করিয়া দেখিলে বাঙ্গলায় চাষে লাভ হয় না, সেইজন্য পেটের দায়ে ভদ্রলোক চাষ ছাড়িয়া চাকরীর জন্য সহরে আসে। কাজেই পতিত জমীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে। শুধু Back to the land বলিলে হইবে কি, কৃষির উন্নতির জন্য শুল্ক রাজস্ব লওয়া ব্যতিত গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য আছে, ক্যানেলাদি করিয়া দেওয়া, জল নিকাশের বন্দোবস্ত করা, প্রজার স্বাস্থ্য রক্ষার বন্দোবস্ত করা ইত্যাদি।

শুধু কৃষি গবেষণা—স্থানে স্থানে কৃষি সম্বন্ধে বৈঠক করিলেই রাজার কর্ত্তব্য শেষ হইল, এখনকার প্রজা তা' বুঝে না। কাজের মত কাজ করিলে মূর্খ প্রজাও তাহা বুঝিতে পারে, রাজভক্ত হয়, রাজার জয়গান করে। তবে ভারতের কৃষির উন্নতির জন্য চেষ্টা.. করা ও গভর্ণমেণ্টেরও ভাবিবার দিন একদিন আসিবে।

ভারতের উৎপন্ন শস্যই জগতের বহু দেশেই রপ্তানী হইয়া যাইয়া সে দেশের জীবন রক্ষা হয় ভারতের কৃষির অবনতির ফল ভোগ হইলেই তখন চৈতন্য হইবে। বিনা চিকিৎসায় কৃষককুল নির্ম্মূল হইতে চলিল। সেদিন আসিতেও বড় বিলম্ব নাই, দেশ যখন শ্মশান হইবে, তখন রাজস্বের পথও রুদ্ধ হইবে। নেশন গড়ার মাল মসলা থাকিলে তো নেশন গড়িবে? গড়া নেশনই খতম হইয়া গেল।

আচার্য্যের আক্ষেপ।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রাজবাড়ীতে বক্তৃতা-কালে বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের দারুণ দুঃখকষ্টের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, বাঙ্গালা হইতে ৬০ কোটি টাকা প্রতি বৎসর বিদেশী বস্ত্র আমদানী বাবদে চলিয়া যাইতেছে, অথচ এই মধ্যবিত্তশ্রেণী ঘরে তুলার চাষে বা চরকায় সূতা কাটায় মন দিতে চাহেন না! বিড়ম্বনা নহে কি? অবসর কালে সকল ঘরেই চরকা চালান যায়। কিন্তু আলস্য ঔদাসীন্যই কাল হইয়াছে—ইহার গতি রোধ করিবে কে? মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক পুত্র-পরিবারের অন্নসংস্থান করিতে পারে না, অথচ পাপ বিলাসিতা ত্যাগ করিবে না। কি বিকৃত শিক্ষাই আমরা পাইতেছি! সাধে কি অনুকরণপ্রিয় বাঙ্গালীবাবুর slave mentalityর এত নিন্দা করিতে হয়? ওজন বুঝিয়া চলি না আমরা, বিবাহে শ্রাদ্ধে আড়ম্বরে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছি আমরা; পরিশ্রমে, নিত্য নূতন অন্নসংস্থানের উপায় বিধানে কাতর আমরা, আমাদের গতি কি হইবে? কেবল অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলে অদৃষ্ট প্রসন্ন হন না, পুরুষকারকে সুযোগ পাইলেও আমরা হেলায় হারাই। এক যুগপ্রবর্ত্তক পুরুষসিংহ আমাদিগকে পুরুষকারের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন—মুক্তি-শঙ্খ বাজাইয়া আমাদের শুষ্ক জীবন-খাতে ভাব-মন্দাকিনীর ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন, আমাদিগকে জঘন্য অনুকরণ ও বিলাসবাসনা পরিত্যাগ করিয়া স্বাবলম্বী হইতে উপদেশ দিয়াছেন,—আমরা এই সুযোগের কি সদ্ব্যবহার করিতেছি? বাঙ্গালী মধ্যবিত্তশ্রেণী চাকুরীর মোহে যদি এতই আকৃষ্ট, তবে চাকুরী বজায় রাখিয়াও ত অবসরকালে স্বাবলম্বনের পন্থাগ্রহণ অভ্যাস করিতে পারে—গৃহপ্রাঙ্গণে ত দুই দশটা কার্পাস চাষ করিতে পারে, পুত্রপরিজনের সঙ্গে আপনিও পরিশ্রম করিয়া দুই চারিখানা কাপড়ের সূতাও ত কাটিতে পারে। বাঙ্গালীর এ সুবুদ্ধি কবে হইবে! না হয় অসহযোগ নাই করিলে, কিন্তু অন্নচিন্তা চমৎকারা মনে রাখিয়াও ত দুই চার পয়সা অতিরিক্ত আয়ের সংস্থান করিলে হয়?

দীনের মহত্ব।

শিক্ষিত সমাজ দীন দরিদ্রগণের কথা স্বপ্নেও ভাবেন না। সভা সমিতি কাউনসিলে ইহাদের কথা কখনও কেহ ভুলিয়াও উত্থাপন করেন না। কিন্তু ইহাদের মহত্ব—ইহাদের উপকার প্রাণ দিয়াও শোধ করা যায় না। আমরা ভদ্রলোক—বাবু সাজিয়া দূরে দাঁড়াইয়া মজা দেখি, আর ইহারা যখন গ্রামের কোন গৃহে আগুন লাগিয়া পাড়াকে পাড়া ভস্মীভূত হইতেছে, তখন জীবন তুচ্ছ বিবেচনা করিয়া বিপদসঙ্কুল গগনস্পর্শী অগ্নিশিখার সহিত যুদ্ধ করিয়া গ্রাম রক্ষা করে, ভদ্রলোক যদি বাঁচিয়া থাকে, তাহা ইহাদের গুণে মাত্র। ইহারা এই মহৎ কার্য্য করিয়া যে যাহার আপনার গৃহে চলিয়া যায়, এক কপর্দ্দিকও পাইবার আশা রাখেনা, এমন বিপদের বন্ধু, অসময়ের সহায়, এমন জীবন মরণের সখা বাঙ্গালীর পল্লীগ্রামে আর কেহ নাই। এই গরীবগণ নিঃস্বার্থ—অনেক ভদ্রলোক অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ জীব। ইহাদিগের সামান্য ত্রুটী দেখিলেই ভদ্রলোকেরা জুতা পেটা করিয়া গৌরব অনুভব করে! বেশ নিরপেক্ষ হইয়া বল দেখি ভাই, এমন সকল পিশাচকে তোমরা "ভদ্রলোক" আখ্যা দিতে পার কি না? কিন্তু পল্লীগ্রামের নরকে এমন নারকীয় জীব আছে, এরা ভদ্রলোক—বিষয়ী লোক! ইহাদিগকে খাটাইয়া ন্যায্য পয়সা দেয় হয় না, শিক্ষিত সমাজ ইহাদের অতি বড় মহত্বের কথা গণনার মধ্যেও আনেন না। গত গ্রীষ্মকালে আমি বর্দ্ধমানের গলসী নামক গ্রামে ছিলাম, উপর্য্যুপরি ৫।৬ দিনের মধ্যে ২৩ স্থানে আগুন লাগিল, কোন কোনটা রাত্রেও হইয়াছিল, অবশ্য ভদ্রদর্শক-শ্রেণীরও অভাব ছিল না, কিন্তু যাহাদিগকে আমরা ছোট লোক বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখি, তাহাদের সেই উলুখড়ের ছাউনি ঘরের আকাশস্পর্শী অগ্নি শিখার সহিত প্রাণপণে যুঝিয়া অগ্নি নির্ব্বাপন কার্য্যে নিয়োজিত দেখিয়া মনে হইয়াছিল, পল্লীর সদাশয় ও মহত্বে গরীয়ান এই ছোটলোকের দল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাদের দিকে কেহ পরদিন ফিরিয়াও চায়না। ইহারাও প্রশংসাবাদ শুনিবার আদৌ প্রয়াসী নয়। আবার বলি, গভীর রজনী, ঘন ঘন বজ্রাঘাত, দুর্গম কণ্টককীর্ণ কর্দ্দমময় পল্লীপথ, ভদ্রলোকদের মড়া মরিয়াছে, বড় বড় শবদাহের কাঠ বহিয়া লইয়া সুদূর শ্মশানে ভদ্রলোকদিগকে আগ বাড়াইয়া সাহায্য করিতে হইবে। তাহারাই আগে চলিল। আগে জীবন উৎসর্গ করিয়া বড় কাঠের বোঝা লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল, শ্মশান খুঁড়িয়া চিতা বাহির করিল—তাহার পর কাঠ ঠেলাইতে লাগিল, যতক্ষণ না কার্য্য শেষ হয়, ততক্ষণ ইহারা ভদ্রলোকদের সাহায্য করিল। কোন্ আশায়? কোন আশায় নয়—মজুরী নাই, মজুরী লয় না, দুটো ধন্যবাদও নয়—যেন তা'রা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া রাখিয়াছে যে, ভদ্রলোকদের আশে পাশে বসবাস করি, তাহাদের বিপদে উপকার করিতেই হইবে। তাহাতে জীবন তুচ্ছ করিতেও তাহারা কুণ্ঠিত নয়। কিন্তু হে ভদ্র মহাশয়গণ! আমাদের স্বার্থ সিদ্ধি হইলে আর ইহাদের মুখের দিকে—ইহাদের জীর্ণ শীর্ণ অর্দ্ধ ভুক্ত কঙ্কাল সার দেহের দিকে—ইহাদের শত ছিন্ন গৃহের দিকে তাকাইয়া দেখি কি? ভদ্রলোক

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

গরীবের উপকার এমনি বেমালুম হজম করিয়া ফেলে যে, তাহার পর মুহূর্ত্তে উদ্গারও কখনও উঠে না ! এই দীন নিঃস্বার্থ জাতি তোমার কৃষি ক্ষেত্রে তাহার জীবন পণ করিয়া খাটে, তোমার সংসার ধন ধান্যে পূর্ণ করিয়া দেয়, তাহার বিনিময়ে পায় কি ? দুটী উচ্ছিষ্ট অন্ন—আর অতি সামান্য মজুরী, যাহা দ্বারায় সে তাহার স্ত্রীর কাপড়, সন্তান সন্ততির অর্দ্ধশনেরও স্বচ্ছলতা করিতে পারে না !

পল্লীতেই ইহারাই প্রকৃত আপনার—প্রকৃত বন্ধু। ইহারা একটী মাত্র মধুর বাক্যে গলিয়া যায়, তাহার জন্য জীবণ পাত করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এদের মহত্ত্বের সীমা নাই। হৃদয় হীন আমরা, অকৃতজ্ঞ আমরা, অনায়াসে তাহাদের উপকারের কথা বিস্মৃত হই। কেমন ঠিক কিনা ? অথচ আমরাই ভদ্র—আর তাহারা নীচ ! মহাত্মা এই নীচদিগকে আপনার করিয়া কোল দিয়া ছুতমার্গ ভুলিতে বলিয়াছেন, কেননা ইহাদিগকে নীচে ফেলিয়া রাখিয়া আমরা যে পাপার্জ্জন করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। যদি কখন দেশের কল্যান সাধিত হয়, তবে ইহাদের দ্বারায় হইবে। যদি ভদ্রলোক বলিয়া গৌরব করিবার দাবি আমরা করি, তবে এদের রক্ষার জন্য কয়েকটী কার্য্য করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে শ্রম জীবিদের বিপদ আপদ হইতে রক্ষার জন্য ক্ষুদ্র ধন ভাণ্ডার কর, ভদ্র লোক মাত্রই কিছু কিছু চাঁদা দাও, যে যত মজুর খাটাইবে, মজুরদের বেতন হইতেও মাত্র/০ আনা করিয়া কাটিয়া লইয়া সেই ধনভাণ্ডারে সঞ্চয় কর। তাহাকে একখানি হাতচিটি করিয়া দাও, যখন ইহাদের অসুখ হইবে খাটিয়া খাইতে পারিবেনা, তখন ইহাদের এই ধন ভাণ্ডার হইতে সাহায্য কর। ইহাদিগকে একটু গা নাড়া দিয়া মিতব্যয়িতা শিক্ষা দাও, মাদক সেবন নিবারণ কর, শ্রম সম্বন্ধে উপদেশ দাও, নৈশ বিদ্যালয় করিয়া ইহাদের ছেলেদিগকে শিক্ষা দাও। দেখিবে তোমার ও তাহাদের উপকার হইবে। উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছ বলিয়া তোমাদের যে আত্মাভিমান, তাহা বর্জ্জন কর। ইহাদের কাছে ঘেঁষিতে দাও, তবে তোমাদের শিক্ষার সার্থকতা, মানের সার্থকতা হইবে। দীনের মহত্ত্বের পুরস্কার তোমাকেই করিতে হইবে। তাহারা যে তোমার পর নয়—অন্ধকার রজনীর—ঘোর বিপদের বন্ধু, বুকে হাত দিয়া বল দেখি হে ভদ্র ! তাহাদের জন্য তোমরা কি করিয়াছ ? মহত্ত্ব ব্যবহারে প্রকাশ পায়, হলেই বা দীন চীরবাস পরিহিত পথের কাঙ্গাল—তাহার যদি মহত্ত্বের পরিচয় পাও, তুমি নত জানু হইয়া সে মহত্ত্বের সম্মান করিবে না ? তবে তোমার শিক্ষার, বংশ মর্য্যাদার গৌরব কেন ?

সহরের যাহারা অগ্নিনির্ব্বাণ করে, তাহাদের পুরস্কার আছে, গবর্ণমেণ্টের দান আছে, এ গরীব—যাহারা নিস্বার্থ ভাবে পল্লী রক্ষা করে, কোন ব্যবস্থাপক সভার মাননীয় সভ্য প্রত্যেক গ্রামের এমন সকল লোকদের পল্লী রক্ষার কার্য্যে যাহারা স্বেচ্ছায় আত্মনিয়োগ করে, তাহাদের পুরস্কারের জন্য কোন প্রতিবিধান করিতে পারেন না ? কি গবর্ণমেণ্ট, কি দেশীয় প্রতিষ্ঠান যিনিই এই অতি আবশ্যকীয় বিষয়ে মনোযোগ দিবেন, তিনিই কোটী কোটী নরনারীর হৃদয় অধিকার করিয়া ধন্য হইবেন। কে আছ এমন হৃদয়বাণ ! এই দীনগণের কথা হৃদয়ে স্থান দিবেন ? কাঃ সঃ।

দর্প-চূর্ণ।

(ক্ষুদ্র গল্প)

'হাইনার' ছিলেন হপ্ কিন্স কোম্পনির 'আর্ট ডিপার্টমেণ্টের' পরিদর্শক। কোম্পানির কর্ম্মচারীদের ভিতরে তার নাম ডাক ছিল খুব। অন্ততঃ খদ্দেরদের কাছে উচু গলাতেই তিনি সবাইকে সেটা জানিয়ে দিতেন। বিশালোদর সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচায়ক কিনা সে বিষয়ে পুরা দস্তর সন্দেহ বিদ্যমান থাকাতেও অধীনস্থ কর্ম্মচারীবৃন্দ ঐ বিশালোদরের ভয়ে থরহরি—কম্পমান বিশালোদরের আবির্ভাবেই কর্ম্মচারীবৃন্দ সাক্ষাৎ মৃত্যুর সান্নিধ্য অনুভব করিত, এমনই ছিল তার হাঁক ডাক. তার তাড়াহুড়োতেই হউক বা বিশাল ভুঁড়ির প্রভাবেই হউক—আর্ট ডিপার্টমেণ্ট চল্‌তো খুব সুশৃঙ্খলায়, সামান্য ত্রুটীর অছিলায় জরিমানা, বরখাস্ত বা রিপোর্টের শাসনের ভয়ে কর্ম্মচারীবৃন্দ সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিত, কিন্তু উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর কাছে 'হাইনার' ছিলেন—বিনয়, সৌজন্যের আধার, আর তৈল মর্দ্দনের অবতার স্বরূপ। উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর আগমনে তার আর তেমন হাঁকডাক বা ভুঁড়ি সঞ্চালনের বাহার দেখা যাইত না।

একদিন দোকানের দরজায় এক খদ্দের এসে হাজির। পরণের কাপড় ছিল তার নেহাৎ ময়লা ও ছেঁড়া, গেটের দরোয়ানকে ভীত কম্পিত স্বরে সে আর্ট ডিপার্টমেণ্টের দরজা দেখাইয়া দিতে বলিল, অত বড় সাজানো দোকানে তার মত নোংরা সামান্য খদ্দেরের ঢুকতেই যেন পা সর্‌ছিল না।

দরোয়ান দরজা দেখাইয়া দিতেই সে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে কম্পিত পদে সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকল।

ঢুকেই একেবারে সাম্‌নাসাম্‌নি পড়ে গেল আর্ট ডিপার্টমেণ্টের পরিদর্শক বিশালোদর হাইনারের চোকে।

হাইনার গোড়া থেকেই লোকটার ভীরুতা ও সঙ্কোচের ভাব লক্ষ্য কচ্ছিল। তাকে ঢুকতে দেখেই 'হাইনারের' গুরুত্বের

গরব প্রকাশের উপযুক্ত অবসর পাইয়া—খুব বড়মানুসী চালে তার দিকে যেন একটা বিরাট তাচ্ছিল্যের ভাব নিয়ে এগিয়ে গেল, হাইনার জলদগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"কি? কি চাই তোমার?" অত্যন্ত কঠোর বিনয়-ব্যঞ্জক "মহাশয়" শব্দটা ইচ্ছাপূর্ব্বকই বাদ দিলেন। কারণ সামান্য নোংরা একটা লোক দোকানের আসবাব পত্র দেখেই "থ" হয়ে গেছে, তাকে "মহাশয়" বলে সম্বোধন করাটা 'হাইনার' উপযুক্ত মনে করলেন না। আরও বিশেষতঃ তিনি ছিলেন খুব মর্য্যাদাজ্ঞাপক বড়মানুষ—পোষাকে সজ্জিত।

"আমি চা—ই—ই একটা চা—চাদানী" কম্পিতকণ্ঠে লোকটা একথা বলিয়া 'হাইনারের' মুখের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাইয়া রহিল। নাক সিট্‌কিয়ে হাইনার বল্লেন—"এটা তো আর চায়ের দোকান নয়—বাপু" হাত দুটোকে একটা বড় রকমের নাড়া দিয়ে এইকথা বলেই লোকটাকে অঙ্গুলি সঞ্চালনে দরজার দিকে বেরিয়ে যাবার ইঙ্গিত কর্‌লেন।

লোকটাতো আর এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারের জন্য প্রস্তুত ছিল না, সেত একেই ভয়ে ভয়ে চল্‌ছিল, 'হাইনারের' অঙ্গুলি সঞ্চালনে তার মাথা আরও গুলিয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে সে যেমি ঘুড়িয়া বাহির হইবে, অমনি অসাবধানতায় হাতের ধাক্কা লেগে সুন্দর একটা ফুলদানী প'ড়ে একেবারে চুরমার হ'য়ে গেল। সেটার গায়ে একটা শ্লিপে লেখা ছিল—"সুবর্ণ সুযোগ—অতি সস্তা—এক গিনির স্থলে—১০ শি ৬ পে।"

অমন সুন্দর ভাস্‌টার এই অবস্থা দেখেই 'হাইনার' অগ্নিমূর্ত্তি হ'য়ে চীৎকার ক'রে বলে উঠ্‌লেন—কি! তুমি অমনসুন্দর জিনিষটাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিলে?—গর্জ্জন শুনেই কর্ম্মচারীরা ব্যাপার কি দেখবার জন্যে তার চতুর্দ্দিকে এসে ঘিরে দাঁড়ালে। হাইনার ফের ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে গর্জ্জন করিয়া উঠ্‌লেন—"তুমি যেমন এটাকে ভেঙ্গেছ—তেমনিই তোমার এক্ষুণি দাম দিয়ে যেতে হবে।"

"মশাই, আমার তো কোন দোষ নেই" কাঁদ কাঁদ হইয়া সেই ভীরু লোকটা এই কথা বলেই ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া পরিদর্শকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে ভয়ে এমন হয়ে গিয়েছিল যে, আর কোন সন্তোষজনক উত্তর খুঁজেই পেলে না।

"কি? তোমার দোষ নেই? তবে কার দোষে এটা ভাঙ্গলো? অসাবধান ছোট লোক কোথাকার!" বলে হাইনার বিকট চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন।

বেচারা বিপদ আসন্ন দেখে মানে মানে আস্তে আস্তে সরে পড়বার মতলব দেখ্‌ছিল, কিন্তু তাতে ফল হ'ল বিপরীত, হাইনার লোকটার অভিসন্ধি বুঝ্‌তে পেরে অমনিই—'পাকড়াও' 'পাকড়াও' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন, দারোয়ানেরা এসে তাড়াতাড়ি তাকে ধরে ফেল্লে।

বেচারী এবার কেঁদেই ফেল্লে হাইনারের তাতে দয়া হওয়া দূরে থাক, স্বর আরও উঁচিয়ে বলে ওঠ্‌লেন—"কি দাম না দিয়ে পালানো হচ্ছিল—আচ্ছা দাড়াও মজা দেখাচ্ছি।"

"কে আছিস্ রে—! পাহারাওয়ালা ডাক্‌তো। এ লোকটা যদি জিনিষের ক্ষতি-পূরণ না দেয়, তবে ওকে পাহারাওলার জিম্বা করে দে।"

বল্‌তে না বল্‌তেই যমকিঙ্করের মত দুটো দারোয়ান এসে তাকে ঘিরে দাঁড়াল।

'বাঁচবার আর পন্থা নাই দেখে লোকটা ফের কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্লে—"মশাই! আমার কাছে কিছুই ভাঙ্গানি নেই, থাকলে এক্ষুণি আপনার জিনিষের দাম চুকিয়ে দিতুম, আমি এই মাত্র মাইনে পেয়েছি—সেই নোটখানা মাত্র আমার আছে।" লোকটা বিবর্ণমুখে এই কথা গুলি এক নিশ্বাসে বলে ফেলে তার কৃপা ভিক্ষার জন্যই যেন চেয়ে রইলো।

নাসিকা কুঞ্চিত ক'রে বিরক্তির সুরে হাইনার জিজ্ঞাসা কল্লেন—"তুমি কত মাইনে পাও?" "আজ্ঞে, মাসিক পাঁচ পাউণ্ড মাত্র" "তবে নিশ্চয়ই তোমার কাছে একখানা পাঁচ পাউণ্ডের নোট আছে?" বলিয়া হাইনার বিজ্ঞের মত একবার তার চতুর্দ্দিকস্থ কর্ম্মচারীবৃন্দের মুখের দিকে তাকালেন।

"কই, দেখি তোমার নোট?" একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বেচারী তার সেই জীর্ণ কোটের বুক পকেট হইতে—যকের ধনের মত রক্ষিত—একখানি নতুন পাঁচ পাউণ্ড নোট বাহির করিয়া পরিদর্শকের সম্মুখে ধল্লে।

লোকটাকে দেখে বোধ হচ্ছিল যেন—নোটখানাকে বের করে দিতে তার বুকের পাঁজর কখানা ভেঙ্গে যাচ্ছিল। কিন্তু একটু বিশেষ করে দেখ্‌লে বুঝা যাইত—তার চোকের কোণে একটু হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল।

হাইনার উচ্চৈস্বরে তার এক কর্ম্মচারীকে লক্ষ্য করে বল্লেন—"দেখ এই নোটখানা থেকে ওই ভাস্‌টার দাম ১০ শি, ৬ পেন্স রেখে বাকী টাকা ওকে ফিরিয়ে দিয়ে বাইরের দরজা দেখিয়ে দাও।"

তার পর তিনি বিজয়ীবীরের মত তার চতুর্দ্দিকস্থ কর্ম্মচারীবৃন্দকে যে যার কাজে যা'বার ইঙ্গিত কর্‌লেন, মুহূর্ত্তেকের ভিতরে ভিড় কমিয়া গেল।

এদিকে সেই ভীরু বেচারী তার নোটের পরিবর্ত্তে ৪ পা, ৯ শি, ৬ পে, পেয়ে একটা সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে হৃষ্ট চিত্তে দরজার বাহির হইয়া—এক দৌড়ে যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল—আর কেউ দেখ্‌তে পেলে না। দারোয়ানগুলো আর পরিদর্শক লোকটার ভয় দেখে আর হাস্য সম্বরণ কর্ত্তে পারলে না।

সেই দিনই বিকেল বেলা ৪॥ টার সময় "হপকিন্স কোম্পানির হেড্ অফিস্ হইতে আর্টডিপার্টমেণ্টের সুপারভাইজারের নামে এক জরুরী টেলিফোন আসিল—

"আর্ট ডিপার্টমেণ্টের ক্যাসে একটা জাল নোট পাওয়া গেছে। কোম্পানী ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন না, সুপারভাইজারের বেতন থেকে পাঁচ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কেটে নিলেন।"

হাইনার তো অবাক! "উঃ লোকটা আমায় এমনি করে ঠকিয়ে দিলে?"

হাইনার যখন তাহার টাকার শোকে নিমগ্ন—সেই ভীরু লোকটা ইতি মধ্যে আবার দুই তিন মাইল দূরের আরেকটা দোকানে গিয়ে—হাইনারকে যেভাবে ঠকিয়ে ছিলেন—ওই রকমই—ঠকানর মত্‌লব কচ্ছিল।

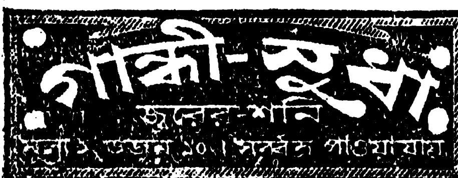
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ধূর্জ্জটী বিজয়

আয়ুর্ব্বেদোক্ত স্বর্ণবঙ্গ, মৃগনাভি, শিলাজতু, সালম মিশ্রী, শ্যামলতা, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, শুক্রমাতৃকা, বঙ্গেশ্বর, লৌহ, শঙ্খ ও মৃতাভস্ম প্রভৃতি প্রায় ৫৮ প্রকার মূল্যবান ঔষধ আয়ুর্ব্বেদোক্ত তন্ত্রোক্ত বিশ্লেষণে চোলাই করিয়া এই সিদ্ধিপ্রদ জীবনী-অসব আবিষ্কৃত। সেবন মাত্রেই বিন্দু-ঔষধ বিদ্যুতবেগে সর্ব্ব-শরীরে বিসর্পিত হইয়া সেই মুহূর্ত্ত হইতে নিম্ন লিখিত রোগ ও তাহার কষ্টদায়ক উপসর্গাদি মন্ত্রশক্তিবৎ নাশ করে; অকাল বার্দ্ধক্য তিরোহিত হয়।

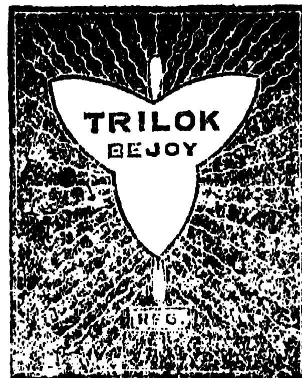
ধাতুদৌর্ব্বল্য, পুরুষত্বহানি, প্রমেহ, স্বপ্ন-বিকার শ্বেত ও রক্তপ্রদর, কষ্টরজঃ, উদরাময়, অম্লশূল, বাধক, বাত, পক্ষাঘাত, অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, উপদংশ, ভগন্দর, রক্তদুষ্টি, হাঁপানি ইত্যাদি দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য হইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শক্তি সঞ্চার হয়, শুক্র গাঢ় হইয়া যৌবন কালোচিত সামর্থ্য আনিয়া দেয়। মূল্য প্রত্যেক শিশি ২।৹ টাকা; অসমর্থের পক্ষে (মাত্র ১ হাজার শিশি) প্রত্যেক শিশি ৷৷৹, ডজন ৫৲ টাকা। মাশুল স্বতন্ত্র। সুস্থদেহীর সেবনে উপকার আছে,—অপকার নাই।

আর, প্রধান; বি, এ, সেক্রেটারী,
গান্ধীআয়ুর্ব্বেদ প্রচার সিমিতি।
১৫৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট, (শিয়ালদহের মোড়) কলিকাতা



বিনামূল্যে

ভাগ্য-পরীক্ষা! জনে জনে লক্ষ্মীলাভ!!



যাঁহারা সংসারচক্রের দারুণ আবর্ত্তে বিভ্রান্ত, রোগ-শোক, দুঃখ দারিদ্র্যে প্রপীড়িত, দুরন্ত শনির কোপ-দৃষ্টিতে পতিত, আশ্রয়চ্যুত—ঐশ্বর্য্যচ্যুত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া আছেন, উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে, আত্মোন্নতির প্রচেষ্টায় পদে পদে বাধা বিঘ্ন পাইতেছেন, ব্যবসা বাণিজ্যে সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিয়া কেবল ক্ষতিগ্রস্তই হইতেছেন; শত চেষ্টা করিয়াও পসার প্রতিপত্তি বাড়াইতে পারিতেছেন না, মকদ্দমা-জালে জড়িত হইয়া পরাজয়ের চিন্তায় আকুল, অথবা গৃহবিচ্ছেদ, বন্ধুবিচ্ছেদ, প্রণয়বিচ্ছেদ সম্ভাবনায় কাতর হইয়াছেন, তাঁহারা আসুন;—

হিমালয়ের জনৈক তান্ত্রিক যোগীর তপস্যাসিদ্ধ মহাবীজ, প্রাচ্যের কোহিনুর

ত্রিলোক—বিজয় বা স্পর্শমণি

যাহাকে ইংরেজ সম্প্রদায় **Mystic Charm of the Orient** নামে অভিহিত করিয়াছেন—ধারণ করুন। "স্পর্শমণি"র মঙ্গলময় স্পর্শে শরীর রোমাঞ্চিত হইবে; অমঙ্গলের সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়া সর্ব্ববিধ মঙ্গল সাধিত হইবে; থরে থরে সকল বিভূতি ফুটিয়া উঠিবে,—আরোগ্য, স্বাস্থ্য, শান্তি, উন্নতি, সুখ সম্পদ, সৌহার্দ্দ, দীর্ঘায়ু, ধন, জন, খ্যাতি, বংশরক্ষা, চিরযৌবনলাভ ও সর্ব্বপ্রকার কামনাসিদ্ধি হইয়া ষড়ৈশ্বর্য্যে অভিষিক্ত হইবেন। প্রত্যেক পরিবারস্থ স্ত্রী-পুরুষ, বালক বালিকা, সকলেই নির্বিঘ্নে ধারণ করিয়া ঈপ্সিত ফললাভে সমর্থ হউন। গ্রহণকালে স্ত্রী কি পুরুষের ব্যবহার্য্য, তাহার উল্লেখ প্রয়োজন।

"স্পর্শমণি"র প্রত্যেকটী ঋষিবাঞ্ছিত ক্রিয়ানুষ্ঠানে সিদ্ধিপ্রদ করিতে নানা বাধা-বিঘ্ন, জীবনসঙ্কট প্রয়াস ও ব্যয়সাপেক্ষ হইলেও, যাহাতে ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে ইহা সকলের সমান অধিকারে আসিতে পারে, পরন্তু ৩০ দিন পরীক্ষা করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন—সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক তাম্র, রৌপ্য ও স্বর্ণ মণ্ডিত "স্পর্শমণি"র জন্য যথাক্রমে ২৲, ৩৲ ও ১২৲ টাকা জামিনস্বরূপ জমা রাখিয়া উক্ত টাকা প্রত্যর্পণের চুক্তিপত্রসহ প্রদান করা হইবে। যদি ত্রিশ দিনের পরীক্ষায় ইহার পূর্ণ ক্রিয়াবিকাশ বা কোন শুভসূচনা অনুমিত না হয়, তবে উক্ত "মণি" আমাদের নিকট ফেরৎ পাঠাইয়া দিলে, গৃহীতার গচ্ছিত টাকা সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যর্পণ করা হইবে।

"ত্রিলোক-বিজয়" বা "স্পর্শমণি" গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্ট্রীকৃত ও নামাঙ্কিত। ব্যবহারের নিয়মাবলী ঐ সঙ্গেই আছে। সকলে তৎপর হউন,—জনে জনে লক্ষ্মীলাভ করুন।

মিষ্টিক চারম্ কোং, ১২৩নং লোয়ার সার্কুলার রোড, আয়মদীন বিল্ডিংস্, কলিকাতা।

"কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য /৹ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

A Letter Of Appreciation.

Patgram. P. O.
(Jalpaiguri)
5-7-22.

To
The Editor,
Businessman :
2, Rajendra Dutta Lane,

Dear Sir,

Received your two vols. of "Businessman" with many thanks. The vols. are so valuable that I can safely recommend them to those who are willing to start any business. The vols, will surely guide them aright.

I am glad I have got the vol. of 1900. Will you kindly send some copies of general Contents of the 'Businessman' from 1915 to 1921. and oblige ?

Your Faithfully,
Sachindra Kumar Das Gupta ; B. A.
Head master.

বাতাস হইতে বিদ্যুৎ সংগ্রহ

বোম্বের তাজমহল পালেস হোটেল (Taj Mohal Palace Hotel) হইতে মি: টি,আর. এন্ কামা আমাদিগকে নিম্নলিখিত পত্রখানি এবং তাহার সহিত ১৯২১ সালের ১লা মে তারিখের "New York Times" পত্রিকা হইতে বাতাস হইতে কেমন করিয়া ইলেক্‌ট্রিসিটি সংগ্রহ করিয়া আমেরিকায় ব্যবহৃত হইতেছে, সেই সংবাদের একটু Cutting প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা আমাদের পাঠকগণের সুবিধার জন্য পত্র খানি এবং "নিউ ইয়র্ক টাইমসের" প্রকাশিত অংশ টুকু প্রকাশ করিলাম। বিনা ব্যয়ে বাতাস হইতে বিদ্যুত সংগ্রহ করিবার জন্য আমেরিকানগণ প্রায় ২৫ বৎসর চেষ্টা করিয়া এতদিনে সফল কাম হইয়াছেন। যেখানে ইলেকট্রিক কলকারখানা নাই, সেখানে এই উপায়ে ইলেক্‌ট্রিক সংগ্রহ করিয়া পল্লী গ্রামেও ইলেক্‌ট্রিক আলো প্রভৃতি জ্বালান চলিবে, এবং জগতে বর্ত্তমান বৈদ্যুতিক আলোচনার মধ্যে একটা যুগান্তর আনয়ন করিবে।

TAJ MAHAL PALACE HOTEL.

Bombay, 26th June 1922.

The Editor "Businessman"
2, Rajendra Dutt Lane,
Calcutta

Dear Mr. Editor,

I wonder if the enclosed cuttings will be of any use to you.

A fellow passenger on the P & O Steamer coming from Home gave me this Literature and presuming the news will appeal to the public in India, I take the liberty of sending the same to you.

The idea of producing electric power from the wind seems to me to be quite novel and when this latest invention has made it practicable, I am afraid, the whole electrical movement will be revolutionised.

Will you kindly favour me with a copy of your Journal in which you publish this bit of news ?

I beg to remain,
Your truly,
T. R. N. CAMA,
Suite 340/1.

P. S.—May I add here that I do not mind in the least if you publish my address.

Free Electricity From The Wind.

IN AMERICA THEY STORE UP LIGHT AND POWER WHEN THE WIND BLOWS.

—o—

From Indiana comes a loud hail, conveying in large, breezy Western style, the information that the New Yorkers may be all right and the apartment electric twenty-two minutes from Broadway and Forty-second Street may be that latest thing in New York, but, out in Indiana, they have gone Newyork one better. Instead of having to face the electric light bill at the beginning of each month, they just take it out of the air. The well known conjurer extracting rabbits from

the equally well known top hat has nothing on Indiana, it is said. And they really do take it out of the air—through an "AEROLECTRIC" outfit which generates electricity from the wind and stores it up for use as needed.

This method of generating electricity is expected to bring in a new era to the home power and light field, putting electric light within the reach of many who live where no electric light plant exists. There are many thousands of small towns and villages which are in the same position as the farming districts in this particular. If electricity can be extracted from the wind by an outfit which prac tically runs itself, requiring oiling once a year, and which can be erected at any distance from the house or other building where the current is to be actually utillzed, then, electric light, fans, irons, vacuum cleaners, and washing machines, not to mention cream separators and other machinery, will be available for a great number of people who now yearn for them in vain.

The principle is explained as being simply a development of Benjamin Franklin's famous experiment when he successfully made the lightning travel down his kite and imprisoned it in a Leyden jar. He got electricity without cost. And just as he got his mite of current from the clouds. so modern mechanical developments have made possible the conveying of wind power into electricity for light and power. It utilizes the waste energy in the wind and stores it up for use when needed.

Men in all countries have been working on this problem for years, but America, it is said, is the first to solve it. Included in the problem was the necessity of getting an outfit that would work day and night and store electricity at a rate more than sufficient to meet the needs of an average householder where electric current was not available.

Keen interest on the part of the landlords and others had centered on the first perfected outfit erected in America, where the most careful records have been kept since the day of its installation. Every known instrument for recording results in terms of wind velocity and amount of current generated, have been in constant use. An anemometer placed on top of the big wind-wheel has automatically recorded the velocity of the wind during every minute of the day. A registering ammeter on the switchboard inside has told just how much current was being generated in the same period of time. Those records furnish the data as to the amount of electric current generated under the different wind conditions.

Kept for a number of months and carefully checked with the Government wind data, they indicate that it is possible to produce and store enough current to cover average needs.

There is nothing at all complicated about the apparatus or its installation and its operation is said to be practically identical with that of the best petrol driven light and power plants, the main difference being that it requires no petrol or other fuel. The operation is practically automatic, and there is no engine starting or similar details. The outfit may be installed on a knoll, a high spot of of ground of wherever wind conditions are most favourable.

"We have simply to put the wind to work," is the way the successful experimenters put it, adding that, expecially through the Middle West and prairie states, where the supply of wind is practically unlimited, the outfit is creating tremendous interest.

Home Industries

গার্হস্থ্য শিল্প-শিক্ষা

PISSE AND LUBINS TOOTH POWDER.

প্রিসিপেটেড চক (খড়ির গুড়া) ১ পাউণ্ড
Orris Powder (ওরিস পাউডার) ১ পাঃ
Carmine অৰ্দ্ধ ড্রাম
Powdered Sugar সূক্ষ্ম চিনি চূর্ণ— সিকি পাউণ্ড, গোলাপী উৎকৃষ্ট আতর ১ ড্রাম
অয়েল নিরোলী বা বাতাবি লেবুর ফুলের আরক ১ ড্রাম।

প্রথম গুলি একত্র মিশাইয়া খুব সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইয়া তাহার পর আতরাদি দিয়া পুনরায় মাড়িয়া কৌটায় পূর্ণ করিতে হইবে। ইহা পিস্ লিউবিন নামক জগত বিখ্যাত এসেন্স প্রস্তুতকারকগণের ফরমূলা।

আমরা নিজেরা

এক প্রকার গোলাপী দন্তমঞ্জন প্রস্তুত করিয়াছিলাম, তাহাতে খড়িচূর্ণ, কারমাইন (রঙের জন্য) অরিস রুট এ সমস্তই দিয়াছিলাম, তাহাতে আতর না দিয়া উৎকৃষ্ট গোলাপের শুষ্ক পাবড়ী ১ পোয়া এবং বাতাবী লেবুর ফুল চূর্ণ এক পোয়া দিয়া উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় ছাঁকিয়া লইয়া ছিলাম। চিনিটা সুমিষ্ট আস্বাদনের জন্য দেওয়া। গোলাপী অটো ও নিরোলী অয়েলের মূল্য অধিক বলিয়া আমরা ফুল চূর্ণ দিয়া সুলভ গড় তার আনিবার জন্য চেষ্টা করিয়া ছিলাম। নচেৎ অটো অফ্ রোজ ও নিরোলি অয়েল দেওয়াই ভাল। কাজেরলোকের পুরাতন ভলিউম সমূহে নানা প্রকারের দন্ত মঞ্জন বা Tooth-Powderএর বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্ব্বে ব্যবহার করা হইয়াছে। উপরে যে প্রস্তুত প্রণালী দেওয়া হইল, ইহা কোন জগদ্বিখ্যাত কোম্পানীর "ফরমূলা" "সায়েন্টীফিক আমেরিকা" নামক বিখ্যাত কাগজ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

—:•:—

বাবু ফণীন্দ্র নাথ ঘোষ (বালীগঞ্জ) লিখিয়াছেন যে, ল্যাম্প ইলেকট্রিক বল্‌ব্ প্রভৃতিতে কেমন করিয়া রং করা হয়। আমেরিকা মিনিয়াপোলিস নগরের মিঃ আর্থার, এস্, হিউই নিম্নলিখিত সহজ উপায়ে ল্যাম্পের চিমনী, ইলেকট্রিক লাইটের বল্‌বের উপর রং করিয়া থাকেন। প্রথমে বল্‌ব বা ল্যাম্পগুলিকে সাবানের জলে বেশ করিয়া ধুইয়া ভাল করিয়া শুষ্ক করিয়া পুনরায় শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা মুছিয়া ফেলিতে হইবে, যেন জলের দাগ ও না থাকে।

তার পর।

২টা ডিম্বের (হাঁসের বা মুরগীর) শ্বেতাংশ (হরিদ্রাংশ নহে) দেড় পাউণ্ড প্রায় ৩ পোয়া জলে মিশাইয়া তাহাতে রং (যেরূপ ইচ্ছা) Aniline colour মিশাইয়া ফিল্‌টার করিয়া লইয়া তাহাতে বল্‌ব্ বা চিমনী ডুবাইয়া লইয়া শূন্যে ঝুলাইয়া হাওয়ায় শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন, Dessolve the aniline color in Photographers common collodion, ফটোগ্রাফারের সাধারণ কলোডিয়ন ফটোগ্রাফারের দোকানে পাওয়া যাইতে পারে। লাল, এবং নীল রংএর সলুসানকে আর ফিল্‌টার পেপার দ্বারা না ছাঁকিলেও উজ্জ্বল রং হইবে। কিন্তু গ্রীন্ রঙ্গের সলুইসানকে ফিল্‌টারিং ব্লটীং পেপারে একবার ছাঁকিয়া লইলেই উজ্জ্বল গ্রীন বা সবুজ রং হইবে।

Lacquer সম্বন্ধে ১৯১৫ সালে ও অন্যান্য ভলিউমে যথেষ্ট আলোচনা এবং শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। পুনরায় তাহা মুদ্রিত করা অসম্ভব।

BLUE BLACK INK

শ্রীযুক্ত বাবু সচীন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত বি, এ, হেড মাষ্টার পাটগ্রাম, জলপাইগুড়ি। আপনার পত্রোত্তরে জানাইতেছি "কাজের লোকের" পুরাতন ভলিউম গুলিতে অনেক প্রকার কালী প্রস্তুতের ফরমূলা বাহির হইয়া গিয়াছে। পুনরায় একটী উৎকৃষ্ট ফরমূলা "ড্রগিষ্ট বুলেটীন" হইতে প্রকাশ করিলাম, উপরোক্ত আমেরিকান কাগজ এই ফরমূলাটীর যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। (স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য)

সহজ শিল্প প্রস্তুত প্রণালী।

How to make Lacqers.

লাকার করিবার উপায়।

ল্যাকারিং কাহাকে বলে? লণ্ঠন টীনের দ্রব্য সমূহে একপ্রকার পিতলের মত, ময়ুরের গলার মত রং করিয়া টীনওয়ালারা ঠিক বিলাতি দ্রব্যের ন্যায় করে দেখিয়াছেন, তাহাই ল্যাকারিংএর দ্বারা হইয়া থাকে। টীনের বাক্স, টীনের আয়না, টীনের চায়ের কৌটা এই সকলের উপর একপ্রকার পাতলা রঙ্গের কোটীং দেওয়া থাকে, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন, অধিক বলা বাহুল্য মাত্র। এখন ল্যাকারিং কেমন করিয়া করিতে হয়, বলিতেছি।

ল্যাকারিং এর নিম্নলিখিত যে ফরমূলা দেওয়া হইল, ইহা প্লেন্ বা সাদা ল্যাকারিং। ইহাতে অন্যান্য রং মিশ্রিত করা যাইতে পারে।

প্রায়ই ও প্রকারের ল্যাকারিং করা জিনিস দেখা যায়।

ব্রাস বা পিত্তল ল্যাকারিং, ইহার রং পিত্তলের মত। টীনের উপর রং করিলে ঠিক পিত্তলের মত দেখায়, ইহাকে বলে ব্রাস্ লাকারীং (Brass Lacqers) ইহাই আজ বলিব।

এতভিন্ন ব্রোন্জ বা তামা, গ্রীণ রঙ্গেরও ল্যাকার হয়।

ব্র্যাস্ লাকারিং

প্রস্তুত প্রণালী।

চাঁচগালা	৩ আঃ
টর্ম্মরিক (হলুদ)	১ আউন্স
আনাটো (লটকনবীজ)	২ আউন্স
জাফরান	২ আঃ
স্পিরিট	১৬ আঃ

টার্ম্মরিক, আনাটো, জাফরান এই গুলিকে উত্তাপ দ্বারা সিদ্ধ করিয়া টীংচার প্রস্তুত করিয়া চাপিয়া ইহার সমস্ত সত্ত্ব বাহির করিয়া লইয়া একটী কাচপাত্রে রাখিতে হইবে। তাহারপর কাঁচগালা চূর্ণ এবং স্পিরিট এই দুইটী মিশ্রিত করিলেই গলিয়া যাইবে, ইহাতে উপরোক্ত টিংচার, যাহা কাচপাত্রে প্রস্তুত আছে, তাহা ঢালিয়া দিয়া নাড়িয়া একটী কাচের বোতলে রাখিয়া দিতে হইবে। ইহা যখন আবশ্যক, অন্যপাত্রে একটু ঢালিয়া টীনের দ্রব্যে পাতলা করিয়া লাগাইলে পিত্তলের মত দেখাইবে। কেহ কেহ যাহাতে রং করিতে হইবে, সেই টাকে অগ্নির উত্তাপে উত্তপ্ত করিয়া তাহার উপর তুলিদ্বারা লাগাইয়া পুনরায় সেই দ্রব্যটা অগ্নির উত্তাপে যথেষ্ট গরম করেন, এইরূপ করায় নাকি ল্যাকারিংটা স্থায়ী হয়।

সাদা বা প্লেন ল্যাকারিং।

মাষ্টিক	১ আঃ
সান্ডারাক্	১॥ আঃ
এলিমি	১ আঃ
অ্যানিমি	১॥ আঃ
স্পিরিট	২০ আঃ

গলাইয়া ছাঁকিলেই প্লেন বা সাদা ল্যাকারিং হয়।

লাল ল্যাকারিং।

ড্রাগন্‌সব্লড্ (খুনখারাপী)	৮ আঃ
সাণ্ডারক	১৬ আঃ
চাঁচগালা	৮ আঃ
আনাটো (লট্‌কনের বীচি)	১৬ আঃ
স্পিরিট	১ গ্যালন

সমস্তগুলি এক সপ্তাহ ভিজাইয়া রাখিয়া ছাঁকিয়া বোতলে রাখিবেন। ইহা ঘোর লাল ল্যাকারিং হইবে। ইহা একটা সংকেৎ দেখান গেল মাত্র, যিনি এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে চাহেন, তিনি প্রকৃত কাজ করিতে করিতে Practice দ্বারা ভালমন্দ বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। জিনিষটা বড় দরকারী বলিয়া প্রকাশ করিলাম।

BRASS POLISH.

পিত্তল পালিস।

পিতলের পালিস করা অনেক জিনিস আছে, যাহাকে পালিস না করিলে মড়িচা ধরিয়া জিনিসটীর সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়। আমরা মেটাল পালিসের অনেক প্রক্রিয়া দেখাইয়াছি, এবারে পিত্তল পালিসের কথা বলিব।

Rotten stone চূর্ণ—	২ আউন্স
অক্‌জালিক অ্যাসিড্	আধ আউন্স
সুইট অয়েল	৩॥ আঃ

আর টারপিন এমন পরিমাণ, যাহাদ্বারা উক্ত চূর্ণ গুলি কাদার মত হইবে, তাহাই কৌটা বন্ধ করিয়া মেটাল পালিসের ন্যায় বিক্রয় করা যাইতে পারিবে।

কাল বার্নিস্।

কাল নীলকরার গালা	৫ আঃ
স্পিরিট	১২ আঃ

গলিয়া যাইলেই উৎকৃষ্ট কাল বার্নিস হইবে। এই প্রকারে লাল গালা হইতে লাল বার্নিস করা যাইতে পারে। কাঠের উপর কাল বার্নিস করিতে হইলে এই বার্নিসদ্বারা সুন্দর হইবে।

ক্রিষ্টাল বার্নিস্।

ম্যাপ প্রভৃতি কাগজের উপর বার্নিস করিতে হইলে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রস্তুতপ্রণালী।

খানিকটা কানেডা বাল্‌সম লইয়া তাহাতে ব্যবহারের সুবিধা বুঝিয়া তার্পিন মিশাইলেই ক্রিষ্টাল বার্নিস হইবে। ইহা ম্যাপ্ প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

French Polish.

চাঁচগালা	১৬ আঃ
বেনজুইন	১॥ আঃ
সাণ্ডারাক্	১ আঃ
স্পিরিট	৪ পাঃ

গালাইয়া ছাঁকিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

BLUE-BLACK INK.

ব্লু-ব্লাক কালী ।

Bruised Aleppo nut-galls 2lb.
Water 1 Gallon

Boil in a Copper Vessel for an hour, Adding water to make up for that lost by evaporation. Strain again and again, boil the galls with a gallon of water and strain; mix the liquors and immidiately 10 ounces of Copperas (তুঁতে) in Course powder and 8 oz of Gum arabic; agitate untill solution of these latter is effected, add a few drops of a solution of Potassium Permanganate, Strain through a piece of hair cloth and after permitting it to settle bottle. Addition of a little extract of log wood will render the ink darker when first written with. ½ oz. Sugar to the gallon will render it a good Copying ink.

S. A 269.

সাহিত্য এবং প্রাপ্ত দ্রব্যের সমালোচনা ।

দেবীর দুয়ারে ।

শ্রীরসময় বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ প্রণীত; মূল্য এক টাকা, রায় এণ্ড রায় চৌধুরী, কলিকাতা ২৪নং (দোতালা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে প্রাপ্তব্য। ছাপা কাগজ ভাল, মরকোলেদার বাইণ্ডিং, সোণার জলে নাম লেখা।

বইখানিতে মোট আটটী গল্প আছে। "দেবীর দুয়ারে," তেজারতী, গরীবের মেয়ে, ভাইয়ের কোলে, অরুণা, সকলহারা, সোণার-তরী এবং ঘরের লক্ষ্মী।

ব্যাকরণের নীরস কঠোর চর্চ্চায় ব্যাপৃত দেখে কখনও ভাবিনি রসময় বাবুর লেখনী এমন অমৃতের উৎস ফুটিয়ে তুলে লোকের প্রাণে একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত করে তুলবেন, কিন্তু সে ধারণা উড়ে গিছিলো তখনই—যখন সমালোচকের চোক নিয়ে দেখেছিলেম, তাঁর "কুড়ন ছেড়ে" হিমাদ্রি অঙ্কে" প্রভৃতি প্রবন্ধাদি, তাঁর লেখার প্রত্যেক ভঙ্গিটাই কবিত্ব ব্যঞ্জক আর এমনিই স্বাভাবিক যে, প্রত্যেকটী বিষয়ই পাঠককে একটা বাস্তবিকতার রাজ্যে নিয়ে যায়, তাতে কৃত্রিমতার লেশমাত্র নেই।

এই বই খানি সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-রথীরাই যথেষ্ট আলোচনা করেছেন, আমরা সে সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলতে চাইনে; তবে এইটুকুমাত্র বলতে পারি, লেখকের লোক চরিত্রে অভিজ্ঞতাও যেমি—আবার সেটাকে ফুটিয়ে তুলে লোকের উপভোগ্য করবার ক্ষমতাও তেম্নি অসাধারণ। তিনি নেন যতটুকু, দেন তার চেয়ে ঢের বেশী।

গল্পগুলির মধ্যে সুদূর পল্লীর অভাব অভিযোগ, তাহাদের সুখ দুঃখের কথা এমন স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে, যেন প্রত্যেকটীই বাস্তবিকতার এক একখানি নিখুঁৎ ছবি।

"সকাল বেলা, ফিনকি দিয়ে ছুটে রবির আলোর ঘরে বাইরে ছিট্‌কে পড়া, উঠান ভরা শাক শব্জির আগাগুলির ঝিকমিকানি, সিউলীগাছের তলায় ফুলের আসন বিছিয়ে রাখা, আঙ্গিনার তুলসীতলা, গ্রামের পার্শ্বের মাঠে সরষে, মটর, কুসুম ফুলের রূপের ঢেউ খেলা, বাড়ীর পেঁপে গাছটীর উপর দিয়ে সূর্য্য উঠা—আরও কত কি?—এসব ভাবগুলো কি মধুর! শৈশবের সেই অনাবিল স্মৃতিকে জাগিয়ে মনটাকে পাগল করে তোলে।

আবার মনস্তত্ব বিশ্লেষণের অদ্ভূত ক্ষমতা দেখেছি "দেবীর দুয়ারে" গল্পে। সরলা আর মুরলা জল আন্‌তে গেছে পুকুর ঘাটে—বিকেলের হাওয়ায় জলের কালো লাবণ্য দুলে দুলে কুলে গিয়ে পড়ছে, বাঁধা ঘাটে বসে মন-হারাণো মেয়ে দুটী তাই দেখ্‌ছে। চোক সেই দিকে, তবে কিছু দেখ্‌ছে কি না তারাই জানে। তারা এম্‌নি হ'য়ে গিয়েছে যেন কেউ কাকে চেনে না; যেন অপরিচিত দুটী পল্লীবাসীর মাঠের মাঝে পুকুর ঘাটে এই প্রথম প্রণয়, তাও চোখের—মনের নয়, ভাষার নয়।

তারপর আবার দেখ্‌তে পাই—"আবার সেই পথ, সেই পথের পাশে অসংখ্য গাছ। কিন্তু যুবকটী কৈ? দু'জনেই ভাব্‌লে 'যুবকটী কোথায় গেল?' দুজনেরই মনে একই প্রশ্ন, কিন্তু কেউ কাউকে মুখ ফুটে বল্‌ছে না।"

এই রকমের আরও অনেক কথাই আছে। স্থানাভাবে পরিত্যক্ত হল।

বাস্তবিকই—লেখকের "দেবীর দুয়ারে" পড়ে অবধি আমরা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলুম।

তবে একটা কথা, লেখক—লেখার সরসতা ও কবিত্বের প্রতি যতটা লক্ষ্য করেছেন, প্লটের দিকে ততটা মনঃসংযোগ করতে পারেন নি।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মিলন—১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা।

শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ এম, এ এবং শ্রীপ্রিয়নাথ ঘোষাল বি, এ সম্পাদিত। ২৫নং হ্যারিসন রোড—মিলন মন্দির (রিপন ডিপোজিটারী) হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক

মূল্য সডাক ৩৷৹ টাকা, ছাত্রদের পক্ষে ৩৲। নগদ প্রতি সংখ্যা ।/০। ছাপা কাগজ, চিত্র এবং প্রবন্ধ গৌরবে "মিলন" প্রথম শ্রেণীর মাসিক, অথচ মিলনের মূল্য সুলভ। "মিলনের মধ্যে তিনটী বিভাগ—মিলন, মনোহরা এবং কাকলী। মিলন পাঠে সর্ব্ব-শ্রেণীর পাঠক পাঠিকার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইবে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সহযোগীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

সনাতন—পাক্ষিক পত্র, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা। সম্পাদক শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বার্ষিক মূল্য ২৲ প্রতি সংখ্যা ৴০। ৬৩।১ বি মলঙ্গা লেন, বহুবাজার হইতে প্রকাশিত। ১ম সংখ্যা পাঠেই বুঝা যায় যে সনাতন লোক প্রিয় হইবে। আমরা এই নব সহযোগীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

পুলিশের কীর্ত্তি।

খুলনা পুলিশের মোকর্দ্দমায় হাইকোর্ট রায় দিয়াছেন। যিনিই বিচারপতিদের রায় পড়িবেন, তিনিই দারোগা বাবুর প্রতিভা, কার্য্যতৎপরতা, ও 'গ্যালান্‌ট্রি' (নারীপ্রীতি?) বা কাহিনী পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইবেন! দুইটী ব্রাহ্মণ যুবতী তাদের প্রণয়ীদের সঙ্গে গৃহত্যাগ করিয়া বাবুয়াবাজার গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে কিছু টাকা কড়ি, এবং অলঙ্কারও ছিল। গ্রামের লোকেরা অত্যন্ত দুষ্ট ও পরিছিদ্রান্বেষী (!) কাজেই তাহারা উহাদের আটকাইয়া রাখিয়া উহাদের বাড়ীতে খবর দেয়। অলঙ্কারগুলিও তাহারা গচ্ছিতস্বরূপ একটী দোকানে রাখিয়া দেয়। রাত্রিতে যুবতীদের একজন প্রণয়ী বলে যে, কিছু টাকা চুরি গিয়াছে। অমনই একজন চৌকীদার থানায় ছুটিল এবং পরদিন দারোগা নৌকা করিয়া স্বয়ং আসিয়া হাজির হইলেন! গৃহত্যাগিনী যুবতীদের প্রতি করুণায় তাঁহার চিত্ত বিগলিত হইয়াছিল—কাজেই তিনি তাহাদের মোকর্দ্দমা তদন্তের ভার নিজেই লইলেন। তিনি যুবতীদের লইয়া নৌকায় করিয়া বাজারে যান এবং সেখানে যাহার নিকটে অলঙ্কারগুলি ছিল, সেই কেশব সাহার দোকান খানাতল্লাসী করিতে উদ্যোগ করেন। ইহাতেই নাকি হরিদাস মিত্র, আবদুল খলিফ প্রভৃতি কয়েকজন উত্তেজিত হইয়া দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধাইয়া দেয়। হরিদাস দারোগাবাবুকে নাকি প্রহারও করে। দারোগা বাবু নৌকায় আশ্রয় লইলে লোকেরা নাকি তাঁহাকে সেখান হইতে টানিয়া বাহির করিয়া একটা দোকানে বন্ধ করিয়া রাখে ও পরে ছাড়িয়া দেয়। ব্যাপার ভয়ঙ্কর! পুলিশের কর্ত্তব্যকার্য্যে বাধাদান; কাজেই হরিদাস, আবদুল খলিফা ও আরও কয়েকজনের নামে গোটা পাঁচ সাত ধারায় অভিযোগ আনা হয়। সেসন জজ দুর্ভাগ্যক্রমে প্রায় সকলকেই ছাড়িয়া দেন;—কেবল হরিদাস ও আবদুল খলিফার নামে দাঙ্গা ও মারপিটের মোকর্দ্দমা শেষ হুকুমের জন্য হাইকোর্টে পাঠান; কেননা, জুরীরা আসামীদের নির্দ্দোষ বলিয়াছিলেন, জজ তাঁহাদের সঙ্গে একমত হইতে পারেন নাই।

হাইকোর্টের জজেরা বিচারে এ দু'জনকেও দাঙ্গা ও মারপিটের অপরাধ হইতে খালাস দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, দারোগাকে স্ত্রীলোক দুইটী বা তাঁহাদের পক্ষ হইতে কেহ রীতিমতভাবে কোন এত্তলা দেয় নাই; সুতরাং আইনতঃ তাহাদের এ বিষয়ে তদারক করিবার ক্ষমতা দারোগার ছিল না। কেশবের দোকান খানাতল্লাসী করিবার অধিকারও আইনতঃ তাহার ছিল না। অতএব দারোগার কার্য্য তাহার অধিকার বহির্ভূত হইয়াছে। আসামীরা কোনই অপরাধ করে নাই।

বিচারপতি সুরাবর্দ্দি দারোগার কার্য্যের আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বেশ কৌতূহলজনক :—

"He was not apparently attracted to the Bazar for this rumour (theft of Rs. 52/-), but by the further information that two runaway young women with valuable jewellery had arrived there in the course of their wonderings. It appears that he took no notice of Rs. 52/-, but immediately on his arrival interested himself in the affairs of these women."

অর্থাৎ টাকা চুরির কথা শুনিয়া দারোগা ঘটনাস্থলে যায় নাই। আসলে দুই জন গৃহত্যাগিনী যুবতী, বহুমূল্য অলঙ্কারসহ সেই স্থানে আসিয়াছে, এই কথাই শুনিয়াই সে আকৃষ্ট হইয়াছিল।

বিচারপতি ওয়ামস্লি দারোগার Misguided zeal বা বিপথগামী উৎসাহ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন; এবং বলিয়াছেন

পুলিশ বিভাগের কর্ত্তারা এই উচ্ছৃঙ্খলতা সংযত না করিলেও, ম্যাজিষ্ট্রেটের নিশ্চয়ই করা উচিত ছিল :—

"If there was no one in the Police department to curb such misguided zeal, it it surprising that an intelligent Magistrate should have failed to see the facts in true proportion and to realize that the case was one that should be tried in his court.

এই দারোগার মোকর্দ্দমায় যাহা প্রকাশ হইয়াছে, তাহা 'শান্তি ও শৃঙ্খলা' নাটকের একটা পার্শ্ব-দৃষ্টি মাত্র। সমস্ত ব্যাপার আদালতেও আসে না, হাইকোর্টের বিচারকদের হাতেও পড়ে না। অধিকন্তু পুলিশের বিরুদ্ধে টু" শব্দটি করিলে কাহারও নিস্তার নাই। পুলিশের সকল কর্ম্মচারীই যে "ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির"—নয়—খুলনার মোকর্দ্দমার পর, অন্ততঃ একথাটাও বোধ হয় আমলাতন্ত্রের প্রভুরা স্বীকার করিবেন।

আনন্দ বাজার পত্রিকা।
২২শে শ্রাবণ!

Medical.

বাইয়োকেমিক নোট্স

বা

প্রেস্‌ক্রাইবার্স

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

লেখক—ডাক্তার অনুকূলচন্দ্র বিশ্বাস।
হড়া (হুগলী)

—:০:—

বাত—রিউমেটিজম্।

লক্ষণ—(Symptoms).

রিউমেটিজম হবার কয়েক দিন আগে—শরীরে নানারকম অসুখ—অশান্তি—অব্যক্ত যাতনা—স্ফুর্ত্তিহীন—মন হুহু করা ইত্যাদী হয়ে—তবে ক্রমশঃ রোগ প্রকাশ পায় আবার কখনও কখনও কোন দুর্লক্ষণ—প্রকাশ না পেয়ে হঠাৎই রোগ প্রকাশ পায়। কখনও আস্তে আস্তে ক্রমশঃ বৃদ্ধিও হতে পারে নয় তো হঠাৎ প্রবলভাবে খুব বেশী রকম যাতনাদিও হতে পারে। এর কোনও বাঁধা নিয়ম নাই।

প্রথমে হয় তো কোনও একটী ছোট গাঁইট্ আক্রান্ত হয়ে—জ্বর দেখা দেয়। ক্রমশঃ বেদনা বৃদ্ধির সঙ্গে জ্বরের বৃদ্ধি হয়। জ্বর প্রায়ই কম্প দিয়ে আসে—কারো বা ক্রমশঃ অল্প শীত করে ধিকি ধিকি জ্বরের বৃদ্ধি দেখা যায়। আস্তে আস্তে জ্বর বেশী হ'য়ে শেষে গা ভয়ানক গরম হ'য়ে ওঠে। জ্বরের সঙ্গে ঘাম হয়—ঘামে টক্ গন্ধ ছাড়ে—রোগীর মুখের আস্বাদও টক হয়। বড় ছোট সব সন্ধি (গাঁইট) আক্রান্ত হতে পারে। কখনও একটী একটী গাঁইটে ধরে—আবার কখনও একবারে দু তিনটী বা আরো বেশী গাঁইটেও বেদনা হ'তে পারে।

যাঁদের কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ খুব কম্প দিয়ে (বেশী শীত করে) জ্বর আসে—আর ঐ সঙ্গে একটী বা দুটী—বড় সন্ধি আক্রান্ত হয়—তাঁদের প্রায়ই রোগ শক্ত হ'তে দেখা যায়। এরকম রোগের সঙ্গে প্রায়ই—এণ্ডোকার্ডাইটীস পেরিকার্ডাইটীস ইত্যাদি কঠিন কঠিন উপসর্গ হয়ে রোগীর প্রাণ নাশ পর্য্যন্ত কর্ত্তে পারে।

হাঁটু, কাঁদড়ী, হাতের কব্জী পায়ের গোড়ালীর গাঁট ইত্যাদিই বেশীর ভাগ আক্রান্ত হয়—প্রতি আঙ্গুলের গাঁইট্ও বাদ যায় না। বেদনা খুবই যন্ত্রণা দায়ক, যাতনায় রোগী মুখ বিকট্ শিকট করে। সর্ব্বদাই মুখের চেহারা একরকম বি-শ্রী রকমের হয়ে থাকে, মুখের দিকে চেয়ে দেখ্লেই বেশ বোঝা যায়—সে—কি যেন একটা অসহ্য যাতনা ভোগ কচ্ছে। তরুণ বাতক্রান্ত সন্ধি স্ফুল লাল হয়—খুব টাটায়—আর সন্ধির ভেতর অসহ্য যাতনা হয়—আর গরম হয়। টাটানি এতো হয়—যে কেউ দেখ্তে চাইলে পাছে সে হাত দেয়—এই ভয়ে—আগেই স্পর্শ কর্ত্তে বারণ করে দেয়। বাতাসের দরকার হলে—দূরে ব'সে পাখা চালাতে বলে; পাছে লাগে এই ভয়ে।

(ক্রমশঃ)

কাজের লোক আফিস।
২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত তৎকর্ত্তৃক
২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

শ্রীশ্রী৺কালিমাতার স্বপ্নাদ্য আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ২টী মাদুলী।

হুড়া গ্রামের বিশ্বাসদের বাড়ীর বহুদিনের ও বহু লোকের জানিত ও পরিক্ষীত। একটী ধেত্তের ব্যামোর। অপরটী বাতের। ধারণ মাত্রেই নূতন পুরোণো সব রকম ধেত্তের ব্যামো এবং বাত মাত্রেই এমন কি বাতে পঙ্গু হলেও এই মাদুলী ধারণে নির্দ্দোষ ভাল হইবেন। প্রতি মাদুলী ১৷৹ ডাঃ মাঃ ৪টী পর্য্যন্ত ।৵৹।

একশীরা কুরণ্ড প্রভৃতি কোষবৃদ্ধি এবং বাগী, কুঁচকী, গোদ, গরগণ্ড, বহু দিনের স্থায়ী আব, বিষাক্ত বড় বড় ফোড়াদি যদি বিনা অস্ত্রে, বিনা যন্ত্রণায়, এবং কোন রকম ঘা ঘো না করে নির্দ্দোষ ভাল কর্ত্তে চান তবে—সাঁওতালের নিকট হইতে প্রাপ্ত পাহাড়ী গাছগাছড়া হইতে যন্ত্র সাহায্যে প্রস্তুত ওয়ল সার ব্যবহার করুন। মন্ত্রশক্তির মত উপকার পাইবেন। খাবার ওষুধ নয়। কেবল লাগাইতে হয়। দাম প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ডাঃ মাঃ ।৵৹। ডাক্তার এ সি বিশ্বাস,

হুড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ হুগলী।

প্রত্যেক দূরদর্শীকে



অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বিশুদ্ধ ঔষধ না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিশুদ্ধ—টাটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাফেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, রায়, এম ডি; জে, এন, ঘোষ এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এস; নিতাইচরণ হালদার এল, এম, এস; ক্ষীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি সুচিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিশুদ্ধতার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা [illegible]ন সুলভে পয়সা বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটাই দুঃখ! আমাদের মাদারটিংচার ।৵৹; ১—১২ প্রতি ড্রাম ।৹, ৩৹ ক্রম পর্য্যন্ত ।৵৹ ; ইহার কমে আমরা পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস,

৮৩ নং হ্যারিশন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট জংশন, ব্রাঞ্চ:—৪৫ নং ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(Published Annually)

THE

London Directory

with provincial & foreign Sections, enables traders to communicate direct with

MANUFACTURERS & DEALERS

in London and in the Provincial Towns and Industrial Centres of the United Kingdom and the Continent of Europe. The names, addresses and other details are classified under more than 2,000 trade headings, including

EXPORT MERCHANTS

with detailed particulars of the Goods shipped and the Colonial and Foreign Markets supplied;

STEAMSHIP LINES

arranged under the Ports to which they sail, and indicating the approximate Sailings.

One-inch BUSINESS CARDS of Firms desiring to extend their connections, or Trade Cards of

DEALERS SEEKING AGENCIES

can be printed at a cost of £ 1. 10. 0. for each trade heading under w they are inserted. Larger advertisements from £2 to £16.

A copy of the directory will be sent by parcel post for £2 nett cash w th order.

THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,
25, Abchurch Lane, London. E. C. 4
ENGLAND.

Business established 105 years.

Success Comes Easy

after reading our two volumes of 'Businessman, 1914—1915.

They start you right and contains inside informations that is most valuable. They speak right to the point about the many necessary things you need to know and put you on the proper need to a real humming success. Sent prepaid for Rs. 2/8 for Two Big Volumes. Only for Bengali gentlemen. if you are not satisfied after reading—return the books after a week, your money will be refunded at once.

Manager

"Businessman'

2, Rrjendra Dutta Lane,

Bowbazar, Calctta.

পশু-চিকিৎসার পুস্তক

গৃহ-সখা

৵৹ আনার ডাক টিকিটে পাঠাই।

শ্রীনন্দলাল রায়,

• নং উইলিয়ম্‌স্ লেন, কলিকাতা।

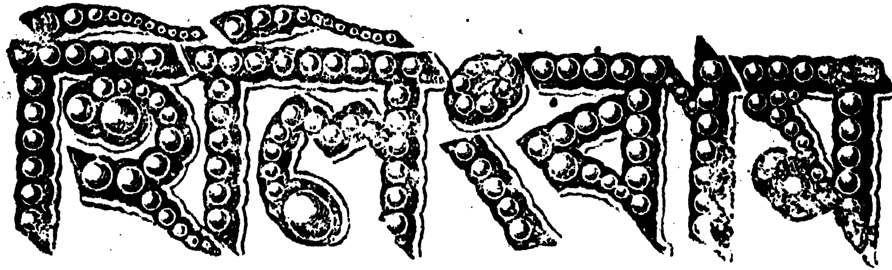
টাকা এদেশে আজকাল খুবই আক্রা !

কাজের লোক

হিসেব ক'রে তাই একটী পয়সাও অপব্যয় করেন না

এক রোগের হাজার ঔষধ আজকাল পাওয়া ত' যায়, কিন্তু সাবধান রোগী অর্থের ও দেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঠিক ঔষধটীই দেখে বুঝে, যাচিয়ে কিনেন। এতে শরীর শীঘ্র ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, খামখা যা' তা' কেনার খরচও বাঁচে। এই বাজারে সস্তা অষুধে কিছু থাকে কি? যা বাজার পড়েছে তাতে রোগ আরোগ্য করতে হলে দামী মসলা দিতে হবেই তো—আর তা হলেও ঔষধের দাম চড়া না হ'য়ে পারে কেমন কোরে? তাই বলি যে দাম দিয়ে ঔষধ পরীক্ষা না করে ফল দিয়া ঔষধ পরীক্ষা যাঁরা করেন তাঁরাই কাজের লোক, তাঁরা ঠকেন না।

সর্ব্বপ্রকার মেহের জন্য, আজকাল সর্ব্ববাদীসম্মত মত হচ্ছে যে



একমাত্র মহৌষধ। অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, যাহাতে হয়ত রোগ আরাম হয়, কিন্তু ঝিলিংবামের বিশেষত্ব এই—(১) প্রথম মাত্রায় ফল (২) ১দিনে যন্ত্রণার শেষ (৩) সপ্তাহে আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের তালিকাপুস্তকে বড় বড় ডাক্তারের প্রশংসাবাদের মধ্যেই আছে—অদ্য পত্র লিখে ঐ বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ৩৲, মাঝারী ২।।০, ছোট ১৮০।

আর, লগিন এণ্ড কোং—ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্,

১৪৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—"ঝিলিং" কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৬১৫, কলিকাতা।

"কাজের লোকের" বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারিং চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।

২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রতি ১০ ইঞ্চি প্রতি বার ১৲ টাকা ধরা হয়। সৎ ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি

৩। কোন বিজ্ঞাপন ৩ মাসের কম মধ্যে পরিবর্ত্তন করা হয় না।

৪। Desplay অর্থাৎ সাজান বিজ্ঞাপনের স্বতন্ত্র মূল্য দিতে হয়। ভিতরে পাঠ্য বিষয়ের সহিত বিজ্ঞাপনে মূল্য দ্বিগুণ।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার।

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮৲ টাকা প্রতি মাসে	৭৲ টাকা প্রতি মাসে	৬৲ টাকা প্রতি মাসে
½ „	৫৲ „	৪৲ „	৩।।০ „
¼ „	৩৲ „	২।।০ „	২৲ „
১ কলম	৩৲ „	২।।০ „	২৲ „
½ „	১৸০ „	১।।০ „	১।০ „

১৫ বৎসরের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব। মফঃস্বলের বিজ্ঞাপনের টাকা অগ্রিম দেয়। সপ্লিমেণ্টের কথা পত্র লিখিলে জ্ঞাত করা যায়।

কার্য্যাধ্যক্ষ

"কাজের লোক"।

৯ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।



আসমুদ্র ভারতে সকল মহিলাই কেশরঞ্জন মাখেন

কারণ—ইহাতে কেশ কুঞ্চিত, কোমল ও মসৃণ হয় ও কটা চুল কৃষ্ণবর্ণ হয়। কিছু দিন ব্যবহারে কেশের খালিত্য বা টাকরোগ আরামহয়।

কারণ—চুল উঠিয়া গেলে, মাথায় টাক পড়িলে, অকালে চুল পাকিলে, চুল বিকৃত ও বিবর্ণ হইলে, "কেশরঞ্জন" ব্যবহারে এ সব দুর্লক্ষণ দূরীভূত হয়।

কারণ—ইহা অত্যধিক অধ্যয়ন, অধিক চিন্তা, সর্ব্ববিধ শিরঃপীড়া, মস্তক-ঘূর্ণন, প্রভৃতি উপসর্গে অমোঘ প্রতিকারক। ইহার মনোমদ সুগন্ধে চিত্তের প্রফুল্লতা ও মানসিক অবসাদ বিদূরিত হয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র; প্যাকিং ও ডাকমাশুল সাত আনা।

উপায় থাকিতে নিরাশ হন কেন??

যদি আপনার শরীরে উপদংশ অথবা পারদ-বিষ সংক্রামিত হইয়া থাকে, গায়ে হাতে ও পায়ে চাকা চাকা দাগ দেখা দিয়া থাকে,—ডাক্তার বা কবিরাজের কাছে এ কথা প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করেন, তবে আমাদিগকে লিখুন,—আমরা আপনাকে "বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়" পাঠাইয়া দিব। ইহার ব্যবহারে আপনি নির্দ্দোষভাবে ও অল্প ব্যয়ে এই ভয়ানক রোগের ভীষণ কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন। উপদংশ ও পারদ-বিকৃতিতে "বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়" মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। প্রতি শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাশুল ৸৹ ছের আনা।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড,

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়, ১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং সাহেবের

ছারপোকা ও কীট নষ্ট করিবার ঔষধ

কিটিংস পাউডারে
মসা মাছি ছারপোকা মরে।
দিলে বিছানায়
মুহূর্ত্তেকে সুখ-শয্যা হয়॥

লণ্ডনে প্রস্তুত, সকল ডাক্তারখানায় ও নিম্ন ঠিকানায় পাওয়া যায়।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

বোনফিল্ড্ লেন, কলিকাতা।

THE BUSINESSMAN

কাজের লোক

Edited by S. P. Chatterjee.

১৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা। New Series August, 1922, নূতন সংস্করণ। অগষ্ট ১৯২২। Vol. XVI No 8

কাজের লোক আফিস— [illegible], কলিকাতা।

কাজের লোক, কলিকাতা।

১৯০৯ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত ১৫ ভলিউম

'কাজের লোক' সমস্ত লইলে

প্রত্যেক ভলিউম ৩্ স্থলে ১৷৷০ টাকা প্রত্যেক খণ্ড ১।০, হাতে হাতে লইয়া যাউন।

আমরা কিছু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

"Kajer-Loke" or Businessman— * * * is repleted with useful articles on art and Industry.

Indian Empire.

"Contains interesting articles on trade and speculation." *Indian Daily News.*

"Kajer-Look,"—Or the "Businessman" is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture. *Bengalee.*

"A special and heathy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartly wish our contemporary all success in his noble endeavours.

The Indian Nation.

* * "The Businessman" is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike."

Telegraph.

"There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading "Kajerloke."

Gardeners Magazine.

"কাজের লোকের" বিস্তৃত সমালোচনা আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই এরূপ সুন্দর, সুলিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকা-খানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।" যশোহর।

"সত্য বলিতে কি, এরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, 'কাজের লোকের' মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্ব্বথা সুসিদ্ধ হয়।" সময়।

"আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধ-গুলি যেরূপ সারগর্ভ, সেইরূপই উপযোগী।" বঙ্গবন্ধু। *

* * * "কাজের লোক"

"এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে বাহির হইয়া থাকে। ইহার কার্য্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা এরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি "কাজের লোক" পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় * * * *

দৈনিকচন্দ্রিকা।

"আমরা "কাজের লোক" পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।" খুলনাবাসী।

"কাজের লোক" গৃহস্থ মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।"

মেদিনী-বান্ধব।

এরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। "কাজের লোক" পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রবৃত্তি জন্মে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়হীন "বেকারের" বন্ধু। * * * শিক্ষানদর্পণ।

বাঙ্গালী যাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বাঙ্গালী যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, ইহাই 'কাজের লোকে'র উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালায় এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালায় সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা "হিতবাদী", "বঙ্গবাসী", "বসুমতী", এবং অন্যান্য অসংখ্য সংবাদপত্রও ভূয়োসী প্রশংসা করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, স্থানাভাবশতঃ সকলগুলি দিতে পারিলাম না।



কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিক্ষা।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত।

মূল ॥• ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অসংখ্য হাতে হেতেরে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঘরে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। সুন্দর ছাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং ধনাকাঙ্ক্ষীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াসসাধ্য উপায় সমূহ বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত। এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে. তবে আমাদের আনীত এই পুস্তকখানিই যেন ক্রয় করিবেন। মূল্য ২৲ টাকা ভিঃ পি স্বতন্ত্র। কাপড়ে বাঁধান, পরিষ্কার অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত। যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

How a penny became Thousand Pounds Rs. 2/4/-

How to mend and how to make (secondhand Book) Rs. 1/8

Watch repairing Rs. 1/8

V. P. and postage extra.

বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের ফন্দি সন্দিও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পন্থা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্ডার করিবেন, পকেট সাইজ, ফুলিসক্যাপ ১৬ পেজি সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ॥৵০ আনা। ভি, পি স্বতন্ত্র।

ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ২৲ যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আমাদের বেশী কর্ম্মচারী নাই যে, সর্ব্বদাই এই কার্য্যে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকন্তু ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায়। সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। যাহা আমাদের নাই, তেমন পুস্তকও অর্ডার করিলে সংগ্রহ করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কমিশন পেলেও পুস্তক রাখা হয়। সে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, "কাজের লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস,
২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য রত্নস্বরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য দামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চক্ষুরত্নকে রক্ষা করিতে যান; কিন্তু তাহা ত হইবার নয়। প্রকৃত নির্দ্দোষ চসমা উৎকৃষ্ট ব্রেজিল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয়; তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্ষুরত্ন রক্ষার যথার্থ সামগ্রী। আমরা চক্ষু পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনাইয়াছি। চক্ষের বিবরণ আমাদিগকে যেন একবার অতি অবশ্য জানান হয়। প্রায় ৩০ বৎসরের বহুদর্শিতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ব্যবস্থামত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই

দে, মল্লিক এণ্ড কোং,
২ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"শ্রীশ্রীআপদ নাশিনীর ব্রতকথা।"

দুই আনার ডাক টিকেট পাঠাইলে একখানা বই পাঠানো হয়।

ঘরে ঘরে প্রচলিত।

১২ খানা একত্রে লইলে—দশ আনা মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার "শতদল"
১৫ নং খেলাৎবাবু লেন, কাশীপুর,
কলিকাতা।

"কাজেরলোকের" প্রতিযোগিতা ।

ছয়টী পুরস্কার :—প্রত্যেকটীতে সম্পূর্ণ এক খণ্ড করিয়া "কাজের লোক"।

কেমন করিয়া পাইবেন ?

প্রতিমাসে একটী করিয়া প্রতিযোগিতা প্রকাশিত হইবে। অনুগ্রহ করিয়া নিয়মিত ভাবে এ পাতাটী পড়িতে ভুলিবেন না। এই সকল বিজ্ঞাপনের দ্রব্যাদি উৎকৃষ্ট ও আবশ্যকীয়। আপনি কেবল ৩টী কারণ দেখাইবেন যে কেন আপনি এ সকল বিজ্ঞাপিত দ্রব্য ব্যবহার করেন বা করিবেন ? আপনি যত ইচ্ছা বেশী কারণও দেখাইতে পারেন। সকল উত্তরই পরমাসের ২০শে তারিখের ভিতর "কাজের লোক" আফিসে পৌছান চাই। সঙ্গত ও উৎকৃষ্ট কারণগুলির লেখকগণ উপরোক্ত পুরস্কার পাইবার অধিকারী হইবেন। "কাজের লোক" সম্পাদকের মীমাংসা চূড়ান্ত বলিয়া গ্রাহ্য হইবে।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের দ্রষ্টব্য।

বিজ্ঞাপন প্রতিযোগিতায় প্রকাশিত প্রত্যেক বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ প্রতিবার ৩৲ অগ্রিম দেয়। অন্যান্য বিবরণ বিজ্ঞাপন বিভাগ "কাজের লোক" এ ঠিকানায় পত্র লিখিলেই জানান যাইবে।

কাজেরলোকের ক্রোড়পত্র।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESS MAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

১৬শ বর্ষ। ৮ম সংখ্যা।	New Series. নব পর্য্যায়। AUGUST, 1922.* আগষ্ট ১৯২২।	Vol. XVI. No. 8.

Notes of Interest.

আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ।

প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড্‌ জর্জ্জ সে দিন পার্লামেন্টের বক্তৃতায় বলে ফেলেছেন—যে রিফর্ম্ম, হোমরুল, উপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন ও সব বাজে কথা, ভারত চিরকালই আমাদের অধীনে থাক্‌বে, আর সিবিলিয়ানরা চিরকালই সেখানে রাজ্য শাসন কর্‌বে। এতেই মডারেট্‌ মহলে মহাঘোর আন্দোলন উঠে পড়েছে। বক্তৃতায় নাকি এমনও আভাষ আছে যে, এ রিফরমটা কিছুই নয়, কেবল একটা ঝোঁকে চল্‌বে, ইচ্ছে কল্লেই বাতিল করাও হতে পারে। এ রিফরম উঠ্‌লে দেশের লোকের আনন্দের সীমা থাক্‌বে না। বাবা ভিক্ষের কাজ নাই, কুত্তা ফিরিয়ে নিলেই ভারতের লোক রাম রহিমের নাম নিয়ে বাঁচ্‌বে।

এ দেশের এক শ্রেণীর লোক এই রিফরমের খোসাও নয় বল্‌লেই হয় তাই পেয়ে কতই না—কল্পনার শৌধ নির্ম্মাণ কচ্ছিলেন—মিঃ লয়েড্‌ জর্জ্জ এক ফুঁকেই সে নিশার স্বপন ভেঙ্গে দিয়েছেন। ও বেশ হ'য়েছে, সত্য ঢাকা থাক্‌বে কেন? মিছরীর ছুরীকে চেয়ে এ তলোয়ারের কোপ্‌ ভাল।

যাঁরা এই রিফর্ম্মের নাম অশ্বডিম্ব বলেছিলেন তাঁরা এ রহস্ত আগেই বুঝেছিলেন। মদরতের দল ক্রমেই ওয়াকিব্‌ হয়ে উঠ্‌চেন।

এদেশের যারা বড় বড় বিদ্বান নয়, তা'দিকে শিক্ষিত লোকে বোকা বলুন, চাসা বলুন, কিন্তু তারা সরল প্রাণে আগেই বুঝেছিল, ইংরাজ যে সমস্ত রাজ্যটা দেশের লোকের হাতে তুলে দিয়ে বানপ্রস্থ ধর্ম্ম নিয়ে ফেল্‌বে, এ কথা কিছুই নয়, আমাদের জবাই করবার এই রিফর্ম্মটা একটা রকমর ফের। তাই হয়েছে। টাক্‌সের ভারে আমরা মলুম, আর সব খেয়ে ফেল্লে চেপুতে। দেশের লোক এখন বল্‌চে আমরা গড় কচ্চি, এ গরম পিঠে দাঁড় ছেড়ে দিলে বাঁচি।

কলিকাতার বেলেঘাটায় ডাক্তার শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের বাড়ী। বাড়ীর সম্মুখে রামাচল চোবে ও রাধামোহন দোবে একটী স্ত্রীলোকের সহিত কু-কথা কচ্ছিল—ডাক্তার তা'দিকে বাড়ীর সাম্‌নে এইরূপ কু-কথা বল্‌তে নিশেধ করেন। আর যায় কোথা—এরা হলো গভর্ণমেন্টের আদুরে

গোপাল—তৎক্ষণাৎ তারা ডাক্তারের হাত চেপে ধল্লে। ডাক্তার তাঁর ছেলেকে কাগজ পেন্সিল নিয়ে এসে কনেষ্টবল দুজনার নম্বর লিখে নিতে বল্লেন, তারা তখন ডাক্তারকে ছেড়ে দিয়ে ছেলের মাথায় লাঠি চালিয়ে দিলে। ছেলেও ছাড়্‌বার পাত্র ছিল না। একজন কনেষ্টবলের কোমর জড়িয়ে ধল্লে। তার পর ঠিক যেমন গড়ান উচিত ছিল, তার চেয়ে কিছু বেশী গড়িয়ে গেল, দুজনেই গড়াতে গড়াতে একেবারে নরদমার মধ্যে পড়ে গেল। থানা হতে আরও ২।৪ জন কনষ্টেবোয়াল এসে ঠ্যাঙ্গা সুরু করে দিলে, তার পর তারা ডাক্তার ও তাঁর ছেলেকে ধরে নিয়ে থানায় গেল। থানায় ডেপুটী কমিশনার তাঁদিকে ছেড়ে দেন, আর কনিষ্টবোয়ালদের নামে নালিস কর্ত্তে বলেন। তাই হয়েছিল। বিচারে ছয়মাস জেলের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। পুলিসের কনিষ্টবোয়ালরা পর্য্যন্ত বুঝে নিয়েছে যে, তারা আদুরে গোপাল, যা করবে তাই খাট্‌বে। পাড়াগাঁয়ের দফাদারের দৌরাত্ম্য দেখ্‌লে মনে হয় যে, এরা দারোগারও উপর—হা ভগবান! কালে সব সহ্য করায়। যারা দেশের রক্ষক, তারাই উপর পড়া হ'য়ে অশান্তির সৃষ্টি করে দেশের লোকের মনে যে অসন্তোষের সৃষ্টি কর্‌চে—আমলাতন্ত্র তা বুঝতে চায় না। এদিকে দেশ জলে পুড়ে খাক্ হয়ে উঠ্‌লো।

বিধি বিহিত গবর্ণমেণ্ট কে?—"প্রকাশ ষ্টীম প্রিণ্টিং প্রেস" লাহোরের একটী মুদ্রা যন্ত্র। এই মুদ্রা যন্ত্রে প্রকাশিত সংবাদ পত্রে ফেরোজ পুরের পুলিসের অন্যায় কার্য্যের কঠোর সমালোচনা হয়েছিল। এই সমালোচনাকে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিরাগ উৎপাদনের চেষ্টা বলে স্থির করে গবর্ণমেণ্ট মুদ্রাযন্ত্রের মালীকের জামিন স্বরূপ গচ্ছিত ২হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। যন্ত্রের মালীক এই আদেশের বিরুদ্ধে লাহোর হাইকোর্টে আপিল করেছিলেন। চিফ জষ্টিস্ সার সাদে লাল, জষ্টিস মিঃ স্কট স্মিথ ও জাষ্টিস মার্টিনো এই আপিলের বিচার করে যে রায় দিয়েছেন, তার কয়েকটি কথা মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতার পক্ষে বড়ই প্রয়োজনীয়। তাঁরা বলেছেন, "বিধি বিহিত গবর্ণমেণ্ট শব্দের অনেক রকম ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিলকের প্রথম মোকদ্দমায় জাষ্টিস ষ্ট্রাচি একরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। অন্য মোকদ্দমায় জাষ্টিস ব্যাটিও ইহার ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু কোন ব্যাখ্যাই কোনও স্থানের কয়েক জন পুলিস কর্ম্মচারীর কার্য্যকে বিধি বিহিত গবর্ণমেণ্টের কার্য্য বলে গণ্য করতে উপদেশ দেয় নাই। সুতরাং কয়েকজন পুলিস কর্ম্মচারীর দুষ্কার্য্যের নিন্দা করলেই গবর্ণমেণ্টকে জনসাধারণের চক্ষে ঘৃণিত করবার চেষ্টা করা হল, এ কথা বলা যেতে পারে না। এডভোকেট জেনারেল বলেছেন যে, পুলিসের কার্য্যের নিন্দা করলে পরোক্ষভাবে গবর্ণমেণ্টের প্রতি অসন্তোষের সৃষ্টি করা হয়, এ যুক্তি নিতান্তই ভিত্তিহীন। তিনি আরও বলেছেন যে, ফেরোজ পুরের পুলিস একটি শ্রেণী,—সুতরাং তাদের নিন্দা করাতে শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণীকে উত্তেজিত করা হয়েছে। কিন্তু ইহা সহজ বুদ্ধিতেই বুঝা যায় যে কোন উদ্দেশ্যে এক স্থানে সমবেত পুলিস কর্ম্মচারীদিকে একটা শ্রেণী বলে গণ্য করা যেতে পারে না। অতএব সংবাদ পত্রে যাহা প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে মুদ্রা যন্ত্র আইনের কোন বিধান লংঘিত হয় নাই। সুতরাং জামিনের টাকা বাজেয়াপ্ত হতে পারে না।" কোন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর দুষ্কার্য্যের সমালোচনা করলেই যদি তা রাজদ্রোহ বলে ধরে নিয়ে গবর্ণমেণ্ট এরূপে সংবাদ পত্র সংশ্লিষ্ট লোকদিকে বিপন্ন কত্তে চেষ্টা করেন, তাহা হলে এ দেশে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা কথা মাত্রে পর্য্যবসিত হবে। যা'হউক, লাহোর হাইকোর্ট যেরূপ অপক্ষপাতের সহিত ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করেছেন, তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

হাইকোর্টের ন্যায় বিচার।

আর একটী বিচার দেখুন।

কয়েকজন অসহযোগী পুলিসের অনুমতি না নিয়ে শোভা যাত্রা করেছেন বলিয়া ড্যালটনগঞ্জের ম্যাজিষ্ট্রেট তাদিকে দণ্ডবিধি আইনের ১৪৫ ধারা অনুসারে দণ্ড দিয়েছিলেন। আসামীরা জুডিসিয়াল কমিশনারের আদালতে আপিল করেন। তিনি তাঁহাদিগকে ১৪৫ ধারার অপরাধ হতে অব্যাহতি দিয়ে পুলিস আইন অনুসারে প্রত্যেকের ১ টাকা জরিমানা করেন। বিহার গবর্ণমেণ্ট ১৪৫ ধারার অপরাধ সাব্যস্ত করবার এবং পুলিস আইন অনুসারে দণ্ডবৃদ্ধির জন্য পাটনা হাইকোর্টে আপিল করেন। মিঃ মল্লিক, মিঃ কুট্‌স ও মিঃ দাসের নিকটে আপিলের বিচার হল। তাঁরা আসামীদের দণ্ড বৃদ্ধির অথবা ১৪৫ ধারার মোকদ্দমায় শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত কারণ দেখ্‌তে পান নাই। মিঃ মল্লিক এবং মিঃ কুট্‌স স্বীকার করেছেন যে, লাইসেন্স না নিয়ে যদি কেহ শোভাযাত্রা বাহির করে এবং পুলিসের হুকুমে শোভাযাত্রা না ভাঙ্গিয়া দিলে, বে-আইনি জনতা করার অপরাধে তাহার শাস্তি হতে পারে। কিন্তু মিঃ দাস তাহাও স্বীকার করেন নাই। তিনি রায়ে বলেছেন,—"গবর্ণমেণ্ট যে নীতি

প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, তাহাতে বর্ত্তমান মোকদ্দমার বিচার্য্য বিষয় অপেক্ষা অনেক গুরুতর প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়; আইন সঙ্গত কার্য্যে প্রজার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়। বিচারক যেমন শান্তিভঙ্গের প্রশ্রয় দিবেন না, তেমনি গবর্ণমেণ্টের শাসন শক্তি যেন প্রজার স্বত্ব ও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করেন, তাহার দিকেও দৃষ্টি রাখবেন। যে পর্য্যন্ত কোনও শোভাযাত্রা আইনের সীমা লঙ্ঘন না করে, সে পর্য্যন্ত তাহা নিবারণ করিবার বা ভেঙ্গে দিবার অধিকার পুলিসের নাই। সুতরাং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে পুলিস সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের আদেশ বে—আইনি।" পাটনা হাইকোর্টের ৩ জন জজের মধ্যে ২ জনই রায় দিয়েছেন—"বিনা লাইসেন্সে শোভাযাত্রা করলে কোন অপরাধ হয় না, পুলিস আদেশে যদি শোভাযাত্রা ভঙ্গ করা না হয়, তবে তা অপরাধের বিষয় হতে পারে।" জষ্টিস দাস বলেছেন "শোভাযাত্রা যদি বে আইনি কার্য্য না করে, তবে পুলিসের তাহা ভেঙ্গে দিবার অধিকার নাই।"

যাই হউক, গবর্ণমেণ্টের আপীল অগ্রাহ্য হয়েছে। আসামিগণ মুক্তি পেয়েছেন। সুবিচার দেখলে সকলেই সন্তুষ্ট হয়।

চীনের বিবাহ পদ্ধতি।

এদেশে চীনেম্যান অনেক আছে, সুতরাং চীনেদের চেহারা আর কারো অপরিচিত নয়। এদের মাথায় আগে বড় বড় টিকি থাকত, এরা নাকি পাশ্চাত্য সভ্যতার কিঞ্চিৎ আলোক পেয়েই হউক, আর অন্য যে কারণেই হউক, টিকি কেটে ফেলেছে। আর সাহেবদের মত হ্যাট কোট পরতে সুরু করেছে। কিছুদিন আগে একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিতই বলেছিলেন, যে টিকি কেটে ফেলে চীনেরা ভাল করে নাই। টিকিতে তাদের যেমন সূক্ষ্ম বুদ্ধি ছিল, টিকি কেটে ফেলে তাদের বুদ্ধি মোটা হতে আরম্ভ হয়েছে। মাথায় টিকি থাকা নাকি মস্তিষ্কের বলসঞ্চার হয়ে মানুষকে বুদ্ধিজীবি করে, এই জন্যে ভারতের পণ্ডিত গুলো ভারি বুদ্ধিমান ছিল। হালের লোকে পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোক পেয়ে টীকিটাকে একটা অসভ্যতার চিহ্ন স্বরূপ মনে করে টীকি কেটে ফেলে একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েছে। যাক্, চীনেদের বিবাহ পদ্ধতি পাঠ কল্লে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, এরা ঠিক হিন্দুদেরই মত।

এদেশের মত চীনেদের বর কন্যা মা বাপ অভিভাবকেরাই পছন্দ করে। এদেশে বাল্য বিবাহ প্রচলিত আছে। প্রায় ২০ বৎসরের আগেই পুরুষরা ছেলের বাপ হয়। চীনের বিবাহিত পুরুষ মরে গেলে ফেলে দেয়, গোর দেয় না—বা পোড়ায় না। এরা ভুত মানে। যা'দিকে গোর না দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়, চীনেদের বিশ্বাস, তাদের প্রেতাত্মা গুলো সর্ব্বত্র বিচরণ করে বেড়ায়। কেহ অপুত্রক হয়ে মলে তার সদ্‌গতি হয় না। সেইজন্য এরা "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" মতের পক্ষপাতী। এদের দেশের লোকেও বিশ্বাস করে যে, পুত্রের দ্বারা শ্রাদ্ধাদি কাজ সম্পন্ন না হলে আত্মার মুক্তি হয় না—সেই জন্য বাল্য বিবাহ এদের দেশেও প্রচলিত আছে।

চীনেরা একটী স্ত্রী বর্ত্তমান থাকতে আর বিবাহ কর্ত্তে পায় না। স্ত্রী যদি বন্ধ্যা হয়, অকর্ম্মণ্য হয়, তা'হলে পুরুষ পুনরায় বিবাহ করে। এখানে অপুত্রক লোকেরা এদেশের মত পোষ্যপুত্র গ্রহণ করে।

এদেশের পদ্ধতির মত বিয়ের আগে বর কন্যার দেখা সাক্ষাত হয় না। এদেরও দেশে ঘটক আছে। ঘটকের মুখে সব শুনে যদি পিতা মাতার আত্মীয় স্বজনের মত হয়, তবে পাকা দেখা হয়। এদেরও কুষ্টি দেখা, গণনা করা আছে। যদি গণন মিলন ঠিক হয়, তাহলে বাগদান হয়।

বাগদান হ'লেও অনেক সময় বিবাহ ভেঙ্গে যায়। কথা বার্ত্তা হওয়ার পর উভয় পক্ষের বাড়ীতে তিন দিনের মধ্যে কোন ক্ষতি বা দৈব দুর্ঘটনা হলে সেটা বর বা কন্যা যে অলক্ষুণে এইরূপ ধারণা করে নেওয়া হয়, সেইজন্য সম্বন্ধ ভেঙ্গে দেয়—বিবাহ আর হয় না।

চীনের মেয়ের বাগদান হয়ে গেলে মেয়েকে খুব সাবধানে রাখা হয়, যেন কেউ তাকে না দেখ্‌তে পায়। বাড়ীতে কেউ এলে কন্যা আর তার কাছে বেরয় না—কেননা সে বাগদত্তা হয়ে গেছে।

এদেশে যেমন আজ কাল বরকে পণ দেওয়ার প্রথায় কন্যাকর্ত্তা ফকীর হয়ে উঠে, চীনের বর কর্ত্তাকেও কন্যাকর্ত্তাকে পণ দিতে হয়। তবে সেখানে অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা হয়, —কিছু পণ দিয়ে কন্যা আনতে হয়। মেয়ের যদি বয়স কম হয়, তবে পণও কম, যদি মেয়ের বয়স বেশী হয় তবে পণও বেশী দিতে হয়। বর কর্ত্তার অবস্থা ভাল না থাকলে খুব শীঘ্র শীঘ্র ছেলের খুব ছোট মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ফেলে। এদেশের মত লগ্ন স্থির করে শুভলগ্নে বিয়ে হয়। চীনের গণকেরা শুভলগ্ন স্থির করে দেয়।

এদেশে যেমন কন্যা কর্ত্তার বাড়ীতে বর বরযাত্র যেয়ে বিবাহ করে, চীনে ঠিক তার উলটা কাণ্ড। বিয়ের দিন কতকগুলি লোক বরের বাড়ী হতে কন্যার বাপের বাড়ীতে যায়। চীনেরা বলে, এই সকল শুভ কর্ম্মের সময় অনেক ভূত রাস্তায়—ঘুরে বেড়ায়, তারা শুভ কার্য্যে অনিষ্ট কর্ত্তে পারে কিন্তু

এদের প্রেতাত্মাগুলো শূকরমাংশ খোয়, কাজেই এই ভূতগুলোকে সন্তুষ্ট রাখ্‌বার জন্তে একটা লোককে একখণ্ড বড় শূকর মাংস দিয়ে বরযাত্রীদের আগে আগে পাঠিয়ে দেয়, তখন ভূতগুলো আর অনিষ্ট করে না।

বরের বাড়ীতে আত্মীয় স্বজন সমবেত হয়ে থাকে। জন কয়েক লোক কন্যা আন্‌তে যায় মাত্র। কন্যা কর্ত্তার বাড়ীতে কন্যা তখন বস্ত্র অলঙ্কারে সেজে গুজে বসে থাকে। চীনের মেয়েদের বিবাহের আগে পর্য্যন্ত চুল খোলা থাকে, বিবাহের দিনেই খোপা বান্ধা হয়। মণিপুরেরও এই নিয়ম আছে। এইরূপে সুসজ্জিতা কন্যাকে বরযাত্রগণ বর কর্ত্তার বাড়ীতে দোলায় করে নিয়ে আসে। কিন্তু হঠাৎ বাড়ীতে কন্যাকে নিয়ে যাওয়া হয় না, বরের বাড়ী হতে দুটী ভাগ্যবতী গৃহিণী এসে কন্যাকে বাড়ীর ভেতর নিয়ে যায়। দরজার সামনে একটা আগুণ জেলে দেওয়া থাকে, কন্যা এই আগুণ ডিঙ্গিয়ে বাড়ীর ভেতর চলে যায়।

এদের এই ভাগ্যবতী গৃহিণীর অর্থ হচ্চে যার পতি পুত্র বর্ত্তমান—তারাই ভাগ্যবতী। এদেশেও এমন ভাগ্যবতীদের সম্মান আছে।

বাড়ীর ভিতরে বর একখানি তক্তাপোষের উপর বসে থাকে। কনেকে যেয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে বর মশায়কে প্রণাম কত্তে হয়। বর তখন উঠে কনের হাত ধরে তক্তাপোষের উপর তুলে নিয়ে তারপর মেয়ের ঘোমটা খুলে তার মুখচন্দ্রিমা দর্শন করে। বিয়ের আগে মেয়ের মুখ ঘোমটা দিয়ে ঢাকা থাকে। তারপর একটা মজা আছে। বর ও কনে পরস্পরের কাপড় চেপে ধর্‌বার চেষ্টা করে, যে আগে কাপড় চেপে ধরে রাখ্‌তে পারে, সংসারে তারই কর্ত্তৃত্ব বেশী খাট্‌বে, চীনের এই নিয়ম। তারপর এই বর কনে অন্য ঘরে যেয়ে পৃথিবী ও পূর্ব্ব পুরুষগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, আরাধনা করে—আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে। এদেশের নান্দিমুখের পার্ব্বন শ্রাদ্ধের মত। তাহার পর বর কনেকে খেতে দেওয়া হয়, কিন্তু কন্যার এই বিয়ের দিন কিছু খাবার যো নাই, বরমশায় একলাই সমস্ত ভক্ষণ করে।

তারপর বরপক্ষের নিমন্ত্রিত লোকজন এসে কনে দেখে, রূপ গুণের আলোচনা করে। এখনও বিয়ে হয় নাই, আহার কার্য্য শেষ হলে উভয়ের হাতে দু পাত্র মদ দেওয়া হয়, সেই মদ হাতে করে তারা প্রতিজ্ঞা করে যে তারা উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো, এখন বিবাহ কার্য্য শেষ হয়ে গেল।

চীনেদের ৭টী কারণ উপস্থিত হলে তারা স্ত্রী বর্জ্জন করে ফেলতে পারে, (১) শ্বশুর শাশুড়ীর অবাধ্য হলে, (২) বন্ধ্যা হলে, (৩) ব্যাভিচারিনী হলে, (৪) হিংসুকে হলে (৫) কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হলে, (৬) বহুভাষিণী হলে, (৭) চোর বলে অপবাদ হলে। হিন্দুদেরও এই সকল অপরাধের জন্য স্ত্রী বর্জ্জন হয়ে থাকে। চীনের স্ত্রী স্বামীর সহস্র দোষ হলেও কিন্তু স্বামী বর্জ্জন কর্ত্তে পারে না, স্বামী কুপথগামী হলেও স্ত্রীর কথা কহবার অধিকার নাই।

স্বামী কর্ত্তৃক স্ত্রী বর্জ্জিত হলে তারা হয় আত্মহত্যা করে, না হয় কোন বৌদ্ধ মঠে যেয়ে ব্রহ্মচারিণী ব্রত অবলম্বণ করে জীবন কাটিয়ে দেয়, কিন্তু পর পুরুষে কদাচ আত্মসমর্পন করে না।

চীনেরা বিধবা বিবাহ সমর্থন করে না। বড় ও ধনী সমাজে মোটেই বিধবা বিবাহ হয় না, নিম্ন সমাজের দরিদ্র মহিলাগণ বিধবা বিবাহ কখন কখন করে থাকে বটে।

চীন দেশে বিধবা বিবাহ হলেও কখন কখন স্ত্রী আত্মহত্যা করে বসে। এই আত্মহত্যা সমাজের পক্ষে প্রশংসার কাজ, অনেক বিধবা সমাজের ৫জনের সাক্ষাতে আত্মহত্যা করে, তাদের বিশ্বাস, এইরূপে ম'লে স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলন হয়। এইরূপে মৃতার গোরের উপর স্তম্ভ নির্ম্মাণ করে দেওয়া হয়।

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য কথা।

(সংগ্রহ)

যে বস্ত্রে রং লাগিয়াছে, তাহা হইতে রং উঠাইতে হইলে একটা পরিষ্কার বস্ত্রে ইথার লাগাইয়া তদ্বারা যেখানে রং লাগিয়াছে, তাহাতে একটু ঘষিলেই উঠিয়া যাইবে। বেঞ্জল দিয়াও ঐ কার্য্য হয়।

যে ঘরের দেওয়াল ভিজা বা স্যাঁত-সেতে, তাহাতে নিম্নলিখিত জিনিষ মাখাইয়া দিলে তিন চার দিনে শুকাইয়া যাইবে। উহার মধ্য দিয়া আর জল যাইতে পারে না। ইটকের গুঁড়া ৯৩ ভাগ এবং লিথার্জ ৭ ভাগ, মিশাইয়া তাহার সহিত তিসির তৈল এমন ভাবে মিশাইতে হইবে যে বেশী পাতলা না হয় অথচ তুলি দিয়া লাগান যাইতে পারে।

মুখের ছুলি, মেচেতা প্রভৃতির দাগ লেবুর রসে একেবারে উঠিয়া যায়। লেবুর রস না পাইলে দুই আউন্স গোলাপ জলের সহিত Liq. potassae এক ড্রাম মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। রৌদ্রে চামড়া কাল হইলে উহা পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় আনিতে গেলে Pot. carbonate sol. প্রয়োগে উপকার হয়। মুখ ফর্সা করিতে হইলে Bichloride of mercury sol. প্রয়োগে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ফল লাভ করা যায়। ইহা বিষ, সেজন্য সাবধানতার সহিত ব্যবহার করিতে হয়।

কপিং পেপার তৈয়ারী করিতে হইলে সাবান (soft soap) লইয়া তাহার সহিত যে কোন রং যথা ভূষা, নীল বা লাল রং ভাল করিয়া মিশাইয়া লইয়া তুলিদ্বারা কোন শক্ত, অথচ পাতলা কাগজে লাগাইয়া দিতে হইবে। তৈল প্রয়োগে প্রস্তুত কপিইং কাগজ অপেক্ষা এই উপায়ে উৎকৃষ্ট জিনিস হয়।

মোটরের পুরাতন টায়ার লইয়া পুরাতন জুতার তলার মাপে কাটিয়া বসাইয়া লইলে জুতা বহুদিন টিঁকে এবং টায়ার ক্ষয় হইলে আর একটি লাগাইয়া লওয়া যায়।

সাঃ

শিশুর স্নান।

লেখক—ডাক্তার প্রিয়নাথ নন্দী।

শিশুকে শীতল জলে অথবা সূর্য্যপক্ক জলে স্নান করান এদেশের চিরপ্রথা। আজকাল অনেকে সূর্য্যপক্ক জলের পরিবর্ত্তে গরম জলে শিশুকে স্নান করিতে দেন। ইহা বড় দোষকর। গরম জলে স্নান করিতে শিশুর অভ্যাস হইলে তাহার শীতলসহিষ্ণু-শক্তি হ্রাস হইয়া যায়, কাজে কাজেই অল্প ঠাণ্ডা লাগিলে জ্বর কাশি ও সর্দ্দি হয়। জল সূর্য্যপক্ক হইলে জলে কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তাহা আধুনিক বিজ্ঞান অনুসারে বুঝিতে গেলে দেখা যায় যে, Chromopathic অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মি ও ভিন্ন ভিন্ন রং দ্বারা যাঁহারা চিকিৎসা করেন, তাঁহারা সূর্য্যপক্ক জলের অশেষ গুণ বর্ণনা করেন। থালা, গামলা, ইত্যাদির ন্যায় মুখ বড় পাত্র, জলপূর্ণ করিয়া তাহার উপর দূর্ব্বা ঘাস দিয়া রৌদ্রে ২।৩ ঘণ্টা রাখিয়া, সূর্য্যপক্ক জল প্রস্তুত করিতে হয়। দূর্ব্বাঘাসগুলি জলের উপরিভাগে ভাসিতে থাকে, ইহাতে জলে সূর্য্যকিরণ সবুজ বর্ণের ঘাসের উপর পতিত হইয়া, জলের উপরিভাগে ওজোন (ozone) নামক প্রাণপ্রদ বায়ু উৎপন্ন করে এবং উহা জলের সহিত দ্রবীভূত হইয়া জলকে পরিশোধিত করে। যাঁহারা বিজ্ঞানের এই সূক্ষ্মতত্ব হৃদয়ে ধারণা করিতে না পারিবেন, তাঁহারা, এদেশস্থ ধোপাদিগের কাপড় ধুইবার প্রণালী মনোযোগপূর্ব্বক দেখিবেন। ধোপারা সাবান, সাজিমাটি, বা ক্ষার দিয়া "ভাটি" দিবার পর কাপড় ধৌত করিলে কাপড়ের তৈলাক্ত পদার্থ এবং বাহ্যমল বিদূরিত হইয়া যায়; কিন্তু কাপড় কখনও এই প্রক্রিয়ায় ধপ্‌ধপে সাদা হয় না; পরন্ত যখন কাপড় রৌদ্রে দূর্ব্বাঘাসের উপর বিস্তৃত করিয়া, "তপনি" করে অর্থাৎ মধ্যে জল ছিটাইয়া কাপড় ভিজাইয়া দেয়, তখন কাপড়গুলির সমস্ত দাগ উঠিয়া যায় এবং সাদা ধপ্‌ধপে হয়। এই তপনি-ক্রিয়াকে বিজ্ঞান Ozon Bleach বলে অর্থাৎ এই প্রকার ধৌতি, ওজোন নামক নামক বাষ্পের দ্বারা সম্পন্ন হয়।

যে সমস্ত বিলাতিপ্রিয় ব্যক্তি মনে করেন যে, আর্য্যঋষিগণ ওজোন বাষ্পের এই প্রকার ক্রিয়ার সংবাদ রাখিতেন না, পাশ্চাত্য কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এদেশে আসিয়া ধোপাদিগকে এইপ্রকার "তপনি" করিবার প্রণালী শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন Ure's Dictionery of Art and Manufacture নামক গ্রন্থের প্রথম হইতে চতুর্থ সংস্করণের Turkey Red Dyeing অধ্যায় পাঠ করেন; তাহাতে বুঝিতে পারিবেন যে, এই প্রকার তপনি করিবার প্রথা ভারতবর্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি (East India Company) আসিবার বহু পূর্ব্ব হইতে (Time immemorial)—বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে। আর্য্যঋষিদিগের এই অমূল্য উপদেশ, অজ্ঞানতা বশতঃ পরিত্যাগ না করিয়া, তাহা প্রতিপালন করা প্রত্যেক গৃহস্থের কর্ত্তব্য।

শিশুর স্নানের জল তপনি করিবার সময় দুই একটী দূর্ব্বা না দিয়া কিছু অধিক পরিমাণে দূর্ব্বা দেওয়া ভাল।

সাবান ব্যবহারের দোষ।

শিশুকে স্নানের সময়—সাবান ব্যবহার করাইবার সময়—বিলাতিপ্রিয় বাবুদের একটু বিশেষ সাবধান হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কেননা, সাবান নরম এবং শক্ত (Soft and hard) ভেদে দুই প্রকার। নরম সাবান পটাস্ (Potash) এবং শক্ত সাবান সোডার (Soda) বোল (Lye) দিয়া প্রস্তুত হয়। এদেশের ধোপারা অতি প্রাচীন কাল হইতে কলাগাছের শুক্‌না পাট বা ছাল পোড়াইয়া, ক্ষার করিয়া, এই ক্ষারে জল ও চূণ মিশ্রিত করিয়া চোয়া (filtered) দিয়া ক্ষারের বোল (Potash Lye) এবং সাজিমাটিতে জল ও চূণ মিশ্রিত করিয়া সাজিমাটির বোল (Soda Lye) প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই প্রকার ধোপার কাপড়কাচা বোলে হাত দিয়া পরীক্ষা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, মনুষ্য-চর্ম্মের উপর ইহার দাহিকা শক্তি খুব প্রবল। এক্ষণে বুঝুন, ইহা অপেক্ষা অতি উগ্র দাহিকাশক্তিসম্পন্ন বোলের সহিত গবাদির চর্ব্বি, রজন ও তৈল মিশ্রিত করিয়া যথানিয়মে জ্বাল দিয়া সাবান প্রস্তুত হয়। আবার বাবুদের ব্যবহারের জন্য যে সমস্ত সুগন্ধযুক্ত সাবান (Toilet Soap) প্রস্তুত হয়, তাহা গবাদির চর্ব্বি, ক্ষার "বোলের" সহিত অগ্ন্যুত্তাপে জল না দিয়া, (Cold Process) কেবল বোল, চর্ব্বি এবং গন্ধদ্রব্য পাত্রবিশেষের মধ্যে ঘুটিয়া ঘুটিয়া প্রস্তুত হয়। এক্ষণে বিলাতি প্রিয় বাবুরা ভাল করিয়া বুঝুন, এই প্রকারে প্রস্তুত সাবান, হিন্দু বা মুসলমানের যে প্রকার অস্পৃশ্য, সেই প্রকার স্বাস্থ্যেরও বিশেষ অনিষ্টকর; কেন না, এই প্রকারে প্রস্তুত সাবানে অত্যধিক পরিমাণে দাহিকাশক্তিযুক্ত "বোল" (Free Alkali) বিদ্যমান থাকে; এই প্রকারে প্রস্তুত সাবান, কি যুবক, কি শিশু, ব্যবহার করিলে, তাহাদের চর্ম্মের লাবণ্য বিনষ্ট হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সুস্থশরীরে প্রত্যেক মনুষ্যের চর্ম্ম হইতে এক প্রকার তৈলবৎ পদার্থ

মিশ্রিত হইয়া চর্ম্মের উপরিভাগে বিরাজিত থাকে; এই তৈল-পদার্থের বিশেষ ক্রিয়া—সংক্রামকরোধক এবং শীতল ও উষ্ণ নিবারক। যে সাবানে অপরিবর্ত্তিত বোল (Free Alkali) বর্ত্তমান থাকে, তাহা ব্যবহার করিলে এই তৈলবৎ পদার্থ বিদূরিত ও শরীর খস্‌খসে হইয়া যায়; সুতরাং এই প্রকার দূষিত সাবান ব্যবহারে শ্রীভগবানের জীবরক্ষণ কার্য্য (Safeguard Process) নষ্ট করিয়া অনেক প্রকার রোগ জন্মাইয়া দেয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা মনে রাখিবেন যে, এদেশস্থ অধিকাংশ ডাক্তার বাবু অজ্ঞানতাবশতঃ রোগীর বাটীতে যে কোন প্রকার সাবান পাওয়া যায়, তাহার দ্বারা Soap Anima অর্থাৎ সাবান জলে পিচকারী দিয়া থাকেন; ইহা বড় দোষাবহ, কেননা এই সমস্ত সাবানের সঙ্গে Free Caustic Alkali "বোল" বর্ত্তমান থাকে। এই বোল উদরস্থ হইলে শ্রাবণ (Secretion) ক্রিয়ার অনেক হ্রাস করিয়া দেয়; সুতরাং শিশুকে এই প্রকার সাবান-জলে পিচকারী দিবে না।

সাবানের গুণ।

বিজ্ঞানসম্মত বিশুদ্ধ সাবানে উপরোক্ত কোন দোষ নাই; এই সাবানকে Neutral Soap বা বোল-বিমুক্ত সাবান বলে; অর্থাৎ বিশুদ্ধ সাবানে অপরিবর্ত্তিত তৈল এবং চর্ব্বি বর্ত্তমান থাকে না। এই প্রকারে সাবান প্রস্তুত করিতে অনেক ব্যয় পড়ে। ইংলণ্ডের প্রস্তুত ক্যাষ্টাইল সোপ (Castile Soap) এবং ফরাসি দেশের মার্সেলিস (Marcellis) নামক সাবান অতি বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত। কলিকাতার বড় বড় ডাক্তারখানায় ইহা পাওয়া যায়। ইহাতে কোন প্রকারের গন্ধ-দ্রব্য মিশ্রিত থাকে না। আর অধিক মূল্যের বিলাতী গায়ে মাখিবার সাবানের (Toilet) মধ্যে কোন প্রকার সাবান বিশুদ্ধ, তাহা রাসায়নিক পরীক্ষা ব্যতীত সহজে বুঝা যায় না। তবে সাধারণ পাঠকগণ আপনারা এই প্রকারে সাবানের পরীক্ষা করিবেন,—সাবানের জল দিয়া হাতে ঘর্ষণ করিয়া, যখন ফেনা উঠিবে, তখন ফেনা নিজের কপাল ও মুখের চর্ম্মের উপরিভাগে ভাল করিয়া লাগাইয়া দিবেন; পরে সাবান শুকাইয়া গেলে মুখ ও চক্ষের পাতায় ক্ষার বা বোল লাগাইলে যে প্রকার রুক্ষভাব হয়, এই প্রকার কোন ভাব না হইয়া, তাহার বিপরীত যদি তৈল-মর্দ্দনের ন্যায় স্নিগ্ধভাব হয়, তখন বুঝিবে, এই শ্রেণীর সাবান ভাল এবং ব্যবহারে উপযোগী। এই প্রকার সাবান ব্যবহার করিলে আমাদের শরীর স্নিগ্ধ হয় এবং শরীরের লাবণ্য নষ্ট হয় না।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর নতুন আবিষ্কার।

রস শোষণ ক্রিয়ার প্রকৃত কারণোদ্ভেদ।

আমরা ইচ্ছামত দোতলায়, তেতলায় জল সরবরাহ করে থাকি—পাম্পিং অথবা অন্য কোন রকম বাইরেকার শক্তি সাহায্যে। কিন্তু দু তিন শত ফিট উচু গাছ কেমন করে তার সেই ডগার পাতাটীকেও পর্য্যাপ্তরস সরবরাহ করে থাকে—এ কথার এদ্দিন কোন সুসঙ্গত কারণ খুজে পাওয়া যায় নি। "গাছ মাটী থেকে রস শোষণ করে জীবিত থাকে" এই সোজাসুজি জবাব পেয়েই সাধারণ লোকেরা এক রকম নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু কি উপায়ে শোষণ ক্রিয়াটা হয়ে থাকে, সে কথার কারণ অনুসন্ধানের স্পৃহা সাধারণের খুব কমই ছিল, তবে বৈজ্ঞানিক মহলে এ প্রশ্নের সমাধান করে আয়োজন চল্‌ছিল অনেক দিন থেকেই। কিন্তু বিবিধ পরীক্ষাদির পরেও এই নিগূঢ় তত্ত্বের সমাধান না হওয়ায় তারা বল্লেন—'ব্লটিং কাগজ যেমি করে কাগজ থেকে তুলে কালীর জলীয় অংশটুকু ছেকে নেয়—গাছ ও ঠিক ওই ভাবে মৃত্তিকা থেকে রস শোষণ করে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিপুষ্টি সাধন করে থাকে। সে কথাতে সাধারণ লোকের তৃপ্তি হতে পারে—কিন্তু প্রধান প্রধান উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ্, শরীর তত্ত্ববিদ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের মনে কেবল ওই কথাই জাগিতেছিল—"উদ্ভিদের শরীরে এমন কি যন্ত্রাদি আছে, যার সাহায্যে তারা দু তিনশত ফিট উপরেও অনায়াসে জল তুলে তাদের পত্র পল্লব গুলোকে সঞ্জীবিত করে রাখ্‌তে পারে। আর সেই শক্তির মূল তত্ত্বই বা কি?

এত দিন পরে সেই গুরুতর সমস্যার সমাধান করে জগৎকে জ্ঞানালোক দান করেছেন, ভারতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু।

কতকগুলি ক্ষুদ্র জীবন্ত পরমাণুর সমবায়ে গঠিত—এই জীবদেহ ও অন্যান্য যাবতীয় জিনিষ। এই জীবন্ত পরমাণু (Life Atom) গুলোর গতিবিধি কার্য্য

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

কারণ সম্বন্ধীয় রহস্য উদ্ভেদ করতে পারলেই অনেক নিগূঢ় তত্ত্বের সমাধান হতে পারে, এই সূক্ষ্ম আনবিক কোষগুলি স্বতঃই নিয়ত স্পন্দিত হচ্ছে—প্রত্যেক অণুটীর বিভিন্ন স্বতঃ স্পন্দনের সমবায়েই—জীবন স্পন্দন। এই সূক্ষ্ম আণবিক স্পন্দন প্রত্যক্ষ করা বা তাদের সম্বন্ধে কিছু জানাই হচ্ছে—প্রথমও প্রধান অসুবিধার কথা। কারণ বৃক্ষ শরীরের অভ্যন্তরে কোথায় কি ভাবে কোন অণুটী স্পন্দিত হচ্ছে—সেটা বাইরে থেকে জানা এক রকম অসম্ভব বলেই বোধ হয়। তারপর যদি বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণুগুলি লোক চক্ষুর গোচরীভূত হয়, তবুও এমন অনুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নি, যদ্বারা তাদের সেই ক্ষীণ স্বতঃ স্পন্দন প্রত্যক্ষীভূত হ'তে পারে। স্পন্দন এত ক্ষীণ যে, সেটা সেকেণ্ডে কোটি ভাগের এক ভাগেরও কম—কাজেই দেখা যায়, সেটা লোকের ধারণারও বাইরে, কিন্তু আচার্য্য বসু মহাশয়ের উদ্ভাবিত ক্রেস্কোগ্রাফ নামক যন্ত্রটি (Crescograph) এই অভাবনীয় ব্যাপারটিকেও লোকের ধারণা ও প্রত্যক্ষীভূত করতে সমর্থ হয়েছে। এই অদ্ভুত ক্রেস্কোগ্রাফ (Cresco graph) যন্ত্রটীর শক্তি অসাধারণ। কেবল উদ্ভিদ কোষের (Cell) নয়, উদ্ভিদাণুর স্বতঃ স্পন্দন পর্য্যন্ত এই যন্ত্রে শত কোটী গুণ বড় হয়ে লোকের চক্ষে ধরা পড়ে। কিন্তু যন্ত্রের এত শক্তি থাকা সত্ত্বেও বৃক্ষের ভিতরকার আনবিক স্পন্দন বাইরে থেকে প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব। বাইরেকার যে জিনিষ চোকের কাছে ক্ষুদ্র, অদৃশ্য, ক্রেস্কোগ্রাফ সেটাকে লক্ষ লক্ষ গুণ বাড়িয়ে তুলে লোক চক্ষুর সামনে ধরতে পারে—কিন্তু ভিতরের স্পন্দন বাইরে দেখাবার ক্ষমতা তার নেই। গাছের ভিতরকার স্পন্দনশীল সেই ক্ষুদ্র একটী কোষের (Cell) সঙ্গে কেমন করে তাকে যুড়ে দেওয়া যেতে পারে?

এই অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্যে তিনি electric Probe উদ্ভাবন করেন, এই বৈদ্যুতিক শলাকা তিনি বৃক্ষের ত্বকের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে সেই ভিতরকার এক একটী কোষের গায়ে ঠেকিয়ে দিলেন। শলাকাটী Cell এর গায়ে ঠেকতেই তাদের সঙ্কোচন প্রসারণ বা স্পন্দনে একটী অতি ক্ষীণ বিদ্যুৎ স্রোত বইতে থাকে—সেই বিদ্যুৎ স্রোত Electric Probeএর ভিতর দিয়ে পরিচালিত হয়ে Galvanometerএ উপস্থিত হয়, আর সেখান থেকে আপনা আপনি ফটো প্লেটে তার সূক্ষ্ম গতিবিধি এঁকে দিয়ে যায়।

গ্যালভেনোমিটারের ঊর্দ্ধদিকে আলোক রেখা সঞ্চালনে বুঝা যায়—আনবিক কোষের প্রসারণ (Expansion) হচ্ছে অর্থাৎ নীচের দিক হইতে—পাম্পের মত রস টেনে লওয়া, আর অধোদিকে সঞ্চালনে বোঝায়—সঙ্কোচন (Contraction) বা সেই টেনে নেওয়া রসকে চাপ দিয়ে ঊর্দ্ধদিকে প্রেরণ করা। মোট কথা—গাছের ভিতরকার জীবন্ত কোষগুলো আপনা আপনিই অনবরত স্পন্দিত হচ্ছে—সেই স্পন্দনটাই একবার সঙ্কোচন আবার প্রসারণ—অর্থাৎ একবার কুচকে যায়, আবার ফুলে ওঠে। প্রত্যেকটা সেলই পরস্পর নিয়মিত ভাবে সঙ্কুচিত প্রসারিত হচ্ছে—যখন ফুলে উঠে—তখন মাটী থেকে রস ওই কোষের ভিতরকার জায়গা টুকুতে গিয়ে ভরে যায়—আবার পরক্ষণেই কুঁচকে যাওয়ার চাপে সেই রসটাই উপর দিকে উঠে যায়।

আর ওই সেলগুলো একে অন্যের উপরে পরস্পর খাড়া ভাবে সাজানো রয়েছে, কাজেই পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেকটী কোষ নীচ থেকে রস আস্তে আস্তে ঊর্দ্ধদিকে প্রেরণ করতে পারে।

প্রাণীদেহে হৃৎপিণ্ডের ঊর্দ্ধাধঃ স্পন্দনে জীবনধাতু সর্ব্বশরীরে পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে; উদ্ভিদদেহেও আনবিক স্পন্দনে জীবনধাতু স্নায়ুজালের ভিতর দিয়ে সর্ব্বশরীরে ছড়িয়ে পড়ে শাখা পল্লবে সুশোভিত করে তোলে, আচার্য্য বসু মহাশয় প্রাণীদেহের হৃৎপিণ্ডের যেসব সাড়ালিপি গ্রহণ করেছেন—উদ্ভিদ দেহের আনবিক স্পন্দন লিপি সর্ব্বাংশে তাহারই অনুরূপ। বৈদ্যুতিক আঘাত উত্তাপ বা কোন উত্তেজক ঔষধি প্রয়োগে প্রাণীদেহের হৃৎপিণ্ডের সাড়া লিপির যেমন বিভিন্ন পরিবর্ত্তন দেখতে পাওয়া যায়, উদ্ভিদ দেহেও তার কিছু মাত্র ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না।

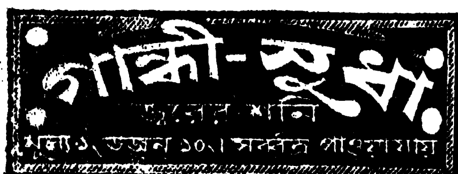
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ধুর্জ্জটী বিজয়

আয়ুর্ব্বেদোক্ত স্বর্ণবঙ্গ, মৃগনাভি, শিলাজতু, সালম মিশ্রী, শ্যামলতা, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, শুক্রমাতৃকা, বঙ্গেশ্বর, লৌহ, শঙ্খ ও মুক্তাভস্ম প্রভৃতি প্রায় ৫৮ প্রকার মূল্যবান ঔষধ আয়ুর্ব্বেদোক্ত তন্ত্রোক্ত বিশ্লেষণে চোলাই করিয়া এই সিদ্ধিপ্রদ জীবনী-আসব আবিষ্কৃত। সেবন মাত্রেই বিন্দু-ঔষধ বিদ্যুতবেগে সর্ব্ব-শরীরে বিসর্পিত হইয়া সেই মুহূর্ত্ত হইতে নিম্ন লিখিত রোগ ও তাহার কষ্টদায়ক উপসর্গাদি মন্ত্রশক্তিবৎ নাশ করে; অকাল বার্দ্ধক্য তিরোহিত হয়।

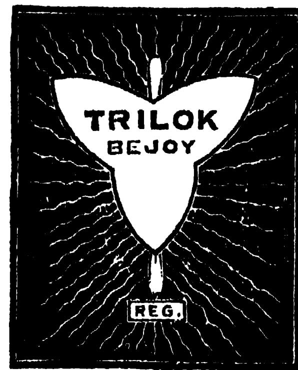
ধাতুদৌর্ব্বল্য, পুরুষত্বহানি, প্রমেহ, স্বপ্ন-বিকার শ্বেত ও রক্তপ্রদর, কষ্টরজঃ উদরাময়, অম্লশূল, বাধক, বাত, পক্ষাঘাত, অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, উপদংশ, ভগন্দর, রক্তদুষ্টি, হাঁপানি ইত্যাদি দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য হইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গে শক্তি সঞ্চার হয়, শুক্র গাঢ় হইয়া যৌবন কালোচিত সামর্থ্য আনিয়া দেয়। মূল্য প্রত্যেক শিশি ২॥০ টাকা; অসমর্থের পক্ষে (মাত্র ১ হাজার শিশি) প্রত্যেক শিশি ১॥০, ডজন ৫৲ টাকা। মাশুল স্বতন্ত্র। সুস্থদেহীর সেবনে উপকার আছে,—অপকার নাই।

আর, প্রধান ; বি, এ, সেক্রেটারী,
গান্ধীআয়ুর্ব্বেদ প্রচার সমিতি।
১৫৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট, (শিয়ালদহের মোড়)
কলিকাতা



বিনামূল্যে

ভাগ্য-পরীক্ষা! জনে জনে লক্ষ্মীলাভ!!



যাঁহারা সংসারচক্রের দারুণ আবর্ত্তে বিভ্রান্ত, রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র্যে প্রপীড়িত, দুরন্ত শনির কোপ-দৃষ্টিতে পতিত, আশ্রয়চ্যুত—ঐশ্বর্য্যচ্যুত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া আছেন, উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে, আত্মোন্নতির প্রচেষ্টায় পদে পদে বাধা বিঘ্ন পাইতেছেন, ব্যবসা বাণিজ্যে সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিয়া কেবল ক্ষতিগ্রস্তই হইতেছেন; শত চেষ্টা করিয়াও পসার প্রতিপত্তি বাড়াইতে পারিতেছেন না, মকর্দ্দমা-জালে জড়িত হইয়া পরাজয়ের চিন্তায় আকুল, অথবা গৃহবিচ্ছেদ, বন্ধুবিচ্ছেদ, প্রণয়বিচ্ছেদ সম্ভাবনায় কাতর হইয়াছেন, তাঁহারা আসুন;—

হিমালয়ের জনৈক তান্ত্রিক যোগীর তপস্যাসিদ্ধ মহাবীজ, প্রাচ্যের কোহিনুর

ত্রিলোক—বিজয় বা স্পর্শমণি

যাহাকে ইংরেজ সম্প্রদায় **Mystic Charm of the Orient** নামে অভিহিত করিয়াছেন—ধারণ করুন। "স্পর্শমণি"র মঙ্গলময় স্পর্শে শরীর রোমাঞ্চিত হইবে; অমঙ্গলের সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়া সর্ব্ববিধ মঙ্গল সাধিত হইবে; থরে থরে সকল বিভূতি ফুটিয়া উঠিবে,—আরোগ্য, স্বাস্থ্য, শান্তি, উন্নতি, সুখ সম্পদ, সৌহার্দ্দ, দীর্ঘায়ু, ধন, জন, খ্যাতি, বংশরক্ষা, চিরযৌবনলাভ ও সর্ব্বপ্রকার কামনাসিদ্ধি হইয়া ষড়ৈশ্বর্য্যে অভিষিক্ত হইবেন। প্রত্যেক পরিবারস্থ স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, সকলেই নির্ব্বিঘ্নে ধারণ করিয়া ঈপ্সিত ফললাভে সমর্থ হউন। গ্রহণকালে স্ত্রী কি পুরুষের ব্যবহার্য্য, তাহার উল্লেখ প্রয়োজন।

"স্পর্শমণি"র প্রত্যেকটী ঋষিবাঞ্ছিত ক্রিয়ানুষ্ঠানে সিদ্ধিপ্রদ করিতে নানা বাধা-বিঘ্ন, জীবনসঙ্কট প্রয়াস ও ব্যয়সাপেক্ষ হইলেও, যাহাতে ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে ইহা সকলের সমান অধিকারে আসিতে পারে, পরন্তু ৩০ দিন পরীক্ষা করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন—সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক তাম্র, রৌপ্য ও স্বর্ণ মণ্ডিত "স্পর্শমণি"র জন্য যথাক্রমে ২৲, ৩৲ ও ১২৲ টাকা জামিনস্বরূপ জমা রাখিয়া উক্ত টাকা প্রত্যর্পণের চুক্তিপত্রসহ প্রদান করা হইবে। যদি ত্রিশ দিনের পরীক্ষায় ইহার পূর্ণ ক্রিয়াবিকাশ বা কোন শুভসূচনা অনুমিত না হয়, তবে উক্ত "মণি" আমাদের নিকট ফেরৎ পাঠাইয়া দিলে, গৃহীতার গচ্ছিত টাকা সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যর্পণ করা হইবে।

"ত্রিলোক-বিজয়" বা "স্পর্শমণি" গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্ট্রীকৃত ও নামাঙ্কিত। ব্যবহারের নিয়মাবলী ঐ সঙ্গেই আছে। সকলে তৎপর হউন,—জনে জনে লক্ষ্মীলাভ করুন।

মিষ্টিক চারম্ কোং, ১২৩নং লোয়ার সার্কুলার রোড, জারমনীন বিল্ডিংস, কলিকাতা।

কৃষি কথা।

Papya Culture.

পেঁপিয়ার চাস।

বাঙ্গালাদেশে কেবল পেঁপের বীজ গুলি অযত্নেই ফেলিয়া দেওয়া হইয়া থাকে, দৈবগতিকে যদি চারা বাহির হয়, বাড়ীর মহিলাগণ সেইটাকে যত্ন করিয়া যদি গাছ তৈয়ারী করিয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলে কিছু কিছু ফল হইয়া থাকে। পল্লীগ্রামে প্রচুর জমী জায়গা বাড়ীর চতুর্দ্দিকে অনর্থক পড়িয়া থাকে, তাহাতে পেঁপে ও আতার চাস করিলে প্রচুর ফল উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু এই পাড়াগাঁয়ে কুঁড়ের বাদসা সকল কেবল তাস্র কুটের শ্রাদ্ধ করে, আর পরনিন্দা পরচর্চ্চায় দিন কাটায়। কোন ভাল জিনিস ইহারা চক্ষেও দেখিতে পায়না, খাইতেও পায় না—এমনি এদের দুর্দ্দশা। আর দীনতার কথা আর কি বলিব, কাহারও একবেলা জোটে, কাহারও জোটে না, আহারের ভাল সংস্থান নাই, এক খানা ভাল ঘর নাই, ছেলে পুলের পরিবার বর্গের শীতাতপ হইতে দেহ রক্ষার একটু ভাল বস্ত্র নাই, অথচ শ্রমকাতর, নির্জীব, চেষ্টা চরিত্র বিহীন, অশিক্ষিত পল্লীবাসীর কোন দৃকপাতও নাই। এই পেঁপে ও আতার চাস যাহারা হুগলী ও চব্বিশপরগণা জেলায় এবং পশ্চিমাঞ্চলে করে, তাহারা বলে যে ধান চাসে যে পরিমাণ পরিশ্রম ও ব্যয় হয়, এ সকল ফল চাসে তাহার সিকিও মেহনৎ এবং ব্যয় হয় না, অথচ আজ কালকের বাজারে পেঁপে, আতা, আনারস, শসা, পেয়ারার যেরূপ দাম, তাতে মাঠের ধান চাস অপেক্ষাও তাহারা এই সকল ফলের চাসকে লাভ জনক মনে করে। একটা বড় রকমের পেঁপে কলিকাতা সহরে।/০ ৵০ পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়, আনারস ১টা সময় সময় ৶০ ১৲ পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়, শসা দুই পয়সায় একটা, পেয়ারা ৵০ জোড়া বিক্রয় হয়। এমন আর কত দেখাইব।

পেঁপের চাস করিতে হইলে যে ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতে হইবে, সেই জমিকে কোদাল দ্বারা কোপাইয়া মাটী ভাঙ্গিয়া বেশ চুর করিতে হয়। তাহার পর পাতলা করিয়া ইহার বীজ বপন করিতে হয়, বীজের উপর খুব পুরু মাটী দিয়া বীজ চাপাদিবার আবশ্যক নাই, উপরে সামান্য মাটী দিয়া চাপা দিয়া তারপর তাহাতে সামান্য সামান্য জল ছিটাইয়া দিতে হয়। তাহার পর ইহার চারা যখন ৪।৫ অঙ্গুলী বড় হয়, তখন খুব সাবধানে গোঁড়ায় যথেষ্ট মাটী সমেৎ এমন ভাবে চারা তুলিতে হয়, যেন চারার গায়ে সামান্য আঘাত না লাগে বা শীকড় না কাটিয়া যায়। যেখানে ঐ চারা রোপন করিতে হইবে, তাহা খুব গভীর গর্ত্ত না করিয়া সামান্য গর্ত্ত করিয়া চারা পুতিতে হয়, পরে জল সিঞ্চন করিতে হয়, গাছ বাড়ীতে থাকে। এই সময় গাছের গোড়ায় আগাছা গুলি নিড়াইয়া দিতে হয়। পেঁপে গাছের গোঁড়ায় জল বসিলেই গাছ মরিয়া যায়, সুতরাং গোঁড়ায় মাটী দিয়া এমন উচু করিয়া দিতে হয়, যেন গোড়ায় জল জমিতে না পারে। পেঁপে গাছ দুই প্রকারের। স্ত্রী ও পুরুষ জাতি। এই পুরুষ জাতির গাছে কেবল ফুল হয়, ফল হয় না। ইহাদিগকে নষ্ট করিয়া দিতে হয়। পেঁপে গাছে প্রচুর জল দেওয়ার আবশ্যকও আছে। পেঁপের চাসে এই সামান্য কাজ, গাছ বড় হইয়া যাইলে ইহার দিকে আর বিশেষ দৃষ্টি না রাখিলেও গাছ অনেক দিন থাকে এবং ফল প্রদান করিতে থাকে। পেঁপে গাছে একেবারে অনেক ফল ধরে। পেঁপে কাঁচা পাকা দুই-ই বিক্রি হইয়া থাকে, সুতরাং লাভ হিসাবেও পেঁপের চাস অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু এদেশ কুঁড়ের বাদসায় দেশ—এই সামান্য পরিশ্রমের কাজও না করিয়া উদাসীন ভাবে জীবিত থাকে মাত্র। এদেশের উন্নতি সুদূর পরাহত নহে কি?

বাড়ীর আসে পাশে পড়াজমী গুলিতে চারিধারে কার্পাসের গাছ লাগাইয়া তার মধ্যে পেঁপে, আনারস, আতা প্রভৃতি লাগাও—বিক্রয় হইয়াও দুপয়সা হইবে, অথচ খাইয়াও বাঁচিবে ও প্রচুর তুলা জন্মিবে।

———!

INDIAN SUGAR INDUSTRY.

ভারতীয় চিনির কাজ।

ইণ্ডিয়ান ইনড্রাষ্ট্রিয়াল কনফারেন্সে মিঃ মোক্তার সিং (মিরট) কেমন করিয়া ভারতীয় চিনির অবস্থার উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মিঃ মোক্তার সিংএর মতে যে সকল ইক্ষুর ছাল পাতলা এবং কোমল সেই ইক্ষুর রস হইতে যে চিনি প্রস্তুত হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট চিনি। এই শ্রেণীর ইক্ষু পেষণ করিয়া সহজে সমস্ত রস বাহির করিতে পারা যায় এবং পেষণ ও সহজ সাধ্য। ইক্ষুর বীজ ও ডগা দুই হইতেই চাস হয়। বীজ ও ডগা যে সকল ইক্ষু বেশ সতেজ এবং জোগাল, সেইরূপ গাছ হইতেই রাখিলে পর বৎসর উৎকৃষ্ট ইক্ষু জন্মে এবং তাহাদের রসও উৎকৃষ্ট হইবে ইহাই স্বাভাবিক।

ইক্ষুর জমীতে সার বাছাই করার জন্য একটু বিবেচনার আবশ্যক। এদেশে খোল, ছাই প্রভৃতি নানাপ্রকারের সার দেওয়া থাকে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সার Green Manure, নীলগাছ, ধৈঞ্চাগাছ, মটরের গাছ গাঁজা গাছ এইগুলি গ্রীন ম্যানিওর নামে পরিচিত। জমীতে চাস দিয়া ইহাদের বীজ

ছড়াইয়া দিতে হয়, যখন গাছ একটু বড় হয় অথচ ফুল ও ফল না ধরে, সেই সময় পুনরায় লাঙ্গল দিয়া গাছগুলি মাটীর সঙ্গে মিশাইয়া দিয়া জল সেচন করিয়া দিতে হয়। তখন সেই গাছ গুলি মাটীর সঙ্গে মিশিয়া পচিয়া উৎকৃষ্ট সার হইয়া উঠে। এইরূপ প্রস্তুত ক্ষেত্রে ইক্ষুর ভাল চাস হইবে। ইহাতে ইক্ষুগাছের পরিপোষণের সমস্ত উপাদান থাকে। ইক্ষু ক্ষেত্রের পাট করা একটা বড় কাজ, সমস্ত জমীকে কর্ষণ করিয়া মই দিয়া মাটী প্রস্তুত করার নাম পাট করা।

ইক্ষু পিড়নের সময় ইক্ষু কাটিয়াই যত শীঘ্র সম্ভব ইহার রস বাহির করিয়া লইতে হয়, নচেৎ ইক্ষুর রসে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হইতে থাকে, তাহাতে ভাল চিনি উৎপন্ন হয় না।

ঐকান্তিকতা।

রাজনৈতিক গবেষনাই বল, আর গার্হস্থ্য কাজই বল—ঐকান্তিকতা না থাকিলে কিছু হবার নয়। মানুষ যে মুহূর্ত্তে মনে প্রাণে যে কোন কাজই হউক, তাতে হাত দিবে, তাহাতে সিদ্ধি লাভ ধ্রুব—একথা মনে দৃঢ় বিশ্বাস করে নিতে হবে।

এদেশ চায় হুজুক, অনায়াসে দুটো মুখের ফাঁকা কথায় নাম কিনতে চায়, তাই ঐকান্তিকতার অভাব। দায়ীত্ব বিপদ আপদ ছাড়া কাজই নাই, সকল কাজের গোড়ায় নানা বাধা বিঘ্ন—ঐকান্তিক চেষ্টার সম্মুখে এই সকল বাধা বিঘ্ন থাকতে পায় না—অপসারিত হয়। এদেশে অনেকবারই দেশের কল্যান কল্পে অনেক আন্দোলনই হয়ে গেছে এবং হচ্ছে, দেশের লোক কখনও একাগ্রচিত্তে কিছু সাধনা করে নাই, এখনও যে কচ্ছে তাও মনে হয় না। তার কারণ, হুজুক করা সহজ কিন্তু সিদ্ধিলাভ করা কঠিন। তাই দুদিন পরেই সব নিবিয়ে যায়। জগত হাসে। সাধনায় শরীর পতন কিম্বা মন্ত্রের সাধন এ যারা না কর্‌তে পারে—তারা কোন কালেই মানুষ হতে পাবে না। এদেশে তাই বরাবরই দেখ্‌চি—পূজার ঘটা অনেক কিন্তু ভক্তি ও সাধনারই অভাব।

দেশের যারা মহা পুরুষ—স্বার্থত্যাগী, যোগী-বিশেষ, তারা তোমার কল্যাণের জন্ম ধন মন প্রাণ বিপন্ন করেন, দুটো সভাসমিতি করে—দুটো বক্তৃতা কল্লেই কি তোমার কর্ত্তব্য সব শেষ হলো মনে করো? যে আদর্শ তাঁরা দেখিয়েছেন, সেই ত্যাগ—ও আত্ম বলিদানের মন্ত্রে কি দীক্ষিত হয়ে সেই আদর্শে ত্যাগী হতে পেরেছ? যদি তা পেরে থাক, তবে তোমার ঐ আন্দোলন, আবাহন প্রকৃতপক্ষে কিছুই নয়, কেবল উপহাস মাত্র। মহাত্মাজী বলেছেন, সর্ব্বতোভাবে ত্যাগী হও, অহিংস হও —মিতব্যয়ী হও—খদ্দর পর, বিলাস পরিত্যাগ কর। এর একটীও তো ১০০ জনের মধ্যে ৯০ জনেও দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। সেই চিরকালের অভ্যস্ত বিলাসিতা—থিয়েটারে বায়স্কোপে—ক্লাবে যে মিতাচারের পরিচয় দেখা যাচ্ছে, তাতে এদেশ যে নব জাগরণে জেগেছে, যাঁরা বলেন, তাঁদের কথার আস্থা হয় কৈ? দেশকে যদি আপনার ভাবতেই চাও, তবে সেটা ঐকান্তিকতার সহিত ভাব্‌তে হবে—তবে দেশের মঙ্গল হতে পারে। নইলে ভণ্ডামিতে যেমন ঈশ্বরও পাওয়া যায়না, তেমনি স্বরাজ ও পাওয়া যায় না। শুধু কাছি ধরে থাকলে কি কিনারায় নৌকা আসে, সবাই মিলে একপ্রাণে টান্‌তে হবে, তবে তরী উঠ্‌বে। বুঝেছ?

ফাক্‌টারীতে নৈতিক উপদেশ।

লণ্ডনের একটা ফাক্‌টারীর দরজাতে নিম্নলিখিত কয়েকটী উপদেশ লিখিত আছে।

(১) মিথ্যে কথা বলো না। তাতে তোমার ও আমার সময় নষ্ট হয়। আমি নিশ্চয়ই একদিন মিথ্যে চালাকী ধর্ত্তে পারবো —সেই দিন সুবিধার নয়।

(২) ঘড়ী অপেক্ষা কাজের দিকে নজর রাখ্‌বে। কাজ বড় দিনকে ছোট করে দেয়, ছোট দিনের কাজ মানুষের মুখখানাকে লম্বা করে তুলে।

৩। আমাকে তোমরা আশাতীত কাজ দিলে আমিও আশাতীত মজুরী দেব। আমার কাজে লাভ করে দিলে তোমার লাভের দিকে দৃষ্টি রাখ্‌তে আমি বাধ্য হবো।

৪। তুমি তোমার কাছে যত ঋণী, অপরের নিকট তত নও। দেনা করা বন্ধ করো, না হয় আমার কারখানায় আসা বন্ধ করো।

৫। অসৎ কাজ কোন দৈব ঘটনা নয়। সৎলোক, সৎ মহিলা কখনও প্রলোভনে নজর দিয়ে অধঃপাতে যেতে চায় না।

৬। আপনার কাজেই মন রাখ্‌বে। সময়ে হয়তো তোমার নিজেরও এমনি কারবার হতে পারে, তখন তোমার কাজেও মন দিতে হবে, এমনি উচ্চ আশা রেখে পরের কাজ কর্ত্তে হয়।

৭। এখানে এমন কাজ করে না, যাহা তোমার আত্ম সম্মানে আঘাত করে। একজন কর্ম্মচারী সে যদি আমার জন্যে চুরি করে, সে তা'হলে আমারই চুরি করেছে এইরূপ আমি বুঝি।

৮। রাত্রিতে তোমরা কোথায় কি ভাল মন্দ কাজ কর, সেটা আমার দেখবার কাজ নয়, কিন্তু রাত্রের কাজ জনিত ক্লান্তি ও

জড়তা পরদিনের কাজের উপর স্বীয় ক্ষমতা বিস্তার কর্ত্তে ছাড়ে না—কাজ অর্দ্ধেকও হয় না, তাতে তোমার ও আমার ক্ষতি আছে। তোমার কম মজুরী—আর আমার কম কাজ।

৯। যে কথা আমি শুনবো বা আমার শোনা উচিত, সে কথা আমাকে বলো না। আমি সকল দিকেই নজর রাখি। পরের কথা আমাকে গোপনে বলো না। আমি তোমাদিগকে আমার টাকার বদলে কাজের জন্যই রেখেছি, মো-সাহেবী কর্ত্তে রাখি নাই।

১০। আমি লাথি মারলে আমাকেও লাথি মেরো না। তোমার সংশোধনের জন্য আমাকে যা কর্ত্তে হয়, সেজন্য সংশোধিতই হওয়া উচিত, উদ্ধত হওয়া উচিত নয়। তা' হলে মানুষ হবে না। আমি কখনও পচা আতার ছাল বাদ দিতে সময় নষ্ট করি না। এটি স্মরণ রাখ বে।

ঘাটালে বন্যা।

শ্রাবণ মাসের শেষ ভাগে অতি বৃষ্টির ফলে শিলাই ও দ্বারকেশ্বর নদীর বাঁধ নানা স্থানে ভাঙ্গিয়া যায়। উভয় নদীর জল প্রবল বেগে দুই কুল ভাসাইয়া দেয়। ঘাটাল সহর ও এই মহকুমার অন্তর্গত প্রায় ১০০ বর্গ মাইল পরিমিত স্থান জলে ডুবিয়া যায়। লোকের কষ্টের সীমা নাই। অনেকেরই ঘরে যে খাদ্য দ্রব্য সংগৃহীত ছিল, তাহা ফুরাইয়া গিয়াছে; যাঁহারা জন খাটিয়া পরিবার প্রতিপালন করে, সকল স্থান জল মগ্ন বলিয়া তাহারা কাজ পাইতেছে না। সুতরাং অতি আবশ্যকীয় দ্রব্যও কিনিবার তাহাদের পয়সা নাই। দীর্ঘদিন জল জমিয়া থাকাতে অনেক কাঁচাবাড়ী পড়িয়া যাইতেছে এবং অনেকেই নিরাশ্রয় হইয়া পড়িতেছে। এই সকল নিরাশ্রয় বিপন্ন লোক দিগকে সাহায্য করা অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে সাহায্য প্রদানের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বর্দ্ধমানের কমিশনার, মেদিনীপুরের কলেক্টার এবং ঘাটালের মহকুমা মাজিষ্ট্রেট বিপন্ন দিগের সাহায্যের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। মেদিনীপুর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান দেড় হাজার টাকার ঔষধ সহ আট জন ডাক্তার এই অঞ্চলে পাঠাইয়াছেন; ইঁহারা রোগাক্রান্ত দুঃস্থ লোক দিগের চিকিৎসা কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এই সকল স্থানের অবস্থা প্রত্যক্ষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য বর্দ্ধমানের মহারাজ ঐ অঞ্চলে গিয়াছিলেন। দুঃস্থ লোক দিগকে সাহায্য প্রদানের কার্য্য প্রণালী নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পতিত গৃহ সমূহ পুনঃ নির্ম্মাণের জন্য অর্থ সাহায্য মঞ্জুর হইয়াছে; সম্পন্ন প্রজা দিগকে কৃষি ঋণ দানেরও বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। কিন্তু দুঃস্থ লোক দিগের সংখ্যা ও অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রচুর নহে। জন সাধারণের পক্ষ হইতেও সাহায্য প্রদানের আয়োজন করা একান্ত কর্ত্তব্য। মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ও এই উদ্দেশ্যে কমিটী স্থাপন করিয়া সাধারণের সাহায্য প্রার্থী হইয়াছেন। ইতিমধ্যেই নাড়াজোলের কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ ১ হাজার টাকা ও তাঁহার ভ্রাতা ৫ শত টাকা দান করিয়াছেন।

আমরা সমস্ত বঙ্গের লোকদিগকে ঘাটালের সাহায্যার্থ অর্থ প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ।

মিষ্টান্নে স্যাকারিণ ব্যবহার।

কয়লা হইতে স্যাকরিণ নামক এক পদার্থ প্রস্তুত হয়। ইহা চিনি হইতে শতগুণ অধিক মিষ্ট। তজ্জন্য অনেক মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারক মিষ্টান্নে চিনি না দিয়া স্যাকারিণ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ক্রমাগত স্যাকারিণ সেবনে ক্যানসার নামক এক প্রকার ঘা হইয়া থাকে। ইহা আরাম হওয়া অতি কঠিন। বর্ত্তমান-কালের বহু বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসক এই ক্যান্সার রোগ আরাম করিবার উপায় বাহির করিতে ব্যস্ত আছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্তও সফলকাম হন নাই।

এই স্যাকারিন ব্যবহারে পাকস্থলীতে প্রদাহ উপস্থিত হয়, অধিক দিন ব্যবহারে ইহা হজমের ব্যাঘাত করে এবং ক্রমে মূত্রাশয়ের পীড়া হইয়া থাকে। ইহা বিষের কার্য্য করে এবং হজম করিবার নানা রস বহির্গত হইতে বাধা দেয়। মার্কিনের খাদ্য পরীক্ষকগণ একবাক্যে ইহা ব্যবহার নিষেধ করিয়াছেন। ইহা ব্যবহারে যে ক্যান্সার রোগ হয়, তৎসম্বন্ধে অনেক চিকিৎসক একমত হইয়াছেন।

চিনির পরিবর্ত্তে ইহা ব্যবহার করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। অনেকের বিশ্বাস, ইহা ব্যবহারে কোন অনিষ্ট হয় না, কিন্তু ইহা অত্যন্ত ভুল। এবিষয়ে অজ্ঞতা ক্ষমার্হ নহে, কারণ এই জিনিষ ব্যবহারে মানুষের জীবন হানি হইতে পারে। আমাদিগের বিশ্বাস কলিকাতায় এই স্যাকারিণের ব্যবহার বিস্তৃতরূপে হইতেছে। মিষ্টান্নে, লেমনেড প্রভৃতিতে ইহা প্রচুর ব্যবহৃত হইতেছে। গভর্ণমেণ্ট এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগকে অবিলম্বে এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করিতেছি।

আজকাল অনেক ব্যবসায়ী মিঠায়ে স্যাকারিণ ব্যবহার করিতেছে। যুদ্ধের সময় এক বোম্বাই দেশীয় বণিক স্যাকারিণ বিক্রয় করিয়া লক্ষপতি হইয়াছেন।

যদিও এই ব্যবসায় প্রসারের জন্য গবর্ণমেণ্ট লাওবান্ হইতেছেন, তথাপি মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ইহার বিক্রয় অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত। (সঞ্জীবনী)

কৌতুক কণা।

প্রেমপত্রের নমুনা।

প্রেমিক লিখ্‌বেন—

প্রিয়তমে, তোমাকে যে আমি কত ভাল বাসি, তা এই হইতেই বুঝ্‌তে পারবে। তুমি আমাকে গত কল্য যে পত্র লিখেছিলে, তাতে যে ডাকটিকিট লাগান ছিল, আমি সেই টিকিট খানি খেয়ে ফেলেছি, যেহেতু নিশ্চয়ই তুমি তোমার অধরসুধা দ্বারা সিক্ত করে টিকিটখানি খামের উপর লাগিয়ে ছিলে। আমি সেই টিকিটখানি উদরস্থাৎ করে যে কি অপূর্ব্ব অমৃত আস্বাদন উপলব্ধি করেছিলাম, তা' আর লিখে কি করে বুঝাব।

একদিন আমার বৈঠকখানায় একটী বন্ধুর সঙ্গে বসে কথা কচ্চি, এমন সময় একটী ভদ্রলোকের মত লোক এসে বল্লেন, মশায় আপনার সঙ্গে একটু মফঃস্বলের কথা আছে। আমি বাহিরে এসে বল্লেম—বলুন কি বল্‌তে চান। আগন্তুক। আজ্ঞে, আপনাকে বিরক্ত কল্লেম বলে কিছু মনে করলেন না—এই—বল্‌ছিলাম, আমাকে ৫৲ টাকা ধার দিতে পারেন, আমি ৫।৭ দিনের মধ্যে শোধ করে দেব। আমি—ক্ষমা করবেন, আপনাকে আমি তো কখন চিনি না—তা'হলে কি করে—

আগন্তুক। আজ্ঞে আপনি চিন্‌লে আমি আপনার নিকট আস্‌বো কেন? আমাকে যারা চেনেন, তাঁরা তো ধার দেন না।

Medical.

বাইয়োকেমিক নোট্‌স

বা

প্রেসক্রাইবার

লেখক—ডাক্তার অনুকূলচন্দ্র বিশ্বাস।
হড়া (হুগলী)

বাত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বেতো রোগীর প্রস্রাব খুব কম হয়। প্রস্রাব খুব কম হয়, আর লাল হয়। কখন প্রস্রাবে য়্যালবুমেণও থাকে, গায়ের উত্তাপ খুব বাড়ে। নাড়ী পূর্ণ—দ্রুত খুব বেগ বিশিষ্ট থাকে। খুবই পিপাসা হয়, জিব অপরিষ্কার ময়লা যুক্ত, কোষ্ঠবদ্ধ, অস্থিরতা—ঘুম প্রায়ই হয় না। জ্বর সাত আট দিন খুব বেশীই থাকে—কম্ বেশী প্রায় জানা যায় না। সপ্তাহখানেক পরে—সকালে খানিকক্ষণ ঘাড়ে। টেম্পারেচার ১০৪।১০৫ পর্য্যন্ত বা তার চেয়েও বেশী হয়। জ্বর বেশী বাড়্‌লে আর আর সব লক্ষণেরই বৃদ্ধি হয়। রোগী খুব শীঘ্রই ভারী দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে।

আগেই বলেছি, জ্বরের উপরেও ঘাম হয়—এ ঘামে জ্বর ছাড়েও না—বা কমেও না; অথচ সময় সময় ঘামে যেন নেয়ে ওঠে। জ্বর বেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাকি আর আর সন্ধিগুলির প্রদাহ হয়। গাঁইটের বেদনা ও বাতনাদি রাত্রেতেই বেশী হয়—গাঁইটের ভিতরে কন্ কন্ করা, ঝন্ ঝন্ করা—চিড়িক মারা কামড়ানি ইত্যাদি নানা রকম যাতনাতে রোগীকে একবারে—অস্থির করে তোলে। এমন কি—অসহ্য বেদনায়—রোগী জ্ঞানশূন্য হ'য়ে কাঁদ্‌তে থাকে।

এ সব রোগের—আর আর সব লক্ষণাদির বিষয় পরে যথাস্থানে—অর্থাৎ রিউম্যাটিজম্—লম্বেগো—সায়েটীকা—গাউট্—ইত্যাদির অধ্যায়ে বল্‌চি। এখন নীচে চিকিৎসার বিষয় বলব। রোগের নাম আলাদা বটে, কিন্তু লক্ষণ অনুসারে বাইওকেমিক ওষুধ বুঝে দিতে শিখ্‌লে—এর মধ্যে সব পাওয়া যাবে। ভাল রকম ওষুধের গুণাগুণ ক্রিয়াদি জানা থাকলে প্র্যাকটীশ অব্ মেডিশিন এর কোনও দরকার হয় না। তবে কি রোগ—রোগের আর আর বিষয় জান্‌বার জন্য দরকার বটে। ওষুধ দেবার জন্যে—ভাল রকম মেটিরিয়া-মেডিকা জানা খুবই দরকার।

রিউমাটিজম্—নূতন—পুরোনো—মশ্-কিউলার ইত্যাদি রকমের আছে—সে সব লক্ষণ পরে যথাস্থানে পাবেন। অনেক রোগেরই নূতন পুরোণো (য়্যাকিউট্-ক্রণিক) আছে। এ ছাড়া ঘাড়ের—কোমরের—কাঁড়ড়ীর বাত—পাঁজরের বাত ইত্যাদি নানা রকমের আছে।

চিকিৎসা—ওষধ প্রয়োগ।

ফেরাম-ফস্‌ফরিকাম—(Ferrum Phos) ৩x৬x১২x চূর্ণই আমরা সর্ব্বদাই ব্যবহার করে খুব ভাল ফল পেয়ে থাকি। অনেক বড় বড় ডাক্তারগণও তাই বলেন। শক্তি নির্ণয় বিষয়ে কোনও বাঁধা ধরা নিয়ম নাই। অনেকে একথাও বলেন যে, রোগের নূতন অবস্থায় নিম্ন শক্তিই উপকারী—পুরোনো হলে উচ্চ শক্তির দরকার—একথার মীমাংসা নিয়ে

তর্ক করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, তবে আমরা যে রকম শক্তি ব্যবহার করে ফল পেয়েছি—আর অনেক নামজাদা গণ্যমান্য পুরোনো চিকিৎসকগণের মত জেনেছি এখানে সেই পরীক্ষিত শক্তির সংখ্যা দিলুম। তবে তিন থেকে দুইশত x চুর্ণ শক্তি পর্য্যন্ত ব্যবহার হয়।

প্রথম আক্রমণেই—ফেরাম ধন্বন্তরীর মত কাজ করে—এতে বেদনাদির উপশম হয়—জ্বর কমে—ও অন্যান্য লক্ষণ সবই কমায়। প্রদাহের সূত্রপাতেই ফেরাম দিলে প্রদাহ লক্ষণ ক্রমশঃ কমে আসে। লাল কমে—ফুলো কমে—ব্যথা কমে—অন্য রকম প্রদাহের পূর্ব্বে ফেরাম সেবন আর আক্রান্ত স্থানে বাহ্য প্রয়োগ কল্লে—প্রায়ই পাকতে পায় না। ফেরাম জ্বরের প্রধান ওষুধ—বিশেষতঃ এই সব প্রাদাহিক জ্বরে। Heat, Congestion, and pain (উত্তাপ, রক্ত সঞ্চয়, এবং যাতনা) ফেরাম প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ। গাঁইটে খুব যাতনা টানানি—ফুলো বেদনা—আর এই সব লক্ষণ যদি কোনও রকম নাড়া চাড়াতে বা চাপনে বাড়ে, তা হ'লে—ফেরাম আশু উপকার করে। সমস্ত শরীরে বেদনা হলে ফেরাম তাও ভাল করে দেয়। কোন ছোট সন্ধি আড়ষ্ট হয়ে থাকলে ফেরাম ৩x সেবন আর—ভেসেলিন বা ওলিভ্ অয়েলের সঙ্গে মিশিয়ে ঘসে ঘসে মালিশ কল্লে শীঘ্রই ভাল হয়ে যায়।

দরকার হ'লে—অর্থাৎ যাতনাদি বেশী হ'লে—ওষুধ খাওয়া আর বাহ্য প্রয়োগ—দুইই দরকার। বেদনাদির সূত্রপাতে—ফুলো হবার আগে ফেরাম যেমন উপকারি—তেমনিই ফুলো দেখা দিলে বা ফুললে—ক্যালি-মিওর তার খুব ভাল ওষুধ।

এখানে ফেরামের বিষয়—আরো দুই চারিটি কথা বলবো। এতে কেহ অতিরিক্ত বকা বলে বিরক্ত হবেন না—নতুন প্র্যাকটিশনারদের এতে কিছু না কিছু উপকার হবেই। ডাক্তার সুস্লার বলেন যে, বাতজ জ্বরের প্রথম ও প্রধান ওষুধই হচ্ছে ফেরাম। নূতন সন্ধি গেঁটে বাতে (Acute articular rheumatism) প্রথম যাতনাদির সময় ফেরামই তার এক মাত্র ওষুধ। এতে জ্বর ব্যথা সবই ভাল করে। কোনও রকমনাড়া চাড়া—বা চাপ্ পেলেই কন্ কন্ করে ওঠা—যাতনাদি বেশী হওয়া—তা—যে বেদনাতেই হোউক, সে সময় ফেরামই তার প্রধান ওষুধ। ঘাড়ের,কাঁচুড়ির, গর্দ্দানের উপর পীটের বুকের উপর ভাগের বাতে; গেঁটে বাতে বিশেষতঃ যে গেঁটেবাত এ গাঁট থেকে ও গাঁট ক্রমশঃ আক্রান্ত হয়, তাতে ফেরামই তার খুব উপকারী ওষধ। এরকম বাত নূতন পুরোনো বা সময় সময় আক্রান্ত হওয়া প্রায়ই প্রতি অমাবস্যা পূর্ণিমাদিতে ও যদি হয়, তা হলেও ফেরাম দিতে যেন মনে থাকে। নাড়া চাড়াতে বা চাপনে বৃদ্ধি যেমন ফেরাম প্রয়োগের সিদ্ধপ্রদ লক্ষণ, তেমনই গরম শেক তাপ লাগাইলে বেদনাদির উপশম হওয়াও আর একটী সিদ্ধপ্রদ লক্ষণ। শরীরে প্রত্যেক যায়গাতেই অসহ্য ব্যথা—বিশেষতঃ গেঁটে গেঁটে সব চেয়ে বেশী, আর ঐ সব ব্যথা নাড়া চাড়াতে বেশী লাগে, এ ছাড়া কোমরের বাতে, ঘাড়ের বাতে, পীঠের বাতে, শোবার দোষে ঘাড় গেঁটে ধরায় (Stiff Neck stiff Back) আর এসব যদি ঠাণ্ডা লেগে হয় বা বাড়ে—রাত্রেই বেদনার বৃদ্ধি হয়—ঘুমের ব্যাঘাত হয়, প্রায় ঘুম হয়ই না, অস্থিরতা ইত্যাদিতে ফেরাম মন্ত্রশক্তির মত কাজ করে।

ক্যালি মিওর ৩x৬x Kali mure 3x6x —আক্রান্ত স্থান ফুলো বা ফুলো ফুলোভাব, জিব্ সাদা বা ঈষৎ পেঁশুটে ময়লা যুক্ত, জিব মোটা ক্যালিমিওর দেবার প্রধান সিদ্ধ প্রদ লক্ষণ। ইহা ফেরামের পরেই দরকার। অনেক সময় ফেরাম সহ পর্য্যায় ক্রমে ও দিতে হয়। অ্যাকিউট্ আরথ্রাইটীস অ্যাকিউট্ রিউম্যাটীজম ইত্যাদির খুব ভাল দ্বিতীয় ওষুধ। আমরা পর্য্যায়ক্রমে ফেরামের সঙ্গে ব্যবহার ক'রে খুব ভাল ফল পেয়েছি।

রিউমেটিক জ্বরের দ্বিতীয়াবস্থায় যখন গাঁইটের চারিধারের ফুলো দেখা যায়—বেদনাও থাকে—ঐ বেদনা নাড়া চাড়া কল্লে বাড়ে, তখন ইহা বিশেষ উপকারি। আর গাঁইটের চারি ধারের ফুলো সহ পুরোনো বাতে (Chronic Rheumatism) ক্যালি মিওর বেশ কাজ করে। যে কোনও রকম বাতই হোকনা, ফুলো ও বেদনা সহ আক্রান্ত স্থানটিকে নাড়্লেই বেশী যাতনা হয়। তার সঙ্গে জিভের অবস্থা যদি পূর্ব্ববৎ দেখা যায়, তা হ'লে ক্যালি-মিওরই তার একমাত্র ওষুধ। আবশ্যক হলে লক্ষণ মত ফেরম পর্য্যায় ক্রমে ২।১ মাত্রা দেওয়া দরকার। জীব্ পুরু-মোটা জিবের উপর সাদা বা পেঁশুটে ময়লা পড়া ইহার প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ। কেবল জিবের এই লক্ষণ দেখে ক্যালি-মিওর দিয়ে অনেক বড় বড় অজানা রোগে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গেছে।

বেদনা বেশী—জ্বর বেশী ও ফুলো থাকলে ক্যালি-মিওরের সঙ্গে প্রত্যহ ২।৩ মাত্রা ফেরাম-ফস পর্য্যায় ক্রমে দেওয়া দরকার ডাঃ চ্যাপ্ম্যান্ ওয়াকার প্রভৃতি বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ এমতের চিকিৎসায় মত দেন। আমরা সর্ব্বদাই এইমতে ওষুধ ব্যবহার করে বেশ ফল পেয়ে থাকি।

(ক্রমশঃ)

বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে

আমাদের "জীবনদশা" নামক পুস্তক বিতরিত হইতেছে ; অদ্যই আবেদন করুন, বিলম্বে নিরাশ হইবার সম্ভাবনা।

দৃঢ়তার সহিত সগর্ব্বে বলিতে পারি

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটীকার

ন্যায় অমোঘ ও ত্বরিত ফলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ইহা স্নায়বিক, শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতার একটী অব্যর্থ মহৌষধ। একবার মাত্র পরীক্ষা করিয়া দেখুন, ইহাই প্রার্থনা, ৩২ বটিকাপূর্ণ কৌটার মূল্য ১৲।

ম্যালেরিয়া নাশক

"জ্বরান্তক বটীকা"

"জ্বরের যম"

যে কোন প্রকারের জ্বরই হুউক না কেন, নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। ৪০ বটীকা পূর্ণ কৌটার মূল্য ১৲।

শিশুদিগের জন্য

শিশুসখা বটীকা

শিশুগণের যকৃৎ প্রভৃতি বিকারের জ্বর, কাসি, ঘুংড়ী সর্দ্দি ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ রোগের একমাত্র ঔষধ। সুস্থ শিশুরাও ইহা সেবন করিতে পারে। মূল্য ৩০০ বটিকার ১ কৌটা ১৲ টাকা।

মনি তৈল

শরীর পোষক, মস্তিষ্কের শীতলতা বিধায়ক, সুগন্ধ, হাত পা জ্বালা প্রভৃতির অমোঘ ঔষধ। ইহা সর্ব্বদা কেশে মর্দ্দন করিলে কেশরাশি সুকোমল শ্রীধারণ করে। ইহা শরীরে মাখিলে দুর্ব্বল ব্যক্তিকে মোটা করে। মূল্য ৫ তোলার শিশি ১৲ টাকা।

কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়,

২১৪ নং, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্যক্তিগত স্বরাজ।

১। নিজের ঘর সংসার প্রকৃতপক্ষে নিজের "স্বরাজ।" আগে সেই সংসারের সকলকে সামঞ্জস্য কর দেখি। নিজের স্বরাজের সুবন্দোবস্ত করা যদি কঠিন ব্যাপার হয়, তবে সাধারণের স্বরাজের সুবন্দোবস্ত হইবে কি?

২। সুখের সংসার করিতে হইলে ঘরের প্রত্যেক ব্যক্তির রীতি নীতি আচার ব্যবহার নির্দোষ হওয়া চাই; অনৈক্য দূরীকরণের চেষ্টা করা চাই; স্বাস্থ্য ভালরাখা চাই, তবে ক্রমে ক্রমে সংসারটি সুখের হইবে।

৩। হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা, পরচর্চ্চা, পক্ষপাতিত্ব, এইগুলি প্রত্যেককেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। তেলে ও জলে মিশিবে না। তুমি ভাল, আমি মন্দ—মিশিবে কেন? নিজের চরিত্রে নিজের ঘরে যতই সুনীতির দৃঢ়তা বাড়িবে, ততই তোমার নিজের সংসারের ও বাহিরের লোক তোমার সঙ্গে মিশিবে। কারণ প্রত্যেক সংসারই যদি খাঁটী তৈলবৎ হয়, তখন তৈলে তৈলে মিশিবে না কেন? আগড় বাগড় হাঁকড় ফাঁকড় না করিয়া, আগে প্রত্যেকে নিজের চরিত্রের উন্নতি কর, তবে সুমঙ্গলের আশা করিবে।

বিনা বিজ্ঞাপনে কোন ব্যবসায় চলে কি না।

কোন ব্যবসায়ে পসার হইলেও তাহার আর বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত কি না, আজ আমরা ইহার একটী দৃষ্টান্ত দেখাইব।

বর্মিংহাম গেজেটে এই বিষয়ের একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল।

লণ্ডনের একটী বৃহৎ কারখানাতে খুব উৎকৃষ্ট চাটনী এবং মোরব্বা প্রস্তুত হইত। বিলাত এবং আমেরিকায় কারবারের নিয়ম, সেখানে কারবারে যতটাকা ন্যস্ত করা হয়, তাহার কতক অংশ বিজ্ঞাপনের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে। এই ফারমেরও বার্ষিক ৫০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ১৫৲ টাকা পাউণ্ড ধরিলেও ৭৫০০০ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল। বহুবর্ষ ধরিয়া এইরূপ একটা বড় রকমের টাকা ব্যয় হইয়া আসিয়াছিল, এবং এমন পসার হইয়াছিল যে, ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় ইহাদের চাটনী ও মোরব্বা ক্রয় করিত না এমন কোন গৃহস্থ বাড়ীই ছিল না। যাহাহউক, ইহাদের একবার মনে ধারণা হইল যে, এত পসার হইয়াছে, এখন আর বিজ্ঞাপন দিয়া আবশ্যক নাই, নামের গুণে এমনিই যথেষ্ট কাজ হইবে। প্রথম বর্ষ গেল, হিসাব হইল। ইহাঁরা দেখিলেন "বিক্রয় কমিয়াছে।" বিজ্ঞাপন বন্ধ হইতেই চারিদিকে কানা ঘুসা চলিতে লাগিল যে, ফারমের অবস্থা নিশ্চয়ই খারাপ হইয়াছে—অংশীদারগণ টাকা উঠাইয়া লইতে আরম্ভ করিলেন। চারিদিকে ফারম ফেল হইবে এই আশঙ্কায় কেনা বেচায় ভয়ানক গোলযোগ ঘটিতে লাগিল। শেষে এমন শোচনীয় অবস্থা হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল যে, ফারমের নাম প্রায় লুকাইয়া যায়। ফারমের কর্ত্তারা বাজারে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; —বুঝিলেন, বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতেই এই অনর্থ ঘটিয়াছে। তাঁহারা সেই বৎসরেই ৭৫০০০ টাকার দ্বিগুণ ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা করিয়া দিয়া প্রায় ১০ বৎসরে পূর্ব্ব প্রতিপত্তি ফিরিয়া পাইলেন। প্রচার করিলেই যে পসার বাড়ে, ইহার সন্দেহ নাই। আমরাও জানি, আমাদের কলিকাতার কয়েকটী ফারমও বিজ্ঞাপন কমাইয়া নগণ্যের মধ্যে পড়িতেছেন। এদেশের এখনও ব্যবসায় বুঝিতে বাস্তবিক বিলম্ব আছে।

ব্যবসায়ীর কথা।

বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর প্রধান লক্ষ্য—কেমন করিয়া চালাকী করিয়া খরিদদারকে জিনিস বেচিতে হইবে। কিন্তু পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীগণ, যাঁহারা অধুনা ব্যবসাদার জাতি বলিয়া সমগ্র জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছেন, তাঁহারা বলেন, ক্রেতাকে স্বেচ্ছায় জিনিস কিনিতে প্রবৃত্তি দেওয়ার যে উপায়, তাহাই প্রকৃত দোকানদারী।

তাঁহাদের কথায় দোকানদারী কেমন? "The most important thing is to get Customer to want the goods" অর্থাৎ চালাকী বা বাচালতায় কোন দরকার নাই; ক্রেতা আপনিই জিনিস খুঁজিয়া ক্রয় করিবে; তাহারই যাহা উপায়, তাহাই দোকানদারী এবং ইহারই নাম Art of salesmanship. ইহা একটা আর্ট অর্থাৎ বিদ্যা, ইহা শিখিবার যোগ্য বিষয়—ইহা অধ্যয়নের বিষয়। ইহা জনসমাজে বলিবার কহিবার কথা। এদেশের দোকানদারীর মূলে চালাকী সুতরাং ইহা আর্ট অর্থাৎ বিদ্যা নয়, ইহা প্রতারণা মূলক; তাই জনসমাজে বলিবার কহিবার যো নাই। পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীগণ সেই জন্য অবিলম্বে উন্নতি করিয়া ধনকুবের হইতে পারেন; কিন্তু এদেশের ব্যবসায়ী তাই অতি কদাচিত ঘরের পুঁজী ঘরে ঢুকাইতে পারেন—লাভ ত দূরের কথা।

প্রকৃতির কেমন একটা স্বাভাবিক নিয়ম, অন্যায় অন্যায়কে আকর্ষণ করে। যেখানে একটী অন্যায় হইয়াছে, সেখানে শত শত অন্যায় অকর্ম্ম আসিয়া জুটিতেই হইবে,—ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। সেই নিয়মের জন্যই বাঙ্গালার ক্রেতাও সঙ্গদোষে অসৎ; তাহারাও চালাকী করিয়া দোকানদারকে ঠকাইতে পাইলে ছাড়ে না। সুতরাং ক্রেতা

আর কেন? পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

বিক্রেতা উভয়েই কলুষিত হইতেছে, একথা অস্বীকারের উপায় কৈ ? প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে সৎপথ অবলম্বন করিতে হইবে; ক্রেতাকে সৎ করিতে হইবে, তবে ব্যবসায়ে সুখ হইবে, ব্যবসায় স্থায়ী হইবে; তবে ব্যবসায়ের সার্থকতা হইবে।

লোক-চরিত্র, লোকের রুচি-অরুচি, এই গুলিতে বহুদর্শিতা লাভ করা দোকানদারী শিক্ষার প্রধান উপকরণ এবং প্রথম পাঠ। প্রত্যেক দোকানদারকে প্রকৃত "ভদ্রলোক" হইতে হইবে, তবে খরিদদার ধরিতে পারিবে। যাহার সেগুণ নাই, তাহাকে দোকানের সম্মুখে রাখিলে, তাহা খরিদদার ধরিবার জন্য রাখা হয় না, খরিদদার তাড়াইবার জন্য রাখা হয়। এমন দোকানদার বাঙ্গালীর কোন দোকানে আছে বলুন ?

প্রত্যেক স্বত্বাধিকারীর এই বিক্রয়-বিভাগে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা উচিত। প্রত্যেক Business managerএর এইরূপ দেখিতে শিক্ষা করা উচিত। বাঙ্গালীর কারবারের ম্যানেজার দেখিলে হাস্য সম্বরণ করা দায়, ইহারা কার্য্যস্থলে আসিবেন—ইচ্ছামত সময়ে। দ্বিতীয়তঃ ম্যানেজারী কাজ পাইয়াছেন, সুতরাং বড় গম্ভীরই তাঁহাকে হইতে হইবে;—তাঁহার ধারণা। লোকের সঙ্গে মিশিলে তাঁহার মান যায়। লোকের সঙ্গে একপ্রকার না মেশাই বাঙ্গালী ম্যানেজার একটা সনাতন ধর্ম্ম বিবেচনা করেন। তাঁহার বিশ্বাস, সই করিবার জন্য তাঁহার আফিসে উপস্থিত থাকা। চোকে বেশ সোণার চসমা দিয়া সিল্কের রুমালে গায়ের জামা ঝাড়িবেন, অতি সন্তর্পণে—পাছে আঙ্গুলে কালী লাগে, এমন ভাবে কলম ধরিয়া সই করিবেন—গোঁফ জোড়াটী কসমেটিক দিয়া, ঠিক শিকারী বেড়ালের মত সাহেবদের বড় বড় কারবারের ম্যানেজারদের অনুকরণে—ঠিক জার্ম্মানীর সম্রাটের অনুকরণে—গোঁফকে ঊর্দ্ধমুখী করিয়া দিয়া বা ডগা কামাইয়া এমন গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকিবেন যে, ক্রেতার সাহসও কুলাইবে না, তাঁহার কাছ দিয়াও ঘেঁসিতে পারে। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন,—"ম্যানেজার মহাশয়! অমুক জিনিসের কোন সংবাদ জানেন কি ?—তৎক্ষণাৎ অবিচলিতভাবে উত্তর—তা'ত বলিতে পারি না। আমার লোক জন আসুক—জানিয়া বলিতে পারি।"—

ইঁহাদের বিশ্বাস যিনি বেচিতেছেন, তাঁহার নিকট চেয়ার ছাড়িয়া যাওয়াটা ম্যানেজারী-পদের বিশেষ অন্তরায়। তাই তিনি প্রত্যেক বিক্রেতাকে, প্রত্যেক বেয়ারাকে পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই নিজের কক্ষে ডাকিয়া ডাকিয়া, সমস্ত কাজ নষ্ট করিয়া ফেলিবেন, তথাপি, তাহাকে ভয়ানক ব্যস্ত দেখিলেও, তাহার নিকট যাইয়া কথাটার মীমাংসা করিয়া আসিবেন না,—পাছে তাঁহার ম্যানেজারী পদের গৌরব নষ্ট হয়।

প্রকৃত পাকা Salesmanই বিলাতী কারবারের ম্যানেজার হয়,—তিনি প্রত্যেক ক্ষুদ্র বিষয় হইতে প্রত্যেক বড় বিষয়ের তথ্য জ্ঞাত থাকেন। তাহার মস্তিষ্কটী যেন একটী ড্রয়ারের পিজেন-হোলের মত, প্রত্যেক বিষয়টী যেন সেই খোপগুলিতে পূর্ণ করা আছে। কোন কথা উঠিলেই ম্যানেজার তৎক্ষণাৎ তাহার সদুত্তর দিতে পারেন। প্রত্যেক বিক্রেতা বা সেল্‌সম্যানকে তিনি পরিচালিত করিতে জানেন এবং প্রত্যেক জিনিসের গুণাগুণও ক্রেতার চরিত্র পাঠে তাঁহার এত অভিজ্ঞতা আছে যে, তিনি উপস্থিত হইলেই যেন প্রত্যেক ক্রেতা সন্তুষ্ট হইয়া যায়।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কারামুক্তি।

গত ৯ই আগষ্ট বুধবার আমাদের শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন,—বাঙ্গালার সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষ—বাঙ্গালার গৌরবের ধন ৮ মাস কারাবাস করে ঘরে ফিরে এসেছেন—এস মহান্! এস আবার নির্জ্জীব নিদ্রিত বাঙ্গালী তোমার মহত্বে তোমার স্বার্থত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে চক্ষুরুন্মীলিত করে জাগরিত হোক।

নূতন কাগজ "ধূমকেতু"

আমরা ২৬শে শ্রাবণ শুক্রবার হতে "ধূমকেতু" নামক একখানি নূতন কাগজ পাচ্ছি। বর্ত্তমান সময়ের উদীয়মান কবি—কাজী নজরুল ইস্‌লাম ইহার সম্পাদক—১ম সংখ্যায় ১৪টী প্রবন্ধ আছে, ধূমকেতু প্রবন্ধ গৌরবে গরীয়ান, ছাপা কাগজ সবই ভাল হচ্ছেছে। ধূমকেতু সপ্তাহে দুবার বাহির হবেন, বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৫৲ যাণ্মাষিক ২৸০ তিন মাসের ১।০ প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য /০। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে নব সহযোগীর দীর্ঘজীবন কামনা কচ্ছি। ধূমকেতু কেন্দ্র—৩নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

কাজের লোক আফিস।

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত তৎকর্ত্তৃক ২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

টাকা এদেশে আজকাল খুবই আক্রা !

কাজের লোক হিসেব ক'রে তাই একটী পয়সাও অপব্যয় করেন না

এক রোগের হাজার ঔষধ আজকাল পাওয়া ত' যায়, কিন্তু সাবধান রোগী অর্থের ও দেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঠিক ঔষধটীই দেখে ঠাউরে কিনেন। এতে শরীর শীঘ্র ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, খামখা যা' তা' কেনার খরচও বাঁচে। এই বাজারে সস্তা অষুদে কিছু কি? যা বাজার পড়েছে তাতে রোগ আরোগ্য করতে হলে দামী মসলা দিতে হবেই তো—আর তা হলেও ঔষধের দাম চড়া না হ'য়ে কেমন কোরে? তাই বলি যে দাম দিয়ে ঔষধ পরীক্ষা নাকরে ফল দিয়া ঔষধ পরীক্ষা যাঁরা করেন তাঁরাই কাজের লোক, তাঁরা ঠকেন না। সর্ব্বপ্রকার মেহের জন্য, আজকাল সর্ব্ববাদীসম্মত মত হচ্ছে যে



একমাত্র মহৌষধ। অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, যাহাতে হয়ত রোগ আরাম হয়, কিন্তু হিলিংবামের বিশেষত্ব এই—(১) প্র'ত মাত্রায় ফল (২) ১দিনে যন্ত্রণার শেষ (৩) সপ্তাহে আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের তালিকাপুস্তকে বড় বড় ডাক্তারের প্রশংসাবাদের মধ্যেই আছে—অদ্য পত্র লিখে ঐ বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ৩৲, মাঝারী ২॥০, ছোট ১৷০।

আর, লগিন এণ্ড কোং—ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্,

১৪৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—"হিলিং" কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৬১৫. কলিকাতা।

"কাজের লোকের" বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারিং চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।

২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রতি ইঞ্চি প্রতি বার ১৲ টাকা ধরা হয়। সৎ ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি

৩। কোন বিজ্ঞাপন ৩ মাসের কম সময় পরিবর্ত্তন করা হয় না।

৪। Desplay অর্থাৎ সাজান বিজ্ঞাপনের স্বতন্ত্র মূল্য দিতে হয়। ভিতরে পাঠ্য বিষয়ের সহিত বিজ্ঞাপনে মূল্য দ্বিগুণ।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার:

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮৲ টাকা প্রতি মাসে	৭৲ টাকা প্রতি মাসে	৬৲ টাকা প্রতি মাসে
½ ,,	৫৲ ,,	৪৲ ,,	৩॥০ ,,
¼ ,,	৩৲ ,,	২॥০ ,,	২৲ ,,
১ কলম	৩৲ ,,	২॥০ ,,	২৲ ,,
½ ,,	১৸০ ,,	১॥০ ,,	১৷০ ,,

১৫ বৎসরের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব। মফঃস্বলের বিজ্ঞাপনের সমস্ত টাকা অগ্রিম দেয়। সপ্লিমেণ্টের কথা পত্র লিখিলে জ্ঞাত করা যায়।

কার্য্যাধ্যক্ষ

"কাজের লোক"।

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।



আসমুদ্র ভারতে সকল মহিলাই কেশরঞ্জন মাখেন

কারণ—ইহাতে কেশ কুঞ্চিত, কোমল ও মসৃণ হয়। কটা চুল কৃষ্ণবর্ণ হয়। কিছু দিন ব্যবহারে কেশের স্খালিত্য বা টাকরোগ আরাম হয়।

কারণ—চুল উঠিয়া গেলে, মাথায় টাক পড়িলে, অকালে চুল পাকিলে, চুল বিকৃত ও বিবর্ণ হইলে, "কেশরঞ্জন" ব্যবহারে এ সব দুর্লক্ষণ দূরীভূত হয়।

কারণ—ইহা অত্যধিক অধ্যয়ন, অধিক চিন্তা, সর্ব্ববিধ শিরঃপীড়া, মস্তক-ঘূর্ণন, প্রভৃতি উপসর্গে অমোঘ প্রতিকারক। ইহার মনোমদ সুগন্ধে চিত্তের প্রফুল্লতা ও মানসিক অবসাদ বিদূরিত হয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র; প্যাকিং ও ডাকমাশুল সাত আনা।

উপায় থাকিতে নিরাশ হন কেন??

যদি আপনার শরীরে উপদংশ অথবা পারদ-বিষ সংক্রামিত হইয়া থাকে, গায়ে হাতে ও পায়ে চাকা চাকা দাগ দেখা দিয়া থাকে,—ডাক্তার বা কবিরাজের কাছে এ কথা প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করেন, তবে আমাদিগকে লিখুন,—আমরা আপনাকে "বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়" পাঠাইয়া দিব। ইহার ব্যবহারে আপনি নির্দ্দোষভাবে ও অল্প ব্যয়ে এই ভয়ানক রোগের ভীষণ কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন। উপদংশ ও পারদ-বিকৃতিতে "বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়" মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। প্রতি শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাশুল ৸৹ তের আনা।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড,

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়, ১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং সাহেবের

ছারপোকা ও কীট নষ্ট করিবার ঔষধ

কিটিংস পাউডারে
মসা মাছি ছারপোকা মরে।
দিলে বিছানায়
মুহুর্ত্তেকে সুখ-শয্যা হয়॥

লণ্ডনে প্রস্তুত, সকল ডাক্তারখানায় ও নিম্ন ঠিকানায় পাওয়া যায়।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

বোনফিল্ড্ লেন, কলিকাতা।

নগদ মূল্য ।০ THE BUSINESSMAN. বার্ষিক ১২১২০ ডাক ২॥০



Edited by S. P. Chatterjee.

Office—2, Rajendra Dutt Lane. Bowbazar Calcutta.

১৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা। | New Series. September, 1922, | নূতন সংস্করণ। সেপ্টেম্বর. ১৯২২। | Vol. XVI. No 9.

১৯০৯ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত ১৫ ভলিউম

‘কাজের লোক’ সমস্ত লইলে

প্রত্যেক ভলিউম ৩৲ স্থলে ১৸০ টাকা প্রত্যেক খণ্ড ১৵০, হাতে হাতে লইয়া যাউন।

আমরা কিছু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

"Kajer-Loke" or Businessman— * * * is repleted with useful articles on art and Industry.

Indian Empire.

"Contains interesting articles on trade and speculation." *Indian Daily News.*

"Kajer-Look," —Or the "Businessman" is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture *Bengalee.*

"A special and heathy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartly wish our contemporary all success in his noble endeavours.

The Indian Nation.

* * "The Businessman" is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike."

Telegraph.

"There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading "Kajerloke."

Gardeners Magazine.

"কাজের লোকের" বিস্তৃত সমালোচনা আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই এরূপ সুন্দর, সুলিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।" যশোহর।

"সত্য বলিতে কি, এরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, ‘কাজের লোকের’ মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্ব্বথা সুসিদ্ধ হয়।" সময়।

"আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যেরূপ সারগর্ভ, সেইরূপই উপযোগী।" বঙ্গবন্ধু।

* * * "কাজের লোক" "এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে বাহির হইয়া থাকে। ইহার কার্য্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা এরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি "কাজের লোক" পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় * * * *

দৈনিকচন্দ্রিকা।

"আমরা "কাজের লোক" পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।" খুলনাবাসী।

"কাজের লোক" গৃহস্থ মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।"

মেদিনী-বান্ধব।

এরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। "কাজের লোক" পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রবৃত্তি জন্মে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়হীন "বেকারের" বন্ধু। * * * বিজ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী যাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বাঙ্গালী যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, ইহাই ‘কাজের লোকে’র উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালায় এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা ‘হিতবাদী", "বঙ্গবাসী", "বসুমতী", এবং অন্যান্য অসংখ্য সংবাদপত্রও ভূয়োসী প্রশংসা করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, স্থানাভাবশতঃ সকলগুলি দিতে পারিলাম না।

কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিক্ষা।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত।

মূল্য ৷৷০ ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অসংখ্য হাতে হেতেরে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঘরে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। সুন্দর ছাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং ধনাকাঙ্ক্ষীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াসসাধ্য উপায় সমূহ বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত। এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে, তবে আমাদের আনীত এই পুস্তকখানিই যেন ক্রয় করিবেন। মূল্য ২৲ টাকা ভিঃ পি স্বতন্ত্র। কাপড়ে বাঁধান, পরিস্কার ছাপা, বিলাতে প্রকাশিত। যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

How a penny became Thousand Pounds Rs. 2/4/-

How to mend and how to make (secondhand Book) Rs. 1/8

Watch repairing Rs. 1/8

V. P. and postage extra.

বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের ফন্দি সন্দিও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পন্থা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্ডার করিবেন, পকেট সাইজ, ফুলিসক্যাপ ১৬ পেজি সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ৷৷৵০ আনা। ভি, পি স্বতন্ত্র।

ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুত প্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ২৲, যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আমাদের বেশী কর্ম্মচারী নাই যে, সর্ব্বদাই এই কার্য্যে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকন্তু ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায়। সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। যাহা আমাদের নাই, তেমন পুস্তকও অর্ডার করিলে সংগ্রহ করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কমিশন পেলেও পুস্তক রাখা হয়। সে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজার পুস্তক বিভাগ, "কাজের লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস,
২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য রত্নস্বরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য দামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চক্ষুরত্নকে রক্ষা করিতে যান; কিন্তু তাহা ত হইবার নয়। প্রকৃত নির্দ্দোষ চসমা উৎকৃষ্ট ব্রেজিল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয়; তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্ষুরত্ন রক্ষার যথার্থ সামগ্রী। আমরা চক্ষু পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনাইয়াছি। চক্ষের বিবরণ আমাদিগকে যেন একবার অতি অবশ্য জানান হয়। প্রায় ৩০ বৎসরের বহুদর্শিতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ব্যবস্থামত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই

দে, মল্লিক এণ্ড কোং,
২ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"শ্রীশ্রীআপদ নাশিনীর ব্রতকথা।"

দুই আনার ডাক টিকেট পাঠাইলে একখানা বই পাঠানো হয়।

ঘরে ঘরে প্রচলিত।

১২ খানা একত্রে লইলে—দশ আনা মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার "শতদল"
১৪ নং বনমালী চাটার্জ্জির ষ্ট্রীট, টালা,
কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৹ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

১৬শ বর্ষ। ৯ম সংখ্যা। | New Series. নব পর্য্যায়। SEPTEMBAR, 1922. সেপ্টেম্বর ১৯২২। | Vol. XVI. No. 9.

নিজেদের কথা।

পূজা আগত প্রায়, এবার ২৭শে সেপ্টেম্বর শারদীয় পূজা, "কাজের লোক" প্রতি মাসের শেষেই প্রকাশিত হয়, সুতরাং অক্টোবর সংখ্যা—পূজাবকাশের পর প্রকাশিত হইলে বিলম্বই হইবার সম্ভাবনা। কারণ ১৫ দিন "কাজের লোক" আফিস ও ছাপাখানা বন্ধ থাকে, গ্রাহকগণের অধিকাংশ পূজার সময় কে কোথায় যাইয়া পড়েন—সেইজন্য অনেক কাগজ ফিরিয়া আসিতে বাধা হয়। এই সকল কারণে এবার সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর পর পর যাইতেছে, পূজার পূর্ব্বেই পাইবেন। অবকাশের পর নভেম্বর সংখ্যা যথা সময়ে প্রকাশিত হইবে।

গ্রাহকগণের অনেকেই ১৯২২ সালের বার্ষিক মূল্য ২৸৹টী টাকা প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। —আমাদের গ্রাহকগণের মধ্যে অনেকেই বর্দ্ধিষ্ট লোকও আছেন, তাহাদিগকে ভি পি করিয়া আমরা টাকা আদায় করি না, অনেককে লিখিলেই টাকা পাঠাইয়া দিয়া থাকেন, আবার অনেকস্থলে অনেকবার লেখা লেখি করিলেও টাকা পাওয়া যায় না। এই গুলি দুঃখের কথা। পূজা সময়ে সকলেরই ব্যয় বাহুল্য আছে, দয়া করিয়া এইটুকু যদি সদাশয় গ্রাহকগণ বিবেচনা করিয়া দেখেন, তাহা হইলেই আমাদের দুঃখের কারণ থাকে না। আবার বলিতে বাধ্য হইতে হয়, এই নয় মাস কাগজ লইয়া যখন ভি পি করা হয়, তখন অম্লান বদনে ভিপি ফেরত দিয়া থাকেন। এদেশের সাহিত্য সেবার যে কত ভরবেতর দুঃখ, তাহা যাঁহারা সংবাদ পত্রাদি পরিচালনা করেন, তাঁহারাই জানেন। তাই সানুনয় প্রার্থনা—"কাজের লোকের" বার্ষিক মূল্য যাহাদের নিকট এখনও বাকী আছে, তাঁহারা যেন পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ

"কাজের লোক।"

কর্ত্তব্য জ্ঞান।

কর্ত্তব্য জ্ঞানের যাঁদের যত অভাব, সিদ্ধি লাভের পথ তাদের তত সুদীর্ঘ—তা সে ধর্ম্ম কর্ম্মেই হোক, আর সমাজ সংস্কার বা দেশাত্মবোধেই হউক। যার আত্মসম্মান জ্ঞান আছে—তাকে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হতেই হবে। এইটীই এদেশের অভাব দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আত্মসম্মান জ্ঞান খুবই কম। তার দৃষ্টান্ত পদে পদেই দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে।

যাঁরা অসহযোগ নীতির—অনুসরণ করেছিলেন—তাঁরা এখন অভাবের অজুহাত

দেখিয়ে কর্ম্মক্ষেত্র হতে কেউ কেউ সরে পড়্‌চেন, আবার সহযোগ নীতিই অবলম্বন কচ্চেন। ভাল। কিন্তু এই অভাব অভিযোগের কথাটা আগে ভাববার মত বুদ্ধিরও তাঁদের মত লোকের অভাব ছিল না—সেই সময় ভেবে চিন্তে কার্য্যে ব্রতি হলেই ভাল হতো।

গোড়ায় গলদ।

সমাজ বা রাজনৈতিক গবেষণা যাই করা হোক, কোন কিছু গঠন করে তুল্‌তে হলে তার ভিতটা আগে পাকা করাই নিয়ম—তবে তার উপর পাকা ইমারতই বল, আর যাই বল—তয়েরী কল্লে তা সহজে ভূমিস্যাৎ হয় না। এ দেশের যারা ভিত অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর লোক, যাদিকে সমাজে রাবিস বা খোয়া যাই নাম দেওয়া হোক, তাদিকে শিক্ষিত কত্তে হবে, আপনার করে তাদের যত্ন কত্তে হবে, তবে এই খোয়া বা রাবিস গুলি যখন কনক্রিটের জমাটের মত প্রস্তরবৎ হয়ে তাদের মাথার উপর বড় বড় অট্টালিকার স্তায় সমাজ সৌধ ধরে দাঁড়াতে পারবে, তখন তাকে ফেলে সহজে কার সাধ্য। কিন্তু এই কনক্রিটের উপকরণের প্রতি উপেক্ষা করে আমরা যা কিছু তয়েরী কত্তে যাচ্চি, ঐ গোড়ায় গলদেই তা ভূমিস্যাৎ হয়ে যাচ্চে। সকল দেশেই শিক্ষিত সমাজের দ্বারা কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হয় বটে, কিন্তু ভিতে সেই নিম্নশ্রেণীর গরীব বেচারারা। কিন্তু তারা মনে কল্লেই বাসুকীর ন্যায় মাথা নাড়া দিলেই আসমুদ্র বসুন্ধরাকে টলটলায়মান করে দিতে পারে।

এই যে একটা অসীম শক্তি, সেটা এদেশে উপেক্ষিত—তাই এত দুর্দ্দশা। দেশের করণীয় কাজ নাই? এদিকে কে কর্ম্মবীর আছ, শিক্ষিত এবং শক্তিমান করে তোল। শুধু সংবাদপত্রে লেখা আর সভাসমিতিতেই দেশোদ্ধার কর্ত্তে চাও? এ বকেয়া বোস পুরোনো—পন্থা তো অনেক হয়ে গেছে—। কিছু হয়েছে কি? কোনকালেও হবে না।

হাসি কান্নার ব্যায়াম।

প্রমথ বাবু। কাকা! আর তো দেশে থাকা চলে না?

হারাধন বাবু। কেন? কি হয়েছে?

প্রমথ বাবু। অরে অরে দেশ ছাড়া করলে যে! তাই ভাব্‌চি কারবার তুলে দে কলকাতায় বসে থাকি। কিন্তু কারবারের লাভ মনে হলে ছাড়্‌তে মায়া হয় বলে পড়ে আছি, আর পার্‌চি না—ক্রমে ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে মরবার যোগাড় হয়ে উঠ্‌চে।

হারাধন বাবু বললেন—বি এ পাশ করে যদি চাকরী করতে, ক টাকা রোজগার হতো? তাতে বাসা খরচ করে বাড়ী আন্‌তেই বা ক টাকা? পৈতৃক জমান পসারটা পেয়েছ, তাই বছর বছর সংসার খরচ চালিয়েও ৪।৫ হাজার টাকা জমে যখন, তখন যে টাকা ডুবিয়ে দেওয়া কি ভাল?

প্রমথ বাবু বললে ভাল তো না—শরীর বয় কৈ? হারাধন বাবু বল্‌লেন এক কাজ কর, তা করতে পারলে ম্যালেরিয়া আর ভুগ্‌তে হবে না।

প্রমথ বাবু আগ্রহের সহিত বল্‌লেন সে কি কাজ? তাতে পীলে লিভার যাবে, গায়ে বল হবে তো?

হারাধন বাবু বল্‌লেন—হবে। তবে পারলে হয়।

প্রমথ বাবু বল্‌লেন—বলে দিন, চেষ্টা করে দেখি। চেষ্টায় অসাধ্য কি আছে?

হারাধন বাবু বল্‌লেন—হাঁ, চেষ্টা, যত্ন, বিশ্বাসে যে কাজ যে করবে, সে কাজে সিদ্ধি পাবে। শোন বলি—

হাসি কান্নার ব্যায়াম সুরু কর দেখি, কেমন তোমাকে ম্যালেরিয়ায় ধরে, আর পেট জোড়া পীলে লিভার থাকে?

প্রমথ বাবু বল্‌লেন, হাস্‌তে পারা যায় সহজে, কিন্তু কান্না সহজে মনে কর্‌লেই আনা যায় কি? মন না সর্‌লে কান্না বেরোয় না।

হারাধন। তা বটে, তাই বল্‌ছি—তাঁর কাছে প্রার্থনা কর—তোমার সব রোগ ভাল হবে।

প্রমথ। কি করে কি করবো বলে দিন তবে! হারাধন বাবু—বল্‌লেন—দেখ, কান্না হলো মনের একটা আবেগের স্পন্দনোচ্ছ্বাস! হাসিটাও তাই! মনে ঐরূপ স্পন্দন তুল্‌তে হলে ভগবানের দিকে চেয়ে তুমি তোমার মনের কথা খুব কাতর ভাবে বল্‌তে থাক্‌লেই কান্না আপ্‌নি আসবে। যত কাতর হবে, ততই কান্না ফুটে পড়্‌বে। কান্না ও রকম, আনন্দাশ্রুপাত আর শোকাশ্রুপাত। তুমি শোকার্ত্ত যখন, তখন যাতে করে একপটে তোমার শোকের কথা যত স্মরণ হতে পারে, তত স্মরণ করে কাতর প্রাণে প্রাণের প্রাণ যিনি, তাঁর চরণে নিবেদন কর—প্রার্থনা কর। দেখ্‌বে তখন এই প্রার্থনার সময় তোমার দেহস্মৃতি পর্য্যন্ত মনে জাগ্‌বে না। শ্বাস প্রশ্বাস চল্‌ছে, কি রোধ হয়ে গেছে, তাও জান্‌তে পারবে না, এতে এই হয়। এ ব্যায়ামে দেহ ও দেহস্থ সব যন্ত্র পেশী, শিরা ধমনী হতে লিভার প্লীহাদি ও রক্তমাংস, অস্থি শুক্র সবই পরিচালিত হবে। তাতে তাদের গায় যে ময়লা বিষ লেগেছিল, সে সবই সাফ হয়ে ধুয়ে চলে যাবে প্রশ্বাস বাতাসে বাইরে।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

খুব ভোরে উঠবে, সূর্য্য না উঠ্‌তে। উঠে হাত মুখ ধুয়ে খোলা বাতাসে বসে চোখ বুজে হাসি কান্নার ব্যায়াম আরম্ভ করে দাও। প্রথম প্রথম ১০।১২ মিনিটের বেশী সময় ওতে থেকো না। ক্রমে অভ্যাস হলে আধ্ ও একঘণ্টা অবধি করতে পারলে ভাল হয়। বিকালেও সূর্য্য ডুবে গেলে আর একবার করতে হবে। ৫।৭ দিন করে দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারবে কি হচ্ছে? ক্রমে হজম শক্তি বাড়্‌বে—খিদে হবে—গায় রক্ত হবে—জোর হবে মন বেশ ভাল হয়ে কাজ কর্ম্ম করতে পারবে। আর কখন ম্যালেরিয়া ধরবে না। কিন্তু একটী কথা সর্ব্বদাই মনে রাখ্‌তে হবে সেটা হলো সংযম! অসংযমী হলে পাবে না তা, যা চাবে এবং তার বিপরীত ফল ফলবে। তাই বলি সংযত হয়ে এই এই সামান্য ব্যায়ামটা করে দেখ দেখি, হাতে হাতে ফল না পাও তো আর করবে না। ফল পাও যদি, যত দিন বাঁচবে প্রত্যহ করবে।

প্রমথ বাবু বললেন,—তাই বুঝি রমণীরা শোক কাতর হয়ে কেঁদে কেঁদে মোটা হয়? লোকে বলে শোকে মোটা করে, তা নয়—এই ব্যায়াম হয় বলে মোটা হয়। হারাধন বাবু বললেন—শোকে যদি মোটা হতো তবে পুরুষেরা হয় না কেন? পুত্র বিয়োগ বিধুরা জননীর শোক হয়, কিন্তু জনকের শোকটা কি হয় না? না কম হয়? জননী মোটা হলেন—জনক রুগ্ন জীর্ণ শীর্ণ হন কেন? এর কারণই হচ্ছে—জননী কান্নার ব্যায়ামে সুস্থ থাকেন, আর জনক চিন্তাগুণে পুড়ে পুড়ে রোগা হয়ে যান। সে যাক, তুমি এ ব্যায়াম করতে আরম্ভ কর। কত কথা পরে জানতে চাইবে, তখন বলবো।

এই কবি বলে আমাকে এই তিন বছরের মধ্যে একদিনের জন্যও ম্যালেরিয়া ধরতে পারে নি, তা তো দেখ্‌ছো। তবেই বোঝ এ ব্যায়ামের জোর কত। যেই স্বাস্থ্য বজায় রাখ্‌তে যাবে, তাকে এ ব্যায়াম করতেই হবে। এত সহজ ব্যায়াম আর নাই। ওষুদ গিলে গিলে পেটে যে চড়া পড়েছে, তাই বলি অবদ ছাড়—এই ব্যায়ামটা আরম্ভ কর।

যোগেন্দ্র রক্ষিত।

ছুৎমার্গ।

অনেক মফঃস্বলের ভদ্রলোক আমাদিকে লিখ্‌চেন :—

ছুৎমার্গ নিয়ে বর্ত্তমানে যে চারিদিকে আন্দোলন হচ্চে, সেটা এই বাঙ্গলা দেশের পক্ষে অনেকটা অপ্রয়োজনীয় আলোচনা। প্রকৃত ছুৎমার্গ বাঙ্গালা দেশে নাই, বিশেষ শিক্ষিত সমাজের মধ্যে। একটা সংস্কার আছে মাত্র, নচেৎ বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে—যেখানে ভালই হউক, আর মন্দই হউক, একটা সমাজ বলে কিছু আছে, সেখানেও উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা নিম্ন শ্রেণীর লোক দিকে ঘৃণায় চক্ষে দেখেন না। বেশ এক সঙ্গে মিলে মিশেই কাজ করে, তবে খাওয়া দাওয়া নিয়ে একটা মেলামেশা নাই। চিরকালের সংস্কারকে অকস্মাৎ দূরীভূত করা কাজ সহজ নয়, আর সে চেষ্টা কল্লে এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে অনৈক্যতার সৃষ্টি করা হবে। সেটা এ সময়ে বাঞ্ছনীয় নয়। ছুতমার্গের অতি গোড়ামী আছে মান্দ্রাজে। আমাদের দেশে হাড়ী ডোম চণ্ডাল একই পুকুরের কুপের জল খায়, একই ট্রাম ও গাড়ীতে যাতায়াত করে, পাঁড়াগায়ে বাগদীকেও ব্রাহ্মণ সন্তান দাদা কাকা খুড়ো বলে ডাকে, কোন বিরোধ নাই। বাঙ্গলায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যেও বিরোধ নাই। বাঙ্গলায় ছুৎমার্গ নাই বল্লেই চলে। তবে ব্রাহ্মণ যে হাড়ীর সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে খাবে, যা মুসলমান ভায়েরা যে শুকর ভোজী হাড়ীদের সঙ্গে খাবেন, এটা হতে বিলম্ব আছে। স্বাস্থ্যের দিকে দেখ্‌তে গেলেও সহজে সকলে রাজী হবেন না। স্বামী বিবেকানন্দও এরূপ খাওয়া দাওয়া সঙ্গত নয় বলেছেন। ইংরাজদের মধ্যেও ছোট বড় জ্ঞান আছে। হিন্দু ধর্ম্মের উপনিষেধের ধর্ম্ম এখনও সকল সমাজে চলবে না, চললে ভালই হয় বটে। কিন্তু তার মাঝখানে সু—ই—হোক, আর কু—ই—হোক একটা সংস্কার দাঁড়িয়ে আছে। সেটা সুশিক্ষার দ্বারা ক্রমে ক্রমে আল্‌গা হয়ে পড়্‌বে। অতো তাড়াতাড়ি কল্লে চলবে না। তাতে অনৈক্যতার সৃষ্টি হবে। যারা গোঁড়া, তাদের এক শ্রেণীর ছোট বড় সকল প্রকার লোকের উপরও আধিপত্যও আছে। তারাও সংঘ বেঁধে বহু লোককে উল্‌টা বুঝুতে পারে। ব্যস্ত হবার দরকার নাই। বাঙ্গলার এই ছুৎমার্গের কথা অপ্রয়োজনীয়। কারণ ছুতমার্গ বলে বাঙ্গলায় তেমন কিছু নাই। যা এখন কিছু আছে, সেটা সময় এলেই ক্রমেই যাবে। অনেক ওলট পালট হিন্দু ধর্ম্মের উপর দিয়ে চলে গেছে কিন্তু সংস্কার উল্‌টে যায় নাই। তবে যতছিল তত কি এখনও আছে? সময়ে যাবে।

উপবাসে উপকার।

উপবাসে যে মানব শরীরের সকল প্রকার ক্লেদ নাশ করে, তাহা ভারতের হিন্দু সাধারণের কাহারও অবিদিত নহে। তাই বার মাসের তের পার্ব্বণে—তিথি বিশেষে উপবাসের ব্যবস্থা আছে। রোগে উপবাস সকল দেশেই

সুবিদিত; বৈদ্যক শাস্ত্রে চিকিৎসার প্রথম ভিত্তি পত্তনই হয় 'লঙ্ঘন' দিয়া। ইউরোপের চিকিৎসকদের ধারণা অন্যরূপ। তবে, ক্রমশঃ তাঁহাদের ধারণারও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। দশ বৎসর পূর্ব্বেও ইউরোপে যদি কেহ বলিত যে, উপবাসে স্বাস্থ্য ভাল হয়, তাহা হইলে ডাক্তারেরা তাঁহাকে পাগল বলিতেন। কিন্তু এখন আর সে ভাব নাই। ডাক্তার নোবেল এ, স্কট সম্প্রতি বিলাতের "ডেলি নিউজ" পত্রে লিখিয়াছেন,—ওয়েষ্ট এণ্ডের একজন ডাক্তার উপবাস বিলক্ষণ হিতকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। ডাক্তার স্কট বলেন,—"কোন ঔষধে যাহা করিতে না পারে, কেবল উপবাসেই তাহা করিয়া থাকে। এমন কি, ঔষধ অপেক্ষাও উপবাস অধিক হিতকর। উপবাসে রোগীকে দুর্ব্বল করে না; বরং তাহার সকল ক্লেদ পরিষ্কার করিয়া অধিকতর বলাধান করিয়া থাকে।" সংযমের অভাবে এখন অধিকাংশ লোকেই উপবাসে কাতর; আরোগ্য অবস্থায় ত নহেই, রোগেও কেহ সহজে উপবাস করিতে চাহে না। বার মাস ব্যাধি ভোগ তাহারই অন্যতম প্রধান কারণ। যাহা হউক, আমাদের হিন্দুর উপবাসের উপকারিতা এখন পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্বীকৃত হইতে চলিল। 'ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ।'

পল্লীবার্ত্তা।

রেলগাড়ীর শিকল টানা—চলন্ত রেল গাড়ীতে বিপদের আশঙ্কা থাকিলে তৎক্ষণাৎ তাহা গার্ড সাহেবকে জানাইবার জন্য প্রত্যেক গাড়ীতে **Alarm signal** অর্থাৎ বিপদ জ্ঞাপক সংকেতের জন্য চেন টানিবার ব্যবস্থা আছে। একটী চলন্ত রেলগাড়ীর একটী কামরার ২১ জনের স্থলে ৭০ জন আরোহী প্রবেশ করায়, আরোহীগণের স্থান সঙ্কুলন হয় নাই, তজ্জন্য একজন আরোহী ঐ চেন টানিয়া গাড়ী থামাইয়াছিল। বে-আইনী ভাবে **Alarm signal** দেওয়া অপরাধে তাহাকে অভিযুক্ত করা হয়। নিম্ন আদালতের বিচারে ঐ আসামীর দণ্ড হয়। পাটনা হাইকোর্টের বিচারে আসামী নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইয়া খালাস পাইয়াছে। প্রত্যেক কামড়ায় যত আরোহী থাকা আবশ্যক, তাহা প্রত্যেক কামরায় প্রকাশ্য ভাবে লেখা থাকে। ঐনির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অতিরিক্ত আরোহী বোঝাই করিয়া রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের বরং বে-আইনি কাজ করা হইয়াছে বলিয়া হাইকোর্টের জজেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

সময়।

ফাঁকা আওয়াজ।

সহযোগী "আত্মশক্তি" বলচেন

'সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স' আরম্ভ করা যেতে পারে কি না, তা স্থির করবার জন্যে যাঁরা এতদিন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, উৎকল, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, পঞ্চনদ ঘুরে ঘুরে বেড়ালেন, তাঁদের ঘোরাঘুরি এইবার শেষ হয়েছে। তাঁরা এইবার একটু স্থির হয়ে বসে ভেবে চিন্তে একটা রায় দেবেন। রায় দেবার জন্যে এত কষ্ট করে ঘোরবার দরকার ছিল না; কেননা লোকে তাতে ভোলে নি। লোকে আগেই বেশ ভাল রকম জানতো যে কর্ত্তারা সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স আরম্ভ করার বিরুদ্ধে। এখন সাক্ষ্য সাবুদ জোগাড় করে তারা সেইটুকুই বেশ ভাল করে গুছিয়ে বলবেন মাত্র। যতদূর বোঝা যাচ্ছে—তারা এই কথা বলবেন যে, দেশে খদ্দরের প্রচার আরও ভাল করে না হওয়া পর্য্যন্ত সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স বন্ধ রাখতে হবে।

এর ফল হবে এই যে, রাধাও নাচবে না, ন মণ তেলও পুড়বে না। এখন যেটাকে গড়ন কাজ (Constructive programme) বলে খাড়া করা হয়েছে, সেটা থেকে যে স্বরাজ পাওয়া যাবে, এ বিশ্বাস কংগ্রেসের মধ্যেও অধিকাংশ লোক করেন না। কাজেই অনেকে হাল ছেড়ে দিয়ে বসবেন। চরকায় আবার মাকড়সা জাল বুনতে আরম্ভ করে দেবে, আর কংগ্রেসের কর্ত্তারা তখন বিজ্ঞভাবে হাই তুলে বলবেন—"দেশের লোক আমাদের কথামত কাজ করলে না, তা স্বরাজ হবে কোথা থেকে ?

এ উৎসাহ ভঙ্গের লক্ষণ চারিদিকেই দেখা যাচ্ছে। মারাঠিরা ত স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন যে, কংগ্রেসের এখনকার কাজ কর্ম্মের উপর তাঁদের শ্রদ্ধা নেই। মান্দ্রাজ বাংলা ও পাঞ্জাবেও এরকম ভাবের লোক অনেক দেখা গেছে। এ রাস্তায় কোন ফল পাবার আশা নেই বলে তারা আবার আস্তে আস্তে ব্যবস্থাপক সভায় যা হোক একটা হৈ চৈ করতে চান।

দেশের চাষা ভূষো কুলি মজুরের মধ্যে যে উৎসাহ দেখা দিয়েছিল, তাও নিভে গেছে। তারা আইনের সূক্ষ্ম বিচার বোঝে না; গভীর আধ্যাত্মিক গবেষণারও খুব বেশী ধার ধারে না। আমাদের উৎসাহ দেখে উৎসাহিত হয়ে তারা যখন আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, তখন ভেবেছিল যে, বাবুরা হয় ত তাদের দুঃখ কষ্ট বোঝবার আর ঘোচাবার চেষ্টা করবে, যে সমস্ত অত্যাচারের জ্বালায় তারা দিন দিন মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, সে সমস্ত অত্যাচারের একটা কিছু প্রতিকার হবে। কিন্তু সে রাস্তা দিয়েই চললুম না আমরা। তাদের একটী করে চরকা কেনবার উপদেশ ও কিঞ্চিৎ আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা বখসিস দিয়ে বললুম "যাও, বাপ সকল, বাড়ি ফিরে যাও।"

তারা যে যাবার সময় আমাদের কাণ মলে দেয়নি, এটা আমাদের পূর্ব্বপুরুষের খুব সুকৃতির ফল বল্‌তে হবে।

আমরা ত আসল কাজ ছেড়ে দিয়ে কথা কাটাকাটি আরম্ভ করে দিলুম; কিন্তু আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা দেখে সরকার বাহাদুর বেশ হুঁসিয়ার হ'য়ে প'ড়্‌লেন। এ জ্ঞান তাঁদের বিলক্ষণ আছে যে, ত পাঁচ হাজার ছেলে ছোকরা ক্ষেপ্‌লে তাদের ঠাণ্ডা করতে খুব বেশী বেগ পেতে হবে না। কিন্তু দেশের চাষা ভূষো কুলি মজুর যদি দলবদ্ধ হয়ে বেঁকে দাঁড়ায়, তা হলে অনেক কাট খড় পোড়াবার সময় দরকার হবে। তাই অনেক জায়গায় রায়তদের অবস্থা একটু ছিটেফোঁটা রকমের ভাল করবার জন্যে কর্ত্তারা তালুকদারদের উপর অল্প বিস্তর চাপ দিতে আরম্ভ করেছেন। শ্রমজীবিদের ও যে সমস্ত সঙ্ঘ গড়ে উঠেছে, তার মধ্যেও অনেক সরকারী পক্ষের লোক ঢুকে পড়ে মোড়লী আরম্ভ করে দিয়েছেন। আসল মতলব হচ্ছে এই যে, জনসাধারণ আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে একটা মিলন যেন না হয়ে যায়।

কর্ত্তারা যদি এ মতলব হাসিল করতে পারেন, তা হলে দেশের পক্ষে সমূহ বিপদ। কেননা শুধু মধ্যবিত্ত শ্রেণী বর্ত্তমান শাসন যন্ত্র অচল করতে পারবে না। কংগ্রেসের এখন প্রধান কাজ এ চাল মাৎ করে দেওয়া। কিন্তু কংগ্রেসের প্রধান প্রধান পাণ্ডাদের মধ্যে দুই একজন ছাড়া এবিষয়ে আর কারও দৃষ্টি আছে বলে মনে হয় না। আগামী কংগ্রেসের অধিবেশন গয়ায় আজ কাল কংগ্রেসের কাজের যা রকম সকম, তা বদলে যাতে আসল কাজের গোড়া পত্তন গয়ার কংগ্রেসে আরম্ভ করা যায় তার চেষ্টা এখন থেকে করা দরকার। কংগ্রেসের তরফ থেকে শ্রমজীবিদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে। তাদের যাতে আট ঘণ্টার বেশী খাটতে না হয়, তাদের থাকবার ব্যবস্থা যাতে ভাল হয় তা, দেখবার ভার কংগ্রেসকে নিতে হবে। রায়তদের মহাজনদের হাত থেকে কি করে বাঁচান যায় জমিদার বা পুলিসের অত্যাচার কি করে কমান যায়, সে সমস্ত ব্যবস্থা না করতে পারলে রায়তদের কখনও কংগ্রেসের সঙ্গে সহানুভূতি হবে না; সুতরাং সে দিকেও কংগ্রেসকে মন দিতে হবে। শুধু চরকা চালাও বলে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকলে চরকা চল্‌বে না।

কংগ্রেসের যাঁরা কর্ম্মী, তাঁরা যদি এখন থেকে এসব বিষয়ে চেষ্টা করেন, তা হলে অল্প দিনের মধ্যেই সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স আরম্ভ হতে পারে। আর এখনকার মত গদাইলস্করী চালে চল্‌লে কস্মিন কালেও তা হবে না। শুধু ফাঁকা আওয়াজে কেল্লা ফতে করবার আশা ছেড়ে দাও।

"খাঁটী কথাই" হচ্ছে এই।

ব্যবসায়ে উন্নতি।

[শ্রীহরিপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, বি, এ।]

জগৎজুড়ে পরিবর্ত্তনের ঢেউ চলে আসছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিবর্ত্তন, জীব শরীরেও পরিবর্ত্তন। চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে থাকেন, জীবশরীরে শুধু পরিবর্ত্তন নহে প্রতি নিয়ত ধ্বংস ক্রিয়াও চলছে; শরীরের প্রতি অংশ নিয়তই ধ্বংশ প্রাপ্ত হচ্ছে, আর নূতন শক্তি এসে তার জায়গা পূরণ করছে। যখন এই পূরণ ক্রিয়ার শেষ হবে, তখনই জীবশরীরের ধ্বংশ অর্থাৎ মৃত্যু উপস্থিত হ'বে। এই জীবশরীরেরই মত ব্যবসায় জগতেও একটা না একটা পরিবর্ত্তন হচ্ছে, একটা পুরাতন রীতি নীতির স্থানে একটা নূতনতর প্রথা এসে দেখাদিচ্ছে।

আমরা প্রায়ই মনে ভাবি, এত নগণ্য অবস্থা থেকে হঠাৎ এই কারবারটা মাথাতুলে দাঁড়াল কি করে, কি করে এত প্রসার প্রতিপত্তি কর্ত্তে পারল? এ প্রশ্ন আমাদের মনে আসে শুধু আমাদের দৈনিক অভিজ্ঞতা থেকে, কারণ আমরা প্রায়ই দেখি, অনেক ব্যবসায়ী প্রচুর মূলধন মালপত্র নিয়ে, খুব উৎসাহের সহিত কাজ আরম্ভ ক'রলেন কিন্তু আশানুরূপ উন্নতিলাভে সমর্থ হ'লেন না। কিন্তু কথা হচ্ছে, যে সব কারবার নগণ্য অবস্থা থেকে ক্রমে ক্রমে যথেষ্ট উন্নতি লাভকর্ত্তে পারে, তাদের উন্নতির কারণ শুধু তাদের মূলধন বা মালপত্র নয়, ব্যবসায়ের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কার্য্যটী সুশৃঙ্খলায় সুসম্পন্ন করবার পদ্ধতিই তাদের ঈপ্সিত উন্নতি লাভের চরম সহায়।

উন্নতিশীল কারবারে প্রায়ই দৈনিককার্য্য পদ্ধতির আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রতিনিয়ত নানাপ্রকার বাধা বিপত্তি এসে উপস্থিত হয়। আবার তাদের দূর করবার জন্য নানাবিধ উন্নত উপায়ও উদ্ভাবিত হয়ে থাকে। পুরাতন কার্য্যপদ্ধতি বা আবিস্কৃত পন্থার স্থানে উৎকৃষ্টতর নূতন প্রথা এসে দেখা দেয়, যে সব ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে অধিকতর লাভের বা উপকারের আশা করা যায়, সে সব কার্য্যই প্রচলিত হয়ে থাকে।

এখন কথা হ'চ্ছে এসব নূতন কার্য্য পদ্ধতি আসে কোথা হ'তে? কে এসব "উন্নত অভিনব চিন্তা" (Idea) আবিষ্কার করে থাকে? এর উত্তর—মৌলিক চিন্তার আবিষ্কারে, কোনও বিধিবদ্ধ নিয়ম নাই, এসমস্ত যে কোনও চিন্তাশীল মানুষের মাথা থেকে বেরুতে পারে। ব্যবসায় পরিচালক (Director), কোন বিশেষ বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা (Head of a department) এমনকি

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

একজন সামান্য শিক্ষানবীশের মাথা থেকেও সময়ে সময়ে এমন সব নূতন উদ্ভাবন হ'য়ে থাকে, যা থেকে ব্যবসায়ে যুগান্তরেরও সূচনা হয়ে যায়। কিন্তু এই মৌলিক চিন্তা যে সকল সময়ে সকল ক্ষেত্রে অকস্মাৎ উদ্ভূত হয়, তা নয়, প্রায়ই কোনও প্রকৃষ্ট উপায়ের অন্বেষণে নিরত কোনও চিন্তাশীলের উর্ব্বর মস্তিষ্ক হ'তে উৎপন্ন হয়ে থাকে। গবেষণা বা মৌলিক চিন্তার উপাদান বাইরে থেকে পেলেও আমাদের প্রগাঢ় চিন্তা এইগুলিকে আবিষ্কার কর্ত্তে সমর্থ হয়। উন্নতিশীল ব্যবসায়ী নিজে চিন্তা করেন বলেই, ব্যবসায়ীর কাগা পদ্ধতি, নিয়ম, প্রথা প্রভৃতি হতেও নিজকার্য্যের উপযোগী উপাদান পেয়ে থাকেন। আর সংগৃহিত উপাদানের সুবিবেচিত ব্যবহার করেন বলেই তিনি ক্রমোন্নতি লাভ করে থাকেন।

ব্যবসায়জগতে যুগাবর্ত্তণ হয়েছে, অষ্টাদশ বা ঊনবিংশ শতাব্দির পুরাতন মামুলি প্রথার ব্যবসায়ে উন্নতি ত হয়ই না, পরেও অবনতির চরম হয়ে যায়। যে ব্যবসায় প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারে না, তার অবনতি স্থির নিশ্চয়, আর প্রতিযোগিতায় সফল হতে হলে কারবার উন্নত প্রণালীতে, উন্নত কার্য্যপদ্ধতিতে চালাতে হবে। ব্যবসায় জগতে পরিবর্ত্তিত নূতন পদ্ধতি, প্রচলিত প্রথা প্রভৃতির অন্যথা করলে অবনতি ভিন্ন উন্নতির আশা একবারেই করা যায় না।

কোন ব্যবসায়ই স্থির হয়ে থাকতে পারে না,—হয় ইহা উন্নতির দিকে ধাবিত হবে কিম্বা অবনতির দিকে ছুটবে। 'আমি বরাবরই এই প্রকারে কাজ করিয়া আসতেছি, সুতরাং এই কার্য্যপদ্ধতির পরিবর্ত্তন করব না, এই প্রকারেই চলব' এই প্রকার চিন্তায় মত হেয় চিন্তা আর নাই। জগতে উন্নতিশীল কেন, দিন দিন নূতন নূতন আবিষ্কার সম্পাদিত হচ্ছে কেন? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর প্রাচীন পদ্ধতিতে আধুনিক জগৎ সন্তুষ্ট নয় বলে নূতনতর ও উৎকৃষ্টতর পদ্ধতির আবিষ্কার করে প্রচলন করে কার্য্যের সুগম করবার চেষ্টা পাচ্ছে এবং উন্নত হতে অধিকতর উন্নত হচ্ছে। নিত্য নৈমিত্তিক নূতন কার্য্যের সূচনা নগন্য হলেও কালে তাহাই যুগাবর্ত্তণের নিয়ামক হয়ে ওঠে।

যে সকল ব্যবসায়ী নিজ নিজ ও উন্নতিশীল অপর সমব্যবসায়ীর প্রচলিত দৈনিক ক্রিয়া কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করেন, বিশ্লেষণ করেন, তাদের গুঢ়তত্ত্বের বিষয় চিন্তা করতে প্রয়াস পান, তাঁরাই ব্যবসায় ক্ষেত্রে কৃতি। তাঁরা কখনও মামুলি প্রথা আঁকড়াইয়া পড়ে থাকতে চান না, থাকেনওনা। তাঁদের দৈনিক কাযের মধ্যে নানারকম জটীল বিষয় এসে উপস্থিত হয়, তাঁরা অভিনিবেশ করে তার মীমাংসা করে তুলেন, তাঁরা নিয়তই ব্যবসায় ক্ষেত্রে সকল প্রশ্নের সমাধান বিশেষ মনোযোগ দিয়ে করেন বলে কোনও বিষয়ের সিদ্ধান্তে উপস্থিত হবার জন্যে তাঁদের বিশেষ বেগ পেতে হয় না, কারণ তাঁদের চিন্তাশীল মনের কাছে সব বাধা বিপত্তি এসে হার মেনে যায়।

ব্যবসায় ক্ষেত্রে উন্নতির চরম শত্রু "নূতন যুগে পুরাতন প্রথায় প্রচলন।" যা আছে তাতে তৃপ্ত হয়ে বসে থাকলে ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করা যায় না। অন্য অনেক বিষয়ে প্রাচীন রীতি নীতি মামুলি প্রথাটা পরিবর্ত্তন না হলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না, কিন্তু ব্যবসায় ক্ষেত্রে এ নিয়মে কাজ কর্ত্তে চেষ্টা করলে যথেষ্ট বিপত্তির মুখে পড়তে হবে। সময়ের সঙ্গে মানুষের মন পরিবর্ত্তন হয়ে যায়। মানুষের মনের গতির অনুরূপ না পারলে ব্যবসায় উন্নতি হতে পারে না সুতরাং নূতন যুগের নূতন ব্যবসায় ক্ষেত্রে কৃতি হতে হলে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত, অভিনব উপায় ও উন্নত কার্য্য প্রণালী অশেষবিধ মঙ্গল সম্পাদন করবে। এ বিষয়ে কৃতি ব্যবসায়-জগতের সকলেরই স্থির সিদ্ধান্ত।

Home Industries.

গার্হস্থ্য শিল্প শিক্ষা।

INDILIBLE OR MARKING INK FOR CLOTH

এক ইঞ্চি পরিমিত নাইট্রেট অফ্ সিলভার—যাকে বলে বাতি কষ্টিক সামান্য একটু জলে গলাইয়া ফেল। সেইটা ১ গ্যালন আন্দাজ জলে দিয়া খুব ঝাকরাইয়া মিশাইয়া ফেল। ইহা প্রথম শ্রেণীর মার্কিইঙ্ক হইবে। ইহা দ্বারা কাপড়ে নাম লিখিলে—ধোবা বাড়ী যাইলে কখন উঠিবে না।

দ্বিতীয় প্রকার।

আর একটা বলছি। এইটা খুব বেশী দামে বাজারে বিক্রী হবে। নাইট্রেট অফ সিলভার ১॥ আউন্স, ইহাকে লাইকার এমোনিয়া ফোর্টএ গলিয়ে ফেল। লাইকর এমোনিয়া ৫॥ আউন্স নিতে হবে। তারপর অরচিল (Orchil) বলে একটা জিনিষ আছে, তা—এতে দিলেই একরকম রং হবে, এটা রং করবার জন্যেই দেওয়া। তার পরিমাণ ১ আউন্সের ৩ ভাগের এক ভাগ। এতে মিশুতে হবে Mucilage of Gum অর্থাৎ গদের জল ১২ আউন্স। তার পর ছোট ছোট ব্লু-রংএর শিশিতে পুরে এক এক বাক্সে ১২ শিশি করে বাজারে বিক্রি কর্ত্তে দিতে হয়। এক এক শিশি বিলেতে ১ শিলিং দামে বিক্রি হয়। এর ভারি কাটতি। নতুন নিপওয়ালা কলম দিয়ে কাপড়ে লিখতে হয় এর দাগ কখন ওঠে না। ভাল লেবেল দিতে হয়। বাক্সের ডালাতেও ছাপা লেবেল দিতে হয়।

ধূর্জ্জটী বিজয়

আয়ুর্ব্বেদোক্ত স্বর্ণবঙ্গ, মৃগনাভি, শিলাজতু, সালম মিশ্রী, শ্যামলতা, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, শুক্রমাতৃকা, বঙ্গেশ্বর, লৌহ, শঙ্খ ও মুক্তাভস্ম প্রভৃতি প্রায় ৫৮ প্রকার মূল্যবান ঔষধ আয়ুর্ব্বেদোক্ত তন্ত্রোক্ত বিশ্লেষণে চোলাই করিয়া এই সিদ্ধিপ্রদ জীবনী-আসব আবিষ্কৃত। সেবন মাত্রেই বিন্দু-ঔষধ বিদ্যুতবেগে সর্ব্ব-শরীরে বিসর্পিত হইয়া সেই মুহূর্ত্ত হইতে নিম্ন লিখিত রোগ ও তাহার কষ্টদায়ক উপসর্গাদি মন্ত্রশক্তিবৎ নাশ করে; অকাল বার্দ্ধক্য তিরোহিত হয়।

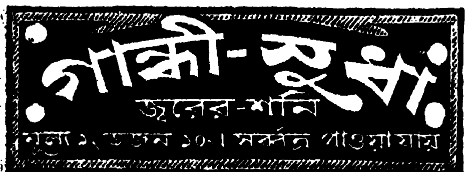
ধাতুদৌর্ব্বল্য, পুরুষত্বহানি, প্রমেহ, স্বপ্ন-বিকার শ্বেত ও রক্তপ্রদর, কষ্টরজঃ উদরাময়, অম্লশূল, বাধক, বাত, পক্ষাঘাত, অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, উপদংশ, ভগন্দর, রক্তদুষ্টি, হাঁপানি ইত্যাদি দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য হইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গে শক্তি সঞ্চার হয়, শুক্র গাঢ় হইয়া যৌবন কালোচিত সামর্থ্য আনিয়া দেয়। মূল্য প্রত্যেক শিশি ২৷৷০ টাকা; অসমর্থের পক্ষে (মাত্র ১ হাজার শিশি) প্রত্যেক শিশি ১৷৷০, ডজন ৫৲ টাকা। মাশুল স্বতন্ত্র। সুস্থদেহীর সেবনে উপকার আছে,—অপকার নাই।

আর, প্রধান; বি, এ, সেক্রেটারী,

গান্ধীআয়ুর্ব্বেদ প্রচার সিমিতি।

১৫৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট, (শিয়ালদহের মোড়)

কলিকাতা



বিনামূল্যে

ভাগ্য-পরীক্ষা! জনে জনে লক্ষ্মীলাভ!!



যাঁহারা সংসারচক্রের দারুণ আবর্ত্তে বিভ্রান্ত, রোগ-শোক, দুঃখ দারিদ্র্যে প্রপীড়িত, দুরন্ত শনির কোপ-দৃষ্টিতে পতিত, আশ্রয়চ্যুত—ঐশ্বর্য্যচ্যুত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া আছেন, উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে, আত্মোন্নতির প্রচেষ্টায় পদে পদে বাধা বিঘ্ন পাইতেছেন, ব্যবসা বাণিজ্যে সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিয়া কেবল ক্ষতিগ্রস্তই হইতেছেন; শত চেষ্টা করিয়াও পসার প্রতিপত্তি বাড়াইতে পারিতেছেন না, মকর্দ্দমা-জালে জড়িত হইয়া পরাজয়ের চিন্তায় আকুল, অথবা গৃহবিচ্ছেদ, বন্ধুবিচ্ছেদ, প্রণয়বিচ্ছেদ সম্ভাবনায় কাতর হইয়াছেন, তাঁহারা আসুন;—

হিমালয়ের জনৈক তান্ত্রিক যোগীর তপস্যাসিদ্ধ মহাবীজ, প্রাচ্যের কোহিনুর

ত্রিলোক—বিজয় বা স্পর্শমণি

যাহাকে ইংরেজ সম্প্রদায় **Mystic Charm of the Orient** নামে অভিহিত করিয়াছেন—ধারণ করুন। "স্পর্শমণি"র মঙ্গলময় স্পর্শে শরীর রোমাঞ্চিত হইবে; অমঙ্গলের সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়া সর্ব্ববিধ মঙ্গল সাধিত হইবে; থরে থরে সকল বিভূতি ফুটিয়া উঠিবে,—আরোগ্য, স্বাস্থ্য, শান্তি, উন্নতি, সুখ সম্পদ, সৌহার্দ্দ, দীর্ঘায়ু, ধন, জন, খ্যাতি, বংশরক্ষা, চিরযৌবনলাভ ও সর্ব্বপ্রকার কামনাসিদ্ধি হইয়া ষড়ৈশ্বর্য্যে অভিষিক্ত হইবেন। প্রত্যেক পরিবারস্থ স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা, সকলেই নির্ব্বিঘ্নে ধারণ করিয়া ঈপ্সিত ফললাভে সমর্থ হউন। গ্রহণকালে স্ত্রী কি পুরুষের ব্যবহার্য্য, তাহার উল্লেখ প্রয়োজন।

"স্পর্শমণি"র প্রত্যেকটী ঋষিবাঞ্ছিত ক্রিয়ানুষ্ঠানে সিদ্ধিপ্রদ করিতে নানা বাধা-বিঘ্ন, জীবনসঙ্কট প্রয়াস ও ব্যয়সাপেক্ষ হইলেও, যাহাতে ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে ইহা সকলের সমান অধিকারে আসিতে পারে, পরন্তু ৩০ দিন পরীক্ষা করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন—সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক তাম্র, রৌপ্য ও স্বর্ণ মণ্ডিত "স্পর্শমণি"র জন্য যথাক্রমে ২৲ ৩৲ ও ১২৲ টাকা জামিনস্বরূপ জমা রাখিয়া উক্ত টাকা প্রত্যর্পণের চুক্তিপত্রসহ প্রদান করা হইবে। যদি ত্রিশ দিনের পরীক্ষায় ইহার পূর্ণ ক্রিয়াবিকাশ বা কোন শুভসূচনা অনুমিত না হয়, তবে উক্ত "মণি" আমাদের নিকট ফেরৎ পাঠাইয়া দিলে, গৃহীতার গচ্ছিত টাকা সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যর্পণ করা হইবে।

"ত্রিলোক-বিজয়" বা "স্পর্শমণি" গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্ট্রীকৃত ও নামাঙ্কিত। ব্যবহারের নিয়মাবলী ঐ সঙ্গেই আছে। সকলে তৎপর হউন,—জনে জনে লক্ষ্মীলাভ করুন।

মিষ্টিক চারম্ কোং, ১২৩নং লোয়ার সার্কুলার রোড, জায়মণীম বিল্ডিংস্, কলিকাতা।

ভুল-ভাঙ্গা।

(গল্প)

লেখক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

---

(১)

ভুলেও সে কথা তার মনের কোণে উঁকি মারতে সাহস করে নি—ওই রকমের একটা কথায় মুহূর্ত্তের ভিতর "নেলীর" প্রাণটা "ছ্যাঁৎ" করে উঠে যেন মস্ত রকমের একটা ডিগবাজী খেয়ে গেল। চোকের সামনে ঘর বাড়ীগুলো যেন এক নিমেষে হঠাৎ বায়স্কোপের চিত্রের মত শূন্যে মিলিয়ে গেল, সে কি আছে না নেই—এ জ্ঞানটা যেন তার একেবারে লোপ পেয়ে গেল। কল্পনায় কতই না সুখের চিত্র এঁকেছিল—এদ্দিন ধরে; ভবিষ্যৎ সুখের আশায় "নেলীর" মুখখানি ফুটনোন্মুখ গোলাপের কুঁড়িটির মত উচ্ছাসে ভরপুর হয়ে উঠেছিল—ঠিক এমনি সময়ে যখন "নেলী" শুনিল—জান্ আর তাহার হইবে না—"বার্থাকেই" তার জীবন-সঙ্গিনী করবার সঙ্কল্প স্থির করেছে—তখন তার ফুল্ল গোলাপী গণ্ডে তন্মুহূর্ত্তেই কে যেন এক পোঁচ্ কালী লেপিয়া দিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাব সামলে নিয়ে মনটাকে অন্যদিকে বিক্ষিপ্ত করবার জন্যে সেলাইয়ে মন দিল। কিন্তু মন তো আর অবোধ শিশুটীর মত নয় যে, যা' তা' একটা পেলেই আসল কথা ভুলে যাবে। বরঞ্চ শত কাজ ফেলেও সেই নিষিদ্ধ বিষয়টাকেই আঁকড়ে ধরবার প্রবৃত্তিটা তার বেশী হয়ে ওঠে। "নেলীর"ও হল তাই; হাতের সেলাই হাতেই রেখে, বাইরের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

তখন সবে মাত্র অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের সোণালী আভায় গাছের আগাগুলি ঝিলিক দিয়ে উঠেছে। রাস্তার কোণে তেতলা বাড়ীটার পাশের ঝাউগাছটার ফাঁকে ফাঁকে পড়ন্ত সূর্য্যের দুই একটা তপ্ত রশ্মি ছুটে এসে জানালার ধারে "নেলীর" মুখের ওপর পড়ে—সেই দুগ্ধধবল মুখখানাকে যেন টকটকে আপেলটীর মত দেখাচ্ছিল।

নেলীর কাছে আজ পৃথিবী শূন্য, নিরর্থক বোধ হচ্ছিল। এত বড় দুনিয়াটা—সুখ দুঃখের একটা বিরাট স্মৃতি বুকে করে দিন রাত অবিশ্রান্ত ছুটে চলেছে—বিরাম নেই—বিশ্রাম নেই, এর শেষ কোথায়? ভাবনায় তন্ময় হয়ে 'নেলী' উদাস ভাবে আকাশের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। মাঝে মাঝে দু একখণ্ড মেঘ ভেসে আসছে, সেগুলোর উপর সূর্য্যকিরণ পড়তেই বিবিধ রংএর ঢেউ খেলে উঠে কি অপূর্ব্ব শোভাই না ফুটে উঠছিল; পরক্ষণেই আবার কালো জমাট বাঁধা অন্ধকারের মত সঙ্গীহারা হয়ে দূরে ভেসে যাচ্ছিল। 'নেলী' ভাবছে—এত হাসি, এত খেলা, কোথায় কার অভিশাপে এমন ভেঙ্গে চুরে হঠাৎ কোথায় মিশিয়ে যায়? হাসি ফোটে তো মিলিয়ে যায় কেন? ওঃ স্বপ্নেও তো সে ভাবে নি—"জন্ এমনি করে শেষে তাকে পায় ঠেলবে! এতদিনের এত কথা—এত ভালবাসা একেবারে চূর্ণ করে দেবে! আর তাই বা কেন? "জনের" উপর তার কি অধিকার আছে? সে তার কে?

"নেলী" ভাবনায় একেবারে তন্ময় হয়ে গেছে।

হঠাৎ ভিতর থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে শব্দ হল—"নেলী" কি কচ্ছিস মা?"

"হাঁ, মা, যাচ্ছি।"

"আমার জন্যে সরবৎটা তৈরী করেছিস তো?"

"হ্যাঁ, তৈরী করে রেখে দিয়েছি, যখন ইচ্ছা খেয়ো।"

"আমি এক্ষুনি চাই।"

"নেলী" মায়ের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে দেখলে—মা, সবে মাত্র গা ধুয়ে, চুল আঁচড়ে, পরিষ্কার কাপড় পড়ে বিছানার ওপর বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছে। বোধ হল যেন কোথাও বেরোবার মতলব।

নেলীকে দেখে তার মা বলে উঠল—"কই নেলী আমার সরবৎটা এনেছিস্?"

"এই মাত্র খেয়ে উঠলে—এক্ষুনি আবার সরবৎটা খেলে অসুস্থ শরীরে সইবে কেন?'

আর একটু—মেয়ের কথায় বাধা দিয়া মা বলে উঠল—"না, নেলী, এক্ষুণি এনে দাও, খেয়ে একটু বেড়িয়ে আসব।"

মেয়ে আস্তে আস্তে রান্না ঘরে প্রবেশ করিল। রান্না ঘরটী খুব ছোট। কাজ চালিয়ে নেবার মত অল্প কিছু বাসন কোসন ছাড়া আসবাব পত্র আর বড় একটা কিছু নেই। এক পাশে চুল্লী, তার পাশে জানালা। সেই জানালার ভিতর দিয়ে বহুদূর দেখা যায়; দূরের গাছগুলো যেন ঘণীভূত অন্ধকারের পাহাড়ের মত দেখাচ্ছিল। তার আগেই একটী ছোট ঝর্ণা নদী—তরল রূপোর মত ঝর ঝর করে মাঝে মাঝে লাফিয়ে পড়ছিল, 'নেলী' সরবতের গ্লাস হাতে করে—অনেকক্ষণ একদৃষ্টে সেইদিকে চেয়ে রইলো। বাইরেকার কোন কাজেই আর তার উৎসাহ নাই; যেন সব ছিল—সবই হারিয়ে গেছে। কতক্ষণ ওভাবে তন্ময় হয়ে বসেছিল—মনে নেই; হঠাৎ মায়ের ডাকে চমক ভেঙ্গে গেল, তাড়াতাড়ি সরবৎ নিয়ে মায়ের কাছে গেল।

মা মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন—"তোর আজ হয়েছে কি 'নেলী' বলতো আমায়? সব তাতেই যেন অন্যমনস্ক দেখছি।" 'নেলী মায়ের কথায় কোন জবাব দিল না।

মায়ের মুখের দিকে তাকাতেই 'নেলী'

বুঝলে—মা যেন তাকে কিছু বলতে চায়; কিন্তু ইতস্ততঃ করছে।

কাজেই মায়ের দিকে অর্থহীন দৃষ্টি দিয়ে 'নেলী' ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর তার হাতের কাজটার কথা মনে পড়ে গেল।

মিসেস্ মুরের পোষাকটা কালই দেবার কথা, আজও সেটার অনেক বাকী। এতক্ষণে হয়তো সেটা শেষ হয়ে যেত। কিন্তু যে চিন্তা তার মনটাকে তোলপাড় করে দিচ্ছিল, তার কাছে কাজের কথা মনে থাকবে কি—নিজেকেই সে যে হারিয়ে ফেলেছিল। মায়ের কাছে অনেকক্ষণ এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে বিরক্তি বোধ হচ্ছিল, একা থাকতে পেলেই সে বাঁচে, একটা কাজের কথা মনে হতেই—সেই অছিলায় সরে যাবার জন্তে মাকে বল্লে —"মা, মিসেস্ মুরের পোষাকটা এখনও শেষ হয়নি, যাই করিগে—আজই সেটা শেষ কর্তে হবে। তুমি বেরুলে শিগ্‌গীরই ফিরে এসো, দেরী করো না যেন—অসুখের শরীর।"

এবার নেলীর মা তার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বল্লে—"কাল রাত্তিরে মিসেস্ মুর আমায় "জনের" কথা বলছিল—তুমি কিছু শুনেছ?"

"জনের" নাম শুনেই নেলীর বুকের ভিতরে রক্ত যেন তরতর বেগে বইতে লাগলো। জানালার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মায়ের মুখের ওপর উদ্বেগ ও অর্থপূর্ণ চোকে চেয়ে বল্লে—কই,—কি কথা, আমি তো কিছুই শুনিনি, কি বলেছেন তিনি?

নেলীর মা সরবতটুকু নিঃশেষ করে নেলীর হাতে গ্লাসটা দিয়ে বল্লেন—"জন্" নাকি আজ কাল সর্ব্বদাই কখনও অশ্বারোহণে, কখনও মোটরে, আবার কখনও নাকি পদব্রজেই "বার্থা"কে নিয়ে বেড়ায়।

"হ্যাঁ, আমিও তাদের দুজনকে একসঙ্গে বেড়াতে দেখেছি।"

"নেলী?"

"কি, মা?"

"ওটুকুনই কি তোমার বক্তব্য?"

"আমি কি আর বলবো মা? "জনের" খুসী যাকে তাকে নিয়ে বেড়াতে পারেন, যা ইচ্ছে করতে পারেন; আমি তার কি করবো মা?"

একটা বুক ফাটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে নেলীর মা আস্তে আস্তে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

(২)

নিজের ঘরে এসে "নেলী" তার সেলাই নিয়ে বসল, ছেলে বেলা থেকেই "নেলী" সূচী-শিল্পে বিশেষ নিপুণা, ক্রমাগত অভ্যাস ও বুদ্ধিমত্তার ফলে এখন সে তার গাঁয়ের সমস্ত দরজীদের চেয়েও দক্ষতা লাভ করেছে; পিতার মৃত্যুর পর তার সেলাইএর কাজই মা, মেয়ের জীবিকার একমাত্র পন্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য চিরকালই তাদের এ অবস্থা ছিল না। নেলীর পিতার ব্যবসায়ে যথেষ্ট আয় ছিল—কিন্তু অপরিমিত ব্যয়ে সে সব খুইয়ে স্ত্রী কন্তাকে পথে বসিয়ে গেছিল, "নেলী" আর "বার্থা" ছেলে বেলা থেকে সেদিন পর্য্যন্তও একই স্কুলে পড়তো। দুজনের মধ্যে বেশ ভাবও ছিল, কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর থেকে নেলী আর স্কুলে যায় নি বা বাইরেও বেরুত না—কারণ সংসারের ও রুগ্না মার ভার ছিল তার নিজের ঘাড়ের ওপর। কাজেই বার্থার সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় নি। সম্প্রতি "জনের" সঙ্গে এক দিন তাকে হাত ধরাধরি করে বেড়াতে দেখেছে। কিন্তু তাতে তো আর তার এখনকার মনের ভাব জানতে পারে নি। "বার্থা" ছোট বেলা থেকেই খুব হাসি খুসী আর একটু উদ্ধত ধরণের। স্পষ্ট কথা বলতে সে কিছুতেই ইতস্ততঃ করতো না, আর নেলী শান্ত, লাজুক—কোন বিষয়ে বেশী কথা কওয়া তার স্বভাব বিরুদ্ধ।

"জন" নেলীর পিতার দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিল, বলতে গেলে নেলীর পিতাই তাকে জীবনের পথে চলবার মতো উপযোগী করে তুলেছিলেন—সেই কৃতজ্ঞতাও বটে, আর সর্ব্বোপরি নেলীর রূপগুণে মুগ্ধ হয়েও বটে—'জন্' নেলীকে পত্নীত্বে বরণ করবার জন্ত প্রতিশ্রুত ছিলেন। এ সম্বন্ধে কারোর বিন্দু-মাত্রও সন্দেহ ছিল না। হঠাৎ "বার্থার" হাসি মাখা মুখ খানি তার সমস্ত সংকল্প ওলট পালট করে দিলে। কার অব্যর্থ অঙ্গুলী সঞ্চালনে অনেকদিনের পরিশ্রমে গড়া ভবিষ্যৎ সুখের আবাসস্থল—একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল।

আজ নেলীর মনে পড়লো—সেই বহুদিন আগেকার—"জনের" হৃদয় উন্মাদকারী ভাল বাসার কথা আরও কত কি? ওঃ এমনই কপাল নিয়ে জন্মেছিল সে—সেই সুখের কল্পনাটুকুও তার বুক থেকে আজ কে কেড়ে নিয়ে গেল।

(৩)

দরজার দিকে মৃদু পদশব্দ শোনা গেল। নেলী চিন্তায় একেবারে বিমনা হয়ে আছে; শব্দ কাণে গেলেও মুখ তুলে চাইবার প্রবৃত্তি হলো না। মিসেস মুরের আসবার কথা, বোধ হয় তিনিই এসেছেন—এজন্ত মুখ না ফিরিয়ে পোষাকের বোতামটা গেঁথে দিতে লাগলো।

কিন্তু একি! নেলী অবাক হয়ে চেয়ে রইল। যে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো—সে মিসেস্ মুর নয়, স্বয়ং "জন্"। এমন সময় "জন্" কোন দিনই নেলীদের বাড়ী আসে নি, বিশেষতঃ বার্থার সঙ্গে আলাপের পর।

নেলী তার মায়ের ঘরের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলে—দরজা আধ খোলা, মা

ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু ঘুমুলে হবে কি? কাণ ছিল তার খুব সজাগ, কাজেই নেলী আর কিছু না বলেই "জনকে" তাড়াতাড়ি একটা জীর্ণ বেতের চেয়ারের ওপর বসতে অনুরোধ করলে। নেলীও অপর পার্শ্বের আরেকখানা অপেক্ষাকৃত ভাল চেয়ারে বসে পড়্লো। "জনের" দিকে চোক পড়্তেই নেলী দেখ্লে —কি সুন্দর কি সুগঠিত দেহ, চোকে মুখে আবিলতার লেশ মাত্র নেই। পুরাণো স্মৃতি মনে জেগে উঠ্তেই নেলীর চোকের পাতা আর্দ্র হয়ে উঠলো। চেয়ারের পীঠের ওপর এলিয়ে পড়ে যেন অতিকষ্টে দেহভার রক্ষা করে "জনের" দিকে আগ্রহপূর্ণ চোকে চেয়ে রইলো। "জন্" যে "বার্থা" সম্বন্ধীয় কোন কথা বল্তে এসেছে —নেলীর সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইলো না।

"জনও" কিন্তু কোন রকমের আরম্ভ বা প্যাঁচালো ভাবে কিছু না বলে—সহজ সরল ভাবে সোজাসুজি বল্লে—"নেলী, আমার বুকটার ওপরে সে সংশয়ের একটা বিরাট বোঝা দিন দিন ভারী হয়ে উঠ্ছে—তা তোমায় খুলে না বল্লে—আমার আর শান্তি নেই।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর "জন্" আবার সংজ গলাতে আস্তে আস্তে বল্লে— "নেলী, অন্য কারো মুখ থেকে শোনবার আগেই তোমায় আমার সব খুলে বলা উচিত —তুমি সকল শুনে আমার দুর্ব্বলতা ও অপরাধের জন্য পার তো ক্ষমা করো, "সত্যি বল্ছি, আমি আর একাজটার কোন সুসঙ্গত কারণ খুজে পাচ্ছি নে—অথচ 'বার্থাকে' ভাল না বেসেও পারি নে। তুমি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী—বন্ধু, তোমায় না বল্লে—অপরাধের মাত্রা আমার আরও বেড়ে উঠ্বে।"

নেলী নিশ্বাস ত্যাগের সঙ্গে ছোট একটা "হুঁ" করেই—নীরবে মেঝের দিকে অবনত চোখে বসে রইলো। ক্ষণিক নীরব থাকার পর "জন্" আবার বল্তে আরম্ভ করলে— "বার্থাকে" আমি সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলেম —সে আমায় বিয়ে করতে রাজী আছে কিনা? "বার্থাও"—হৃষ্ট মনে তার কথায় সম্মতি জানিয়েছে। জন্ আরও অনেক কথাই বলে ছিল—আগ্রহাতিশয্যে। তার সারাংশটুকু এই, জন্ "বার্থাকেই" বিয়ে করবে—আর যত শিগ্গীর পারে, শুভ কার্য্য সম্পন্ন করে ফেলবে। নেলীর কোন রকমেরই উত্তেজনার ভাব প্রকাশ পেল না, খালি হাত দুখানি মুঠো করে, পরস্পর জড়িয়ে কোলের ওপর অসংবদ্ধ ভাবে ন্যস্ত করলে।

"বার্থার হাসিতে এমন একটা চুম্বক-আকর্ষণী শক্তি আছে যে, তাকে ভাল না বেসে থাকা যায় না। আশা করি এ বিয়েতে তোমরা দুজনেই সুখী হবে।" "কেমন—না —জন? আমি খুব সুখী হলুম" এক নিঃশ্বাসে নেলী এতগুলো কথা বলে গেল বটে, কিন্তু মনটা তার একটা অব্যক্ত উৎকট জ্বালায় পুড়ে যেন খাক্ হয়ে যেতে লাগলো। অতি কষ্টে সামলে নিয়ে সারা অন্তঃকরণটাকে তন্ন তন্ন করে খুজে দেখ্লে—কই কোথাও তো সুখের লেশমাত্র নেই—শুধু আছে একটা অভিমানের আগুন—গুমরে গুমরে জ্বলে উঠ্ছিল। "জন্" একটা কাষ্ঠ হাসিতে মুখখানার বিষন্নতা দূরে ঠেলে দিয়ে উত্তর দিল—"হাঁ, সত্য বটে।" অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতার পর আবার বলিল— "তুমি কিছু মনে করো না নেলী, তোমার প্রাণে বড় একটা আঘাত দিচ্ছি—সইতে পারবে তো?" "কেন? "জন্" ওকথা কেন? আমি কিছু মনে করবো না" একটু অভিমানের সুর নেই—একটু বিক্ষোভ নেই— সহজ ভাবে এই কথা ক'টা বলেই উঠ্তে যাচ্ছিল—"জন্" বল্লে—শোন নেলী, আরেকটু কাজ আছে। "বার্থা" জিজ্ঞেস করেছে— তুমি তার বিয়ের গাউনটা করে দিতে পারবে কিনা? তার মায়ের কোন একটা জিনিষ থেকে সেটা তৈরী হবে। সে বলে—তোমার চেয়ে নাকি কেউ ভাল পারবে না।"

উত্তরের অপেক্ষায় "জন" তার মুখের দিকে চেয়ে ছিল—দেখ্লে—নেলীর গণ্ডদ্বয় হঠাৎ যেন আরক্ত হয়ে উঠ্লো। কতক্ষণ কি চিন্তার পর আস্তে আস্তে বলিল—"আচ্ছা আমিই করে দেব—কিন্তু যদি বেশী তাড়াতাড়ি না হয়।"

"বার্থা" আজই বোধ হয় তোমার সঙ্গে দেখা করতে আস্বে" "জন্" হৃদয়ের আবেগে নেলীর করমর্দ্দন করে উঠে গেল—নেলীর বড্ড হাসি পেল।

(৪)

"বার্থা" অনেকক্ষণ ধরে তার বিয়ের পোষাকটা কি রকম করে তৈরী হবে, সেটাই নেলীকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল। তার প্রত্যেকটী কথায় ভঙ্গী, চোকের ঈষৎ বক্র চাহনি নেলীর দৃষ্টি এড়াতে পারে নি। "বার্থার" ক্রুর হাসি যেন প্রত্যেক বারেই নেলীর অন্তরের বিষ ঢেলে দিচ্ছিল।

"দেখ নেলী, এটা আমার মায়ের বিয়ের পোষাক ছিল; এমন সুন্দরটী আজকাল আর কোথাও খুজে পাওয়া যায় না। আচ্ছা, এটার ভাল ভাল জিনিষগুলো তুমি পছন্দমত নতুনটাতে পড়িয়ে দিয়ো; দেখো সাবধান— লোকে দেখে যেন কোন দোষ ধরতে না পারে, তোমায় কাছে দিলুম—তোমার হাত ভাল—আর বিশেষ তোমারও তো লোকসান নেই।

নেলী ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলে। সে তো

তার কোন অনিষ্ট কর্‌তে চেষ্টা করে নি, তবে কেন 'বার্থা' অনর্থক তাকে—বাক্যবাণে বিদ্ধ করছে? নেলী সকল বিষয়েই "বার্থার" কথায় সায় দিয়ে—বল্লে—আচ্ছা, আমি সবই ঠিক করে দিচ্ছি।

"বার্থার" সঙ্গ তার এখন অসহ্য হয়ে উঠেছে—"বার্থা" এখন চলে গেলেই বাঁচে—এমন সময় মা ভিতর থেকে—ডেকে বল্লে—"কি কচ্ছিস্ নেলী?"

"এই মিনিট খানিকের ভিতরেই যাচ্ছি।"

নেলী "বার্থার" দিকে চেয়ে বল্‌লে—"আর কিছু দরকার আছে কি?"

"না—তবে পোষাকটা আস্‌ছে সপ্তাহে পাব তো?"

নেলী সম্মতি সূচক ঘাড় নেড়ে বল্লে—খুব সম্ভব হয়ে যাবে।

যাবার সময় "বার্থা" তার পোষাক সম্বন্ধে আরেকবার সতর্কতার জন্যে উপদেশ দিয়ে গেল।

মা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"কে এয়েছিল?"

"বার্থা।"

"কেন?"

"তার বিয়ের পোষাক তৈরী করতে দিতে।"

নেলীর মার মুখ খানা অকস্মাৎ যেন জ্বলে উঠলো, পরক্ষণেই চুপ করে শুইয়ে পড়লেন।

(৫)

অনেক ভেবে চিন্তে—খুব সুন্দর মানানসই করবার জন্যে নেলী "ব্রকেডের" মাপ অনুযায়ী কাপড় গুছিয়ে নিয়ে সেলাই করতে বস্‌লো। বাস্তবিকই কাপড় গুলো ছিল খুব দামী, আর খুব সুন্দর দেখ্‌তে।

ওঃ আজ "বার্থার বিয়ের পোষাক সে তৈরী করতে বসেছে, আর নেলী! সে যেখানে ছিল, সেখানেই আছে,—সহায় নেই—সম্বল নেই। তার অতি ভালবাসার, চিরবাঞ্ছিত—জনের পরিণয়—তাও এই "বার্থার" সঙ্গে—সে তার সর্ব্বস্বকে বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়েই ক্ষান্ত হয় নি—তার অতি বড় সর্ব্বনাশকে চোকের সাম্‌নে স্পষ্ট করে তোলবার জন্যেই এ আয়োজন করেছে।

কাপড়টাকে হাত বুলিয়ে দেখলে—মসৃণ—শীতল—তার বুকের স্পন্দনটাও কি কি এম্‌নি শীতল হয়ে গেছিলো? কার জন্য সুন্দর করে "ব্রকেড" তৈয়ারী করবে সে? "বার্থার" জন্যে—না, না সে যে 'জনের' ভাবী স্ত্রী।

কাপড় গুছিয়ে, যে জায়গাটা কাট্‌তে হবে, মেপে জুকে ঠিক করে নিয়ে আস্তে আস্তে সন্তর্পণে কাঁচি চাপিয়ে গোল করে কেটে নিলে।

খুলে দেখে—সর্ব্বনাশ! অতি সন্তর্পণে নিপুণতার সহিত কাঁচি চালালেও—আজ নেলীর মনের ভিতর যে ঝড় বইতেছিল—সেই অশান্তি হেতু অন্যমনস্কতায় গলার ভাঁজটার জায়গার ভিতরের অন্য আরেকটা ভাঁজও গুছিয়ে ধরেছিল; গলার বৃত্তটার সমক্ষেই ঠিক কাপড় খানার মধ্য ভাগটায় অর্দ্ধবৃত্তাকারে কেটে গিয়েছে!

চীৎকার করে কাপড় খানিকে দূরে আছড়ে ফেলে দিয়ে—নেলী চখে অন্ধকার দেখ্‌তে লাগলো। হায়! হায়!! কি কর্‌লেম—এ ভুলের সংশোধন যে অসম্ভব! "বার্থা" কি ভাব্‌বে আমায়—আর কি যে সে কর্‌বে—সেটা চিন্তার বাইরে।

কি করবে কিছুই স্থির করতে না পেরে ব্রকেড্‌টাকে হাতে করে অনেকক্ষণ সেই ভাবে দাড়িয়ে রইলো। কোন উপায়ই এর সে খুজে পাচ্ছিল না।

হঠাৎ কি ভেবে সেই কাটা কাপড় হাতেই দৌড়ে টেলিফোনের কাছে গেল। হাতল ঘুড়িয়ে নম্বর নিয়ে—"জন্‌কে" পাগলের মত অসংবদ্ধ ভাবে ডাকাডাকি আরম্ভ করে দিল—"শীগ্‌গীর এসো "জন্" শীগ্‌গীর—ভারি বিপদ।" নেলীর কোন কথাই ভাববার অবসর হয় নি। যে "জন" তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল—সে তাকেই সকল ভুলে একমাত্র আশ্রয় স্থল ভেবে ডাক্‌তে গেছে। মায়ের খাওয়া হয় নি। ঘরের কোন কাজ গুছানো হয় নি—সে সব কিছুই তার মনে নেই। উত্তেজনার ক্ষণিক অবসানে সে তার কৃত কর্ম্মের জন্য ভারি লজ্জা অনুভব করতে লাগলো। কিন্তু সে ভাব কতক্ষণ? ব্রকেডের কথা মনে হতেই নেলী এবার ছুটে ঘরের বাইরে চলে গেল দেখতে—"জন" কদ্দূর এলো। বিশ্বাস—সে এলেই—তার এ বিপদে উদ্ধার পাওয়ার উপায় ঘট্‌বে।

নেলীর আর মুহূর্ত্তও যেন কাটছে না—কই "জন্" এখনও এলো না তো? উপত্যকার পাশ দিয়ে নেলী আরও এগিয়ে গেল।

হঠাৎ কণ্ঠস্বরে চম্‌কে পিছন ফিরেই দেখে "জন্"।

"নেলী তোমার ঘরে গিয়ে তোমাকে না দেখে তোমার মাকে তোমার কথা জিজ্ঞেস কর্‌লাম—তুমি কোথায় গেছ—তিনি বল্‌তে পারলেন না। তাই খোজে এদিকে এয়েছি।" "আচ্ছা, যাক্ সে কথা, কি হয়েছে বল দেখি, অমন ব্যস্ত ভাবে ডেকেছিলে কেন?"

নেলী কেদে কেদে—বল্‌লে—"শুধু একটু ভুলে আমার অসাবধানতায় সর্ব্বনাশ করে ফেলেছি—কাঁচিটাকে একটা ভুল জায়গায় চালিয়ে দিয়েছিলেম।

(ক্রমশঃ)

জিকা গাছ।

জিকা গাছ পূর্ব্ববঙ্গে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই গাছের ডাল রোপণ করিলেই তাহা গাছে পরিণত হয়। গাছগুলি অমর, শুষ্ক হইয়া না গেলে কখনও মরে না, এই গাছ সাধারণত লোকে সীমানার চিহ্ন স্বরূপ পুতিয়া রাখে, কারণ এগাছ মরিয়া যায় না। ডাল ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া পুতিয়া রাখিলেও গাছ হয়—গাছে অনেক ডালা পাল জন্মে, কিন্তু শাখা প্রশাখা গুলি সাধারণত সোজাভাবেই বাহির হয়, এগাছের পাতাগুলি দীর্ঘ। এই গাছগুলি দ্বারা শস্যক্ষেত্রের অতি সুন্দর বেড়া হয়। ক্ষেত্রের চারিদিকে ঘন করিয়া পুতিয়া রাখিলে, বাঁশের কাজ হয়, ইহার বেড়া চিরস্থায়ী।

শুনা যায়, ইহার অগ্রভাগ মাটিতে রোপন করিয়া অর্থাৎ উল্টা দিক করিয়া রোপন করিলে, ইহা আমড়া গাছে পরিণত হয়। সুবিখ্যাত উদ্ভিদ-তত্ব-আবিষ্কারক, উদ্ভিজ্জাত অভিনব ঔষধের Researcher, জগদ্বিখ্যাত হোমিও রিসার্চ্চ লেবরেটরীর অধ্যক্ষ ডাক্তার বি, এন, চক্রবর্ত্তী এম্ পি, এস্ মহোদয় এই আমড়া বৃক্ষের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। জিকা গাছ উল্টা করিয়া রোপণ করিলে যে তাহা আমড়া গাছে পরিণত হয়, অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না, আমরা ইহা পরীক্ষা করিয়া অবশ্যই ফল প্রকাশ করিব। অনেকেই ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

জিকা গাছ শীতকালে তেজহীন হইয়া যায়, পাতা সকল ঝড়িয়া পড়ে। বর্ষার প্রারম্ভে যখন গাছগুলি পত্রে সুশোভিত হয়, তখনই ইহা হইতে আটা নির্গত হইতে থাকে, নিতান্ত ছোট গাছে আটা পাওয়া যায় না, গাছ একটু বড় হইলে গাছের শাখা প্রশাখার গাঁইটের মধ্য হইতে প্রচুর পরিমাণে আটা নির্গত হয়। ইহা হইতে একপ্রকার পরিষ্কার শ্বেত আটা বাহির হয়, তাহা শুষ্ক করিয়া রাখিলে বিলাতী গম একেশিয়ার ন্যায় হয়, এই আটা দ্বারা কাগজ পত্রাদি অতি সুন্দর ভাবে জোড়া দেওয়া যায়। আর একপ্রকার লাল অপরিষ্কার আটা বাহির হয়—তাহা-দ্বারাও আটার কাজ চলে। তবে এই আটা দ্বারা কোন ঔষধের কাজ চলে কিনা এবং এই গাছ কোন ঔষধ প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয় তাহা রাসায়ণিক পরীক্ষকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। বর্ষার সময় আটা সংগ্রহ করিয়া শুকাইয়া রাখিলে পরে ইচ্ছামত জলে গুলিয়া আঠা প্রস্তুত করা যায়। বর্ষাকালে যখন প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, তখন এই গাছের আটা বিন্দু বিন্দু করিয়া ঝরিয়া পড়ে নীচে পাত্র রাখিলে তাহাতে অতি স্বচ্ছ ও পরিস্রুত আটা সঞ্চিত হয়। সুযোগ্য রাসায়ণিক শিল্পীগণ এই আটা বিলাতী আটার ন্যায় প্যাটেণ্ট করিয়া অতি সুন্দর ব্যবসা চালাইতে পারেন, দেশের ও দশের তাহাতে উপকার হয়। বিলাতী আটা কিনিয়া বিদেশে পয়সা ফেলিতে হয় না। বোটানিষ্টগণ অনুসন্ধান করিলে কি প্রকারে এই আটা অধিকাংশ সময় অবিকৃত অবস্থায় থাকিতে পারে, তাহার উপায় বাহির করিতে পারেন। জিকার আটাকে অনেকে 'কাকলার আটা ও বলিয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গের প্রতি অঞ্চলেই জিকা গাছ পাওয়া যায়।

অনুসন্ধিৎসুগণ চাহিলে আমি তাহাদের পরীক্ষার্থে জিকাগাছের আটা ও পত্রাদি সরবরাহ করিতে পারি। জিকাগাছ সম্বন্ধে আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম।

শ্রীনিবারণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
"কাজের লোকের" অনেক গ্রাহক।
পোঃ ব্রাহ্মণ গাঁ ঢাকা

Home Industries.

গার্হস্থ্য শিল্প-শিক্ষা।

ORIENTAL COLD CREAM

ওরিয়েণ্টাল কোল্ড্ ক্রিম।

Oil almond Dalc	6 oz.
White Wax	3 dr
Spermaceti	3 dr
Rose water	6 oz
Orrage flower Water	1½ oz

Mix wax, spermacity and oil together by gentle heat and then add gradually rose water and orrage flower, mixing to all untill cold.

উপরোক্ত ফরমূলাটী একখানি অষ্ট্রেলিয়ান মেডিক্যাল জর্ণালে বাহির হইয়াছিল, আমরা স্বয়ং পরীক্ষা এবং প্রস্তুত করিয়া দেখিয়াছি, অতি সুন্দর কোল্ড্ ক্রিম প্রস্তুত হয়। সমস্ত মাল মসলাগুলি ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

ফাটা কড়াই কেমন করে সার্‌তে হয়।

লোহার কড়াই ফাট্‌লে কেমন করে মেরামত কর্ত্তে হয় জান? খানিকটা চুনকে খুব ভাল করে গুড়িয়ে একটা ডিমের সাদা অংশটার সঙ্গে বেশ্ করে ঘুঁটে মিশিয়ে ফেল। এতে একটা লোহাকে উখায় করে ঘসলে যে গুড়া পড়বে, সেই সূক্ষ্ম গুঁড়ো বেশ ভাল করে মিশিয়ে ঢালা কড়াইএর কাট্ গুলিতে লাগিয়ে দাও, তারপর শুকিয়ে গেলে আগুনে চড়িয়ে কাজ কর, সে এত শক্ত হয়ে যাবে যে, আর কখনও কিছু সে কাটা দিয়ে পড়বে না।

সুলভ পারফিউমারী প্রস্তুত প্রণালী।

চন্দন গন্ধ।

১। স্পিরিট্ অফ্ ওয়াইন—১ পাইট অটো অব সাণ্ডাল বা চন্দনের আতর ১ আউন্স।

২। স্পিরিট অফ ওয়াইন ১ পাইন্ট, গোলাপের আতর ১ আউন্স, এটা গোলাপের এসেন্স হবে।

৩। স্পিরিট অফ ওয়াইন ১ পাইন্ট্ খস খসের আতর ১ আঃ।

স্পিরিটে আতরগুলি গলে যেয়ে সুন্দর এসেন্স হবে। ছোট ছোট খুব ফ্যান্সি শিশিতে দিয়ে সুন্দর লেবেল দিয়ে বিক্রি করতে হয়।

বঙ্গে দুর্গোৎসব।

বৎসরান্তে জগন্মাতার আগমনীর গান ঐ প্রতি ঘরে ঘরে বৈষ্ণব ভিক্ষুকগণ গেয়ে বেড়াচ্চে, চাকুরে বাঙ্গালী আজ সকল দুঃখ্ ভুলে দেশ দেশান্তর হতে আপনাপন জন্মভুমিতে ফিরে আসচে—কি সুন্দর মহা মিলনের দিন—কত অজানা কাল হতেই এই বাঙ্গালীর পূজার অনুষ্ঠান চলে আসচে? এই পূজায় ঘরে ঘরে উৎসব—শত্রুতা, মনোমালিন্য শোক দুঃখ ভুলে কি অপার আনন্দেই লোকে তিনটী দিন অতিবাহিত কর্তো। বাঙ্গালার দুর্গোৎসবের একটা বৈশিষ্টতা ছিল—পল্লী গ্রামে শত শত লোক পূজার তিন দিন পূজা বাড়ীতে প্রসাদ পেতো, কেউ অভুক্ত হয়ে ফিরতে পেতো না, অন্ন দান, বস্ত্রদান, কত বড় বড় অনুষ্ঠানই না হতো। আর আজ? সে পূজা আর নাই, সে মহা মিলনও নাই। আজ তার পরিবর্তে ক্রূরমতি যত কেঁতো গোখুরার ন্যায় প্রতিবেশীগণ কপট আত্মীয়তা দেখিয়ে যে যাকে পাচ্চে, সাংঘাতিক ভাবে দংশন করছে—হিংসা বিষে পল্লী ও সহর জর্জ্জরিত হয়ে উঠেছে—আত্মীয় তারাদের মিল নাই—ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই, ঘরে ঘরে অনৈক্যতা—কাকে নিয়ে কে এ মহোৎসবে আনন্দ করবে? সব ফুরিয়ে গেছে—যতই আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতায় অহঙ্কারী, দর্পী হয়ে উঠ্‌চি, ততই ক্রূর ও খলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে—শান্তির লেশ মাত্র নাই।

ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, রাজকীয় ধর্ষণে দেশের অতি ভীষণ অবস্থাই হয়ে উঠেছে। এ পূজায় কি আর কারো আনন্দ থাকতে পারে। এ পূজায় আজ বাঙ্গালীর মৃত্যুপণ করে বিলাসিতার ঘটা—এইটুকু মাত্র পূজার নিদর্শন আছে—বাঙ্গালী অভাবে অন্তঃসার শূন্য হলেও দেঁতো হাসি হেসে বেড়াচ্ছে মাত্র। এখন যা কিছু "আপ্‌কো ওয়াস্তে" আপনার বিলাস, আপনার সুখ এই নিয়ে পরস্পর খাওয়াখায়ী কামড়াকামড়ী করে কোন রকমে বেঁচে আছে সব। পরকে ভাব্‌তে ভুলে গেছি আমরা, সংকীর্ণতার মধ্যে আপনাদিগে সীমাবদ্ধ করে আমরা পুড়ে মরছি—এ অবস্থ হৃদয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা কি দেবতার আসন সম্ভবে? তাই পূজায় লোকের আনন্দের পরিবর্ত্তে নিরানন্দ দাঁড়িয়ে গেছে। হে করুণাময়ী শক্তিস্বরূপিণী! এ জাতটাকে এমন শক্তি দাও, যেন এই কেঁতো গোখুরার ক্রূর স্বভাব দূর করে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভে সমর্থ হয়, আর সংঘ বদ্ধ হ'তে শেখে।

দেশজাত দ্রব্যে—দেশী সভ্যতায় আচার ব্যবহারে আস্থা নাই—নিজ ধর্ম্মে যে জাতির আসক্তি নাই, সে জাতি বৈশিষ্ট হারিয়ে তার সর্ব্বনাশই করে ফেলে। একতা নাই যাদের—তাদের সব গবেষণা আলোচনাই যে বৃথা হয়ে যায়, তাহা স্বাভাবিক। এদেশ যখন বুঝতো যে তুমি সর্ব্বঘটে সর্ব্বজীবে বিরাজিতা, তখন সকলেই সকলকে প্রেমের চক্ষেই দেখ্‌তো, আপামর সাধারণকে কোল দিতে জান্‌তো; তখনই তোমার প্রকৃত পূজা হতো। আজ সেই সনাতন ধর্ম্ম হারিয়ে সর্ব্বনাশ হয়েছে। মা—আমাদি'কে আবার সেই সনাতন ধর্ম্মে আহ্বান কর, তা হলেই আমরা আবার শক্তিমান হয়ে উঠে প্রকৃত শক্তির পূজা করতে শিখবো। মঙ্গলময়ী—তোমার আগমনে দেশের মঙ্গল হোক, মতি-গতি পরিবর্ত্তিত হউক, সমগ্রজাতির এখন এই একমাত্র প্রার্থনা।

আমাদের

অবকাশ প্রার্থনা—চিরন্তন প্রথানুসারে আমরা এই সংখ্যার সহিত তিন সপ্তাহের অবকাশ প্রার্থনা কচ্চি—এবার ২৭শে সেপ্টেম্বর পূজা—সুতরাং এই সেপ্টেম্বর মাসেই অবকাশ প্রার্থনা কর্‌লাম। কিন্তু পূজার পূর্ব্বেই অক্‌টোবরের "কাজের লোক" পাঠিয়ে দিয়ে যাব। আশাকরি, পাঠকপাঠিকাগণ আমাদের সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকগণ যেন মহামায়ার পূজায় আনন্দ উপভোগ করে সুখী হয়েন। আবার ৩১শে নবেম্বর বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ এবং আশীর্ব্বাদ গ্রহণের জন্য "কাজের লোক" গ্রাহকগণের দ্বারে উপস্থিত হবে।

"কাজের লোক"
কার্য্যাধ্যক্ষ।

"কাজেরলোকের" প্রতিযোগিতা।

ছয়টী পুরস্কার :—প্রত্যেকটীতে সম্পূর্ণ এক খণ্ড করিয়া "কাজের লোক"।

কেমন করিয়া পাইবেন ?

প্রতিমাসে একটী করিয়া প্রতিযোগিতা প্রকাশিত হইবে। অনুগ্রহ করিয়া নিয়মিত ভাবে এ পাতাটী পড়িতে ভুলিবেন না। এই সকল বিজ্ঞাপনের দ্রব্যাদি উৎকৃষ্ট ও আবশ্যকীয়। আপনি কেবল ৩টী কারণ দেখাইবেন যে, কেন আপনি এ সকল বিজ্ঞাপিত দ্রব্য ব্যবহার করেন বা করিবেন ? আপনি যত ইচ্ছা বেশী কারণও দেখাইতে পারেন। সকল উত্তরই পরমাসের ২০শে তারিখের ভিতর "কাজের লোক" আফিসে পৌছান চাই। সঙ্গত ও উৎকৃষ্ট কারণগুলির লেখকগণ উপরোক্ত পুরস্কার পাইবার অধিকারী হইবেন। "কাজের লোক" সম্পাদকের মীমাংসা চূড়ান্ত বলিয়া গ্রাহ্য হইবে।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের দ্রষ্টব্য।

বিজ্ঞাপন প্রতিযোগিতায় প্রকাশিত প্রত্যেক বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ প্রতিবার ৩৲ অগ্রিম দেয়। অন্যান্য বিবরণ বিজ্ঞাপন বিভাগ "কাজের লোক" এ ঠিকানায় পত্র লিখিলেই জানান যাইবে।

বিজ্ঞাপন দেখিয়া কোন জিনিষ আনাইবার সময় অনুগ্রহ করিয়া "কাজের লোক" উল্লেখ করিবেন।

সাহিত্য-সংবাদ ও সমালোচনা।

"ওপারে"—জনৈক যাত্রী কর্ত্তৃক বিবৃত এবং শ্রী—কর্ত্তৃক লিখিত।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে ৫৫নং, অপার চিৎপুর রোড্—কলিকাতায় মুদ্রিত ও প্রাপ্তব্য মূল্য ৸৹ আনা। আলোচ্য পুস্তক খানি আধ্যাত্মিক পুস্তকের মধ্যে গণ্য। লেখক তাঁর ভূমিকায় লিখ্‌ছেন, কোন "সুদূর পল্লী-গ্রামে এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাত হয়, তিনি "পরলোক যাত্রী"—বলে নিজের পরিচয় দেন। কিছু ঘনিষ্টতা হবার পর তিনি আমার নিকট তাঁর পরলোক যাত্রার কথা বর্ণন কর্ত্তে লাগ্‌লেন। তিনি কি প্রকার অর্দ্ধ অজ্ঞান অবস্থায় নিজের শরীরকে ইহলোকে ফেলে রেখে লোকান্তর হতে ঘুরে এসেছিলেন, সমস্তই বর্ণন কল্লেন।' গ্রন্থের বর্ণনা সুন্দর—ভাষা বেশ—পড়তে আরম্ভ কল্লে ছাড়া যায় নাই। "ও পারে" পড়্‌লে সত্য বা কল্পনার কথা নিয়ে বিশেষ: কিছু আসে যায় না—কিন্তু মনে বেশ একটা সংসার বৈরাগ্য ও আধ্যাত্মিক ভাব এঁকে দিতে পারে। "ও পারে" পড়ে তৃপ্তি লাভ কর্ত্তে পারা যায়। পুস্তক খানির ছাপা, কাগজ, ভাষা, আকার সবই ভাল হয়েছে। ১৯২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

আচার তত্ত্ব—(১ম খণ্ড) শ্রীযুক্ত রাজা শশী শেখরেশ্বর রায় বাহাদুর লিখিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, কাশীধাম ব্রাহ্মণরক্ষা সভার আনুকূল্যে "ত্রিশূল মুদ্রাযন্ত্রে শ্রী শ্রীশ চন্দ্র শর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল্য।৵০ আনা মাত্র। রাজা বাহাদুরের যত গুলি বই আমরা পড়েছি, তাতে তাঁর অসাধারণ গবেষণা এবং কৃতিত্ব দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। আলোচ্য পুস্তক খানিতে সেইরূপ চিন্তা শীলতা এবং কৃতিত্বের পরিচয়ের অপ্রতুল দেখ্‌লাম না। এ দেশের প্রাচীন রীতিগত প্রাত্যহিক আচার ব্যবহারের সঙ্গে ইয়োরোপীয়ানদের ঐরূপ আচার ব্যবহারের ও ব্যয়ের তুলনা করে বেশ চোকে আঙ্গুল দিয়েই দেখান হয়েছে যে, তাদের আচার-ব্যবহারের অনুকরণ কর্ত্তে যেয়ে এ দেশের কি মিতব্যয়ের হিসাবে আর কি স্বাস্থ্যের হিসাবে কতদূর সর্ব্বনাশ হ'তে পারে আর হচ্চে। আচারতত্ত্ব দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হবে। এই পুস্তক খানি হিন্দু সন্তানের না পড়্‌লেই নয়, আমরা সকলকেই পড়্‌তে অনুরোধ কচ্চি। হিসাব পত্র করে যে রকম ভাবে দেখান হয়েছে, তাতে শুধু হিন্দু কেন, অন্য ধর্ম্মাবলম্বী যাঁরা দেশীয় আচার ব্যবহারকে একেবারেই নাকচ্ কর্ত্তে উদ্যত, তাঁরাও এতে দেখ্‌তে পাবেন যে সাহেবী অনুকরণে দেশের আচার ব্যবহারের মূলে কুঠারাঘাত করায় কত বড় অন্যায় হচ্চে। আমরা দ্বিতীয় খণ্ড পাবার জন্য উৎকণ্ঠিত হ'য়ে রইলুম।

আমাদের ত্রুটী স্বীকার।

অনেকগুলি পুস্তক পুস্তিকা মাসিক আমরা পেয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও প্রাপ্তি স্বীকার কচ্চি, স্থানাভাব বশতঃ সে গুলির সমালোচনা কর্ত্তে বিলম্ব হয়ে পড়েছে। ক্রমে ক্রমে বাকি পুস্তকগুলির সমালোচনা বাহির হবে। বিলম্বের জন্য ক্ষমা প্রার্থী।

কাজের লোক আফিস।

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত তৎকর্ত্তৃক ২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

শ্রী শ্রী৺কালিমাতার স্বপ্নাদ্য আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ২টী মাদুলী।

হুড়া গ্রামের বিশ্বাসদের বাড়ীর বহুদিনের ও বহু লোকের জানিত ও পরিক্ষীত। একটী ধেতের ব্যামোর। অপরটী বাতের। ধারণ মাত্রেই নূতন পুরোণো সব রকম ধেতের ব্যামো এবং বাত মাত্রেই এমন কি বাতে পঙ্গু হলেও এই মাদুলী ধারণে নির্দ্দোষ ভাল হইবেন। প্রতি মাদুলী ১।॰ ডাঃ মাঃ ৪টী পর্য্যন্ত ।৵॰।

একশীরা কুরণ্ড প্রভৃতি কোষবৃদ্ধি এবং বাগী, কুঁচকী, গোদ, গরগণ্ড, বহু দিনের স্থায়ী আব, বিষাক্ত বড় বড় ফোড়াদি যদি বিনা অস্ত্রে, বিনা যন্ত্রণায়, এবং কোন রকম ঘা ঘো না করে নির্দ্দোষ ভাল কর্ত্তে চান তবে—সাঁওতালের নিকট হইতে প্রাপ্ত পাহাড়ী গাছগাছাড়া হইতে যন্ত্র সাহায্যে প্রস্তুত তরল সার ব্যবহার করুন। মন্ত্রশক্তির মত উপকার পাইবেন খাবার ঔষুধ নয়। কেবল লাগাইতে হয়। দাম প্রতি শিশি ২ দুই টাকা ডাঃ মাঃ ।৵॰। ডাক্তার এ সি বিশ্বাস,

হুড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ হুগলী।

প্রত্যেক দূরদর্শীকে



অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বিশুদ্ধ ঔষধ না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিশুদ্ধ টাটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাফেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, রায়, এম ডি; জে, এন, ঘোষ এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এস; নিতাইচরণ হালদার এল, এম, এস; ক্ষীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি সুচিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিশুদ্ধতার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন সুলভে পয়সা বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটাই দুঃখ। আমাদের মাদারটিংচার ।৵॰: ১—১২ প্রতি ড্রাম।॰, ৩॰ ক্রম পর্য্যন্ত ।৵॰। ইহার কমে আমরা পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,

হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস,

৮৩ নং হ্যারিসন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট জংশন, ব্রাঞ্চ:—৪৫ নং ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(Pubiished Annually)

THE

London Directory

with provincial & foreign Sections,
enables traders to communicate direct with

MANUFACTURERS & DEALERS

in London and in the Provincial Towns and Industrial Centres of the United Kingdom and the Continent of Europe. The names, addresses and other details are classified under more than 2,oco trade headings, including

EXPORT MERCHANTS

with detailed particulars of the Goods shipped and the Colonial and Foreign Markets supplied;

STEAMSHIP LINES

arranged under the Ports to which they sail, and indicating the approximate Sailings.

One-inch BUSINESS CARDS of Firms desiring to extend their connections, or Trade Cards of

DEALERS SEEKING AGENCIES

can be printed at a cost of £ 1. 10. 0. for each trade heading under which they are inserted. Larger advertisements from £2 to £16.

A copy of the directory will be sent by parcel post for £2 nett cash with order.

THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,
25, Abchurch Lane, London, E. C. 4
ENGLAND.
Business established in 1814.

Success Comes Easy

after reading our two volumes of 'Businessman, 1914—1915.

They start you right and contains inside informations that is most valuable. They speak right to the point about the many necessary things you need to know and put you on the proper need to a real humming success. Sent prepaid for Rs. 2/8 for Two Big Volumes. Only for Bengali gentlemen. if you are not satisfied after reading—return the books after a week, your money will be refunded at once.

Manager
"Businessman'
2, Brjendra Dutta Lane,
Bowbazar, Ca'etta.

পশু-চিকিৎসার পুস্তক

গৃহ-সখা

৵॰ আনার ডাক টিকিটে পাঠাই।

শ্রীনন্দলাল রায়,
৪ নং উইলিয়ম্স লেন, কলিকাতা।



আসমুদ্র ভারতে সকল মহিলাই কেশরঞ্জন মাখেন

কারণ—ইহাতে কেশ কুঞ্চিত, কোমল ও কৃষ্ণ হয়। ... চুল ... হয়। কিছু দিন ব্যবহারে কেশের খালিত্য বা টাকরোগ আরাম হয়।

কারণ—চুল উঠিয়া গেলে, মাথায় টাক পড়িলে, অকালে চুল পাকিলে, চুল বিকৃত ও বিবর্ণ হইলে, "কেশরঞ্জন" ব্যবহারে এ সব দুর্লক্ষণ দূরীভূত হয়।

কারণ—ইহা অত্যধিক অধ্যয়ন, অধিক চিন্তা, সর্ব্ববিধ শিরঃপীড়া, মস্তক-ঘূর্ণন, প্রভৃতি উপসর্গে অমোঘ প্রতিকারক। ইহার মনোমদ সুগন্ধে চিত্তের প্রফুল্লতা ও মানসিক অবসাদ বিদূরিত হয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র; প্যাকিং ও ডাকমাশুল সাত আনা।

উপায় থাকিতে নিরাশ হন কেন??

যদি আপনার শরীরে উপদংশ অথবা পারদ-বিষ সংক্রামিত হইয়া থাকে, গায়ে হাতে ও পায়ে চাকা চাকা দাগ দেখা দিয়া থাকে,—ডাক্তার বা কবিরাজের কাছে এ কথা প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করেন, তবে আমাদিগকে লিখুন,—আমরা আপনাকে "বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়" পাঠাইয়া দিব। ইহার ব্যবহারে আপনি নির্দ্দোষভাবে ও অল্প ব্যয়ে এই ভয়ানক রোগের ভীষণ কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন। উপদংশ ও পারদ-বিকৃতিতে "বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়" মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। প্রতি শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাশুল ৷৶০ তের আনা।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড,

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়, ১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং সাহেবের
ছারপোকা ও কীট নষ্ট করিবার ঔষধ

কিটিংস পাউডারে
মসা মাছি ছারপোকা মরে।
দিলে বিছানায়
মুহূর্ত্তেকে সুখ-শয্যা হয়॥

লণ্ডনে প্রস্তুত, সকল ডাক্তারখানায় ও নিম্ন ঠিকানায় পাওয়া যায়।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

বোনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

CALCUTTA

Registered No. C. 421.

নগদ মূল্য ৵৹ **THE BUSINESSMAN.** বার্ষিক মূল্য টাকা ২॥৹



Edited by S. P. Chatterjee.

Office—2, Rajendra Dutt Lane. Bowbazar Calcutta.

23. 11. 22

১৬শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা। | New Series. October, 1922, | নূতন সংস্করণ। অক্টোবর, ১৯২২। | Vol. XV No 10.

কাজের লোকের পুস্তক।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

১৬শ বর্ষ।	New Series. নব পর্য্যায়।	Vol. XVI.
১০ম সংখ্যা।	OCTOBER, 1922. অক্টোবর ১৯২২।	No. 10.

ভুল-ভাঙ্গা।

(গল্প)

লেখক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

"নেলী, কি বল্‌ছ তুমি, আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে।"

"আমি পোষাক নষ্ট করে ফেলেছি।"

"কার পোষাক? কি পোষাক নষ্ট করেছ তুমি?"

"বার্থার" পোষাক। তার—তার—বিয়ের পোষাক।

নষ্ট করে ফেলেছ? কেমন করে?"

"আমি একটা ভুল জায়গায় কেটে ফেলেছি।"

"জন্" হেসে উঠ্‌লো। "যাহোক তবুও বাঁচা গেল, আমি ভাবছিলুন—কিনা হানি ঘটেছে। এই কথা নিয়ে তুমি কাঁদছো? ছি! তুমি একটা বোকা মেয়ে না কি? যেখানটায় কেটেছ, সেলাই করে দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে'খন।"

"সে আমি করে উঠ্‌তে পারবো না মোটেই। নেলীর আবার কান্না চেপে আস্‌লো। "জন্" সান্ত্বনার স্বরে আবার জিজ্ঞেস করলে—"আচ্ছা, বেশী কাটেনি তো?"

"হাঁ, খুব বেশীই কেটেছে" বলে নেলী তার ডব্‌ডবে চোক দুটী দিয়ে "জনের" মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলো।

"শোন নেলী, কোন উপায়েই কি তুমি এটাকে জুড়ে দিতে পার না?" বলে "জন্" নেলীর উত্তরের প্রতীক্ষায় চেয়ে রইল।

নেলী ঘাড় নেড়ে শুধু জানালে—"তা পারবো।"

"বার্থাকে জিজ্ঞেস করো।"

"না, সে আমি পারবো না।"

"আচ্ছা ওটার উপরে কিছু একটা দিয়ে জুড়ে দিতে পার না কি?"

নেলী এবারও ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে কাপড় খানির কর্ত্তিত অংশটুকু তার চোকের সামনে তুলে ধর্‌লে।

"কি আশ্চর্য্য! দেখলে "জন্" ঠিক মধ্যের জায়গাটাতেই কেটেছে; ওঃ—এত সতর্ক হয়ে কাজ করতে গিয়েও কি কাণ্ডটাই না করে ফেলেছি।"

ওটাকে সেলাই করে উপরে নীচে কাপড় দিয়ে জুড়ে দাও। তারপর একটা সুন্দর নক্সা তুলে দাও—তবেই আর কোন গোল থাকবে না।

নেলীর বুকটা যেন অনেকটা হাল্কা হয়ে গেল। এত বড় দুশ্চিন্তার হাত থেকে "জন্" তাকে মুক্তি দিয়ে অনেক পরিমাণে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছিল। সে এবার একটু সপ্রতিভ ভাবে "জনের" দিকে চেয়ে বল্লে—"আচ্ছা আমি এখনই গিয়ে সেটা সেরে ফেল্‌বার চেষ্টা কচ্ছি। বোধ হয় ঠিকই হয়ে যাবে।"

"যাই একবার—মা ডাকছেন অনেকক্ষণ" বলিয়া নেলী গাত্রোত্থান করিল।

"জন্‌ও যাইবার জন্য দাড়িয়ে উঠে বল্লে—"বার্থা কাল সকালে এখানে আসবে"।"

"তুমিও আস্‌বে না জন্? যখন আমি "বার্থা"কে দেখাব, কেমন করে তার সেই পোষাক আমি জুড়ে দিয়েছি—তখন তুমিও থাকবে কিন্তু।"

নেহাৎ অনিচ্ছায় ব্যাকুলভাবেই যেন "জন্" একটু হেসে বল্লে—তুমি "বার্থাকে" ভয় পাচ্ছ, নেলী—নয়? কিন্তু তুমি যা ভেবেছ তা আদপেই নয়—'বার্থা' সে রকমের মেয়ে নয়। সে এক অপূর্ব্ব জিনিস—নেলী; তার রাগ বা বিমর্ষ হওয়া দূরের কথা—একটু উচু বা রুক্ষ স্বরে কথা কইতে ও আমি শুনিনি। কিন্তু তবুও—তুমি যখন জেদ্ কচ্ছো, আস্‌বই আমি——"এই কথা বলে নেলীর হাত খানা ধরে খানিকক্ষণ—অবাক্ হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো—

"নেলী, আমার বড্ড ভাল লাগে—তুমি আবার আস্‌তে বল্লে—যাও—আর কেঁদোনা যেন।"

নেলী লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্‌লো।

জন্ উঠে সিঁড়িতে পা দিয়েছে—নেলী আবার বল্লে—"আমি বিপদে পড়ে কেন তোমায় ডেকেছিলুম—তা ছাড়া—যখনই কিছু হয়েছে—তোমাকে ছাড়া আর কাউকে তো ডাকৃতে অভ্যস্ত হই নি—কাজেই।"

জন্ ভারি গলায় বলিল—"হাঁ, সে তো সত্যিই।"

নেলী 'জনের' ধরা গলার আওয়াজ টের পেয়েছিল—আবার বল্লে—"ওঃ—বহু দিনের পুরানো বন্ধুকে যে আপনার করে পাওয়া—সে যে কত বাঞ্ছনীয় জন্।

"জন্" নেলীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল—নেলী কিন্তু ধরা দিল না—একটু হেসে সরে গেল।

"জন্‌ও" হাসির কোন জবাব দিল না।

"ওঃ কি আশ্চর্য্য! সত্যই আমি কি পাগল হয়ে গেলুম নাকি?"

আবার চারি চক্ষু মিলন হয়ে গেল—

যাইবার কালে নেলী অস্ফুট অথচ দৃপ্ত স্বরে বলিল—"আমার অবশিষ্ট জীবন ওই একটী শুধু চাহনিকেই অবলম্বন করে কাটিয়ে দিতে পারবো জন্—আমার আর দুঃখ নেই।"

(৬)

নেলী সারা রাত জেগে ব্রকেডের কর্ত্তিত অংশ হাতের অপূর্ব্ব নৈপুণ্যে অতি সুন্দর কারুকার্য্যে গড়ে তুললে। সে আজ প্রাণপণে তার সমস্ত ক্ষমতা ব্যয় করে জনের প্রণয়িনীর পোষাকটী শেষ করে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে।

নিজের কাজ দেখে নিজেই বিস্ময়ে বলে উঠ্‌ল, আমার হাতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাজ, হঠাৎ কেটে গিয়ে তো ভালই হয়েছিল দেখ্‌ছি—নইলে তো কারুকার্য্য ফুটে উঠতো না। সে উদ্বিগ্ন ভাবে "জন্" ও বার্থার আগমন প্রতীক্ষায় সময় কাটাতে লাগ্‌লো।

হঠাৎ সামনের দরজা উন্মুক্ত হলো। বার্থা নেলীর টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালে জন্ তখনও আসেনি—পদশব্দে নেলী বুঝিল—'জন্' পিছনে আসছে। "বার্থার" মুখের ভাব দেখে নেলীর অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল।

"তুমি আমার 'ব্রকেডটার' কি করেছ?" গম্ভীর ভাবে বার্থা এই কথা বলে ব্রকেডটা দেখাবার জন্য ইঙ্গিত করলে।

ইতিপূর্ব্বে নেলী তার কার্য্যের নিজে নিজেই প্রশংসা করছিল—বার্থার ভাব দেখে তার সে বিশ্বাসও দূর হয়ে গেল।

সে জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিল—"এ—একটু ভুল হয়ে গিছিল—কাঁ-কাচিটা অন্য জায়গাতে—"

"একটু ভুল? আর কিছু নয়? কি কৈফিয়ৎ দিচ্ছ তার তুমি?"

"আমি বুঝতে পারি নি—কেমন করে এটা হয়ে গেছিল। কিন্তু আমি সেটাকে জুরি বসিয়ে সেলাই করে একেবারে বেমালুম করে দিইছি। বোধ হয় এখন খুবই সুন্দর হয়েছে দেখ্‌তে—"

বার্থা ক্রোধভরে কাপড় খানা একটান মেরে নেলীর হাত থেকে নিয়ে গেল।

"বাঃ কি সুন্দরই করেছে! আবার বলছে—বোধ হয় এখন খুবই সুন্দর হয়েছে দেখ্‌তে—ছি! ছি! ব্রকেডের ওপর আবার সূচের নক্সা একদম নষ্ট করে দিয়েছে।

তুমি নিশ্চয়ই এটা ইচ্ছা করে করেছ। হিংসায় মরে আমার জব্দ করবার উদ্দেশ্যে।

(৭)

সে পোষাকটা মুচ্‌ড়ে নেলীর মুখের কাছে ক্রোধ ভরে নিয়ে এসে—অকথ্য ভাবে গালাগালি দিতে আরম্ভ করে দিলে। নেলীর মুখ খানি লজ্জায় ভয়ে একেবারে ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

"তুমি সয়তানী করে আমাকে অপদস্থ করেছ। তুমি জন্‌কে বিয়ে কর্‌তে চেয়েছিলে—তাই না পেয়ে এ ভাবে আমার অনিষ্ট কচ্ছ। কি ভুলই না করেছিলাম আমি, তখন—তোমার কাছে পোষাকটা না দিলেই কোন গোল থাক্‌তো না। সত্যি কথা বল্‌তে কি—তখন আমার একটু আশঙ্কাও হয়েছিল যে, তুমি এ রকমের কিছু একটা কাণ্ড বাধাবে নিশ্চয়ই।"

নেলী অসাড় জড়পিণ্ডের মত নীরব, নিস্পন্দ; তার কথা কয়বার শক্তি লোপ পেয়ে গিয়েছিল।

জন্‌ পিছনে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ কিছু বলে নি—এখন বার্থার হাত থেকে ব্রকেডটা তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বল্লে—"বার্থা, তুমি কি যে বল্‌ছো তার কিছুই ঠিক নেই।"

কুপিতা ফনিনীর মত গর্জ্জন করিয়া "বার্থা" বলিল—"এবিষয়ে তুমি তার পক্ষ হয়ে কোন কথা বলো না। ইচ্ছা করে সে এমন জঘন্য কাজ করেছে—নিশ্চয় বলছি—তোমাকে আমি ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছি কিনা, তাই ওর হিংসে।"

"ছি! বার্থা।"

"আমি ওসব গ্রাহ্য করি না। সে আমার পোষাক নষ্ট করেছে। আমার সমস্ত জিনিষ তাকে ফিরিয়ে দিতে বল। সে চোর—চোরেরও হীন। তাকে ওসব জিনিস আর স্পর্শ কর্‌তেও দিও না—"জন্‌" সব তুমি কুড়িয়ে নিয়ে এসো।"

"বার্থার" এত বড় আদেশ সত্বেও "জন্‌" নড়িল না—নেলীর বিষাদক্লিষ্ট মুখখানির দিকে চেয়ে রইল।

"ও—হো, বুঝেছি, তাইতো; ওর মুখের দিকে তুমি অমনি করে চেয়ে আছ কেন? তুমি ওর পক্ষ সমর্থন কচ্ছ?—আচ্ছা তবে তাই হউক—থাক তুমি তোমার দর্জ্জিনীকে নিয়ে। আমি চল্লুম। সে তোমায় পাবার জন্যে কতই না কৌশল করেছিল—না—তাকেই নাও" ক্রোধে ফুলতে ফুলতে বার্থা এত গুলো কথা একনিঃশ্বাসে বলে ফেলে ঝড়ের মত ঘর থেকে চলে গেল।

'বার্থা' চলে যেতেই যেন জন একটা আরামের নিশ্বাস ফেলে বেচে গেল। ওঃ কি ভুলই না কর্‌তে বসেছিল সে, এতদিন সে "বার্থার" বাইরেকার জিনিষটাই দেখেছিল—আজ ভিতর দেখিয়া শিহরিয়া উঠ্‌লো। পরমেশ্বর তাকে—মস্ত ভুল—মস্ত রকমের একটা অন্যায়ের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

অনেকক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে "জন্‌" বল্লে "নেলী—আমি তোমায় আর পাব কি? বল সত্যি করে আমায় ক্ষমা করবে কিনা? আমার আবার মন খুলে গ্রহণ করবে কিনা?" অশ্রুজলে কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়ে উঠ্‌লো।

নেলী তার পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ে আনন্দাশ্রুতে অভিষিক্ত হয়ে উঠ্‌লো।

ভবিতব্য।

(গল্প)

শ্রীহরিপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী বি এ।

——:০:——

আজ জ্যোতিষ বাবুর মেজ মেয়ে সুষমার জন্মতিথি। তাঁহার আলোক উদ্ভাষিত সুবিস্তৃত গৃহ আনন্দের কলরবে মুখরিত। রাত্রি ৯টা; এখনও অভ্যাগত ও বান্ধব মণ্ডলীর অনেকে জ্যোতিষ বাবুর বৈঠকখানায় গল্প গুজব ক'রছেন। মেয়েদের অনেকেই আশীর্ব্বাদ জানিয়ে চলে গিয়েছেন, সুষমার বন্ধুদের দু একজন ও অন্যান্য কয়েকজন মহিলা সুষমার ছোট বোন্‌ অমীয়ার সঙ্গে গল্পগুজব কর্‌ছেন। পাশের ঘরে অমীয়ার বড়দাদা সুধীর, সুষমা আর সুধীরের বন্ধু সুবোধ—তিনজন গল্প করছেন। একথা, সেকথার পর সুধীর বলিল "অনেক কথা ত সেই থেকে হ'চ্ছে, এখন একটা গল্প হোক। সুষমা বলিল—"সুবোধ বাবু আপনি আগে কত গল্প বলতেন, আপনি আজকাল আর আসেনও না, আর গল্পও শুনতে পাই না, কি দোষ দেখ্‌লেন আমাদের?"

সুবোধ—"দোষের মধ্যে এক, আপনার গল্প শুনবার বেশী আগ্রহ, এছাড়া ত আর কিছু দেখি না।"

সুষমা—"এর দণ্ডও ত হয়ে গেছে, অনেক দিন গল্প শুনান নাই।

সুধীর—"উঁহু, ওতে আর শাস্তি কি হ'ল? সুবোধ একটা নতুন গল্প বলুক, আর তুমি একটা গান শুনিয়ে দাও, তা হ'লে শোধ যাবে অ'খন।

সুবোধ হাঁসিয়া বলিল "এটা কি আজকের জন্য আপোষে নিষ্পত্তি না বরাবরের জন্যে কায়েমি নিয়ম হ'ল?

সুধীর—"সেটা ভাই তোমরা ঠিক ক'রে নাও।

সুষমা বলিল "বরাবরের জন্যে হ'লেও আমার আপত্তি নাই। আমি একটা গল্পের বদলে দশটা গান শুনিয়ে দিতে রাজি—কেমন হ'লত? এবার আপনার গল্প হ'ক।

সুবোধ—আজ যে গল্পটা বলব, সেটা নূতন না হ'লেও একটু মজার। আমার বন্ধুবান্ধব প্রায় সকলকেই এ গল্প বলেছি। শুনে দুঃখিতও হয়েছেন, হেঁসেছেনও। তবে

আগে একটা কথা বলে রাখি—এ গল্পের শেষ শুনতে পাবে না কিন্তু।

সুধীর—এঃ—তবেত অর্দ্ধেক মাটী।

সুবোধ—না না তাতে তেমন রসভঙ্গ হ'বে না শোন ত।—বছর চার আগে আমার একবন্ধু পুরী বেড়াতে গিয়েছিলেন; সেখানে সকালে সন্ধ্যায় সমুদ্রের ধারে—ধারে বেড়ান তাঁর দৈনিক পদ্ধতি ছিল। এক দিন তিনি ভোরে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেড়াতে অনেকটা এসে পড়েছেন, এমন সময় দেখ্‌লেন, কার্ডের মত একখানা শিশিরে ভেজা লাল কাগজ বালির ভেতর গুঁজে পড়ে রয়েছে! তিনি সেটা তুলে নিয়ে দেখ্‌লেন একখানা নিমন্ত্রণের কার্ডের আধ খানাতে কতকগুলো কথা লেখা রয়েছে, স্পষ্ট বড় বড় লেখা গুলো শিশিরে ভিজে চুপ্‌সে গিয়েছে। তবু তা বেশ পড়া যায়।—

সুষমা হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"সেগুলি কি উৎকলীয় শ্রীহস্তাক্ষর?"

সুধীর হাসিয়া বলিল—ছি, ছি, রসভঙ্গ ক'রনা, এটা তোমার বুঝা উচিত ছিল যে তাহলে এটা একটা কাব্য হ'ত না আর সুবোধও আমাদের ওকথা শুনাবার কষ্ট স্বীকার কর্ত্ত না।—সুবোধ! on, on, থেমো না ভাই!—

সুবোধ। "হাঁ, উৎকলীয়, কি দ্রাবিড়ি ত নয়ই, এমন কি ইংরাজিও নয়; লেখাটা বাঙ্গলা; বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই কোন তরুণী বঙ্গবালার হস্তাক্ষর। তাতে লেখা ছিল ছোট্ট একটা কবিতা, আর লাইন দুই চিঠির চলতি ভাষায় কথা।"

সুষমা। "কার্ডে কারুর নাম ছিল?"

সুবোধ! নাম? মোটেই না। নাম থাকলেও নিষ্পত্তির আশা করা যেত। এই দেখুন না তার True copy আমার কাছে আছে।" এই কথা বলে পকেট হ'তে নোটবুকটা নিয়ে তা থেকে একটুকরা কাগজ বের ক'রল।

সুষমা বলিল—"পড়ুন দেখি।

সুবোধ। শুনুন:—

"আবেগে দীপ্ত অপেক্ষায় ওগো
শুকায় নয়নে লোর।
বড় আশা ক'রে বসে আছি আমি
এস হে দয়িত মোর।"

নীচের গদ্যটা:—

"ইহার বাকি অর্দ্ধেক আমার কাছে থাকিল, দুজনে একত্র হলেই আমাদের বিবাহ হ'বে। ইতি "অ"—

সুধীর। "ওহো, এ যে নিছক কাব্যি হে।"

সুবোধ। বোধ হয় কোনও তরুণী একাজ করে থাক্‌বেন, ইচ্ছা একবার নিজের ভাগ্যটা পরীক্ষা করে দেখেন।" যাক,—তারপর ভাই, বন্ধুটীর যা দুর্দ্দশা, সে আর কি বলব, তাঁর আহার নিদ্রা মাথায় উঠ্‌ল, এক বাতিক, সেই অনির্দ্দিষ্ট অজ্ঞাত তরুণীর সন্ধান, দিনকতক বন্ধুদের মার্ফৎ সন্ধান নেওয়া, কয়েকটা Daily paperএর Personal columnএ বিজ্ঞাপন দেওয়া, প্রভৃতিতে মনোযোগ দিয়ে লেগে পড়েলেন, কিন্তু বেচারার সব চেষ্টাই নিস্ফল হ'ল। তার দয়িতা "অ" সুন্দরী যে অজ্ঞাত, সেই অজ্ঞাতই রহিয়া গেল। তার বোনেরা পড়্‌ত বেথুনএ, তাদের একজনকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেল "ব্রাহ্ম গারলস"এ। তারপর বোনেদের দিয়ে ইস্কুলে সন্ধান করলে, কিন্তু ফল সেই একই হ'ল।—সেই সময়ে তার বিয়ের সম্বন্ধ চলছিল, কিন্তু সে বেঁকে বস্‌ল। এখনও বিয়ে করে নি; বেচারার স্থির বিশ্বাস যে, সে নিরাশ হ'বে না, তার আশা পূরণ হবে।

সুধীর। আহা, বেচারা যথার্থই কৃপার পাত্র বটে। tragedy না হলেও, ওই আধখানা কার্ডেই তার জীবনটাকে tragedyর মত করে তুলছে।—

সুষমা এপর্য্যন্ত কোনও কথা বলে নি, আরও খানিক চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ল।

সুধীর জিজ্ঞাসা করিল—"কি সু! তুমি ত বেচারাকে একটুও Sympathy দেখালে না? এমন একজন tru lover,—

সুবোধ—"True lover"! সে কি, দেখানা হতেই?

সুধীর—"হাঁ হে হাঁ, জাননা সেই একটা পুরাণো গান আছে কি ভাল,—"শুধু তার বাঁশী শুনেছি"—ওর গোড়াটা আমার মনে আস্‌ছে না। দেখা না হ'লে যে Love হয় না, এমন কোনও theory নাই। তারপর সুষমার দিকে ফিরিয়া বলিল—"সু" তুমি এত ভাবছ কি? তুমি কি এর কিছু বলতে পার নাকি?

সুষমা—কিছু জানলেও জানতে পারি, তবে সে সব কথা আমি এখন বলছি না। সুবোধ বাবু আগে আমার গোটা কতক প্রশ্নের উত্তর দিন ত, তার পর দেখি যদি বলতে পারি।

সুবোধ। জিজ্ঞাসা করুন না?

সুষমা। আপনার বন্ধুটী কি করেন?

সুবোধ। তাঁর M. A. Sixth year চলছে।

সুধীর। ওঃ এখনও "লিখনং পঠনং"।

সুষমা। এখনও ত তার "উদ্দেশ্য" পূরণ হয় নি?

যা'ক, তার বাড়ী?

সুবোধ। বালিগঞ্জে, দীনেশ বাবুর মেজ ছেলে তিনি।

সুধীর। দীপেশ বাবু? এলাহাবাদে যিনি Subordinate Judge?

সুবোধ। আজ, কাল তিনি আর এলাহাবাদে থাকেন না, মুঙ্গেরে থাকেন।

সুধীর। ওঃ, দীপেশ বাবুর বড় ছেলে—তার নাম ত বিমলকান্তি, নয়? তার মেজ ভাই? নামটা কি হে?—

সুবোধ—সুনীলকান্তি।

সুধীর—হাঁ হাঁ সুনীলকান্তি;—দীপেশ বাবুর সঙ্গে বাবার খুব বন্ধুতা আছে, ওঁরা অনেকদিন এক জায়গায় ছিলেন। ওই যে সুনীলকান্তি, ও আগে আগে আমাদের ক্লবে আসত; বেশ বাজাতে টাজাতে জানে, খেলতেও পারে।

সুষমা। দাদা ও তাকে যেন দেখেছি! বলিয়া একটু চাপা হাঁসি হাঁসিয়া উঠিল।

সুধীর। কিরে সু? তুই হেঁসে উঠ্‌লি যে? এবার বলত কি জানিস?

সুষমা। দাদা, সব ব'লব, কিন্তু আগে বল তোমরা কেউ কোন কথা ফাঁস করে দেবেনা?

সুবোধ বলিয়া উঠিল "না না একটা কথাও না।

সুষমা। আমি এ অনির্দ্দিষ্টকে মিলিয়ে দিতে পার্‌ব।

সুধীর। তাই নাকি?—সে "অ" কে তবে তুই চিনিস্।

সুষমা। হাঁ, কিন্তু দেখ এমন ভাবে কাজটা সম্পন্ন করতে হ'বে, যেন সুশীলবাবু কি সেই "অ" এদের কেউ এর কিছুই জানতে না পারে। তাদের পরস্পর পরিচয় করিয়ে দিবার ভার আমি নিলাম; তবে একটা কথা, এর জন্ত একটা উপলক্ষ্য ত চাই?

সুধীর। হাঁ, তা চাই বই কি?—আচ্ছা আসছেই ত অমূর জন্মদিন, সেই দিনই সুবোধ সুনীলকে এখানে নিমন্ত্রণ করে আন্‌বে, তুমি "অ" কেও আনাও, তার পর সবাই ত আমরা সেদিন বোটানিক্যালএ যাব, সেখানেই তুমি তাদের আলাপ করিয়ে দিও।

সুষমা। সেই ভাল,—তবে এখন আর এর সম্বন্ধে কোন কথা ভেঙ্গে লাভ কি? সে সময়েই সব হবে'খন। আর এককথা আমার এসব কাজের পারিশ্রমিক কে দেবে?

সুধীর হাঁসিয়া বলিল, একথা আবার কেন? এর কি নূতন নিয়ম হ'বে? সুবোধই বলুক না। সুষমা সুবোধের মুখের দিকে তাকাইল।—সুবোধ হাঁসিয়া বলিল—কেন party ত বরাবর brockerage দিয়ে থাকে? তাদের সকলের হাঁসির শব্দে সুষমার মা এসে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—"কি তোমরাই আমোদটা enjoy করছ দেখছি? আমরা কি অংশ পাইনা?

সুষমা বলিল—পাবে মা পাবে, এর চেয়েও আনন্দ মজুদ আছে, কিছু সবুর কর।

মা। তোর সব তাতেই বাড়াবাড়ি।

সুধীর। না মা, মিথ্যে নয়, এবার ঠিক কথা।

মা। তুমিও বুঝি বোকা মেয়েটার পাল্লায় পড়েছ! হুঁ, যত সব ছেলে মানুষ।—

ব্রাকেটের উপর ক্যারেজক্লকটার অর্গান বাজ্‌তে লাগিল—সুষমা তাকাইয়া বলিল ইঃ গরগুজবে দেখ্‌ছি দশটা বেজে গেছে?

সুধীর। তা, এবার-ত তোমার পালা, একটা গান শুনিয়ে 'মধুরেণ' করে দাও দেখি?

সুবোধ। না থাক, আর মধু দরকার নেই; ওঁর পালা ত শেষ হয় নি। আমি আসছে দিনের অপেক্ষায় থাকলাম। সেদিন-কার ব্যাপারটায় উনি কি করেন সেইটে একবার দেখ্‌তে হ'বে।

সুষমা। তবে কি উঠে পড়লেন যে?

সুবোধ—হাঁ সওয়া দশটা যে বাজে, আর একটা দেরীও ক হ'বে?—হাঁ তবে কথা ঠিক রইলত? তাকে এনে যেন আমি অপ্রস্তুত না হই?

সুধীর বলিল—না না সেকি-কথা? তুমি তাকে আনতে কিছু কুণ্ঠিত হবেনা। তত্ক্ষণ সকলেই বারান্দায় এসে পড়েছেন।

সুবোধ গাড়িতে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ভালকথা, কি বারে শুক্রবারেত?

সুধীর বলিল—হাঁ, আসছে শুক্রবারে, মনে থাকবেত?"

গাড়ি চল্‌ছিল, চাকার শব্দে সুবোধের উত্তরটা স্পষ্ট বুঝা গেলনা, একটা ক্ষীণ-স্বর-এসে পৌছাল মাত্র।

* * *

শুক্রবার সকাল হ'তেই সুধীরদের বাড়িতে, ছোট বোন অমীয়ার জন্মতিথির আয়োজন হতেছিল। ছেলে মেয়েরা বাড়িয়ে কলরব করছে, মালিরা ফুলে পাতায় দরজাটা সাজাচ্ছে। সকাল হ'তেই—কে কার সঙ্গে বেড়াতে যাবে, কে কে কি করবে, কি কি আমোদ হ'বে, কখন কি বাজি পুড়্‌বে, এসমস্তর লিষ্ট হইতে-ছিল। সকলে এব্যাপারে মহাব্যস্তে লেগে আছে, এমন সময় সুধীর এসে সুষমাকে বল্লে—'সু' তোমার সেই—তাকে বলা হয়েছে?

সুষমা একটু চুপ করে থেকে বলিল—দাদা আপনি ত আচ্ছা, এই বুঝি Secret রাখা হচ্ছে?

সুধীর—না না, আমি ত কারুর নাম করিনি?

সুষমা—তা নাই কর্‌লেন, দেখ্‌বেন আর যেন বলতে না হয়, তা হ'লে সব চেষ্টা মাটি হ'য়ে যাবে, তা বলে রাখ্‌ছি।

সুধীর। না রে মা, আর বলতে হ'বেনা—কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ব'লল, তোমার মজা মাটী করবার লোকের অভাব হ'বেনা এই দেখনা সাড়ে নটা বাজে, কিন্তু এখনও

সুবোধের দেখা নাই, যে unpunctual সে ! হয়ত ৫টার সময় এসে বল্‌বে "হাঁ হাঁ ভাই, বড় ভুল হ'য়ে গিয়েছে, আমার খেয়ালই ছিল না ; হঠাৎ বিকেলে মনে পড়্‌ল, তাই ছুটে এলাম ।

সুষমা কৃত্রিম রাগের সহিত বলিল "না, তিনি মোটেই unpunctual নন, তাঁকে যদি আপনি time fixed করে দিতেন, তা হ'লে ঠিক সময়ে তিনি এসে পড়্‌তেন ।"—কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল" বোধ হয়—বন্ধুটীর জন্যই তাঁর এত দেরী হ'চ্ছে ; তবে তিনি আসবেন একথা ঠিক ।"

সুধীর হাসিয়া বলিল, "হাঁ, তাতে কোনও সন্দেহ নাই, তবে আজ না এসে ২।৫ দিন পরেও আস্‌তে পারে ।—যাকগে বেশী কিছু ভাবনা,শোন, আজ সুবোধের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, যখন শুন্‌লে যে আমরা সাড়ে এগারটায় এখানে তখন সে বল্‌ল, আমি ঠিক এগারটায় বেরুব পৌঁছাব ।—তার আসবারও সময় হয়েছে ।"

"কিসের বাদানুবাদ চলছে ?" বলিয়া সুবোধ ঘরে প্রবেশ করিল ।

সুধীর—হাঁরে সুবু, এমন করে আড়ি পাত্‌তে কবে শিখেছিস্‌ ?

সুবোধ—মোটেই না, মা সাক্ষী আছেন, আমি এখুনি আসছি, তাঁর কাছ থেকেই বরাবর তোমাদের কাছে এসেছি, বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞাসা করে দেখ্‌তে পার ।

সুধীর—আচ্ছা, আর জিজ্ঞাসা ক'রতে হবে না । তোর সেই সুনীলকে আনবার কি হ'ল ?

সুবোধ । আনতে পারলাম না রে ।

সুধীর । যা, যা, সত্যি কথা বল, তুইত এক কথায় সেরে দিলি, এখন এত বড় মজাটা মাটী হ'ল—তার কি বলত ?

সুবোধ—ভয় নেই গো মশাই ভয় নেই । সুবোধের উপর কোনও কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না এমন ধারণা করবার সময় এখনও অনেক দূরে । সুনীলকে বৈঠকখানায় সবার সঙ্গে introduced করিয়ে দিয়ে এখানে এসেছি ; সে সেখানে বসে আছে ।

সুধীর । যাক্‌ অর্দ্ধেকটা ত হ'ল ; এখন সু তোমার turn,তুমি কতদূর কি করলে বলত ?

সুষমা । আমার কাজের জন্যে ভাব্‌তে হবেনা । আমার কাজ আমি সব ঠিক করে নেব । নতুন করে কোনও গোল বাধাবেননা বা আমার কাজে interfere করবেন না । সন্ধ্যা বেলা সব শুন্‌তেও পাবেন দেখতেও পাবেন । সুবোধবাবু, আপনি আমাকে শুধু আপনার বন্ধুর সঙ্গে introduced করিয়ে দিন, ব্যস্‌ তাহ'লেই আপনারা উপস্থিত নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন ।

সুধীর । হাঁ ভাই চল,—আর সময়ও ত হ'য়ে এল, তোমরা-সব ঠিক হয়ে নাও গে, তোমাদের ত ready হ'তে সেই এক যুগ ?

সুষমা—হাঁ, আর আপনাদের বুঝি এক সেকেণ্ডেই হয়ে যায় ?—আয়নাটা সামনে পেলে যে আর কিছুই মনে থাকে না ।" তা'ত থাকেনারে ;—তোদের যে কাজের সময়ও কাজের কথা মনে থাকেনা তার কি বলত ?" বলিতে বলিতে মা ঘরে ঢুকিলেন—"তর্ক, বিতর্ক ত খুব হ'চ্ছে ; এক যায়গায় যেতে হ'বে তা যেন তোমাদের একবারেই মনে নাই । কটা বেজেছে দেখেছ ?"

সুধীর—সেই কথাই ত সু কে বলছি মা, কিন্তু ও নিজের সব দোষ আমাদের ঘাড়ে চাপাচ্ছে ।"

মা বলিলেন—তোমরা কেউ কোনও বিষয়ে কম নও বাছা, তা যাও, আর দেরী ক'রবনা, সেরে নাও গে ।"

* * *

বাগান হ'তে ফিরে এসে সুধীর সরাসরি সুষমার পড়িবার ঘরে গিয়া দেখিল, সুবোধও সুষমা গল্প করিতেছে, সুধীর আরাম কেদারায় সটান লম্বা হইয়া শুইয়া, একটা আরামের নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "খুব যে জমিয়ে তুলেছ হে ?"

সুবোধ—বলিল—আপনারই অপেক্ষায় আছি, এখনও জমেনি ।

সুধীর । সুনীলকে কোথা রেখে এলে ?

সুবোধ—"যার সঙ্গে গল্প ক'রছেন ।

সুধীর । যাক্‌, সু-কি করলে ? কিছু কর্‌তে পারলে না শুধু শুধু আমাদের ভোগা'লে ?

সুষমা—কেন আমি ত আমার turn ও creditably executed করেছি ? আগেকার কথাটা আগে শুনুন, তার পর আলোচনা করবেন, আমি কিছু করেছি কিনা করেছি ।

সুধীর—তা বেশ হোক,—অথ সৌতি উবাচ, কি বলনা, বলিয়া একটু হাসিল ।

সুষমা । অমন করে উৎসাহ ভঙ্গ করলে—

সুধীর । না না ক্ষুণ্ণ হয়ো না । বল —শুনছি ।

সুষমা । তবে শুনুন ; এই যে "অ" এ-আর অন্য কেউ নয় ; আমাদেরই ছোট বোনটী । একাজ তিনিই করেছিলেন ।

সুবোধ ও সুধীর উভয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিল—' তাই নাকি ?"

সুষমা । হাঁ । সেই যেবার বাবা প্রথমে এলাহাবাদ যান, সেবারকার কথা মনে আছে?

সুধীর । হাঁ, সেত এই বছর চারেক হবে । সেবারই ত আমরা পুরী বেড়াতে যাই, কেমন না ?

সুষমা । হাঁ, সেবার পুরী গিয়ে আমি আর অমী রোজ সমুদ্রের ধারে বিকেলে বেড়াতে যেতাম । একদিন বেড়াতে বেড়াতে অমী আমাকে জিজ্ঞাসা করলে দিদি, অনেক দেশে বিয়ের যে সব আজগুবি পদ্ধতি আছে তার মধ্যে সব চেয়ে আশ্চর্য্য কোনটা ? আমি এ প্রশ্নের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না । আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ব'ল্ল—এই

মনে কর চোখে না দেখে, ছুঁচের কাজ দেখে, আঁকা ছবি দেখে, গান শুনে বিয়ে করা আবার কারুর বই পড়ে, অভিনয় দেখে, বিয়ে করা কিম্বা পায়রার গলায় চিঠি দিয়ে ছেড়ে দিয়ে, পরে যে সেই পায়রা ধর্‌বে তার সঙ্গে বিয়ে, এই রকম আর কি?—আমি ব'ললাম, অবশ্য সবগুলোই কমবেশী আশ্চর্য্য বটে, তবে শেষটা যেন একবারে অন্ধকারে ঢিল ফেলা, এর সবটাই অনিশ্চিত আর এটা আগা গোড়া romantic,—খানিক হেসে ব'ললাম, তা বেশ ত, তুমিও একটা কিছু করে দেখনা; বেশ ভাল হ'বে'খন; হাওয়া খেতে এসে একবারে "সুহৃদসম্মিলন"।—আমার কথায় অমী একটু হেসে বল্‌লে না, দরকার নেই, শেষকালে কোথাকার এক ধাঁই কিড়ি কাঁই কিড়ি এসে জুটবে—বলেই চুপ কর্‌লে। আমি বললাম—বেশত, এখানে নাই যদি কর, কলকাতা ত যাচ্ছ, সেখানে গিয়ে না হয় ক'র, সেখানেও তা নাও হতে পারে। অমী একটু লজ্জিতা হয়ে হাসতে হাসতে মুখটা ফিরিয়ে নিল। তার দিন কয়েক পরে আমি তার পড়া বলে দিচ্ছি, হঠাৎ বইয়ের মধ্যে হ'তে একটা কি লাল কার্ডের মত বাইরে পড়ে গেল, মনে করলাম বুঝি বা বুকমার্ক, কিন্তু অমী সেটা নিয়ে লুকিয়ে ফেল্‌বার চেষ্টা করলে। দুএকবার বলার পর কি ভেবে দিল, হাসতে হাসতেই দিল, পড়লাম, ঠিক ঐ কবিতা আর ঐ লেখা। পড়ে হাসি পেল, লুকবার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম, বল্‌লে রাগ করব বলে। সেই সময়ে মা এলেন, তিনি শুনে ত হেসে বাঁচেন না, এদিকে অমীর মুখটী ত জবাকুল হয়েছে; মা তাকে নিয়ে চলে গেলেন।—সেই থেকে "দয়িতের সন্ধান হ'ল?' বল্লে প্রথম প্রথম একটু লজ্জা পেত, পরে ও কথা শুনে রেগে যেত। এই ত গেল আগেকার কথা।

সুবোধ—আর আজকের কি খবর?

সুষমা—আজকের কাজটা সুসম্পন্ন করবার জন্যই সেদিন আপনাকে অত জেরা করেছিলাম।—হাজার হোক, বোনটীত, তাকে নিয়ে কিছু তামাসা নয়?

সুধীর গম্ভীর হাসিয়া বলিল, তাত নয়ই।—তা আজ কি করলে বল দেখি।

সুষমা। হাঁ, আজ সুবোধ বাবু আমাকে সুনিলবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে পর তাঁর সঙ্গে কিছু কথাবার্ত্তা হ'ল; দেখ্‌লাম বেশ ভদ্রলোক। তারপর, মা অমীকে ডাকবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছিলেন, সুবোধ বাবু আমাকেও সুনীলবাবুর সঙ্গে আলাপ করে দিলেন। দুজনে প্রথমে একটু সঙ্কুচিত হ'য়ে কথা কয়েছিল, আমি অমীকে বললাম, দেখ, অমী, উনি নতুন লোক, বিশেষ সুবোধ বাবুর বন্ধু, দাদারও বন্ধু, ওঁর যেন অযত্ন না হয়। অমী বলিল, কেন তুমিও ত ওঁকে দেখ্‌তে পার? আমি একটু রাগের ভাব দেখিয়ে বললাম—অমী ভদ্রলোকের অপমান ক'রো না, ওঁকে আমি তোমাদের batch এ ফেল্‌লাম। দেখো "যেন বদনাম না হয়। অমী মুখ ফিরিয়ে "আচ্ছা গো আচ্ছা" বলে হেসে চলে গেল।

তার পর বাগানে দেখি অমী, আর তার একটা বন্ধু সুনীলবাবুকে সঙ্গে নিয়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আস্‌বার সময় আমরা কজন এক গাড়িতেই এসেছি। মাকেও এ সব বলেছি, তিনি বললেন 'আহা ছেলেটি বেশ, হয় ত যে হ'ক না।

সুধীর—এঃ, এ যে authority quote করা হ'ল। বল যে বোনটীকে ওঁর হাতেই দিতে ইচ্ছা হচ্ছে, ব্যস্। আমি কারুর মতামত ত জিজ্ঞাসা করিনি, আর আমাকে গোড়ায় বল্লেও বোধ হয় আমি আপত্তি কর্‌তাম না।

সুষমা—না দাদা, আমি সে জন্যে বলিনি; মাও যে শুনেছেন সেই কথাই জানালুম।

সুধীর বলিল—বেশ করেছ সু।—পরে সুবোধের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌'ল হাঁরে সুবু, সুনিলবাবুকে সব বলেছিস্?

সুবোধ—। হাঁ ভাই, কতকটা বলেছি বই কি, তবে তাকে সাবধান করে বলে দিয়েছিলাম "যেন আবেগে উদ্বেল হয়ে পড়ো না, অনেক দিনের রুদ্ধ আশা, কি জানি যদি সব ভুলে যাও।—বোধ হয় সেই জন্যেই পরিচয় করিয়ে দেবার পরও লজ্জায় অমীর সঙ্গে ভাল করে কথাবার্ত্তা বলেনি।

সুধীর। তা যাক্, বেশ হয়েছে, সু তুমি যাও, গিয়ে অমীকে ডেকে আন, আর সুবু যা ভাই তুই গিয়ে সুনীলবাবুকে এখানে নিয়ে আয়।

সুষমা গিয়া দেখিল, অমীয়ার পড়বার ঘরে ক্যারম্ খেলা পুরো মাত্রায় চল্‌ছে, কলরবের মাঝে মাঝে হাসির রোল উঠ্‌ছিল। পর পর দুবাজি যখন অমিয়ার দল জিতিল, তখন ঘরটা যেন হাসিতে ভরিয়া গেল। সুষমা একটু হাঁসিয়া বলিল "অমীয়ার আজকাল 'Lucky day.' তা বেশ"—একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁরে তোর দয়িতের কোনও খবর কি পেলিনা? আশায় ত অনেক দিনই আছিস। অমীয়া একটু রাগতস্বরে বলিল যাও। এমন কর্‌লে আমি উঠে যাব। দু'একজন হাঁসিয়া উঠিল। আর দু' একজন জিজ্ঞাসা করিল "কি ভাই" কি ভাই? সুষমা হাঁসিয়া বলিল—"আহা কর কি? অমী যে আমাদের প্রোষিত ভর্ত্তৃকা, ওকে অমন করে লজ্জা দাও কেন? একে বেচারার মনে উৎকণ্ঠা, তার উপর আর তার উদ্বেগ বাড়িও না। সকলে খুব খানিকটা হাসিয়া উঠিল। অপ্রস্তুত হইয়া অমীয়া বলিল, 'দিদি আমি মার কাছে চল্‌লাম, আমার খেলা তুমি মাটি করে দিলে।" সুষমা চল আমি তোমায় নিয়ে যেতেই এসেছি, তবে মার কাছে নয়, বড় দাদা তোমায় ডাক্‌ছেন।

অমীয়াকে নিয়ে সুষমা যখন তার পড়ার ঘরে পৌছাল, তখন তার বড়দাদা, সুবোধ আর সুনীল বাবু তিনজন গল্প কর্‌ছেন। তাহারা আস্‌তেই সুধীর বল্‌ল, অমী আজ তোমার জন্মদিন—আর তোমারই দেখা পাওয়ার যো নাই। এরকম করে ভদ্রলোকের অমর্য্যাদা কত্তে হয়, সুনীল বাবুকে কত করে আটকে রেখেছি, তাঁর সঙ্গে দুদণ্ড কথাবার্ত্তাতো চলতে পারে।

অমীয়া—"কেন, সুবোধ বাবু আমাকে ওঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিবার পর হতে ত আমি ওঁর সঙ্গেই বরাবর ছিলাম, বাগানেও উনি আমাদের সঙ্গেই বেড়িয়েছিলেন।

সুধীর যেন কিছুই জানেনা, এমন ভাব দেখিয়ে বল্‌লে বটে।

অমীয়া—হঁ। দাদা—কিন্তু আমি কথা বল্লে কি হ'বে, সুনীলবাবু আমার উপর মোটেই সন্তুষ্ট নন। উনি আমার সঙ্গে ভাল করে আলাপই কর্‌ছেন না, যেন অন্যমনস্ক, আমি কথা বল্‌লে সঙ্কোচের সঙ্গে উত্তর দিয়ে থাকেন।

সুধীর সুনীলবাবুর দিকে তাকিয়ে দেখল, তাঁর মুখ দেখা গেল না, তিনি জানালার ভিতর দিয়ে বাহিরে—তাকিয়ে আছেন।

সুষমা সুবোধের দিকে তাকাইতেই সুবোধ হাঁসিয়া ফেলিল। হাঁসির শব্দে সুনীল তাকাইয়া যখন দেখিল, সকলেরই দৃষ্টি তাহার দিকে, তখন সে একটু বেশ ভাল রকম অপ্রস্তুত হ'য়ে নিজের জুতার দিকে মনোনিবেশ ক'রল। অমিয়া কিছু বুঝিতে পারল না, সে জিজ্ঞাসা করিল "দিদি, আজ তোমাদের হ'য়েছে কি? সকাল হ'তে কেবল হাঁসি আর হাঁসি।"—

বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে, মা একবার ঘরে ঢুকে বললেন "সুধীর বৈঠকখানায় যাও, সবাই তোমাদের অপেক্ষায় বসে আছেন যে। আজ তোমাদের কি কেবল হাসবারই পালা পড়েছে অমীয়া মায়ের গায়ে ঘেঁষ দিয়া বলিল—"দেখনা মা, এদের আজ যেন কি হ'য়েছে, সারাদিন খালি হাঁসি আর হাসি।" মা হাসিয়া বলিলেন "আহা তোমাকে ওরা দলে নেয়নি বটে। যা হ'ক বড় স্বার্থপর ত ওরা?"

অমীয়া—"তুমিও যে ওদের হ'য়ে কথা বলতে লাগলে মা, তুমিও কি ওদের দলে নাকি?" মা হাঁসিয়া বলিলেন—"না মা, আমিও তোমারই মত ওদের দলের বাইরে আছি।"—মার কথায় সুধীর, সুবোধ ও সুষমা একটু হেসে উঠ্‌ল। সুনীলের দুরাবস্থা দেখে মা বললেন "তোমরা অমন কেন বলত? সুনীল একলা চুপ ক'রে বসে রয়েছে, আর তোমরা ওর সামনেতেই এ রকম বেয়াদবি করছ, ছিঃ। তোমরা দেখ্‌ছি ইচ্ছা করেই ওকে অপমানিত করছ। সুনীল এ কথায় মুখটা তুলিয়া একটু হাঁসিল, বলিল—"না না, অপমান কি? আমি ও ত ওঁদের সঙ্গেই আছি।"

মা। যাক্‌ বাবা, ওতে তুমি কিছু মনে ক'রো না। ওঁদের স্বভাবই ও রকম, ভদ্রাভদ্র জ্ঞান একটুও নাই।"

সুষমা একটু রোষের সহিত বলিল—"স্বভাবের ও রকমটা কি শুনতে পাই মা?"

অমীয়া তার দিদির স্বরের অনুকরণ করে বলিল—কি গো, তার আবার টীকা দিতে হ'বে নাকি?" মা হাসিয়া বলিলেন "বাবারে বাবা, তোদের সঙ্গে কথায় পার্‌বার যো নাই। নে বাছা কথা কাটাকাটি রাখ্‌, আর তোরা, কর্ত্তা তোদের জন্যে বসে আছেন।—

নিষ্কৃতীতে সুনীল হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

* * * *

অমনি আর এক শুভদিনে জ্যোতিষবাবুর বাড়ি আনন্দ কলরবে পূর্ণ। সন্ধ্যার পর—হইতেই আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব সকলেই উপস্থিত হইতে লাগলেন। শুভ সময়ে মাঙ্গলিক ক্রিয়া অনুষ্ঠানের পর বর, বধূ আসিয়া উপস্থিত হইল। আশীর্ব্বাদ করিবার ধুম পড়িয়া গেল।

সকলে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে সুষমা হাসিয়া অমিয়াকে চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিল "হাঁরে 'দয়িত' কে একেবারেই ফাঁকি দিলি?"

অমীয়া লজ্জায় একটু সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িল। কাছেই সুবোধ ছিল, সে বলিল "আহা আর কেন বেচারাকে বৃথা লজ্জা দিচ্ছ?" মা জিজ্ঞাসা করলেন, হাঁরে "সু" শুভদিনে আজ অমীয়াকে কেবল ঠাট্টাই কর্‌ছিস্‌, তুই আশীর্ব্বাদী কি দিলি বলত?

অমীয়া বলিল "দেখ্‌ত মা।"

সুষমা হাসিয়া বলিল—"বোকারাম। দয়িতকে খুঁজে ওঠা তোমার ক্ষমতায় ত আর কুলাইল না; ভাগ্যে তোমার এই দিদিটী ছিল, তাই বেঁচে গেলি রে?

অমীয়া জিজ্ঞাসুনেত্রে সলজ্জে সুষমার মুখের দিকে তাকাইল। সুনীল তখন টিপিটিপি হাসিতেছে।

সুষমা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল। বিশ্বাস হয় না, নয় রে? খানিক থামিয়া বলিল, "তবে শোন্‌—"অমীয়া হাত দিয়া সুষমার মুখটা চাপিয়া ধরিল।

মা হাসিয়া বলিলেন "বলুক না শুনি কি?"

সুষমা বলিতে লাগিল, "যেবার আমরা পুরী যাই, সুনীলবাবুও সেবার পুরী যান, তিনি একদিন সকালে বেড়াতে বেড়াতে সমুদ্রের ধারে তোমার 'স্বয়ম্বরা লিপি' দেখ্‌তে পান, সেই থেকে উনিও অনেক সন্ধান করেছেন, কিন্তু করলে কি হবে, তখনত আর আমরা কলকাতায় ছিলাম না, পুরী থেকে একেবারে আমরা এলাহাবাদে চলে গিয়ে ছিলাম, কাজেই daily কাগজে pesonal Columnএর ওঁর বিজ্ঞাপন গুলো আমাদের নজরে পড়েনি। আর সেই কারণেই ওঁর অন্য সব চেষ্টাও বিফল হয়েছিল। যদি বিশ্বাস নাই হয়, বেশত, জিজ্ঞাসা করে দেখলেও ত পার।"

অমীয়া একবার সুনীলের দিকে তাকাইয়াই মুখ নিচু করিল।

সুষমা বলিল "তা বেশ" জিজ্ঞাসা যদি নাই কর্ত্তে চাও, তোমার সেই কার্ডের আধখানা পেলেই প্রত্যয় হ'বে ত? তা বেশ এই নাও তোমার অভিজ্ঞান, বলিয়া কার্ডখানা ফেলিয়া দিল।"

অমীয়ার দু'এ-জন বন্ধু বলিল, "কার্ডখানা পড়া হ'ক।"

মা হাসিয়া বলিলেন, "না মা এখন থাক, এর পর পড়লেই হ'বে, এখন আর ওকে ব্যস্ত ক'রনা।" পরে অমীয়ার দিকে ফিরিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মা খেলার ছল করে যা করেছিলে, তাই সত্য হয়ে গেল।"

সুধীর একটু গম্ভীর স্বরে বলিল, "কি—সু partyর কাছ থেকে কি ঘটকালি—না, না, ব'লতে ভুল হ'য়ে গেলে,—কি brokerage পেলে?

সুষমা হাসিতে হাসিতে বলিল—"যোগেশ বাবুর তরফ হ'তে অমীয়াকে ঘরে রাখবার Surety, আর অমীয়ার?—তা তার 'প্রসিতভর্ত্তৃকা'ত্ব ত আমিই মোচন করে দিলাম, এখন বোন আমার খুসি হ'য়ে তার দিদিকে যা দেয়? অমিয়া অপাঙ্গে একবার তাকাইল মাত্র। সকলের হাসির রবে ঘরটা তখন পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

(সম্পূর্ণ)

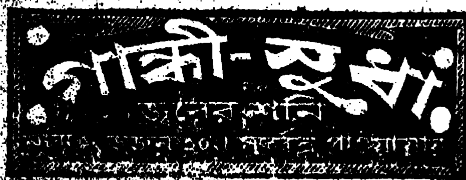
পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

ধূর্জ্জটী বিজয়

আয়ুর্ব্বেদোক্ত স্বর্ণবঙ্গ, মৃগনাভি, শিলাজতু, সালম মিশ্রী, শ্যামলতা, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, শুক্রমাতৃকা, বঙ্গেশ্বর, লৌহ, শঙ্খ ও মুক্তাভস্ম প্রভৃতি প্রায় ৫৮ প্রকার মূল্যবান ঔষধ আয়ুর্ব্বেদোক্ত তন্ত্রোক্ত বিশ্লেষণে চোলাই করিয়া এই সিদ্ধিপ্রদ জীবনী-আসব আবিষ্কৃত। সেবন মাত্রেই বিন্দু-ঔষধ বিদ্যুতবেগে সর্ব্ব-শরীরে বিসর্পিত হইয়া সেই মুহূর্ত্ত হইতে নিম্ন লিখিত রোগ ও তাহার কষ্টদায়ক উপসর্গাদি মন্ত্রশক্তিবৎ নাশ করে; অকাল বার্দ্ধক্য তিরোহিত হয়।

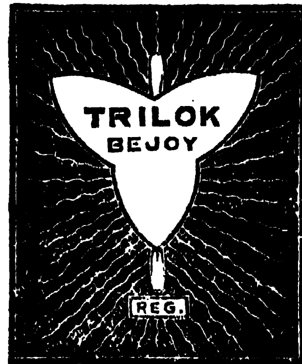
ধাতুদৌর্ব্বল্য, পুরুষত্বহানি, প্রমেহ, স্বপ্ন-বিকার শ্বেত ও রক্তপ্রদর, কষ্টরজঃ, উদরাময়, অম্লশূল, বাধক, বাত, পক্ষাঘাত, অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, উপদংশ, ভগন্দর, রক্তদুষ্টি, হাঁপানি ইত্যাদি দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য হইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গে শক্তি সঞ্চার হয়, শুক্র গাঢ় হইয়া যৌবন কালোচিত সামর্থ্য আনিয়া দেয়। মূল্য প্রত্যেক শিশি ২॥৹ টাকা; অসমর্থের পক্ষে (মাত্র ১ হাজার শিশি) প্রত্যেক শিশি ১॥৹, ডজন ৫৲ টাকা। মাশুল স্বতন্ত্র। সুস্থদেহীর সেবনে উপকার আছে,—অপকার নাই।

আর, প্রধান; বি, এ, সেক্রেটারী,
গান্ধীআয়ুর্ব্বেদ প্রচার সমিতি।
১৫৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট, (শিয়ালদহের মোড়)
কলিকাতা



বিনামূল্যে

ভাগ্য-পরীক্ষা! জনে জনে লক্ষ্মীলাভ!!



যাঁহারা সংসারচক্রের দারুণ আবর্ত্তে বিভ্রান্ত, রোগ-শোক, দুঃখ দারিদ্র্যে প্রপীড়িত, দুরন্ত শনির কোপ-দৃষ্টিতে পতিত, আশ্রয়চ্যুত—ঐশ্বর্য্যচ্যুত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া আছেন, উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে, আত্মোন্নতির প্রচেষ্টায় পদে পদে বাধা বিঘ্ন পাইতেছেন, ব্যবসা বাণিজ্যে সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিয়া কেবল ক্ষতিগ্রস্তই হইতেছেন; শত চেষ্টা করিয়াও পসার প্রতিপত্তি বাড়াইতে পারিতেছেন না, মকর্দ্দমা-জালে জড়িত হইয়া পরাজয়ের চিন্তায় আকুল, অথবা গৃহবিচ্ছেদ, বন্ধুবিচ্ছেদ, প্রণয়বিচ্ছেদ সম্ভাবনায় কাতর হইয়াছেন, তাঁহারা আসুন;—

হিমালয়ের জনৈক তান্ত্রিক যোগীর তপস্যাসিদ্ধ মহাবীজ, প্রাচ্যের কোহিনুর

ত্রিলোক—বিজয় বা স্পর্শমণি

যাহাকে ইংরেজ সম্প্রদায় **Mystic Charm of the Orient** নামে অভিহিত করিয়াছেন—ধারণ করুন। "স্পর্শমণি"র মঙ্গলময় স্পর্শে শরীর রোমাঞ্চিত হইবে; অমঙ্গলের সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়া সর্ব্ববিধ মঙ্গল সাধিত হইবে; থরে থরে সকল বিভূতি ফুটিয়া উঠিবে,—আরোগ্য, স্বাস্থ্য, শান্তি, উন্নতি, সুখ সম্পদ, সৌহার্দ্দ, দীর্ঘায়ু, ধন, জন, খ্যাতি, বংশরক্ষা, চিরযৌবনলাভ ও সর্ব্বপ্রকার কামনাসিদ্ধি হইয়া ষড়ৈশ্বর্য্যে অভিষিক্ত হইবেন। প্রত্যেক পরিবারস্থ স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, সকলেই নির্ব্বিঘ্নে ধারণ করিয়া ঈপ্সিত ফললাভে সমর্থ হউন। গ্রহণকালে স্ত্রী কি পুরুষের ব্যবহার্য্য, তাহার উল্লেখ প্রয়োজন।

"স্পর্শমণি"র প্রত্যেকটী ঋষিবাঞ্ছিত ক্রিয়ানুষ্ঠানে সিদ্ধিপ্রদ করিতে নানা বাধা-বিঘ্ন, জীবনসঙ্কট প্রয়াস ও ব্যয়সাপেক্ষ হইলেও, যাহাতে ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে ইহা সকলের সমান অধিকারে আসিতে পারে, পরন্তু ৩০ দিন পরীক্ষা করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন—সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক তাম্র, রৌপ্য ও স্বর্ণ মণ্ডিত "স্পর্শমণি"র জন্য যথাক্রমে ২৲ ৩৲ ও ১২৲ টাকা জামিনস্বরূপ জমা রাখিয়া উক্ত টাকা প্রত্যর্পণের চুক্তিপত্রসহ প্রদান করা হইবে। যদি ত্রিশ দিনের পরীক্ষায় ইহার পূর্ণ ক্রিয়াবিকাশ বা কোন শুভসূচনা অনুমিত না হয়, তবে উক্ত "মণি" আমাদের নিকট ফেরৎ পাঠাইয়া দিলে, গৃহীতার গচ্ছিত টাকা সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যর্পণ করা হইবে।

"ত্রিলোক-বিজয়" বা "স্পর্শমণি" গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্ট্রীকৃত ও নামাঙ্কিত। ব্যবহারের নিয়মাবলী ঐ সঙ্গেই আছে। সকলে তৎপর হউন,—জনে জনে লক্ষ্মীলাভ করুন।

মিষ্টিক চারম্ কোং, ১২নং লোয়ার সার্কুলার রোড, জায়মীন বিল্ডিংস্ কলিকাতা।

হইতে জানুন, তৎপর লউন।

ব্যবসা ও বিজ্ঞাপন।

——:o:——

(১)

ব্যবসা হ'তে জিনিষের মূল্য (value) নিরূপণ করা যায়। যে জিনিষের যত বেশী আবশ্যকতা, তার ব্যবসাও প্রায়ই বেশী হ'য়ে থাকে। একথা যে শুদ্ধ তৈয়ারী (Manufactured) জিনিষের পক্ষে খাটে তা নয়, প্রায় সব জিনিষের পক্ষেই কম বেশী প্রয়োগ করা যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোনও একটা জিনিষ এক যায়গায় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় বলে সেখানে তার মূল্য একেবারে নাই বললে চলে, (negligible) কিন্তু সেই জিনিষেরই যেখানে অভাব, সেখানে একমাত্র ব্যবসার সহায়েতেই তাদের মূল্য অসম্ভব রকম উচ্চ হ'য়ে থাকে। বাখরগঞ্জের চাল কি ঝরিয়ার কয়লা তাদের উৎপত্তির স্থানে নগণ্য মূল্যে বিক্রয় হ'লেও, রপ্তানি হয়ে যখন তারা দূরদেশে চলে যায়, তখন তাদের দাম আর পূর্ব্বের মত থাকে না। স্থানান্তর করলেই জিনিষের চাহিদা (demand) বেড়ে যায়, কাজেই তাদের দামও বেড়ে যায়।

ব্যবসায়ী কোন একটা মাল আমদানি ক'রে যে শুধু চড়াদামে বিক্রির লাভেরই ভাগিদার হ'ন, তা নয়, তিনি স্থানীয় অভাব মোচন করার জন্ত বাস্তবিকই প্রশংসার্হ, তাঁহার সহায়তায় এককালেই একস্থানের অনাবশ্যক (unnecessary) ক্ষতি ও অপর স্থানের অপূর্ণ অভাব (unsatisfied desire for a commodity) মোচন সম্ভবপর হ'য়ে থাকে। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করে বলা যা'ক,—বাখরগঞ্জের সমস্ত বা বেশীর ভাগ চাউল যদি রপ্তানি না হ'য়ে সেখানেই থাকত, তাহলে সেখানকার উৎপাদকের সমূহ ক্ষতি হ'ত; আবার চাউলের আমদানি অভাবে কলিকাতার অধিবাসীদের সবিশেষ কষ্টে পড়তে হ'ত,—ব্যবসায়ী বাখরগঞ্জের চাল কলকাতায় আমদানি করে যেমন বাখরগঞ্জের ক্ষতিরোধ করলেন, তেমনই তিনি কলিকাতার অধিবাসীদের একটা বিশেষ অভাবও মোচন করলেন, এস্থলে উভয় পক্ষ হতেই লাভের ভাগী হ'লেন।

এখন আর একটী কথা এখানে বলা দরকার;—মানুষের স্বভাব সে নিজেকে অভাব থেকে দূরে রাখ্‌তে চায়; সে নিজে অভাবের অসুবিধা বা ক্লেশ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ; এবং কিসে তার অভাব দূর হবে, এর জন্তে সে সর্ব্বদা চিন্তা করে, চেষ্টাও করে। তবে সে সব অভাবই যে সব সময়ে বুঝে (feel) উঠতে পারে তা নয়। আর মানুষের অবস্থা (state of existence) বিশেষে সে নানাপ্রকার অভাব বোধ করে থাকে। একটা ছোট ছেলে ঘড়ির বা একটা ফাউণ্টেন পেনের অভাব বুঝতে পারে না; তার অভাব একটা রঙচঙে পুতুল বা খেলনার দিকে। আবার এমনও অনেক অসুবিধা ও অভাব (latent or unsatisfied want) আছে, যা মানুষ সচরাচর বুঝে উঠতে পারে না বা ধারণা করে উঠতে পারে না, কিন্তু তাকে বিশেষ করে বুঝিয়ে দেওয়ার পর হ'তে সে সেই জিনিষের জন্ত আগ্রহ দেখিয়ে থাকে। কিছুকাল পূর্ব্বে টেলিফোন এই শ্রেণীর জিনিষের মধ্যে ছিল, এখনও কিছু পরিমাণে আছে। এখন এই যে সব অভাব, প্রায় বা অজ্ঞাত থেকে যায়, সে সমস্ত পূরণ হয় কি করে? এটা একটা খুব বড় প্রশ্ন আর খুব জটিলও বটে। তবে খুব ছোট ক'রে এর একটা উত্তর দেওয়া যেতে পারে এই বলে:—"বিজ্ঞাপন এ সমস্ত বিষয়ের মীমাংসার যথেষ্ট সহায়তা করে থাকে।" বোধহয় "ব্যবসা (Business)" কথাটা খুব সুন্দর ভাবে সুপ্রযোজ্য হ'তে পারে একমাত্র বিজ্ঞাপনের উপর। অভাব পূরণের জন্ত যে লেন দেন, তাহাই ব্যবসা; আর এই লেনদেন বেশী পরিমাণে চাহিদার (demand) উপরই নির্ভর করে থাকে। আর এই চাহিদার উৎপত্তি বিজ্ঞাপনের উপর অনেকটা নির্ভর করে, সুতরাং উপরে যে কথাটা আমরা লিখ্‌লাম, সেটা নিতান্ত অসার বা অযৌক্তিক মোটেই নয়।

বিজ্ঞাপন—অভাবের ও মূল্যের হ্রাস সম্পাদনও করে থাকে। বহুপূর্ব্বে প্রথম যখন এদেশে হাত ঘড়ি আমদানি হয়, তখন তার দাম কিছু বেশীই ছিল, কিন্তু পরে সেই জিনিষই আশাতীত কমদামে বিক্রি হয়েছে। এখন এই যে দাম কমা, এটা সম্ভব হ'ল কি করে, জিনিষ ত সেই একই?—এটা কিছু জিনিষের অপকৃষ্টতার (deterioration of quality) জন্ত বা তৈয়ারীখরচের হ্রাস হওয়ার (cheap cost of production) জন্ত নয়, ইহার কারণ পূর্ব্বে লিখিত হয়েছে—যে বিজ্ঞাপনে অভাবের হ্রাস সম্পাদন ক'রে থাকে, আর অভাবের হ্রাসে মূল্যেরও শমতা হয়ে থাকে, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। তবে এই যে অভাবের হ্রাস, এটা কিছু হঠাৎ এসে উপস্থিত হয় না, এটা ক্রম পরম্পরায়, ধীরে ধীরে (by slow degrees) হ'য়ে থাকে। আবার এই যে জিনিষের অভাবের হ্রস্বতা, এটা পুনরায় উজ্জীবিত করাও কিছু আশ্চর্য্য নয়। যদি জিনিষটার

নূতন একটা উপযোগীতা ও আবশ্যকতা (utility) বের কর্ত্তে পারা যায়, তাহ'লে পুনরায় পূর্ব্বমূল্যে, এমন কি তার চেয়েও বেশী দামে, বিক্রি করা যেতে পারে।

কিন্তু এই যে সব ব্যবসায় ভিতরের ব্যাপার, সবই চাহিদার (demand) উপর বিশেষরূপে নির্ভর করছে। আর এই চাহিদা, খরিদদারের আকাঙ্ক্ষা, উদ্দীপ্ত করতে একমাত্র বিজ্ঞাপনই মহাসহায়তা করে থাকে। এজন্ত "বিজ্ঞাপন" ব্যবসার একটা হীন অঙ্গ (subsidiary adjunct) বলে উপেক্ষা করার মত হাস্তাস্পদ ব্যাপার আর মোটেই নাই। বিজ্ঞাপন ব্যবসায় উপাঙ্গ ত নয়ই, এমন কি আমরা যদি বলি যে ব্যবসাটা বিজ্ঞাপনেরই উপাঙ্গ, তাহলেও বোধ হয় বিশেষ অত্যুক্তি হয় না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী বি, এ।

পূজার বাজার।

ভীড় তো মোটেই হয় নাই—দেশময় হাহাকার উঠে গেছে—কাপড়ের বাজারে শোনা যাচ্ছে, বিক্রি পাটা নাম মাত্র। এসেন্স সাবান মনিহারির দোকানে কাটা কাপড়ের দোকানের অবস্থাও শোচনীয়। লোকের দুর্ম্মূল্যের জন্তে প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'য়ে উঠেছে—সখ্ সব টক্ হয়ে শিকেয় উঠে গেছে।

বিলাতের কাপড়ের কলওয়ালারা বলচে—শীঘ্র ভারতে স্বায়ত্ত শাসনের আরো ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া উচিত, নইলে ভারতে কাপড়ের বাজার একেবারেই হাত ছাড়া হয়ে যাবে। এই যে বলে খদ্দর প্রচার মোটেই ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়, তবে আক্কেল ফিরে আসচে কেমন করে? ভারতে তবু পুরো মাত্রায় এখনও চরকা খদ্দরের প্রচলন প্রত্যেক ঘরে হয় নি, তাতেই নাকে কান্না সুরু হয়েছে, এরপর কান্নার চিৎকারে টেকা হয়তো দায় হবে।

দেশের অবস্থা।

বাঙ্গলার বহু স্থানেই অতিবৃষ্টির জন্ত ধানের চাষ মাটী হয়ে গেছে, কোন কোন স্থানে এ পর্য্যন্তও ধানের অবস্থা ভাল, তবে শেষ রক্ষা হলেই মঙ্গল।

এর মধ্যেই ম্যালেরিয়ার সূত্রপাত হয়েছে,—ম্যালেরিয়া দূরীকরণের কেবল গবেষণাই হচ্চে—কাজে কিছুই নাই। কাগজে কলমে বক্তৃতায় ম্যালেরিয়া যাবে না, কোথাও যায় নাই। মশারী কেনো—পুকুর ডোবা সাফ্ কর, এই রকম বেখাপ্পা advice gratis বিনামূল্যের পরামর্শ আর কতকাল চল্‌বে—লোকে একথায় কাণও দেয় না। পেটে খেতে পায় না, মশারী কেনে কোত্থেকে, আর পুকুর সাফই বা করে কি করে? এদিকে ট্যাঁকে ঝাড়ু দিলেও পয়সা নাই। মস্তে মলো গরীব বেচারা টাকৃস দিয়ে।

শোক সংবাদ।

৺ মতিলাল ঘোষ

বাঙ্গলার আবার একটী নক্ষত্র পাত হইয়া গেল। "অমৃতবাজার" পত্রিকার নির্ভীক সম্পাদক দেশমান্ত তেজস্বী মতিলাল ঘোষ মহাশয় ১৯শে ভাদ্র মঙ্গলবার বেলা ১১॥টার সময় ৭৭ বৎসর বয়সে—সমগ্র ভারতকে কান্দাইয়া ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। তিনি আজীবন দেশ সেবায় নিয়োজিত ছিলেন—অমৃত বাজারের ন্তায় নির্ভিক কাগজ অতি বিরল—তিনি তাহার নায়ক ছিলেন। ইনি পরম বৈষ্ণবও ছিলেন। আমরা বাঙ্গালার এই মহা পুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবনী সংগ্রহ করতেছি আগামী সংখ্যা "কাজের লোকে" বোধ হয় প্রকাশ কর্ত্তে সক্ষম হব। পরমেশ্বর তাঁর আত্মার সদগতি করুণ এবং শোকার্ত্ত আত্মীয় স্বজনের হৃদয়ে শান্তি প্রদান করুন।

চরকার কথা।

পাঠশালে নাকি গবর্ণমেন্ট শিক্ষা বিভাগ হতে চরকা কাটার কোথাও কোথাও বন্দোবস্ত হচ্চে। ভাল। এত দিনে যদি সুমতি হয়ে থাকে—সে মঙ্গলের কথা। গাছি-নীতি ক্রমেই মিষ্টি লাগ্‌বে।

চরকা ব্যবসায় হিসাবে বড় লাভ জনক বোধ হবে না, প্রত্যেক গৃহস্থ চরকায় সুতা কেটে যদি আপনাদের বস্ত্রের অভাব দূর কর্ত্তে চেষ্টা করে, তাতে প্রকৃতই লাভ বোধ হবে। এত ভদ্রলোকে খদ্দর পরতে বলে বলে আলাস্ত হয়ে পড়লেন, কিন্তু বাঙ্গালী তেমন জাগ্‌লো না। এ—কি জাত বাবা?

আত্ম সম্মান বোধ নাই—স্বার্থজ্ঞান নাই—সখের জন্যে ঘরের পয়সা পরদেশে পাঠিয়ে যে বাবুত্ব জানান হয়, তাতে দেশের লোকের কাছে তেমন সম্মান পাওয়া যায় কি? লোকে ঘৃণা করে।

চরকা সম্বন্ধে

দেশমান্য অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় সম্প্রতি পণ্ডীচেরী হতে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন, তিনি বলেছেন, স্বদেশী সাধনায় সাফল্য লাভের ২টী পথ (১) কৃষি (২) দেশী বস্ত্র করা। দেশী বস্ত্র প্রচারের জন্য চরকার নিতান্ত আবশ্যক। সকলে এই কথাই অবশ্য মনে রাখবেন যে, কেবল চরকা দ্বারাই আমাদের আর্থিক দুরবস্থা দূর হবে।

"আমি চাই, আজ সমগ্র ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র গ্রামে গ্রামে—কুটীরে কুটীরে চরকার প্রচলন হউক, চাই—দৃঢ়তা—দৃঢ়তা—দৃঢ়তা" মহাত্মাজীও এই কথাই বলেচেন। অন্ধ—বধীর দেশবাসী—দেখেও শিখে না—কানেও শুনে না, কি অধঃপতন!

মজলিস্

আমেরিকার একটা স্কুলের বালিকা একটা লালরঙের গাউন পরে যেমন স্কুল হতে বেরিয়েছে, আর একটা চাষার ছিল এক মোষ তার ক্ষেতে। সেটা একেবারে বাঁকা শিং সোজা করে—তাড়া করেছে—শুঁতুবেই এমনি তার ইচ্ছে। যাহোক, বালিকা তো একটা বাড়ীর উঁচু সিড়িতে উঠে শুঁতোনি হতে রক্ষে পেয়ে চাষাকে বলছে "এই—এই—এমন বুনো মোষ ছেড়ে দিয়ে রাখ কেন?

কৃষক। আপনার ঐ লাল কাপড় দেখেই মোষটা ক্ষেপে গেছে।

বালিকা। সর্ব্বনাশ! এমন কাপড় পরা যে খারাপ্ ফ্যাশন, তা আমি জানি, কিন্তু বুনো মোষ পর্য্যন্ত যে তা বোঝে, তা আমি জানতেম না।

রাজার খেয়াল।

রাজা হলেই তার এক না একটা খেয়াল উঠে। সেকালে একজন খুবই ঝাঁঝয়েল গোছ রাজা ছিলেন—তাঁর অনেক বয়সে একটী পুত্র সন্তান জন্মায়। রাজার খেয়াল হলো, যত রকমের বাজনা আছে, সব ধরে নিয়ে এস, তারা তাদের যত রকম যন্ত্র আছে বাজাক। চারিদিকের যত বাজিয়ে তাদের যন্ত্র নিয়ে রাজ বাড়ীতে হাজীর হলো—ঢাক, ঢোল, কাড়া নাগড়া, কাঁসী, বেয়ালা, তানপুরো সাঁনাই, সে আর কত নাম করা যাবে, একেবারে বেজে উঠে—রাজ বাড়ী মাথায় করে তুল্লে। বাজনা শেষ হলো। রাজা বাহাদুরের হুকুম হলো, যার যে যন্ত্র সেই, যন্ত্র পূর্ণ করে টাকা দিয়ে দাও। ধনাগার খুলে ধন বিতরণ হতে লাগলো। ঢাকীদার বহুত টাকা পেলে, ঢুলীদারও কম নয়, কাশী কাঁসর ওয়ালা ও জয়ঢাক ওয়ালা পেলে মন্দ নয়। তারপর সানাইওয়ালা—আহা বেচারার যন্ত্রটার পেটটী নেহাত সরু, কোন রকমে গুটীকতক সিকি দোয়ানী ঢুকলো বেচারার মনোকষ্টের সীমা নাই। যাক্ সব বিদেয় হয়ে গেল।

৩ মাস পরে নব রাজকুমারটীর মৃত্যু হলো, রাজবাড়ী শোকে মুহ্যমান। একদিন রাজার মনে হলো, বাজীয়ে বেটারা বহুত টাকা নিয়ে গেছে, বেটাদের আশীর্ব্বাদের কোন জোর নাই—তাই ছেলে বাঁচলো না। ধরে আন্ বেটাদিকে। হুকুমও যা আর তামিল হওয়াও তা। দরবার করে বিচার হলো, তার রায় বেরুলো যে, যার যে যন্ত্র, সেই সেই যন্ত্র বেটাদের···তে প্রবেশ করাইয়া দাও। প্রথমেই ঢেকো বেটাকে ধরা হলো, —তার ঢাকের মুখ মোটা—গেল না—তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো—দুটো থাপ্পড় মেরে। এমনিকরে বড় বড় বাজিকরদের যন্ত্রগুলো কোন কাজের হলো না। শেষ ডাক হলো সানাইদারকে—তারই সর্ব্বনাশ! তার যন্ত্রের মুখটী সরু—হুকুম তামিল হতে এমন যন্ত্র যে খুবই সুবিধাজনক হয়ে গেল, তা আর না বল্লেও চলে। বেচারা চক্ষের জলে ভাসতে ভাসতে বলতে লাগল, কি হতভাগা যন্ত্রই বাজাতে শিখেছিলাম বাবা, এর পাওনাও যেমন আর দেনাও তেমনি—এখন প্রাণ ওষ্ঠাগত। রাজাদের খেয়াল—প্রজার প্রাণ তা সে ওষ্ঠাগতই হউক, আর বেরিয়েই যাক, হুকুম তামিল হবেই।

রাজাদের সুখ শোয়াস্তির জন্য প্রজার প্রাণান্ত করে পয়সা দিয়ে আমোদ আহ্লাদের জোগাড় করে দিক, কিন্তু রাজাদের যখন বেখাপ্পা খেয়াল উঠবে তখন প্রজার প্রাণ ওষ্ঠাগত হলেও ছাড়ান নাই। সেটা হলো নিছক রাজধর্ম্ম—এ ধর্ম্ম রাজারা নষ্ট করতে চায় না। ভগবান গীতায় নাকি বলেছেন "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্ম ভয়াবহ" রাজা মাত্রেই গীতার এই অংশটা খুবই মেনে চলে।

সনাতন (পাক্ষিক পত্র)

মাতালের হিসেব বোধ।

একটা মাতালকে পুলিস ধরে নিয়ে যেয়ে হাজতে রেখে দিয়েছিল, পরদিন বিচারে তার ২৲ টাকা জরিমানা হলো।

মাতাল্ ম্যাজিষ্ট্রেটকে বল্লে—হুজুর! এক কাজ করুণ, একটু দর কমিয়ে সারা বছরের টাকাটা একেবারে জমা করে নিন্, রোজ রোজ আমারও আসা যাওয়ার কষ্ট, আর আপনারও কষ্ট।

এক বিলাতী মেয়ের স্বামী মরেছে। তার গোর দেওয়া হবে—খুব ভাল ফুল দেওয়া গাড়ী—দুটো ভাল ভাল ঘোড়া জোড়া, সঙ্গে অনেক আত্মীয় স্বজন ভাল ভাল গাড়ীতে চড়ে প্রোসেশনের সঙ্গে চলেছে, তাই সদ্য বিধবা আক্ষেপ করে বল্‌চেন:—আহা হতভাগা—এমন প্রোসেশনটা দেখ্‌তেও পেলে না, আমার স্বামী জাঁক জমকের প্রোসেশন দেখ্‌তে বড় ভাল বাসতেন!

ডাক্তার আর ডাক্তারের গিন্নিতে ঝগড়া হয়ে গেছে—গিন্নি হেরে যেয়ে মেয়ে মানুষের যা—অস্ত্র—কান্দ্‌তে লাগ্‌লেন।

ডাক্তার বল্‌চেন—ও চখের জল কোন কাজের নয়—ওতে আছে একটু ফসফেট অক্ লাইম, একটু ক্লোরাইড অক্ সোডিয়ম আর একটু জল, আমি রাসায়নিক পরীক্ষা করে দেখেছি—ও কান্নায় আমার কিছু হবে না চাঁদ—বুঝেছ?

দুটী গিন্নিতে গঙ্গাস্নান যেয়ে দেখা হয়েছে, নানা কথার পর একটা গিন্নি বল্লেন—"দিদি তোমার স্বামী কি ভদ্র—কি নরম মেজাজ! সেই বিয়ের সময় দেখেছিলাম, আর সে দিন দেখ্‌লাম—সে আজ ১০ বছরের কথা।

২য় গিন্নি। নরম কি অমনি হয়—দিদি, ১০ বৎসর গাওয়ার হেন কড়া চামড়ার জন্তুকে গরম জলে ফেলে রাখ্‌লে নরম হয়ে ওঠে!

এক ভাইপো খুড়োকে বল্‌চে—বুঝেছ খুড়ো—এই ডাক্তার, উকিল, আর ডাকাত এরা প্রায় এক রকমেরই লোক।

খুড়ো। কি করে?

ভাইপো। হয় টাকা দাও, নয় জীবন দাও।

টাকা না দিতে পাল্লেই এরা সর্ব্বনাশ করে। কেমন ঠিক কিনা?

খুড়ো। তা—বটে।

Medical.

বাইয়োকেমিক নোট্‌স

বা

প্রেস্‌ক্রাইবার্স।

লেখক—ডাক্তার অনুকূলচন্দ্র বিশ্বাস।
চড়া (হুগলী)

বাত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

একটী রোগীর বিবরণ—রোগীর নাম সুরেশচন্দ্র ঘোষ—বয়স ২২।২৩। ১৩২৪ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে—খুব জ্বর নিয়ে বাড়ী আসে—গা—হাতের খুব বেদনা কামড়ানী—সেদিন কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী—কাজেই বাতিক জ্বর বলে কোন ওষুধেরই ব্যবস্থা করে নি। পর দিন সকালে জ্বর একটু কম হয়, বাহ্যে প্রায় হয় নাই—গা—হাতের টাটানি, বেদনা বরং বেশী তবু কম নয়। বাঁ হাতের কব্জার গাঁট—ও আঙ্গুলের ২।৩টী গাঁইট একটু একটু ফুলো দেখা যায়। বেলা তিনটের সময় সামান্য শীত করে সেই জ্বরের ওপর জ্বর আসে—আর তার সঙ্গে গা—হাতের কাম্‌ড়ানী খুবই বাড়ে—হাতের আঙ্গুলের ও কবজীর ফুলোর ভিতরে খুবই টাটানি থাকে।—কেউ দেখ্‌তে চাইলে পাছে হাত দেয়, এই ভয়ে খুব সাবধানে রেখায়। জিবের উপর প্রায় দু পুরু মোটা মাখমের মত ময়লা লাগান দেখা গেল। রাত্রে খাইবার জন্য ফেরাম-ফস্ ৩xএর ৩টী, আর ক্যালি-মিওর ৩x এর ৩টী—মোট ছয়টী ঘোড়া পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করা হইল। প্রতি ঘোড়া একটু একটু গরম জলে গলাইয়া খাওয়াইতে বলা হইল।

সকালের টেম্পারেচার ১০০। একবার বেশ পরিষ্কার বাহ্যেও হয়। বেদনা টাটানি ও ফুলো প্রায় সেই রকমই। রাতে একটু ঘুমাইয়েও ছিল—রাত্রে ৪ বারের বেশী ওষুধ খাওয়া হয় নাই, দুই বারের ওষুধ ছিল। আরো ৭টী ঐ ওষুধ দিয়া পূর্ব্ব মত খাওয়াইতে বলিয়া দিলাম। বেলা তিনটায় সময় একটু জ্বর আসে—তবে কাল্ অপেক্ষা কম। সন্ধ্যার সময় থেকে জ্বরের উপর একটু একটু ঘাম হতে আরম্ভ হয়—অথচ বাতাস কল্লে শীত করে। গা হাতের কামড়ানী বেদনা অনেক কম।

সকালে রোগীর অবস্থা ঢের ভাল—জ্বর নাই—বেদনাও অনেক কম্—ফুলোও আদৌ নাই—জিব্ প্রায় পরিষ্কার—৪ ঘণ্টা অন্তর সেবনের জন্য ৪টী ঘোড়া দেওয়া গেল—সেদিন আর জ্বরও আসে নাই—আর কোনও ওষুধও দিতে হয় নাই। ভালই ছিল।

নেট্রাম—মিওর—৩×১২×৩০× Na-

trum mure 3x12x30x সর্ব্বদাই ব্যবহার করা হয়। পুরোনো আথ্রাইটীস্ পুরোনো গেঁটে বাত—পুরোনো গেঁটে বাতে যখন গাঁইটের ভিতর থর থর শব্দ (Cracking) হয়—মুখ দিয়ে লাল পড়ে, চোখ দিয়ে জল পড়ে—নাক দিয়ে কাঁচাজল ঝরে—তা—হলে ক্যালি মিওরের পরই ইহা—খুব ভাল কাজ করে।

নেট্রাম—ফস্—৩xহইতে ২০০xপর্য্যন্ত সব শক্তির ব্যবহার হয়—তবে বাতে ৬x ১২xঅনেকে ভাল বলেন। এই লবণটীকে অনেকেই গেঁটে বাতের প্রধান ঔষুধ বলেন। নেট্রাম ফস্ অম্ল রোগের ধন্বন্তরী বল্লেও বলা যায়—আর অনেকে বলেন যে, অম্ল থেকে অনেক বাতের উৎপত্তি—এ জন্যে বাতে নেট্রাম—ফস্ খুব ভাল কাজ করে। অনেকে প্রথমেই ফেরাম ফস্ ও নেট্রাম ফস্ পর্য্যায় ক্রমে দিতে বলেন, এ তে অনেক যায়গায় ফল বেশ ভাল পাওয়া যায়। কয়েকটী প্রয়োগ লক্ষণ—কি নতুন, কি পুরানো বাতে বা বাতজ জ্বরে—যদি টক্ গন্ধ ঘাম—অন্য কোনও অম্ল লক্ষণ—মুখের স্বাদ—টক্—ঈষৎ হল্‌দে চট্‌চটে ময়লা জিবের গোড়া থেকে টমন্সীল পর্য্যন্ত জড়ান থাকা ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, নেট্রাম-ফস্ তাহলে মন্ত্র শক্তির ন্যায় কার্য্যকারী।

ক্যালি—সালফ—৩x৬xKali-sulph 3x6xবে বাত বেদনা হঠাৎ স্থান পারবর্ত্তন করে—এক গাঁট থেকে অন্য গাঁইটে শীঘ্র চলে যায়—সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল বাত—বাতের বেদনা—গরম ঘরে—আবদ্ধ ঘরে—সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি ইহার একটী প্রধান সিদ্ধপ্রদ প্রয়োগ লক্ষণ। ঠাণ্ডা বাতাসে কতকটা সুস্থ বোধ। বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাসে—খোলা বাতাসে অনেকটা ভাল বোধ করে। বাত নুতনই হোক, আর পুরোণোই হোক—পরিবর্ত্তনশীল লক্ষণ থাকলে ইহা দেওয়া দরকার। বাতে মাথাধরা থাকলে ইহা সেবনে তা আরাম হয়। বাতের—কাঁদুড়ীর এবং আর আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বাতও যদি পুর্ব্ববৎ হয়, তবে ইহা দিতে যেন ভুল না হয়।

ক্যালি-ফস্ ৩x৬x Kali Phos 3x6x নুতন ও পুরোনো বাতে আক্রান্ত স্থান শক্ত ও আড়ষ্ট বোধ—যেন টেনে ধয়ার মত খেঁচিয়া থাকে—তার সঙ্গে অন্যান্য স্নায়বিক লক্ষণ (Nervour-condition) দেখা যায়—শয়নের পর—বসিয়া থাকার পর বা কোনও রকম বিশ্রামের পর—প্রথম সঞ্চালনে বেদনার বৃদ্ধি—তার পর ক্রমাগত ধীরে ধীরে নাড়া চাড়া কর্লে—বেদনার উপশম। ক্যালি ফস্ প্রয়োগের একটী বিশেষ লক্ষণ।

ক্রমশঃ—

দুটো কাজের কথা।

মুখে ব্রণ বেশী হইলে ২।৪ মাস একেবারে মাংস, মৎস্য খাওয়া ছাড়িয়া দিলে ভাল হইয়া যাইবে; ঔষধের কোন আবশ্যক নাই। আর তা' যদি না পারেন, তবে আরাম হইবে না। তবে চিকিৎসকগণকে মাঝে মাঝে কিছু দেওয়া ভাল। রোগের জন্য ডাক্তারের খরচ স্বভাবের নিয়ম লঙ্ঘণরূপ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তও বটে।

রাত্রে ভাল ঘুম না হইলে শুইতে যাইবার আগে পা দুটীকে ঈষদুষ্ণ গরম জলে ডুবাইয়া মুছিয়া একটা কিছু গরম কাপড় পা দুটির উপর রাখিয়া মস্তকে মৃদু পাখার হাওয়া দিলেই ঘুমাইয়া পড়িবে। ইহা পরীক্ষিত।

চুলউঠা নিবারণের সহজ উপায়।

ইহা খুব সস্তা অথচ কার্য্যকারী। গরম জলে কিঞ্চিৎ চা—যাহা না খাইলে আজকাল আমরা মৃতপ্রায় হইয়া পড়ি, সে চা গরম জলে ফেলিয়া দিয়া ৩।৪ ঘণ্টা রাখিয়া দাও, তাহার পর সেই জলটা মাথায় চুলের গোড়ায় ঢালিয়া চুল ধৌত কর, দেখিবে আর চুল উঠিবে না। তবে ইহাতে যদি না মন উঠে, মাকাসার অয়েল প্রভৃতির আবশ্যক হয়, সেটা চুল উঠা নিবারণের জন্য না হইতেও পারে, সেটা বিলাসিতার জন্য। যাহা ভাল হয়, তাহাই করিবে।

আর এক প্রকার কৃত্রিম হস্তীদন্ত প্রস্তুত প্রণালী।

কতকটা সাদা ইণ্ডিয়া রবার বা গাটাপার্চ্চাকে ক্লোরাফরমে ভিজাইয়া রাখিলে তাহা আটার মত (Thick paste) বা কাদার মত হইবে। তাহার পর তাহাতে চুর্ণীকৃত ফস্‌ফেট্ অফ লাইম (Phosphate of lime অথবা কার্ব্বনেট্ অফ্ জিঙ্ক, মিশ্রিত করিয়া বেশ এঁটেল কাদার মত হইবে, এই জিনিসটাতে যাহা ইচ্ছা রং দেওয়া যাইতে পারে। তাহার পর উত্তপ্ত যে কোন জিনিসের ছাঁচে দিয়া চাপ দিলে সেই জিনিস হইবে, তাহা দেখিতে সাদা বা রং করা হস্তী দন্তের মত হইবে।

দন্তকে মুক্তার মত শ্বেতবর্ণ করিতে ইচ্ছা হইলে কাঠের কয়লাকে খুব সূক্ষ্ম চুর্ণ করিয়া মধুমিশ্রিত করিয়া কর্দ্দমবৎ করতঃ মৃত্তিকা নির্ম্মিত কৌটায় রাখিয়া দিবে। এই জিনিসটার দ্বারা দন্তমঞ্জন করিলে দাঁত মুক্তার ন্যায় শ্বেতবর্ণ হইয়া বড় সুন্দর দেখায়। কয়লা দুর্গন্ধ নাশক এবং দন্তমূল দৃঢ়কারক—এত সুলভ, এত সহজসাধ্য উপায় থাকিতে আমদানী দন্তমঞ্জন কিনিয়া মরিবার কোন আবশ্যক নাই। তবে যদি আমদানী দ্রব্যে একটা ঝোঁক থাকে, তবে স্বতন্ত্র কথা। গেলিতে ইচ্ছা থাকিলে যে কানা কড়িতে খেলা যায় না, এমন ত কথা নয়।

কি করে দিতে পারবো, সেটা বলছি,—প্রত্যেক গ্রাহক, নূতনই হউন বা পুরাতনই হউন, একখানি নম্বর দেওয়া রসিদ ও কুপন পাবেন। প্রত্যেক কুড়িজন গ্রাহকের ভিতর অন্ততঃ তিন জন নিশ্চয়ই পুরস্কার পাবেন, সেই হিসাবে যে যে নম্বরের কুপন পুরস্কার পাবে, তা আমরা আগে হ'তেই ঠিক করে ব্যাঙ্কের সেফ কাষ্টডিতে শীলমোহর করে রেখে দিয়েছি; সে নম্বর অপর কারও জানবার উপায় নাই। সেই সকল কুপন নম্বরের সঙ্গে গ্রাহকগণের যাঁর যাঁর নম্বর মিলে যাবে, তাঁরাই পুরস্কার পাবেন, আর তাঁদের নাম ঠিকানা সবই "কাজের লোক" ও অন্যান্য কাগজে প্রকাশ করা হবে। সমস্ত টাকা ব্যাঙ্কেই জমা থাকবে,—দাবী করবামাত্রই টাকা পাওয়া যাবে। যাঁর যখন ইচ্ছা "কাজের লোক" আফিসে এসে এই পুরস্কার সম্বন্ধে হিসাব, ডাকঘরের মণিঅর্ডার রসিদ ইত্যাদি দেখে যেতে পারেন। আপনাকে ৩ মাসের বেশী অপেক্ষা করতে হবে না, ১৯২৩ সালের ৩১ মার্চ্চের পর হতেই যেমন যেমন গ্রাহক সংখ্যা বাড়বে, তেমনি পুরস্কারও বিতরণ করা আরম্ভ হ'বে। এই অভূতপূর্ব্ব সুবিধায় প্রচুর গ্রাহক হ'বে এবং স্বচ্ছন্দেই পুরস্কারও দেওয়া চলবে।

তবে এ কথাও পরিষ্কার করে বলি যে; এ মোটেই লটারীর মত কিছুই নয়। প্রত্যেক কুড়ি জনের মধ্যে অন্ততঃ যে ৩ জন গ্রাহককে পুরস্কার দেওয়া হবে, তাঁদের কুপন নম্বরের তালিকা আমরা ত আগেই ঠিক করে রেখেছি, আর এতে পুরস্কার পাইবার সম্ভবনাও লটারীর চেয়ে ঢের বেশী। মোট ১৭১৩টী পুরস্কার, কে বলতে পারে, তার একটাও আপনি পাবেন না। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অদৃষ্ট পরীক্ষা করবার এই যে মাহেন্দ্রযোগ, এটা কোন মতেই উপেক্ষা করা চলে না, এই জন্যই আপনাকে আমরা আজই গ্রাহক হ'তে বলি।

ইহাতে আমাদের স্বার্থ কি?

স্বার্থ আমাদের খুবই বেশী, "কাজের লোকের" বহুল প্রচার হবে, সুতরাং আমাদের যে মূল মন্ত্র—দেশের আপামর লোককে স্বাবলম্বন নীতি শিক্ষা দেওয়া—তা অনায়াসে সিদ্ধ হ'বে। ব্যবসায়ীগণের প্রচুর বিজ্ঞাপনও আমরা পেতে পারবো।

"কাজের লোকের" বহুল প্রচার কেন আবশ্যক?

দেশকে স্বাবলম্বী না করতে পারলে এত যে আন্দোলন, চেষ্টা, স্বরাজ-লাভের জন্য প্রাণপাত—সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে। দেশের মহৎ উদ্দেশ্য পূরণ কর্ত্তে, আমাদের এ ক্ষুদ্র চেষ্টা যে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়নি, তা এই ১৬ বৎসর "কাজের লোক" চালিয়ে এসে আমরা বেশ বুঝেছি, আমাদের বহু গ্রাহক এখন স্বাবলম্বী হ'য়ে কর্ম্মক্ষেত্রে রয়েছেন।

শেষ কথা।

একবার দয়া করে আমাদের আফিসে এসে ১৬ বৎসরের যে কোন একখণ্ড কাগজ নাড়া চাড়া করলেই এক মুহূর্ত্তেই আপনি বুঝতে পারবেন যে "কাজের লোক" কেমন কাগজ। সমস্ত সংবাদ পত্রেই "কাজের লোকের" ভূয়োসী প্রশংসা হ'য়েছে, প্রত্যেক গ্রাহকই সন্তুষ্টচিত্তে মুক্তকণ্ঠে "কাজের লোককে" আশীর্ব্বাদ করেছেন। "কাজের লোক" সম্পাদক ৬০ বৎসর কর্ম্মক্ষেত্রে কঠোরতার সঙ্গে যুঝেছেন, তাঁর বহুদর্শিতার অনেক বিষয় নব্য সম্প্রদায়কে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হ'বার সাহায্য করবে। ১০০০০ সংখ্যক গ্রাহক পূর্ণ হ'তে মোটেই বিলম্ব হবে না। আপনি আজই ৩৲ টাকা পাঠিয়ে দিয়ে গ্রাহক হউন, আর সেই সঙ্গে বিনামূল্যে অদৃষ্ট পরীক্ষার সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করুণ।

সমস্ত টাকা কড়ি, চিঠি পত্র, ২নং রাজেন্দ্র দত্ত লেন, বহুবাজার কলিকাতা; এই ঠিকানায় "কাজের লোক" কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইবেন।

"কাজের লোক" আফিস।

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্ত্তৃক
২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

টাকা এদেশে আজকাল খুবই আক্রা

কাজের লোক

হিসেব ক'রে তাই একটী পয়সাও অপব্যয় করেন না

এক রোগের হাজার ঔষধ আজকাল পাওয়া ত' যায়, কিন্তু সাবধান রোগী অর্থের ও দেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঠিক ঔষধটী বেছে বুঝে, যাচিয়ে কিনেন। এতে শরীর শান্ত ও নিশ্চিত আরাম হয়ই, খামখা যা' তা' কেনার খরচও বাঁচে। এই বাজারে সস্তা জিনিষে কিছু থাকে কি? যা বাজার পড়েছে তাতে রোগ আরোগ্য করতে হলে দামী মসলা দিতে হবেই তো—আর তা হলেও ঔষধের দাম চড়া না হয়ে পারে কেমন কোরে? তাই বলি যে দাম দিয়ে ঔষধ পরীক্ষা নাকরে ফল দিয়া ঔষধ পরীক্ষা যাঁরা করেন তাঁরাই কাজের লোক, তাঁরা ঠকেন না।

সর্ব্বপ্রকার মেহের জন্য, আজকাল সর্ব্ববাদীসম্মত মত হচ্ছে যে



একমাত্র মহৌষধ। অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, যাহাতে হয়ত রোগ আরাম হয়, কিন্তু হিলিংবামের বিশেষত্ব এই—(১) প্রথম মাত্রায় ফল (২) ১দিনে যন্ত্রণার শেষ (৩) সপ্তাহে আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের তালিকাপুস্তকে বড় বড় ডাক্তারের প্রশংসাবাদের মধ্যেই আছে—অদ্য পত্র লিখে ঐ বহি ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ৩৲, মাঝারী ২।।০, ছোট ১৸০ আনা।

আর, লগিন এণ্ড কোং—ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্।

১৪৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—"হিলিং" কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৬১৫, কলিকাতা।

আপনার দেহটা

ঔষধ পরীক্ষার একটা কারখানা করে তোলা উচিত নয়—তাতে ঘোর অনিষ্ট হবে। প্রত্যেক রোগের যথাযোগ্য ওষুধ আছে—ডিস্‌পেপ্‌সিয়া যাকে বলে অজীর্ণ রোগ—তাতে কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্ল, শূলবেদনা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা মাথাঘোরা এবং শিরশূল, শিরোবেদনা, বায়ু জনিত পাকস্থলীতে নানাপ্রকারের বেদনা হয়, পেট ফাঁপা তজ্জনিত নানাপ্রকার নিদারুণ কষ্ট হয়, এ সকল গুলিরই মূল হচ্ছে অজীর্ণতা। একটী ওষুধে তা সারবে, সেটী হচ্ছে সর্ব্বজন পরিচিত বহু পরীক্ষিত—

"বামো"

দি আইডিয়েল পেন কিলার।

বহু অগ্নি পরীক্ষাই এই "বামোর" হয়ে গেছে, শেষ পরীক্ষা আপনিও করবেন। আজই এক শিশি পাঠাতে লিখুন। মূল্য ৷০ আনা মাত্র, ভিঃ পি আলাদা লাগিবে।

দি আইডিয়াল কেমিক্যাল ওয়ার্কস

রাণাঘাট, বেঙ্গল।

অগ্রিম মূল্য ... THE BUSINESSMAN. বার্ষিক মূল্য ১॥০

কাজের লোক

Edited by S. P. Chatterjee.

Office—2, Rajendra Dutt Lane, Bowbazar Calcutta.

... বর্ষ, ১১শ সংখ্যা। | New Series November, 1922. | নূতন সংস্করণ। নভেম্বর ১৯২২। | Vol. XVI. No 11.

22. 23.

১৯০৯ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত ১৫ ভলিউম

'কাজের লোক' সমস্ত লইলে

প্রত্যেক ভলিউম ৩৲ স্থলে ১৷৹ টাকা প্রত্যেক খণ্ড ১।০, হাতে হাতে লইয়া যাউন।

আমরা কিছু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

"Kajer-Loke" or Businessmau— * * * is repleted with useful articles on art and Industry.

Indian Empire.

"Contains interesting articles on trade and speculation." *Indian Daily News.*

"Kajer-Look,"—Or the "Businessman" is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture *Bengalee.*

"A special and heathy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartly wish our contemporary all success in his noble endeavours.

The Indian Nation.

* * "The Businessman" is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike."

Telegraph.

"There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading "Kajerloke."

Gardeners Magazine.

"কাজের লোকের" বিস্তৃত সমালোচনা আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই এরূপ সুন্দর, সুলিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।" যশোহর।

"সত্য বলিতে কি, এরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, 'কাজের লোকের' মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্ব্বথা সুসিদ্ধ হয়।" সময়।

"আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যেরূপ জ্ঞানগর্ভ, সেইরূপই উপযোগী।" বঙ্গবন্ধু।

* * * "কাজের লোক" "এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে বাহির হইয়া থাকে। ইহার কার্য্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা এরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি "কাজের লোক" পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় * * * *

দৈনিকচন্দ্রিকা।

"আমরা "কাজের লোক" পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।" খুলনাবাসী।

"কাজের লোক" গৃহস্থ মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।"

মেদিনী-বান্ধব।

এরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। "কাজের লোক" পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রবৃত্তি জন্মে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়হীন "বেকারের" বন্ধু। * * * জ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী যাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বাঙ্গালী যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, ইহাই 'কাজের লোকে'র উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালায় এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা "হিতবাদী", "বঙ্গবাসী", "বসুমতী", এবং অন্যান্য অসংখ্য সংবাদপত্রও ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, স্থানাভাবশতঃ সকলগুলি দিতে পারিলাম না।

কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিক্ষা।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত।

মূল্য ॥০ ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অসংখ্য হাতে হেতেরে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঘরে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। সুন্দর ছাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং লোকাকাঙ্ক্ষীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াসসাধ্য উপায় সমূহ বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত। এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে, তবে আমাদের আনীত এই পুস্তকখানিই যেন ক্রয় করিবেন। মূল্য ২৲ টাকা ভিঃ পি স্বতন্ত্র। কাপড়ে বাঁধান, পরিষ্কার অক্ষরে বিলাতে প্রকাশিত। যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

How a penny became Thousand Pounds Rs. 2/4/-

How to mend and how to make (secondhand Book) Rs. 1/8

Watch repairing Rs. 1/8

V. P. and postage extra,

বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের ফন্দি সন্ধিও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পন্থা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্ডার করিবেন, পকেট সাইজ, ফুলিসক্যাপ ১৬ পেজি সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ॥৵০ আনা। ভি, পি স্বতন্ত্র।

ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ২৲ যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আমাদের বেশী কর্ম্মচারী নাই যে, সর্ব্বদাই এই কার্য্যে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকন্তু ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায়। সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। যাহা আমাদের নাই, তেমন পুস্তকও অর্ডার করিলে সংগ্রহ করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কমিশন দিলেও পুস্তক রাখা হয়। সে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, "কাজের লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস,
২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য রত্নস্বরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য দামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চক্ষুরত্নকে রক্ষা করিতে যান; কিন্তু তাহাতে হইবার নয়। প্রকৃত নির্দ্দোষ চসমা উৎকৃষ্ট ব্রেজিল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয়; তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্ষুরত্ন রক্ষার যথার্থ সামগ্রী। আমরা চক্ষু পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনাইয়াছি। চক্ষের বিবরণ আমাদিগকে যেন একবার অতি অবশ্য জানান হয়। প্রায় ৩০ বৎসরের দূরদর্শিতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ব্যবস্থামত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই

দে, মল্লিক এণ্ড কোং,
২ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

"শ্রীশ্রীআপদ না[illegible]ীর ব্রতকথা।"

দুই আনার ডাক টিকেট পাঠাইলে একখানা বই পাঠানো হয়।

ঘরে ঘরে প্রচলিত।

১২ খানা একত্রে লইলে—দশ আনা মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার "শতদল"
১৪ নং বনমালী চাটার্জ্জির ষ্ট্রীট, টালা,
কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

১৬শ বর্ষ।	New Series. নব পর্য্যায়।	Vol. XVI.
১১শ সংখ্যা।	NOVEMBER, 1922. নবেম্বর ১৯২২।	No. 11.

Notes of Interest.

আবশ্যকীয় তথ্য-সংগ্রহ।

পূজার অবকাশের পর আমরা আমাদের গ্রাহক, বিজ্ঞাপন দাতা এবং পৃষ্ঠপোষকগণকে বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ এবং অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি, সকলে কুশলে আছেন।

এবার বহুস্থানেই শস্যের অবস্থা আশাপ্রদ, কারণ বৃষ্টির অভাব হয় নাই। অপিচ অতি বৃষ্টির জন্ত উত্তর বঙ্গে ভীষণ জল প্লাবনে লক্ষ লক্ষ লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

উত্তর বঙ্গের প্লাবন পীড়িত দুঃস্থ ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ দেশের লোক যে মহাপ্রাণতার পরিচয় দিতেছেন, ইতিপূর্ব্বে এমনটী কখনও দেখা যায় নাই। স্যার পি, সি রায় দেশের জন্ত যাহা করিলেন, ভারতের ইতিহাসে তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। সুদূর পল্লীগ্রাম হইতেও প্রচুর চাউল বস্ত্র এবং অর্থ সাহায্য আসিতেছে, এ পর্য্যন্ত দুই লক্ষাধিক টাকা এবং রাশি রাশি বস্ত্র এবং চাউল সংগৃহিত হইয়া উত্তর বঙ্গের নানা স্থানে প্রেরিত হইয়াছে। দেশ যে দেশের কল্যাণ সাধনের জন্ত আজ জাগরিত হইয়াছে তার আর সন্দেহ নাই?

মানুষ একবার নিশ্বাস গ্রহণ করিলে যে পরিমাণ বায়ু নির্গত হয়, তাহা আকাশে প্রায় ১২॥ মাইল স্থানে পরিব্যাপ্ত হয়, তাহার পর তাহাতে যে পরিমাণ অক্সিজেন বর্ত্তমান থাকে, তাহা দ্বারা কোন প্রাণীরই জীবন রক্ষা হইতে পারে না।

গুণ্ডা সম্বন্ধে নূতন আইন।

কলিকাতায় গুণ্ডার উপদ্রব এমন বাড়িয়া গিয়াছে যে, সহরে নিরুপদ্রবে তিষ্ঠান দায় হইয়া উঠিয়াছে। কিরূপে ইহাদের দৌরাত্ম্য নিবারণ করা যায়, এ সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতায় গুণ্ডাদলনের জন্ত একটী নূতন বিল উপস্থিত করা হইবে। তাহাতে পুলিশকে এই ক্ষমতা দেওয়া হইবে, যে সব অসচ্চরিত্র ব্যক্তি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করে নাই, তাহাদিগকে পুলিশ বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সী হইতে বাহির করিয়া দিতে পারিবে। এই আদেশ অমান্ত করিলে অপরাধীকে কারারুদ্ধ করা হইবে। কিন্তু পুলিশের হাতে এই অসীম ক্ষমতার অপব্যবহার হইলে অনেক নিরীহও বিপদে পড়ে।

মার্কের মূল্য হ্রাস।

জর্ম্মাণ মার্কের মূল্য ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। এপর্য্যন্ত এক পাউণ্ডে ২১৬০০ মার্ক বিক্রয় হইতেছে।

"পরের মন্দ করিতে গেলে নিজের মন্দ আগে হয়।"

"ডেলী নিউজ" জানাইতেছেন যে, অমৃতসরের কাছাকাছি একটী রেল ষ্টেশনে একজন পথশ্রান্ত মহিলা উক্ত ষ্টেশনের ষ্টেশনমাষ্টারের নিকট ৫০০৲ টাকা রাখিতে দিয়া ষ্টেশনের একপার্শ্বে বেঞ্চিতে রাত্রিযাপন করিতেছিলেন। দুর্ব্বৃত্ত ষ্টেশন মাষ্টার একজন লোককে ১০০৲ টাকা ঘুষ দিয়া স্ত্রীলোকটীকে খুন করিবার বন্দোবস্ত করে। ভগবানের ইচ্ছায় এদিকে ঐ ষ্টেশন মাষ্টারের পুত্র রাত্রিতে মাতাল হইয়া স্ত্রীলোকটীর নিকট আসে এবং তাহার উপর অত্যাচার করিতে গেলে স্ত্রীলোকটী পলায়ন করে। তখন ষ্টেশন মাষ্টারের পুত্র একখানি কম্বল মুড়ি দিয়া সেই বেঞ্চের উপর শুইয়া থাকে, রাত্রিতে হত্যাকার্য্যে নিযুক্ত গুণ্ডাটী আসিয়া স্ত্রীলোক ভ্রমে তাহাকে হত্যা করে। পুলিশ গুণ্ডা ও ষ্টেশন মাষ্টারকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

আনন্দ বাজার।

নূতন সাপ্তাহিক—নদীয়ার কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর বন্দোপাধ্যায় মহাশয় নদীয়া কৃষ্ণনগর হইতে "উকা নামে এক খানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন।

৺ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কলিকাতার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি কয়েকমাস যাবৎ মধুপুরে বাস করিতে ছিলেন; তথায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। খুব ভাল ডাক্তার ছিলেন।

ভাগ্যলক্ষ্মী।

ফোর্ড মোটরকার অনেকেই দেখিয়াছেন। আমেরিকার নিউইয়র্কের অধিবাসী মিঃ হেনরী ফোর্ড এই মোটরগাড়ীর আবিষ্কারক। নিউ ইয়র্ক সহরে এই মোটর গাড়ী নির্ম্মাণের তাঁহার এক বিরাট কারখানা আছে। এই মোটর গাড়ীর কারখানার আয়ে তিনি এক্ষণে জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ধনী বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। অনেকের ধারণা এই যে, রথচাইলডই জগতের মধ্যে প্রধান ধনী। কিন্তু মিঃ ফোর্ডের যেরূপ আয়, তাহাতে এক্ষণে তিনিই জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ধনী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন।

নিউ ইয়র্কের ফাইনান্সিয়াল নিউজ এজেন্সি বলেন, মিঃ ফোর্ড যে কারখানা স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে এক্ষণে ৬০০ কোটি টাকা মূলধন আছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার নিকট নগদ ৫৪ কোটি টাকা আছে। সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায় হইতে বর্ত্তমানে তাঁহার দৈনিক আয় ১৫ লক্ষ টাকা। ফোর্ড মোটর কার আবিষ্কার করিয়াই তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হয়। তাহার পর লক্ষ লক্ষ গাড়ী বিক্রয়েও ঐ সকল গাড়ির অংশ সকল বিক্রয় করিয়া এক্ষণে তিনি প্রচুর লাভবান হইতেছেন।

বন্যার কারণ কি?

ডাঃ বেণ্টলী ও সার সুরেন্দ্রের মত।

বন্যা প্রপীড়িত লোকদের সাহায্যকল্পে কবিরাজ অনাথনাথ রায় সান্তাহার গিয়াছিলেন। বন্যার কারণ সম্বন্ধে বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি বাঙ্গালার স্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টর ও সেনিটারী কমিসনার ডাক্তার বেণ্টলী, স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজসাহীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রিড, জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান খাঁন বাহাদুর এমাদুদ্দীন আহম্মদ, কলিকাতা করপোরেশনের চেয়ারম্যান সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ও অনেক স্থানীয় কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ডাক্তার বেণ্টলী বলেন, "রেলের বাঁধ ও জেলা বোর্ডের রাস্তাগুলিই এইরূপ বন্যার অন্যতম কারণ। ঐ গুলি থাকায় জল বৃষ্টির জল সরিয়া যাইতে পারে না। ঐ প্রদেশে রেল লাইন উত্তরদিক হইতে দক্ষিণদিকে গিয়াছে, কিন্তু জমির ঢালু পূর্ব্বদিকে। ফলে, বৃষ্টির জল সরিয়া যাইবার সময় ভয়ানক বাধা পায়। রেলের লাইন ও রাস্তাগুলির মধ্যে জল নিষ্কাশনের পথ অতি অল্পই আছে। বাঙ্গালায় যে আজকাল বৎসর বৎসর বন্যা হয়, যথেচ্ছভাবে তৈরী রেল লাইন গুলিই ইহার জন্য দায়ী। বর্ত্তমান বন্যার কারণও ঠিক ইহাই। বন্যার স্থানে আসিয়াই আমি সরকারকে এ বিষয়ে লিখিয়া পাঠাই।"

অনাথবাবু সার সুরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিলে সুরেন্দ্রনাথ বলেন, অত্যধিক বৃষ্টিপাতই এই বন্যার কারণ। বৃষ্টির ফলে জেলা বোর্ডের রাস্তাগুলি এবং রেলের বাঁধগুলি ভাঙ্গিয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথের মতে, দেশের সেচবিভাগের উন্নতি হওয়া আবশ্যক, ইহা দ্বারা জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পাইবে এবং দেশের সাধারণ স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হইবে।"

ডাক্তার বেণ্টলী রেল ও জেলাবোর্ডের দোষ দেখাইলেন, আর সুরেন্দ্রনাথ সৃষ্টির দোষে রেল ও জেলাবোর্ডের ক্ষতি হয় বলিলেন—কোনটা সঙ্গত সাধারণে বিচার করুন।

কেরাণীর মহত্ত্ব।

বাবু প্রভাতকুমার বসু, কারেন্সী অফিসের কটিন্ ক্লার্ক। গত ১৮ই অক্টোবর ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সেক্রেটারি জনৈক সাহেব কর্ম্মচারির হাত দিয়া, কারেন্সী অফিসে জমা দিবার জন্য ২২১০০০৲ টাকা পাঠাইয়া দেন। ঐ সাহেব কর্ম্মচারিটি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সেক্রেটারি ও ধনাধ্যক্ষের সহিযুক্ত একখানি চিঠি সমেত কতকগুলি নোট প্রভাত বাবুকে দেন, প্রভাত বাবু গণিয়া দেখেন যে, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সেক্রেটারি ভুলক্রমে ২২১০০০৲ টাকার পরিবর্ত্তে, ২২০১০০০৲ টাকা পাঠাইয়াছেন। প্রভাত বাবু তাঁহার উপরওয়ালাকে এ কথা জানাইয়া তাঁহার অনুমতি অনুসারে অতিরিক্ত ১৯৮০০০০৲ টাকা ঐ সাহেব কর্ম্মচারিকে ফেরত দেন। প্রভাত বাবু ৭।৮ বৎসর মাত্র কারেন্সী অফিসে চাকরি করিতেছেন। আজকালকার দিনে এরূপ সাধুতা খুব কমই দেখা যায়। এজন্য প্রভাত বাবুকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করা উচিত।

দিয়াশলায়ের কারখানা।

১৯০৫ সনে যাট লক্ষ টাকার দেয়াশলাই ভারতে আমদানি হইয়াছিল। এই আমদানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া গত বৎসর প্রায় তিন কোটী টাকায় পরিণত হইয়াছে। বহুদিন হইতে এই দেশে দিয়াশলাইএর কারখানা স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। উপযুক্ত কাঠ এবং এই দেশে আর যাহা অনুযায়ী মশলার অভাবে তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ১৯০৭ সনের স্যার রাসবিহারী ঘোষ ও বাবু শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় একটী কারখানা স্থাপন করেন। সেই কারখানায় ভারতবর্ষের যাবতীয় কাঠেরও মাল মসলা প্রভৃতির রীতিমত পরীক্ষা হয়। দার্জ্জিলিঙ্গ এবং সুন্দরবনে দিয়াশলাইয়ের কাঠি ও বাক্সের উপযোগী দুই রকম কাঠ পাওয়া যায়, ইহা ভিন্ন সিমুল ও কদম প্রভৃতি আরও দু এক রকম কাঠ উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু তাহা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না বলিয়া উল্লেখযোগ্য নহে। উপরোক্ত দুই জাতীয় কাঠে যে দিয়াশলাই প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। ঐ সকল দেয়াশলাই সুইডেন প্রভৃতি দেশের দিয়াশলাই অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট ছিল না। ঐ দিয়াশলাই এবং ঐ কারখানার পরিচালক মিঃ পূর্ণচন্দ্র রায়, সম্বন্ধে বহুবার সঞ্জীবনী এবং অন্যান্য সাময়িক পত্রিকায় উল্লেখিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এই কারখানার রিপোর্ট ফরেষ্ট বিভাগের কাগজে প্রকাশ করিয়াছেন।

দুঃখের বিষয়, উপরোক্ত কারখানা কলিকাতায় স্থাপিত হওয়ায় আবশ্যক মত এবং স্বল্প ব্যয়ে কাঠের সরবরাহ করিতে পারা যায় নাই।

(সঞ্জীবনী)

আয় বাড়ে নাই।

ভাড়া বাড়াইলেই আয় বাড়িবে এইরূপ ধারণায় এ দেশের রেল কোম্পানীরা রেলের ভাড়া বাড়াইয়াছেন। কিন্তু ফলে উল্টা উৎপত্তি হইয়াছে। বিগত ২৭ সপ্তাহে ভারতীয় রেলওয়ে সমূহের আয় ব্যয়ের হিসাবে প্রকাশ পাইয়াছে যে, ঐ সময়ের মধ্যে ২ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা আয় হ্রাস হইয়াছে।

রবারের মোটরকার।

মিঃ ফ্রেডেরিক কুই রবারের সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া লণ্ডনের ইঞ্জিনিয়ারস্ ক্লাবে একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। তিনি বলেন, রবারের দ্বারা শীঘ্রই এমন কাগজ তৈয়ী হইবে, যাহার দ্বারা খবরের কাগজ, সস্তা দামের বই ছাপানো বেশ চলিবে। তার দাম যে এখনকার কাগজের চাইতে ঢের কম পড়িবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কেবল তাহাই নহে, রবারের দ্বারা ঘরের দেয়াল নানারূপ চিত্র বিচিত্র বেশ-ভূষায় সুসজ্জিত করা চলিবে। যেদিন রবার দিয়া মুড়িতে পারা যাইবে, সেদিন বেশী দূরে নহে। তখনই আমরা রবারের সত্যিকারের গুণ বুঝিতে পারিব।"

(স্বরাজ)

মিঃ কুই আরো বলেন যে, রবারের ব্যবসায় কাগজ নির্ম্মাণেই যে শেষ হইবে তাহা নহে। আজকাল চামড়া দিয়া যে সব জিনিষ তৈরী হয়, তাহার অধিকাংশ জিনিষই রবার দিয়া তৈরী করা চলিবে। পিচ্ বোর্ডও রবার দিয়েই তৈরী করা চলিবে, এমন কি দরজা জানালা, আসবাব পত্র সব কিছুই এই রবার দ্বারা তৈরী হইবে। মোটর গাড়ীও কালক্রমে তৈরী হওয়া বিচিত্র নহে। জয় রবারের জয়।

(স্বরাজ)

জেলাবোর্ডে মহারাজ।

কাশীমবাজারের মহারাজ স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর মুর্শিদাবাদ জেলবোর্ডের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

জার্ম্মাণীর ভূতপূর্ব্ব সম্রাট।

হল্যাণ্ড ডুর্ণের ২৫শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, জর্ম্মণীর ভূতপূর্ব্ব সম্রাট এখন জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছেন, এখন আর তিনি দেহরক্ষী লইয়া রাস্তায় বাহির হন না। বাগানের ফুলের গাছের কেয়ারী তৈয়ার করিতেছেন। তিনি কেয়ারী তৈয়ার করেন, আর রাস্তায় দাঁড়াইয়া সাধারণ লোকেও তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলে। সম্রাটের এখন আর একটুও সম্রাট বলিয়া অহঙ্কার নাই। তাঁহার বাড়ীর ধারে যে প্রকাণ্ড নিবিড় অরণ্য আছে, সম্রাট তাহা কাটিয়া ছাঁটিয়া ছোট পাতলা করিতেছেন। সময়ে তিনি আপন হাতেও কুঠার দ্বারা বৃক্ষ ছেদন করেন। বাগানে কাজ করিবার সময় তিনি সামান্য একটা শার্ট গায়ে দিয়া থাকেন মাত্র। তিনি রাজ্য-ভ্রষ্ট হইয়া এখনও বেশ আনন্দিত ও হৃষ্টপুষ্ট আছেন। সময়।

মন্ত্রীদের বেতন।

বিলাতের নব নিযুক্ত মন্ত্রী 'সভায় বিভিন্ন সদস্যগণ নিম্নলিখিত হারে বেতন পাইবেন—প্রধান মন্ত্রীও ফার্ষ্ট লর্ড অব ট্রেজারি বৎসরে পাউণ্ড ৫০০০, কাউন্সিলের লর্ড প্রেসিডেণ্ট ২০০০, চান্সেলার অব দি এক্সচেকার ৫০০০, লর্ড প্রিভিসিল ৫০০০, লর্ড চান্সেলার ১০০০, সেক্রেটারি অব ষ্টেট:—হোম সেক্রেটারি ৫০০০; বৈদেশিক সেক্রেটারি ৫০০০, ঔপনিবেশিক সেক্রেটারি ৫০০০, যুদ্ধ বিভাগীয় সেক্রেটারি ৫০০০, ভারত সচিব ৫০০০, ফার্ষ্ট লর্ড অব দি এডমিরালটি ৫০০০, স্বাস্থ্য মন্ত্রী ৫০০০, বোর্ড অব ট্রেডের প্রেসিডেণ্ট ৫০০০, শ্রমিক মন্ত্রী ২০০০, শিক্ষা বোর্ডের সভাপতি ২০০০, স্কটল্যাণ্ডের সেক্রেটারি ২০০০, এটর্নি জেনারেল ৫০০০; (ইহা ছাড়া তিনি কি পাইবেন), লর্ড এডভোকেট ৫০০০ পাউণ্ড। ১ পাউণ্ড প্রায় ১৫৲ টাকা। ইংরাজ রাজ্যের শাসন ব্যয় খুব লম্বা বটে।

উড়ের কাণ্ড।

গত এপ্রিল মাসে ৫১ নং নিমু গোস্বামীর লেনের বাবু সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু উকীল মহাশয় একজন উড়িয়া পাচক রাখেন; কিছু দিন পর লোকটা ২৫০০ টাকার অলঙ্কার লইয়া চম্পট। যথাসময়ে এই ব্যাপার পুলিশকে জানান হয়। পুলিশ অনুসন্ধান করিয়া লোকটাকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং এই সঙ্গে গোস্বামী পট্টনায়ক নামে একব্যক্তিকেও গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহার বাড়ীর ৩টী স্ত্রীলোক অপহৃত অলঙ্কারগুলি পরিধান করিতেছিল, তাহাদিগকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তবে সম্প্রতি তাহারা জামীনে মুক্ত আছে। উড়িয়ারা এইরূপ কাজে বেশ দক্ষ আছে। এরা ১ পয়সার জিলিপি আন্‌তে গেলেও তার এক প্যাঁচ্ পাব্‌ড়ী খুলে খেয়ে ফেলে। উপ্‌রী লাভ কর্‌তে এরা বেশ জানে।

সর্প দংশনের চিকিৎসা।

বহুদিন পূর্ব্বে হিতবাদীতে আসাম মরিশান হইতে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন "আমি ৭।৮ বৎসর আসাম প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারী কার্য্য উপলক্ষে ঘুরিতেছি এবং এদেশের ঔষধাদির খোঁজ লইয়া থাকি। আলোচ্য ঔষধের বিষয়ে আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। কোন বৃদ্ধা নাগার নিকট হইতে এই ঔষধটী জানিতে পারিয়াছি। এই ঔষধে অজ্ঞান অবস্থার রোগীও আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। বিষকাটালির রস অর্দ্ধতোলা দ্রোণপুষ্পের গাছের রস অর্দ্ধতোলা কিঞ্চিৎ লবণ মিশাইয়া রোগীর চক্ষের ভিতর কয়েক ফোটা দিতে হইবে, রোগীর অচৈতন্য বা মৃত্যু লক্ষণ দেখা দিলেও ক্ষতি নাই, চক্ষু উলটাইয়া ফোটা দিতে হইবে। দেওয়া মাত্র রোগী একটা চিৎকার করিয়া গভীর অবসাদে নিদ্রাতুর হইয়া পড়িবে, তাহাতে ক্ষতি নাই। কিঞ্চিৎ অধিক ঘণ্টা পরে রোগী চক্ষু মিলিবে। উঠিতে না দিয়া সেই অবস্থাতেই দুগ্ধ কিম্বা অত্যন্ত লঘু পথ্য দ্বারা ক্রমে সারাইয়া উঠাইতে হইবে।

২য় ঔষধ। রোগীর মুমূর্ষু অবস্থা হইলেও জীবনের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিবে না। জয়পালের বীজের রস ৪আনি মাত্রায় রোগীর মস্তক চিরিয়া পুরিয়া দিতে হইবে, কিছু পরেই রোগীর জ্ঞান সঞ্চার হইতে থাকিবে। হঠাৎ আবশ্যকের জন্য এই ঔষধের আরক তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছি, দুই রকম ঔষধের মূল্য বার আনা মাত্র।

১। একটা মামা ভাগ্না গাছের শিকড় বাঁটিয়া খাওয়াইলেও উপকার হয়।

২। সুপাঙ্গ (অপাঙ্গ গাছ কলি উপর মুখো হয়) গাছের শিকড় এক কুচি ও জামরুলের শিকড় একটু কিঞ্চিৎ লবণ দিয়া খাওয়াইলে উপকার হয়।

৩। বনভাঁটের শিকড়ের রস আধপোয়া খাওয়াইলে উপকার হয়।

৪। বরুণ ফুলের শিকড় আড়াইটা গোলমরিচের সহিত বাঁটিয়া খাওয়াইবে। যে পর্য্যন্ত বিষ উঠিয়াছে, তাহার উপর ক্ষত করিয়া ঐ ঔষধ লাগাইয়া দিতে হইবে।

৫। কাঁটা নটের গাছ ও শিকড় বাঁটিয়া আধপোয়া রস খাওয়াইলে একবার বমি হইয়া আরোগ্য হয়।

৬। একটা পানে করিয়া এটেল মাটি ও লবণ কিঞ্চিৎ খাওয়াইবে।

৭। লজ্জালুগাছের মূল চাউল ধোয়া জলের সহিত বাঁটিয়া খাওয়াইতে হয়।

৮। ভুঁয়ুরিয়ার মূল গোলমরিচের সহিত খাইতে হয়;

৯। আকন্দের মূল গোল মরিচের সহিত খাইতে হয়।

১০। আটিয়া কলার মূল ৩টা গোল-মরিচের সহিত বাটিয়া খাওয়াইলে বোড়া সাপের বিষ নষ্ট হয়।

১১। কাঁকরোলের শিকড় বাঁটিয়া খাইলে কাঁকড়া বিছা বা সাপে কামড়াইলে উপকার হয়।

শরীরে সর্প বিষ হইয়াছে কিনা জানিবার জন্ম পরীক্ষা—বিষ থাকিলে কুড়চির শিকড়ের ছাল খাইলে মিষ্ট লাগে। উপরোক্ত ঔষধ গুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

ডাক্তার—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার।
কৃষ্ণনগর গোয়াড়ী, নদীয়া।
মেঃ হিঃ।

আমাদের জিজ্ঞাস্য।

সুপাঙ্গ কি? আপাং নাকি? বরুণ গাছের এদেশে কি নাম? মামা ভাল্লা গাছ কেমন? এদেশে পাওয়া যায়? ডাক্তার বাবু এই গুলির বিস্তারিত বিবরণ দয়া করে লিখে পাঠালে "কাজের লোকে" প্রকাশিত হ'তে পারবে।

কাঃ সঃ।

মিনার্ভা ভস্মীভূত।

গিরিশচন্দ্রের বড় সাধের মিনার্ভা থিয়েটার বাড়ী ভস্মীভূত হইয়াছে! বিলাতের প্রসিদ্ধ ডুরি লেন থিয়েটার ভস্মীভূত হইলে, বিলাতের নাট্যামোদী সাহিত্যিকদের হৃদয়ে যেমন আঘাত লাগিয়াছিল, বাঙ্গালার নাট্যামোদী সাহিত্যিকদের যদি তেমন হৃদয় থাকে, তাহা হইলে আজ মিনার্ভা থিয়েটার ভস্মসাৎ সংবাদে তেমনই আঘাত পাওয়া উচিত। শুনা যায় বেলা ১১টার সময় ইলেকট্রিক তার পুড়িয়া মিনার্ভা থিয়াটারের প্রায় সব বাড়ীই পুড়িয়া গিয়াছে। মিনার্ভা থিয়াটারের বাড়ীর অনেক ইতিহাস। ঐ বাড়ীরই পূর্ব্ব সংস্করণ আদি পেশাদার থিয়েটার ন্যাশনাল থিয়াটারের বাড়ী, আর দ্বিতীয় সংস্করণ মিনার্ভা থিয়েটার বাড়ী। ইহার প্রথম সংস্করণেও গিরিশ বাবু, দ্বিতীয় সংস্করণেও গিরিশ বাবু। তবে মিনার্ভা রূপে দ্বিতীয় সংস্করণে ইহাতে গিরিশ বাবুত্ব কিছু বেশী। ষ্টার থিয়াটারের স্বত্বাধিকারী দের সহিত মনোমালিন্য হওয়াতে গিরিশ বাবু ঠাকুর বাড়ীর দৌহিত্র সন্তান নগেন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ধনিরূপে লইয়া নিজে কর্ম্মি-রূপে সেই পরিত্যক্ত ভগ্নপ্রায় ন্যাশনাল থিয়েটার বাড়ী নব নির্ম্মিত করিয়া মহা-সমারোহে মিনার্ভা থিয়েটার নামে উদ্বোধন করেন, সেদিনকার সে মহাসমারোহের কথা থিয়েটার যাত্রীদের মধ্যে এখনও যাঁহাদের মনে আছে, মাত্র তাঁহারাই বুঝিবেন সে কি সমারোহ ব্যাপার। জগৎ কবিসেক্সপীয়রের অমর নাটক "ম্যাকবেথ" বঙ্গ-কবি গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালা নাটকে পরিণত করিয়া মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চ ডালির প্রথম কুসুম স্তবকরূপে জনসাধারণের সম্মুখে ধরেন। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত এই মিনার্ভা থিয়েটার কত পরিচালকের হাতফের হইল। কিন্তু এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ থিয়েটার এমন ভাবে যে পুড়িয়া নষ্ট হইবে, তাহা কখন ভাবি নাই! আজ একটি কথা মনে হইতেছে। একজন প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী "নাট্যমন্দির" কাগজে লিখিয়াছিলেন যে, ন্যাশন্যাল থিয়েটার বাড়ীর ঐ জায়গাটাকে সেকালের লোকে হানা জায়গা বলিত, ঐ হানা জায়গায় বাড়ী করিয়া ন্যাশনাল থিয়েটার খুব চলতি থিয়েটার হইলেও যতগুলি ধনী সন্তান পর পর উহার স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ফেল হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ হানা জায়গা যে মিনার্ভা থিয়েটারকে একেবারে হনন করিয়া লইবেন তাহা ভাবি নাই। মিনার্ভা থিয়েটারের বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ মিত্র ঐ স্থানে বাস্তু যাগ করিয়া আবার বিলাতের ড্রুরিলেন থিয়েটারের ন্যায় মিনার্ভা থিয়েটার বাটী পুনর্নির্ম্মিত করুন। আঃ বাঃ

ভীম ভবানীর মৃত্যু।

বাঙ্গলার গৌরব মহাবীর ভীম ভবানীর নাম সকলেই জানেন। মানবের দৈহিক শক্তি যে কত বেশী হইতে পারে, তাহার প্রমাণ তিনি দিয়াছেন। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, তিনি আর ইহ জগতে নাই। সেদিন কলিকাতার দক্ষিণস্থ গড়িয়া নামক স্থানে তিনি উত্তর বঙ্গ প্লাবনের সাহায্যের জন্য আগামী সার্কাসে তাঁহার দৈহিক শক্তির শেষ অভিনয় করিয়াছেন। ইহার পর রবিবার দিন তাঁহার মাথায় একটু বেদনা হয়। এই বেদনা হইতেই পরে জ্বর হয়। মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ বার্ণাডো ভীম ভবানীর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া পরীক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার বুকে প্রায় চারি ইঞ্চি পরিমাণ চর্ব্বি জমা হওয়ায় হৃদযন্ত্র পরীক্ষাকারী ডাক্তারা যন্ত্র তাহার অক্ষমতা জানায়। তাঁহার হৃদযন্ত্র সম্বন্ধে ডাক্তার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ৩৩ বৎসর ৮মাস বয়সে তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। আট জন বলিষ্ঠ লোক তাঁহার শব শ্মশানে লইয়া গিয়াছিল। শত শত লোক শবের অনুগামী হয়। তাঁহার শোকাতুরা বৃদ্ধা মাতা ও ভ্রাতৃগণকে আমরা সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

আর কেন? পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

ডাকটিকিটে লাভালাভ।

—স্ব—

ডাকটিকিটের মূল্যবৃদ্ধি করায় উহাতে গবর্ণমেণ্টের কিরূপ লাভালাভ, হইল তৎসম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করিবার জন্য মিঃ জে চৌধুরী গত সেপ্টেম্বর মাসে ব্যবস্থাপক সভায় একটি প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে উত্তর প্রদান করা সম্ভব হয় নাই। সম্প্রতি পাবলিক ওয়ার্কস্ বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ ক্রুকশাঙ্ক ইহার নিম্নলিখিত রূপ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন :—

ডাকটিকিটের মূল্য বৃদ্ধির ফলে চিঠি এবং পোষ্টকার্ডের সংখ্যা হ্রাস হইয়া গিয়াছে। গত বৎসর যত চিঠি ও পোষ্টকার্ড ব্যবহৃত হইয়াছিল, মূল্যবৃদ্ধির পরে উহার শতকরা ২৩ হিসাবে কমিয়া গিয়াছে। তবে ইহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় না যে, এই হ্রাস মূল্যবৃদ্ধির জন্য ঘটিয়াছে কি ব্যবসা বাণিজ্যের মন্দা অবস্থার জন্য ঘটিয়াছে। গত এপ্রেল মাসের ৭ দিন মাত্র বর্দ্ধিত মূল্যে ডাক ষ্ট্যাম্প বিক্রীত হইয়াছিল; কিন্তু ঐ মাসে ডাকটিকিটের বিক্রয় বিলক্ষণ হ্রাস হইয়াছিল। উহাতে বুঝা যায় যে, এই হ্রস্বতার মূলে অন্য কোনও কারণ আছে। এখন চিঠি পত্রের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে এবং আশা করা যায় যে, এই বৎসরের শেষভাগে উহা পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। বড় বড় সহরে চিঠির সংখ্যা খুবই কমিয়া গিয়াছে; কিন্তু পল্লীগ্রাম সকলে তাদৃশ হ্রাস পায় নাই। ডাকটিকিটের মূল্য বৃদ্ধিতে ভ্যালুপেয়েবল প্যাকেটের সংখ্যা হ্রাস হয় নাই ও মনিঅর্ডারের কমিশনও কমে নাই। চিঠি পত্রের সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে বটে, কিন্তু আয় খুব বৃদ্ধি হইয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় প্রতি সপ্তাহে ১॥ লক্ষ টাকা আয় বাড়িয়াছে। তা হলেই হলো।

Technical Education.
কার্য্যকরী শিল্প-শিক্ষা।

—:•:—

এদেশে প্রায় সর্ব্বশ্রেণীর লোকেই বলচেন যে, যে শিক্ষা এতদিন চলে আসচে এ শিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা প্রায় সকলের পক্ষেই হতাশা পূর্ণ। উকিল ডাক্তারগণের কাহার কাহারও ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় বটে, আর দেশে সেই লোভে যে এতদিন ভেড়ার দলের মতন লোকের উচ্চ শিক্ষার দিকে দৃষ্টি ছিলো, তাও এখন সকলের পক্ষে সুবিধা জনক হবে না এই কথা এখন লোকে বুঝ্‌চে। তাই লোকের বিশ্বাস দাঁড়াচ্চে যে, শিল্পশিক্ষা দ্বারা অন্ন সংস্থানের হয়তো সুবিধা হতে পারে। —তাই কার্য্যকরী শিল্পশিক্ষা প্রচলনের জন্য লোকের এত কর্ণবধিরকর চিৎকার এবং এই চিৎকারধ্বনী যে অসঙ্গত, তা বলা চলে না—আশু অন্নকরী শিল্প বাণিজ্য শিক্ষার প্রচলন হওয়া যে এদেশের মত দেশের —যার দুর্ভিক্ষ অন্নকষ্ট অঙ্গের আভরণ স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এ হেন দেশের পক্ষে যে একান্ত আবশ্যক, তা বলাই বাহুল্য মাত্র।

কিন্তু এই শিল্প শিক্ষা বল্‌তে আমাদের আপামর সাধারণ আগে কি বুঝ্‌ব, তারই স্থির করায় দরকার বেশী। এদেশে শিল্প শিক্ষার তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি না থাক্‌লেও অনেকে বিদেশ—যথা ইংলণ্ড জার্ম্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশে যেয়েও শিক্ষা লাভ করে এসেছেন। তাঁদের দশা কি দাড়িয়েছে? দেশে এসে তাঁরা মূলধনের অভাবে কোন প্রচেষ্টা সফল কর্ত্তে পারেন নাই। কোন ধনীও মূলধন ন্যস্ত করে তাঁদিকে কাজে লাগিয়ে দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানও করেছেন, এমন দৃষ্টান্তেরও প্রাচুর্য্য নাই। সুতরাং শিল্পশিক্ষাই সার হয়েছে মাত্র, দেশের বা শিল্পীর বিশেষ কিছু উপকার হয়েছে, তাতো বলা যায় না। তাহলেই আমাদের এমন কোন রকমের শিল্পশিক্ষা করার দরকার, যার দ্বারা শিল্পী অল্প মূলধনে, বা ধনী সাধ্যমত ব্যয়ের কোন প্রতিষ্ঠান কর্ত্তে পারেন। ট্যাঁকের দিকে তাকিয়ে যেমন সামর্থ, সেইরূপ শিক্ষার আবশ্যক হবে। বড় বড় শিল্প শিক্ষা করে এসে চাকুরী খুঁজে বেড়াতে যদি হলো, যদি সে শিল্পের দেশী ধনীর নিকট চাহিদা না রইল, তবে জাত গেল, পেট্ ভর্‌লো কৈ? অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা চাই। কুটীর শিল্প দ্বারা এই অভীষ্ট সিদ্ধ হতে পারে। জাপানের কুটীর শিল্প দ্বারা জাপানের অসীম উন্নতি, জার্ম্মানী, ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানেও আমেরিকাতেও অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ শিল্পের প্রতিষ্ঠান আছে। সেখানে খেলনা প্রস্তুত, এন্‌ভেলপ প্রস্তুত, জুতার ফিতে, লেসবোনা, পাথার কাজ, সূত্রধরের কাজ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামারের কাজ, কত বলবো—অসংখ্য ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানজাত দ্রব্যে জগতের বাজার পরিপূর্ণ। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানও উপেক্ষার নয়। আমাদের এদেশে জনসাধারণের এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রস্তুতের শিল্প শিক্ষারই দরকার। অন্য দেশের বড় বড় প্রতিষ্ঠান দেখে মুলো বাড়ালে কি হবে? দেশ যে অন্তসার শূন্য হয়ে উঠেছে। হাতে হেতেরে কিছু শিখে অল্প অল্প মূলধন দিয়ে কুটীর শিল্পের উৎকর্ষতা সাধন কল্লে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধি হবে. তখন দেশের

প্রকৃত উন্নতির প্রথম সোপান গঠিত হবে। বিদেশী আইডিয়া কপ্‌চালে কি হবে? অর্থের অভাবেই লোকে ভীরু কাপুরুষ পশু—যা বল, তাই হয়ে পড়েছে। দেশের অর্থাভাবই এই কাপুরুষতার মূল। পয়সা থাকলে লোকে নির্ভয়ে মৃত্যুকেও আলিঙ্গন কর্ত্তে পারে, তার পরিবারবর্গ যে তার অভাবে অনাহারে মরবে না, এইটী বুঝতে পাল্লেই তার সব দুশ্চিন্তা ঘুচে যায়। যত কাহিল করেছে অভাবে। সেইজন্য এ দেশে শিল্প শিক্ষার আবশ্যক। তা সে শিল্পের বড় বড় ধারণা কল্লে চলবে না, হাতকে চেয়ে কল বড় হলে ধরতে পারা যায় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানেই আমরা বড় হব।

শস্য রপ্তানী।

—:০:

অর্থ নীতিজ্ঞগণ বলে থাকেন, দেশের শস্য রপ্তানী না হলে দেশের অর্থ স্বাচ্ছল্য হতে পারে না। একথা খুব সত্য। কিন্তু এটাও তো মিথ্যা নয়, যে দেশের অভাব মোচন না করে সমস্ত শস্য রপ্তানী হয়ে গেলে দেশের অন্নকষ্টও অনিবার্য্য। এদেশের কৃষকের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়, ঋণদায়ে সে এমন দায়গ্রস্ত যে সারাবছর কঠোর পরিশ্রম করে সে যে শস্য উৎপন্ন করে, সে দুদিনও ঘরে রাখ্‌তে পারে না, মহাজনগণের তাড়নায় সুদের দায়ে সে তার জীবিকার একমাত্র সম্বল শস্যগুলি প্রকৃত মূল্যের কম দামেও বেচে ফেলে। সে অন্নরাশী রপ্তানী হয়ে বিদেশে চলে যায়, ভারতের তাই অন্নকষ্ট হলে হাহাকার উঠে যায়। সে কালে শস্য বিদেশে রপ্তানী হতো না, দেশের শস্য দেশের অভাব মোচনের জন্যই দেশে ঘুরে বেড়াতো, তাই চাল, ধান, তেল, ঘী তরি তরকারী সকল জিনিসই সুলভ ছিল। রপ্তানী হয়ে বিদেশে চলে যাওয়াতেই ভারতের অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়েছে। অভাবের তাড়নায় দেশের লোককে তার শস্য বেচতেই হবে, না হলে তার সাংসারিক অন্যান্য খরচ চালান দায় হবে! এ রকম ব্যাপার শুধু আমাদের দেশেই যে হয় তা নয়। আয়রলণ্ডেরও কৃষকগণের এই রকম অবস্থাই আগে ছিল। তারপর তারা কো-অপারেটীভ পদ্ধতি—যাকে বলে সমবায়, সেই পদ্ধতি চালিয়ে নিজেরাই কিছু কিছু করে টাকা দিয়ে সমবায় সমিতি স্থাপন কল্লে। সেই টাকায় নিজেদের শস্য নিজেরা রক্ষা কর্ত্তে লাগলো, কৃষকদিগকে সমবায় ব্যাঙ্ক হতে অভাবের সময় টাকা দেওয়া হতে লাগলো। শস্য জন্মালে তাদের সমবায় সমিতি শস্য কিনে নিয়ে জমা করতে লাগ্‌লো, আর নিজেরাই দেশের অভাব মোচন করে উদ্বৃত্ত শস্য উচ্চ মূল্যে বিক্রি করতে লাগলো। এতে অর্থ স্বাচ্ছল্য এবং অভাবও মোচন হয়ে তাদের অবস্থা এত উন্নত হয়ে উঠলো যে, তা আজ উল্লেখযোগ্য উন্নতি। আয়রলণ্ডের কৃষক আজ আর দরিদ্র নয়, কৃষকেরও উন্নতি হলে কৃষির উন্নতি হতেই হবে, সে তখন মূল্যবান কৃষিযন্ত্র, বলদাদি কিন্‌তে পারবে, উন্নতি না হয়ে আর যায় কোথা। পরস্পরের পরিশ্রম জাত দ্রব্য নিজেদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে নিয়ে তারা তখন সুখেই থাকবে, হিংসা নীচতা, সংকীর্ণতা দেশ হতে দূর হয়ে যেয়ে একটা একতা স্থাপন হয়ে যাবে। তখন দেশের সমস্ত লোকই এক উদ্দেশ্যসূত্রে গাঁথা যেয়ে বড় বড় কাজ কর্ত্তে পারবে। একতা মুখের কথায় তো আসে না। ভারতের অনেক লোকই দরিদ্র হলেও ধনীও যে নাই তা নয়, যাঁদের টাকা আছে, তাঁরা এই উপায়ে অনেকগুলি ধনী একত্র হয়ে প্রথমে এই সমবায় পদ্ধতিতে অর্থ ন্যস্ত করে কৃষকের অবস্থার উন্নতি কর্ত্তে পারেন, সেই কৃষকের অবস্থার উন্নতি হলেই সেও সমিতির সভ্য হবে। প্রচুর অর্থ তখন সমবায় ব্যাঙ্কে জমা হবে। তখন অর্থলোলুপ মহাজনদের অঙ্গুলী নির্দ্দেশে তাদের কষ্টলব্ধ শস্য আর যা তা দরে বিক্রি করে ফেলতে হবে না, সবাই তখন এক সংসারের ছেলেদের মতন পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে প্রকৃতই এক হয়ে যাবে। এই যে শুভ অনুষ্ঠান, তা এদেশে কখন হবে? এই গুলিই তো আসল কাজের মত কাজ। দেশের কৃষককুলকে এই রহস্য বুঝিয়ে দেওয়া হোক, তাদিকে প্রকৃত মুক্তির পন্থা দেখিয়ে দেওয়া হোক, তবে দেশের মঙ্গল হবে। দেশের যারা ভিত্তি, সেই কৃষকের কথা কেউ ভাব্‌চে না, অথচ আপদে বিপদে তা দিকে ডাক্‌চে, সে ডাকে কেউ সাড়া দেবে কি?

Facts worth noting.

নূতন কাগজ।

বর্দ্ধমান কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে বর্দ্ধমান হতে "বর্দ্ধমান" নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র বাহির হচ্ছে। আমরা এই নব সহযোগীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

"কেরাণী মহল"

আমরা কয়েক সপ্তাহ হতে "কেরাণী মহল" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র পাচ্ছি। "কেরাণী মহলে" কেরাণী জগতের মুক্তির কথা থাকবে। যে কয় সংখ্যা আমরা পেয়েছি, তাতে সহযোগীর বেশ কৃতিত্বই প্রকাশ পেয়েছে। লেখা, কাগজ—সবই ভাল। বার্ষিক দক্ষিণা সডাক ৩৲ মাত্র। নগদ মূল্য ৴১৫, অল্প বেতনের কেরাণীদের জন্য বিশেষ সুবিধাজনক ব্যবস্থা করা হবে। "কেরাণী মহলের" কার্য্যালয়, ১১নং দুর্গাচরণ পিথোরির লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

মিষ্টিক চারম কোম্পানী কলিকাতা ১২৩নং লোয়ার সার্কুলার রোড, কারমলীন বিল্ডিং এই ঠিকানা হতে "স্পর্শমণি" নামক একটী কবচ দিয়ে থাকেন। ভারতের প্রায় সমস্ত কাগজেই এর বিজ্ঞাপন বেরুচ্চে, বোধ হয় পাঠকগণ দেখেছেন। এই "স্পর্শমণি" বহু লোকেই কিনেছেন বিক্রয়ও প্রচুর,। সম্প্রতি আমাদের কোন পরিচিত ব্যক্তি এবং গ্রাহক ইহা ব্যবহার করে জানিয়েছেন যে, "আমি বিশেষ উদ্দেশ্যে একটী "স্পর্শমণি" চুপি চুপি আমিয়ে ধারণ করে ছিলাম—আমার সে উদ্দেশ্য নিরাশাময় হলেও সফল হয়েছে। আরও অনেকের কাছে আমরা এই কথাই শুনেছি। এদেশে বহু লোকে কবচ, দৈব মাদুলি, দৈব ঔষুধ ব্যবহার করে আরোগ্য লাভ করেন আমরা প্রত্যক্ষ দেখ্‌তেও পাই—আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে, এখন এদেশের তাবৎ শাস্ত্রীয় দৈব বিষয়কেই কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিতে চাই। মহাভারতের মধ্যেও দেখা যায়, বড় বড় বীরগণ কবচ দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে সমর প্রাঙ্গনে যেতেন। কর্ণের কবচ কৌশল ক্রমে অপহৃত না হলে কর্ণবধ সম্ভবই হতো না। "স্পর্শমণি" ধারণ যে করে। সে তার মনের দৃঢ় বিশ্বাসেই ধারণ করে সেই যে মনের বিশ্বাস তা দেহের উপরেও কার্য্যকারী। আমেরিকায় এখন এক প্রকার চিকিৎসার অতিশয় প্রচলন হয়েছে—তাতে চিকিৎসক রোগীর বিশ্বাস জন্মিয়ে দেন যে সে বেশ ভাল হচ্চে—তার কোন রোগ নাই, তাতেই রোগী বেশ সেরে উঠে। কোন ওষুধই আর রোগীকে দেওয়া হয় না। সুতরাং এদেশে হিন্দু মুসলমান কবচ বা দৈব ঔষধকে কখনও অবিশ্বাস করে না, করবেও না। বিশ্বাস এবং ভক্তি দ্বারাই সমস্ত আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য সফল হতে পারে—বিচিত্র কি?

পৃথিবীর ভেতর সব চেয়ে গরম স্থান "ডেথভালি" (Death Valley) এটা কালিফর্ণিয়ায় একটা প্রান্তরের মধ্যে—প্রায় ১২ মাইল লম্বা। এখানের চরম উত্তাপ ফারেণহিটের ১৭০ ডিগ্রি—রাত্রি দুপুরেও থারমমিটারের পারা ১২০ পর্য্যন্ত থাকে। এত উত্তাপ যে দুপুর বেলায় একটা পাথর কি লোহা হাতে করে সঙ্গে সঙ্গে হাতে ফোসকা করে দেয়। এই জেলা হতে প্রায় সমগ্র জগতে সোহাগা রপ্তানি হয় এবং এক প্রকার বিশেষ প্রকারের মটর লোরি করে নিকটবর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেশনে—সেটা প্রায় ১৭০ মাইল দূরে,—এই সকল সোরা নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে রোদের সময় জল ফুট্‌তে থাকে। এই ভয়ঙ্কর স্থানের সঙ্গে এখন রেলওয়ে দ্বারা অন্যান্য সহরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে, রেলের ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা রাস্তা প্রস্তুত কার্য্যে ছিল, দুরন্ত উত্তাপে তখন কত লোক মরে গেছিল। কাঠের ডেক্‌স ৩।৪ দিনেই রোদের উত্তাপে বেঁকে, ফেটে কুচি কুচি হয়ে গিয়ে ছিল। সেখানে মানুষ কেমন করে বেঁচে থাকে?

সব জীব জন্তু অল্প বিস্তর সাঁতার দিতে পারে, কিন্তু উট সাঁতার দিতে মোটেই পারে না। নদীর স্রোতে যদি কখন পা ফসলে পড়ে, তবে সে পিঠের ভারে একেবারে চিৎপাত হয়—তার পর আত্ম রক্ষার জন্য হাত পাও ছোড়ে না, নীরবে ভেষে যেয়ে মারা পড়ে।

বিলাতের একটা ফারম নাকি বিজ্ঞাপন প্রচার করে ছিল যে, কেউ যদি ২ শিলিং ৬ পেন্স ফী পাঠিয়ে দেয়, তা হলে তাকে এমন একটী পরামর্শ দেওয়া যাবে, যে সে পরামর্শের সমস্তটী অক্ষরে অক্ষরে পালন করে তিনি কখনও বৃদ্ধ হবেন না, এই বিজ্ঞাপন পাঠ করে অসংখ্য লোকে ফি পাঠিয়ে দিলে—তার কিছুদিন বাদে, সকলের নিকট উত্তর গেল "We advise all such idiots as you to suicide at the age of Twenty-five" অর্থাৎ যারা ফি পাঠিয়েছিল, তাদিকে পরামর্শ দিচ্ছি

যে, তোমার মত যারা আহাম্মক তারা যেন পঁচিশ বৎসর বয়সে আত্ম হত্যা করে, তা হলে মোটেই বুড়ো হবার সম্ভাবনা থাকবে না।

লণ্ডনের একজন বড় বিচক্ষণ ডাক্তার বলেচেন—ঘুম ভাঙ্গলিই বিছানা হইতে লাফিয়ে নেমে পড়া অনেকের একটা ফ্যাসান—কিন্তু সেরূপ করা বিপজ্জনক ঘুমন্ত অবস্থায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া অনেকটা স্তিমিত অবস্থায় থাকে, অকস্মাৎ উঠে দাঁড়ালে বা দৌড়ে বাইরে গেলে হার্টের ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয়। এটা স্বাভাবিক। তাতে করে অনেক বিপদ হতে পারে। ঘুম ভাঙ্গলে অন্ততঃ ৫ মিনিট বিছানায় থেকে আস্তে আস্তে উঠ্‌তে হয়, তখন ক্রমে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া নিয়মিত অবস্থায় আসে, হাতে পায়ের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে।

পৃথিবীর সকল দেশ অপেক্ষা ফুল বড় হয় সুমাত্রা দ্বীপে। সেখানের এক রকম ফুল আছে, তার প্রস্থ প্রায় ১ গজ, ওজন ১৫ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ⁄৭॥ সের!

গত বৎসর ইংলণ্ডের রেলে ১২১৭৬৮৭০০০ যাত্রীর মধ্যে মাত্র ১৮ জন ট্রেনে আকস্মিক বিপদে মারা গিয়েছিল। এটাও চেপে গেলেই হতো। এদেশে এমন হয়।

জর্ম্মানির ব্যবসায় নীতি।

——:০:——

জার্ম্মাণী যে ব্যবসায় বাণিজ্যে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়া ছিল, সমস্ত জগতকে বিগত যুদ্ধে ওলট পালট্ করিবার উপক্রম করিয়াছিল তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সেই সময়কার এক খানি ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপনে নিম্নলিখিত কয়েকটী উপদেশ দেওয়া ছিল, পাঠকগণকে তাহার অনুবাদটী উপহার দিলাম।

(১) যত ব্যয় হউক, নিজের নিজের দেশের স্বত্ব বা স্বার্থ রক্ষা করিও।

(২) কদাচ ভুলিও না যে, যখনই তুমি বিদেশীর আমদানী দ্রব্য যত টাকার ক্রয় করিবে, তখনই তোমার দেশ সেই পরিমাণে দরিদ্র হইবে।

(৩) তোমার টাকায় দেশকেই লাভবান করা উচিত।

(৪) জার্ম্মানীর কল কারখানাকে বিদেশীর দ্রব্য ব্যবহারে অকর্ম্মণ্য ও বিকলাঙ্গ করিও না।

(৫) তোমার টেবিলে জার্ম্মাণ জাত খাদ্য দ্রব্য ব্যতীত যেন অন্য দেশের খাদ্য প্রস্তুত না হয়।

(৬) জার্ম্মান কাগজে জার্ম্মান কলমে এবং জার্ম্মানীর কালিতে লিখিও।

(৭) জর্ম্মানীর খাদ্য জর্ম্মানীর কল জর্ম্মানীর বিয়ার মদ তোমাকে যথার্থ জর্ম্মান কার্য্যক্ষমতা প্রদান করিবে। জর্ম্মান সন্তানের পক্ষে জার্ম্মান জাত সমস্ত দ্রব্যই হিতকর।

(৮) জার্ম্মানীর বস্ত্র পরিধান করিবে, জার্ম্মানীর টুপি ব্যবহার করিবে।

(৯) সাবধান! বিদেশীর তোষামোদ (Flattery) যেন তোমাকে উপরোক্ত উপদেশ মত কার্য্য হইতে বিরত না করিতে পারে। তজ্জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও। অপরে যা বলে বলুক, জার্ম্মাণ জাত পিতৃভূমির দ্রব্য জার্ম্মান প্রজার প্রকৃত ব্যবহার্য্য সামগ্রী।

জর্ম্মান জাত দ্রব্য তো জর্ম্মানীর স্বদেশ প্রাণ জর্ম্মানগণ আজীবন ব্যবহার করিয়াই আসিতেছিল, অধিকন্তু সমগ্র জগত জর্ম্মান জাত দ্রব্য লইয়া ব্যবসায় করিয়া খাইয়াছে। যুদ্ধের সময় তাহা কাহার নিকট অপ্রকাশ থাকে নাই। বলা বাহুল্য, আজও জর্ম্মানীর দ্রব্যের অভাব ব্যবসায়ীগণ হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছে। এই নীতি জাপান চীন, সমগ্র ইউরোপে, আমেরিকাতেও আছে। আপনার দেশমাতৃকাকে গৌরবান্বিত করিতে হইলে দেশজাত দ্রব্যই—তা সে ভালই হউক বা মন্দই হউক, ব্যবহার করিয়া দেশের অর্থরাশি রক্ষা করিতেই হয়। নচেৎ সে দেশ দরিদ্র না হইয়া যায় না। এই নীতি নাই কেবল ভারতে। তাই ভারতের লক্ষ্মী অন্তর্হিত হইয়াছে, পরাধীন অনুকরণপ্রিয় আমাদের জাতি—আমরা, তাই বিদেশের পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়া বিদেশীয় দ্রব্য খাইয়া বোঁচা মুখের গোঁপে চাড়া দিয়া বেড়াইতে লজ্জাবোধ করি না। দেশের অর্থ রাশি অবাধে বহির্গমনের যে সহস্র ছিদ্র—এত আমরাই করিয়াছি। দেশের তাবৎ আচার ব্যবহার মজলিস, পোষাক পরিচ্ছদ, কথা বার্ত্তা সবই বিদেশী অনুকরণে—অথচ আমরা স্বদেশী। এই যে ভাবের ঘরে জুয়াচুরী যে জাতির এত বেশী, সে জাতি—দেশের উন্নতি কেমন করিয়া করিবে—তাতো বুঝিতে পারি না!

লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সভাসমিতি কংগ্রেস বহুবারই দেখিলাম, কিন্তু কচ কচানিই সার হইয়াছে, দেশকে স্বদেশী করিতে পারে নাই। কখনও পারিবে বলিয়াও আশার মলীন ছায়াও দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল অর্থব্যয়—কেবল অসার জল্পনা কল্পনা। দেশ রক্ষা হইবে দেশের শিল্পের উন্নতিতে—দেশীয় দ্রব্য ব্যবহারে—দেশের অর্থ সংরক্ষণের উপরে। দেশের ধন সম্পদ বৃদ্ধি লইলে—দেশবাসী কোমরের বলে দাঁড়াইতে পারিবে। মুক্তির এইতো উপায়। সে পথে এদেশ কখনও চলিয়াছে কি?

Selling goods by mail.

ডাকে বেচাকেনা।

লেখক—কাজের লোক সম্পাদক।

মফঃস্বলের লোক সহরে আবশ্যকীয় জিনিস কিন্‌তে আসলে তার অনেক খরচা বেশী হয়, যাতায়াতের ব্যয় আছে, থাক্‌বার খাবার ব্যয় আছে, জুয়াচোরের হাতে সর্ব্বস্ব খোয়াবার ভয় আছে—অসুবিধা অনেক। এ কথা এখন অনেকে বুঝ্‌তে পেরেছে, শুধু এ দেশের লোকেই বুঝেছে তা নয়, সমগ্র জগতের সভ্য অসভ্য সকলেই সে কথা বুঝেছে। তাই লোকে মফঃস্বল হতে সহরের কোম্পানীকে একখানি পোষ্টকার্ড লিখে জিনিসের ফরমাইস কর্‌লেই তারা জিনিস পাঠিয়ে দিয়ে ডাকঘরের সাহায্যে টাকা আদায় করে থাকে। ইহার নাম হলো ভিপি সিষ্টেম। এই যে ডাকে সমগ্র জগতে কেনাবেচা চল্‌ছে, সেই কারবারের নাম Mail Order Business অর্থাৎ ডাকে কেনাবেচার কারবার। এই শ্রেণীর দুটী কাজ আছে। একটীর নাম অর্ডার সাপ্লাই, অন্যটীর নাম মেল্ অর্ডার বিজ্‌নেস্। এখন এই দুটী কাজের পার্থক্য কি তাই বুঝ্‌তে চেষ্টা করা যাক্।

অর্ডার সাপ্লাইএর কাজে অনেক মূলধনের দরকার। যাঁরা অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ করেন, তাঁদিকে একটী সূচ হতে বিশগাড়ী অবধি পর্য্যন্ত সরবরাহ কর্‌তে হবে—তাতে না বল্‌লে চল্‌বে না। সুতরাং প্রচুর মূলধন হাতে থাকার আবশ্যক। অর্ডার পাবা মাত্রেই পাঁচ যায়গা হতে নানারকমের জিনিস ক্রেতার জন্যে কিনে পাঠিয়ে দিয়ে একটা কমিশন পাওয়া যায়। অর্ডার সাপ্লাইএর কাজ এই রকমের।

যাঁদের মূলধন কম, তাঁরা নির্দ্দিষ্ট কতক-গুলি জিনিসেরই বিজ্ঞাপন প্রচার করেন, অর্ডার পেলেই তা ভিপি ডাকে পাঠিয়ে দিয়ে টাকা আদায় করে থাকেন। এই কাজটা সমগ্র জগত জুড়ে চলে আস্‌চে। সকল দেশের গবর্ণমেণ্টেই ডাক বিভাগের সঙ্গে জিনিস সরবাহের সুবিধা সুযোগ করে দেওয়াতে এই ডাকে কেনা বেচা এত বেড়ে গেছে যে তাতে সকল গবর্ণমেণ্টেরই একটা বিরাট্ রাজস্ব বৃদ্ধি হয়েছে। এরই নাম Mail order Business। পুস্তক, ঘড়ি, পোষাক পরিচ্ছদ, খাদ্যসামগ্রী, ঔষধ, মসলা পত্র, ফল মূল যা কিছু ডাকে পাঠাবার সুবিধা, তাই মেল্ অর্ডার কারবারের উপযোগী, তাই এই ভিপি অর্থাৎ পোষ্টাফিসের ভালুপেবল পদ্ধতিতে চলে আস্‌চে। যাদের অল্প মূলধন, নীরবে কাজ কর্‌তে যারা ভালবাসেন, তাঁদের পক্ষে এই কারবারটী যে উপযুক্ত তা বলাই বাহুল্য মাত্র। এই মেল অর্ডার কাজ কেমন করে আরম্ভ কর্‌তে হয়, তাই বুঝাবার জন্য বহু ব্যক্তি দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে অনেকদিন আগে আমরা সিক্রেট অফ্ এ "নিউট্রেড্" "Secret of a new trade" নামক একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করে ছিলাম, সে খানি কয়েক মাসের মধ্যেই সাধারণের আগ্রহাতিশয্যে—নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল, সে পুস্তক আর আমরা ছাপাই নাই। এখন আবার বহুগ্রাহক এ সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌বার জন্য অনুরোধ কচ্চেন, সেই জন্য আমরা সংক্ষেপে বিষয়টী যতদূর বোঝাতে পারি, বোঝাবার চেষ্টা কর্‌ব। মেল অর্ডারের কাজ লাভ জনক, সামান্য মূলধনেই আরম্ভ করে বিশ্বস্ততার সহিত চালালে অল্প সময়েই অর্থশালী হতে পারা যায়। সততাই এর অধিক মূল্যবান উপকরণ।

একাজ সহরে এবং মফঃস্বলে উভয় স্থানেই চালান যায়। লাইসেন্স বাড়ী ভাড়াদিতেও ব্যয় বাহুল্য হয় না। ক্ষুদ্র কক্ষে বসিয়া একাই প্রথম প্রথম পরিশ্রম করিয়া কাজ চালান যায়। সুতরাং বিক্রীত জিনিসের পড়্‌তা ও ব্যয় কম হয়। মেল অর্ডার কার্য্যে একটা প্রকাণ্ড মূলধন আবদ্ধ করিতে হয় না—বিজ্ঞাপিত দ্রব্যের অর্ডার পাইয়া বাজার হইতে তৎক্ষণাৎ আনিয়া সরবরাহ করা হইয়া থাকে। সুতরাং প্রচুর মাল কিনে গুদাম জাত কর্‌তেও হয় না।

এতে ক্রেতার সুবিধা কি?

ক্রেতাকে সহরে আসিয়া অনেক অধিক বাজে খরচ করিয়া জিনিস কিনিতে হতো, সেই সকল বাজে খরচ তার বেঁচে যায়। তাকে একেবারে তার ঘরে বিছানার পাশে যাইয়া মাল উপস্থিত হয়, মুটে ভাড়া, আনা নেওয়ার কোন ঝক্কিই তাকে পোয়াতে হয় না। সৎ মেল অর্ডার ব্যবসায় মাল মনোনীত না হইলে তৎক্ষণাৎ বদলাইয়া দেয়। সুতরাং ডাকে এই কেনা বেচায় ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েই সুবিধা হইয়াছে। তাই সমগ্র জগত জুড়ে এই কাজ বেশ চলে আস্‌বে। এ দেশেও চলা উচিত, চলেও আস্‌বে।

(ক্রমশঃ)

পত্রাদি।

সিউড়ির বাবু দেবেন্দ্র নাথ ভৌমিক মহাশয়, লিখিতেছেন যে "কাজের লোকে" কাপড় কাচা সাবান সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোন আলোচনা করা হয় নাই। একথা ঠিক নহে, "কাজের লোকে" ইতিপূর্ব্বে গার্হস্থ্য এবং বাজার চলিত প্রায় সমস্ত জিনিসেরই প্রস্তুত প্রণালী বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে। ১৯১২ সালে "কাপড় কাচা চিপ্‌সি সাবান, প্রস্তুত প্রণালী" প্রকাশিত হইয়াছিল। দেবেন্দ্র বাবু এবং আরও

আর কেন? পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

আমাদের গ্রাহকগণের অনুরোধে তাহা পুনর্মুদ্রিত করিতে বাধ্য হইলাম।

কাপড় কাচা টিপি সাবান।

কলিকাতা ক্যানিং ষ্ট্রীট বা মুরগী হাটার মধ্যে এই সাবান প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে, অনেকেই তাহা দেখিয়া থাকিবেন। আজ এই সাবান প্রস্তুতের একটী উৎকৃষ্ট উপায় বলিতেছি। এই সাবানের প্রচুর কাটতি আছে, বারসোপ অপেক্ষাও এই সাবানে কাপড় ভাল পরিস্কার হয়, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। টটা ॥০ হইতে ॥৴০ সের বিক্রি হয়। আমরা চিরকালই শুনিয়া আসিতেছি যে, নারিকেল তৈল, কলিচুণ এবং সাজিমাটি একত্র মিশ্রিত করিয়া ফুটাইলে সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু আধুনিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে হয়ত আজও অনেকেই অনভিজ্ঞ আছেন। এই সাবান চালাই করিতে হইলে কতকগুলি সরঞ্জামের আবশ্যক। কি কি আবশ্যক, তাহা নিম্নে বলিতেছি। ২ খানি বড় লোহার কড়াই, এই বড় কড়াই দুইখানিতে সাবান প্রস্তুত হইবে।

আরও একখানা ছোট কড়াই, কাঠের হাতা, কাঠের চামচে, মাটীর বড় গামলা, মগ বা ডিপ্তি, খুন্তি, প্রভৃতি। তাহার পর যাহাতে সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেই সকল মালমসলার কথা বলিতেছি। ভাল সাবানে সচরাচর কোঁচড়া বা বাদাম তৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অভাবে নারিকেল তৈলও ব্যবহৃত হইতে পারে। সাজিমাটি নারকেল তৈল, কলিচুণের সংমিশ্রণেও সাবান হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার রং কাল হয়। সেইজন্য কষ্টিক সোডা, চায়নাক্লে এবং হোয়াইট পাউডার ব্যবহৃত হইতেছে।

উৎকৃষ্ট টিপি সাবানে

নিম্নলিখিত পরিমাণ নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি থাকে, প্রক্রিয়ার কথা পরে বলিতেছি।

কোঁচড়া তৈল	২।৷০	মণ
চায়না ক্লে	৪	মণ
কষ্টিক সোডা	১	মণ
জল	৪	মোষক।

এই পরিমাণ দ্রব্যে প্রায় ৭৷৷০, ৮ মণ সাবান হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

সাবান প্রস্তুত প্রক্রিয়া।

প্রথমে একটা বড় কড়াইয়ে যত তৈল দিবে, তাহার দ্বিগুণ পরিমিত জল দিয়া সেই জলকে ফুটাইতে হইবে। তাহার পর তৈলটা আস্তে আস্তে ঐ ফুটন্ত জলে দিয়া নাড়িতে হইবে। যথেষ্ট ফুটিতে ফুটিতে যখন দেখিবেন যে তৈল এবং জলে মিশিয়া সাদা হইয়া যাইতেছে, (প্রায় ২৷৷ ঘণ্টা ৩ ঘণ্টা ফুটাইতে হয়) তখন চুলা হইতে নামাইয়া স্থির এবং শীতল হইতে দিতে হয়। তৈল এবং জলে কখন মিশ্রিত হয় না, ইহা স্বাভাবিক। তবে এই রূপ করিবার উদ্দেশ্য কি? তাহা বুঝাইয়া দিতেছি। অনেক সময় তৈলের সহিত ময়লা থাকে, এইরূপে গরমজলে তৈলকে ফুটাইলে ইহার সমস্ত ময়লা পাত্রের নীচে পড়িয়া যায় ও বিশুদ্ধ তৈলাংশটী উপরে ভাসিয়া উঠে। আমাদের এই তৈলটুকুই আবশ্যক। সেই জল না গুলাইয়া তৈলাংশ টুকু ঢালিয়া অন্য পাত্রে রাখিয়া সে জলটা ফেলিয়া দিবেন।

তাহার পর বড় যে দুখানি কড়াইয়ের কথা বলিয়াছি, তাহার একখানি উনানে চড়াইয়া দিয়া জল অল্প গরম হইলে তাহাতে কষ্টিক সোডা গুলির যত গুলি ধরিতে পারে, তাহা খুন্তি বা কাঠের হাতা দ্বারা খুব নাড়িয়া মিশাইয়া ফেলুন। যখন ফুটিতে আরম্ভ হইবে, তখন উপরোক্ত পরিস্কৃত তৈল, যতটুকু কষ্টিক সোডা, সেইপরিমাণ আন্দাজ মত দিয়া খুব নাড়িয়া দিয়া অল্প জালে ফুটাইতে থাকুন। দেখিবেন, জল হইতে কষ্টিক সোডা এবং তৈল মিশ্রিত হইয়া সাবান হইয়া উপরে ভাসিয়া উঠিতেছে। উপরোক্ত ভাসমান সাবান যদি পরিস্কার না হয়, তাহা হইলে আর একটি কাজ করিতে হইবে।

পূর্ব্বে যে মাটীর গামলার কথা বলিয়াছি, তাহাতে জল দিয়া একটু কষ্টিক সোডা মিশাইয়া কষ্টিক সোডার জল করিয়া রাখিতে হয়। সেই জলের ছিটা দিলে সাবান পরিস্কার হইয়া উঠে। কিন্তু অপরিমিত রূপ ব্যবহার করিলে সাবান খারাপও হইয়া যায়, তাহাও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। কড়াইয়ের জল উত্তাপে কমিয়া যাইতেছে, এমন দেখিলে মধ্যে মধ্যে জল দিয়া কাঠের হাতা দ্বারা নাড়িয়া দিতে হয়।

প্রায় ২৪।২৫ ঘণ্টার পর সাবান পরিস্কার রূপ উঠিয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থায় অর্থাৎ উনানে থাকা অবস্থাতেই বালতি দ্বারা আস্তে আস্তে উক্ত সাবান তুলিয়া চাইনিজ ক্লের সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে। তাহার প্রক্রিয়া পরে বলিতেছি। উপরোক্ত সাবান যখন মৃদু উত্তাপে কড়াইয়ের উপরে ভাসিয়া উঠিতেছে সেই সময় দ্বিতীয় বড় কড়াইখানিও অন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। দ্বিতীয় বড় কড়াই খানিতে চায়না ক্লেটাকে পরিমাণ মত সামান্য ঠাণ্ডা জল দিয়া ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। নরম হইয়াছে বুঝিলেই তাহাকে মৃদু জালে চড়াইয়া ফুটাইতে হইবে। যখন ফুটিতেছে, সেই অবস্থায় পূর্ব্ব কথিত কড়াই হইতে আস্তে আস্তে বালতি দ্বারা নিরন্তর জল আলোড়িত

না করিয়া ভাসমান সাবানাংশ তুলিয়া লইয়া এই চায়না ক্লের কড়াইয়ে ঢালিয়া দিয়া নাড়িয়া মিশাইয়া দিতে হইবে। তাহার পর জনকয়েক লোকে কাঠের হাতায় করিয়া গামলাতে তুলিয়া ছাঁচে ঢালিতে আরম্ভ করিবে। এখন চিপি সাবান হইয়া গেল। অবশ্য জমাট বাঁধিতে যথাযোগ্য সময় দেওয়া আবশ্যক। তাহার পর কর্ণিশ দ্বারা ছাঁকিয়া ছুরিয়া বন্তাবন্দি করিয়া রাখিতে হইবে।

অপকৃষ্ট সাবান।

অপকৃষ্ট সাবানে তৈলের পরিবর্ত্তে চর্ব্বি দিয়া থাকে, চায়না ক্লের পরিবর্ত্তে হোয়াইট পাউডার ব্যবহার করে। ইহার ১০।২০ টাকার অধিক বিক্রয় হয়না। অপকৃষ্ট সাবানে যদিও কেহ তৈল দেয়, তাহা হইলে তাহার পরিমাণও কম। ২।১ মন মাত্র দিয়া থাকে। সাবানে তৈল কম হইলে নিকৃষ্ট হয়। কষ্টিক সোডার দর ৩০।৩২ টাকা মণ। হোয়াইট পাউডার ২৲ হইতে ১॥০, কোঁচড়া তৈল ১৬৲ হইতে ১৮৲ এবং চায়না ক্লে হইতে ২৲ ২।০ মন বিক্রয় হয়। কলিকাতা বড় বাজারে এই সকল জিনিস পাওয়া যায়। ছাঁচ প্রস্তুত করিয়া পোড়াইয়া লইতে হয়। সাবান ঢালিবার সময় ছাঁচগুলিকে তৈলাক্ত করিয়া দিলে ভাল হয়।

সুলভ কেশ তৈল।

অনেক ভাল হেয়ার অয়েল বিলাত হইতেও এদেশে আসে, আবার অল্প মূল্যের তৈলও সেইরূপ আইসে। তাহাতে নিম্নলিখিত দ্রব্য গুলি আছে। অল্প দামে বিক্রয় হয় বলিয়া মধ্যবিত্ত লোকে অধিক ব্যবহার করে।

অলিভ বা সুইট অয়েল	২ পাইট
অটো অফ রোজ	১ ড্রাম
অয়েল রোজ মেরী	১ ড্রাম

তৈলের সহিত আল্‌কানেট রুট দিয়া গরম করিলেই লাল হইবে। প্রায় শীতলাবস্থায় সুগন্ধগুলি মিশাইয়া ৩ আউন্স শিশিতে লেবেল দিয়া ।৵০ ॥০ আনা বিক্রয় করিলে এসকল তৈল বেশী কাটে। বিলাতী ব্যবসায়ীদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা কেবল সুলভ দ্রব্যই প্রস্তুত করে। সে সকল জিনিষ লোকে দেখিয়া মাত্র মূল্য সুলভ বলিয়া ক্রয় করে। উপরোক্ত তৈলের সহিত Tinct. Cantherides ৬০ ফোটা মিশাইলেই টাকের ঔষধ হইয়া যায়। তাহা ॥৵০ আনা শিশি বিক্রয় করা যায়। ইহাদ্বারা নিশ্চয়ই টাকের উপকার হইয়া থাকে।

উৎকৃষ্ট ম্যালিরিয়া মিকচার।

কুইনাইন সলফ—	২ গ্রেন্‌স্
অ্যাসিড সল্‌ফিউরিকডিল্	৭ ফোঁটা
ফেরি সলফ—	২ গ্রেন্‌স্
লাইকার ষ্ট্রীক্‌নিয়া—	২ ফোঁটা
ম্যাগ্ সলফ —	½ ড্রাম
অ্যামন্ ক্লোরাইড—	৭ ½ গ্রেন্‌স্
কার্ব্বলিক অ্যাসিড—	১ ফোঁটা
ইন্‌ফিউজন কোয়াসিয়া—	১ আউন্স

এইটী হইল ১ ডোজ বা মাত্রা ; এমনি ৮ ডোজ বা মাত্রা করিয়া ৮ আউন্স শিশিতে পুরিয়া লেবেল দিয়া ৮টী দাগ করিয়া দিবে। যাঁহারা পেটেণ্ট ঔষধ করেন, তাহারা এই-গুলি অধিক মাত্রায় করিয়া ফিলটারিং ব্লটিং কাগজ দ্বারা ছাঁকিয়া পরিষ্কৃত করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন। দেশে যেরূপ এক্ষণে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ, ইহাদ্বারা পল্লীগ্রামে বিলক্ষণ উপায় হইতে পারে। জ্বর মগ্নাবস্থায় এই ঔষধ ব্যবহার্য্য, অতি সামান্য জ্বর থাকিলে অর্দ্ধমাত্রা জলের সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করিলে সে জ্বরটুকু মগ্ন হইয়া যায়। ছেলেদের মাত্রা বয়সানুসারে—এক মাত্রার সিকি ভাগ বা অর্দ্ধভাগ দেওয়া বিধেয়।

প্রায় সমস্ত ম্যালেরিয়ার পেটেণ্ট ঔষধ এই প্রক্রিয়ার প্রস্তুত। ইহা যথেষ্ট উপকারী ঔষধ সন্দেহ নাই। যকৃৎ প্লীহাসংযুক্ত রোগীর পক্ষে মহৎ উপকারী। ইহা বলকারক, ক্ষুধা-বর্দ্ধক এবং পরিবর্ত্তক। এই প্রেস্‌ক্রিপশন খানি কোন বিখ্যাত পেটেণ্ট ম্যালেরিয়া মিক্‌স্‌চারের। তথাপি কোন ভাল ডাক্তারকে একবার দেখাইয়া লইয়া প্রস্তুত করিলে ভাল হয়।

বাঙ্গলায় হিন্দুস্থানীদের অন্ন সংস্থান।

বাঙ্গালী ক্রেতার জাতি। বিদেশী এবং স্বদেশী সমস্ত দ্রব্য সে ক্রয় করিবে, আর তারিফ করিবে। হিন্দুস্থানীদের নিকট তাঁহাদের দেশের কথা যখন শুনি তখন বেশ বোঝা যায়, তাঁহাদের দেশে অন্ন সংস্থান হওয়া সুকঠিন। কঠোর পরিশ্রম করিয়া তাঁহাদের

আর কেন ? পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

দৈনিক আয় ।৹ আনাও হয় না। ইহারা এদেশে অর্থাৎ আমাদের বাঙ্গলায় লোটা লাটী হস্তে ভিক্ষা করিতে করিতে পথে পাথেয় এবং অন্ন সংস্থান করিয়া আসিয়া কেহ দ্বারবান, কেহ কনিষ্টবোয়ান হয়, কেহ পাঁপর তৈয়ারী করে, কেহ আম বেচে, মুড়ীর চাকৃতি বেচে। বাঙ্গালী দেখেন না যে তাহার দেশের অর্থরাশি কেমন করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে অন্য প্রদেশ বাসী লইয়া যাইয়া তাহাকে অন্তঃসার শূন্য করিয়া তুলিতেছে। বাঙ্গালী গেল অধঃপাতে। বাঙ্গালী ফাঁকা মান লইয়া অনাহারে দারিদ্রের সঙ্গে যুঝিতেছে। মুড়ী বাঙ্গলার, গুড় ও বাঙ্গলার, মুড়ির চাকৃতি করিতেছে হিন্দুস্থানী, যাহার মলীন বস্ত্রের গন্ধে ভুত পলাইয়া যায়, তাহারাই মুড়ির চাকৃতী ছোলার চাকৃতি প্রস্তুত করে তামাক করা চিটেগুড়ে। আর বাঙ্গালী আপামর সাধারণ দুগ্ধপোষ্য ছেলে বুড়ো তাহাই কিনিয়া খায়—আর তারিফ করে। স্বাস্থ্যের দিক দিয়া যায় না দেখিলেও অর্থ নীতির দিক দিয়া যদি দেখা যায়, বাঙ্গালীর উপার্জ্জনে কত জাতিই যে ভাগ বসাইয়া তাহাকে অন্তঃসার শূন্য করিতেছে তাহার হিসাব নিকাশ নাই। বাঙ্গালী উপার্জ্জন করিয়া এইরূপেই বিলাইয়া দেয়—বাবু জাতি। কোন বাঙ্গালী বিশেষঃ বেকার বাঙ্গালীকে এই সকল উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিতে দেখি নাই। কিন্তু হিন্দুস্থানীগণ এই উপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া অল্পদিনেই প্রচুর ধন সম্পত্তি করিয়া লয়। ইহার কারণ, ইহারা পরিশ্রমী, বিলাসিতা শূন্য—এবং মিতব্যয়ী। এই তিনটী গুণেই মানুষ সম্পত্তিশালী হইয়া উঠে।

Low wages.

কম মজুরিও জাতীয় অধঃপতনের মূল।

আমরা অনেকেই আক্ষেপ করি, এদেশের শ্রমজীবিগণ অকর্ম্মণ্য দুর্ব্বল, অলস। কথাটা একেবারেই ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু এই যে জাতিটা অকর্ম্মণ্য অলস, অন্তঃসার শূন্য হইতেছে, কারণ কি? কারণ কম মজুরী। কেরাণীই হউক, আর দিন মজুরীর কুলিই হউক, জীবন ধারণোপযোগী মজুরী সে পায় কি? যতদিন হইতে এই কম মজুরীর প্রথা এদেশে প্রচলিত হইয়াছে, সেই সময় হইতেই অন্নকষ্ট বাড়িয়াছে। অর্দ্ধাশন অনশনে এদেশের লোকে তবে দুর্ব্বল অলস হইবে না কেন? সে শ্রমজীবি কেমন করিয়া পরিশ্রম-পরায়ণ হইতে পারে? সেকালে মজুর পয়সার বদলে খাদ্য ও শয্যা পাইত. দুবেলা উদর পুরিয়া খাইয়া দেহের বলে পরিশ্রম করিতেই সক্ষম ছিল, অভ্যস্তও ছিল। আজ সমস্ত দিন খাটিয়া দুবেলা পেট ভরিয়া কেহ খাইতে পায় কি? এই স্বল্প মজুরী পাইয়া, অর্দ্ধাশন বা অনশনে দিন কাটাইয়া শীতাতাপে উপযুক্ত বস্ত্রের অভাবে, অর্থস্বাচ্ছল্য না থাকায় উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে—সমগ্র জাতিটা দুর্ব্বল, অলস, কর্ত্তব্যবিমুখ অসার ভীরু কাপুরুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে—তারপর অধিন জাতি—হৃদয়েরও স্বাধিনতা নাই। সুতরাং অল্প বেতন একটা সমগ্র জাতীয় অধঃপতনের বেশ উল্লেখ যোগ্য কারণ তাহার সন্দেহ নাই। এদিকে দেশীয় কারকারবার নাই—প্রত্যেক লোকেরই ধনী নিধনী নির্ব্বিশেষে অন্যদেশের তুলনায় তেমন অর্থস্বাচ্ছল্য নাই। প্রাণের শান্তি নাই,—সব অভাবগ্রস্ত—সুতরাং কম মজুরীতে দরিদ্রকে খাটাইয়া লইতেই সকলে অভ্যস্ত হইয়াছি। নৈতিক অবনতির দিক দিয়া সেটাকে দেখিতে চাই না। কিন্তু এই অল্প মজুরী প্রথা সমগ্র জাতিটাকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলে, এদেশের জাতীয় অবনতির কারণও তাই। বিদেশীয় ব্যবসায়ীর সংখ্যাধিক্য বশতঃ তাহাদেরই নির্দ্দিষ্ট মজুরী যতই কম হউক, এ দরিদ্র দেশবাসীকে মাথা পাতিয়া লইয়া কোন রূপে অর্দ্ধাশনের উপায় করিতেই হইবে। নচেৎ তার বাঁচিবার উপায় নাই। সুতরাং এরূপ দেশ সমূহের মনুষ্যত্ব ব্যঞ্জক যাহা কিছু উপকরণ তাহা ধ্বংশ হইয়া কালে সমগ্র দেশ অকর্ম্মণ্য পঙ্গু হইয়া ইহজগত হইতে অতি কষ্টে বিদায় হইয়া যায়। এদেশ শনৈঃ শনৈঃ সেই ধ্বংশের পথে অগ্রসর, কিন্তু প্রতিকারের কোন উপায়ও নাই। দেশ যে কেবল অসহযোগনীতিতেই মুক্তি পাইবে তা নয়—দেশের কাজ চাই, দেশের কর্ম্মী চাই। কথায় তো পেট বুঝিবে না, পেট ভরা খাদ্য চাই। স্বাবলম্বী হইলে মজুরীর সমস্যা অনেকটা লঘু হয় বটে—কিন্তু সে সামর্থও তো দেশের নাই।

(গল্প)

স্ত্রী-বুদ্ধি।

একটা অনেক কালের গল্প বলিতেছি—

জর্ম্মান সম্রাট কনরাড্ বাভেরিয়ার রাজার ইউনিবার্গ দুর্গ অনেক দিন ধরিয়া অবরোধ করিয়া থাকিয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তখন জর্ম্মনিতে রোমান ক্যাথালিক ও প্রোটেষ্টাণ্টের মধ্যে "ত্রিশ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধ" চলিতেছিল। এতদিন

বহুদিন যুদ্ধ চলায় উভয় পক্ষেই এরূপ তীব্র বিদ্বেষের উদ্রেক হইয়াছিল যে দুর্গ জয়ে সম্রাট পরিবারের একটা ভীষণ হত্যাকাণ্ড করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিল।

যখন আহার্য্যাভাবে দুর্গ রক্ষার আর কোন উপায়ই রহিল না, তখন ব্যাভারিয়ার রাজা শত্রু হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিয়া বাহিরে যাইবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু সম্রাট কোন সর্ত্তেই—দুর্গ রক্ষা বা কাহারও জীবন রক্ষা করিতে স্বীকার করিলেন না।

তখন ব্যাভেরিয়ার রাণী দুর্গাভ্যন্তর হইতে স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া বাহির হইয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। সম্রাট নারী জাতির প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন। দুর্গ জয়ের সময় পাছে তাঁহার সৈন্যেরা স্ত্রীলোকের প্রতি কোন অত্যাচার করে, তাঁহার ঐ একটা ভাবনাও ছিল। তিনি রাণীর প্রস্তাবে সহজেই মত দিলেন এবং জানাইলেন যে, স্ত্রীলোক মাত্রেই আপনাপন মূল্যবান দ্রব্যসহ অর্থাৎ যিনি যাহা বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারেন, তাহা লইয়া—বাহির হইয়া যাইতে পারেন; উহাদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচারই করা হইবে না।

অল্পক্ষণ পরেই দুর্গ দ্বার খুলিয়া গেল এবং বিস্ময়াবিষ্ট সম্রাট দেখিলেন যে, রাণী এবং দুর্গস্থ সকল স্ত্রীলোকেই স্ব স্ব স্বামীকে স্কন্ধে লইয়া অতিকষ্টে দুর্গের ফটক পার হইতেছেন। সম্রাট প্রশ্ন করিলেন "একি ব্যাপার! পুরুষ যাইবার ত অনুমতি ছিল না।" রাণী বলিলেন যে, "স্বামী ভিন্ন নারীর অন্য মূল্যবান দ্রব্য আর কি হইতে পারে? তাঁহারা তাঁহাদের সার সর্ব্বস্বধনই লইয়া যাইতেছেন মাত্র।" সম্রাট এই কথায় কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং দুর্গরক্ষী সকলকেই স্ত্রীলোকগণের স্কন্ধ হইতে নামিয়া নিরাপদে হাটিয়া বাহির হইয়া যাইতে অনুমতি দিলেন।

বাণিজ্য সংবাদ।

গত ১১ই নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বিলাতী বস্ত্র আমদানির হিসাব।

কোরা কাপড়।

	এই বৎসর	গত বৎসর
কলিকাতা	১৬৬০৮০০০ গজ	৮৩১৩০০০ গজ
বোম্বাই	৪১৫২০০০০ ,,	২২১৯০০০ ,,
মাদ্রাজ	১৩৪৭০০০০ ,,	৯৩০০০০০ ,,

ধোয়া কাপড়।

কলিকাতা	৪৯৮৬০০০ গজ	৩৭৭৪০০০ গজ
বোম্বাই	২২৩৭০০০০ ,,	১৩৭৬০০০০ ,,
মাদ্রাজ	১১৬৬০০০ ,,	৯৯৫৮০০০ ,,

কাপড়ের দর।

যে বিলাতী কাপড়ের মূল্য ১৯১৪ সালের ৩১ জুলাই একশত টাকা ছিল বর্ত্তমান সময়ে তাহার মূল্য ১৭১৲ টাকা অর্থাৎ বর্ত্তমান মূল্য শতকরা ৭১৲ টাকা বেশী।

চাউলের মূল্য।

সীড়া ১ নং ৯৫০ বালাম ১ নং ৭৲।

বঙ্গে যৌথ কারবার।

গত অক্টোবর মাসে দশটি নূতন কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে উহার মোট মূলধন ১১০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে একটি ব্যাঙ্কিং ও টাকা ধার দিবার, একটি ছাপাখানা, সাতটি ব্যবসায় সংক্রান্ত এবং একটি খনিজ দ্রব্য ও সিমেন্টের ব্যবসায় সম্বন্ধীয়।

বাজার দর।

২৪।১১।২২

পাটের বাজার—আমদানী—৪৬০০০৲ মণ, রপ্তানী—৪৩০০০৲ মণ, ষ্টক—৩৭০০০৲ মণ। বেলারগণ ৪০০০০৲ মণ ১১॥০—১৫॥০ দরে এবং মিলগুলি ২৯০০০৲ মণ ১১৸০—১৪৲ টাকা দরে ক্রয় করিয়াছেন।

সোনারূপা—

সোনা, ইংলিশবার ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ২৬৶০ কলিকাতা টাকশাল ২৬।৶০ বড়বাজার ২৬।৴০ চীনাপাত ২৬।০

রূপা, প্রতি একশত তোলা ৮৩৶০ খুচরা ৮৩।৶০

চিনি—

সাদা জাভা ১৫॥৶০, লাল ১৪৸১৫

চাউল—বালাম নূতন ৬॥০, পুরাতন ৮৶০ ৮॥০—৮।৶০, সরিষার তৈল ২২॥০—২৩॥০।

কারবার বিক্রয়।

একটী খুবই লাভজনক কারবার বিক্রয় হইবে, শতকরা ৩০।৩৫ টাকা লাভ। ৪০০০৲ টাকা মূলধন দিতে না ফেলিতে পারিবেন তাঁহার আবেদন নিষ্প্রয়োজন। কাজের লোকের কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট আবেদন করুন তিনি আমার বিষয় জানাবেন।

বিক্রেতা।

"কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য ৴০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

"কাজের লোক" আফিস।

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

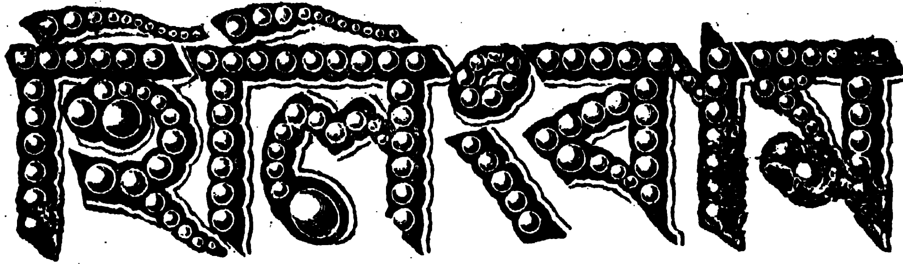
২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্ত্তৃক
২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

টাকা এদেশে আজকাল খুবই আক্রা!

কাজের লোক হিসেব ক'রে তাই একটী পয়সাও অপব্যয় করেন না

এক রোগের হাজার ঔষধ আজকাল পাওয়া ত' যায় কিন্তু সাবধান রোগী অর্থের ও দেহের অপব্যবহার নিবারণার্থ ঠিক ঔষধটীই দেখে শুনে, চাউরে কিনেন। এতে শরীর শীঘ্র ও নিশ্চিত আরাম হইই, খামখা বা' ত' কেনার খরচও বাঁচে। এই বাজারে সস্তা অসুদে কিছু থাকে কি? যা বাজার পড়েছে তাতে রোগ আরোগ্য কর্‌তে হলে দামী মসলা দিতে হবেই তো—আর তা হলেও ঔষধের দাম চড়া না হ'য়ে পারে কেমন কোরে? তাই বলি যে দাম দিয়ে ঔষধ পরীক্ষা নাকরে ফল দিয়া ঔষধ পরীক্ষা যাঁরা করেন তাঁরাই কাজের লোক, তাঁরা ঠকেন না।

সর্ব্বপ্রকার মেহের জন্য, আজকাল সর্ব্ববাদীসম্মত মত হচ্ছে যে



একমাত্র মহৌষধ। অন্য অনেক ঔষধ থাকিতে পারে, যাহাতে হয়ত রোগ আরাম হয়, কিন্তু হিলিংবামের বিশেষত্ব এই—(১) প্রথম মাত্রায় ফল (২) ১দিনে যন্ত্রণার শেষ (৩) সপ্তাহে আরোগ্য। এই কথাগুলি যে অতি যথার্থ, তাহা আমাদের তালিকাপুস্তকে বড় বড় ডাক্তারের প্রশংসাবাদের মধ্যেই আছে—অদ্য পত্র লিখে ঐ বই ১খানি সংগ্রহ করে দেখুন। মূল্য বড় ৩৲, মাঝারী ২৷৷০, ছোট ১৷০

আর, লগিন এণ্ড কোং—ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কেমিষ্টস্‌।

১৪৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, (শিয়ালদহ চৌমাথা), কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ ঠিকানা—"হিলিং" কলিকাতা। টেলিফোন নং ১৩১৫. কলিকাতা।

গ্রাহকগণের জন্য

অভিনব সুযোগ।

১৯১১, ১৯১২, ১৯১৫, ১৯১৪, সালের "কাজের লোক" সেট গরমিল হওয়ার জন্য মাত্র ছাপার দরে বিক্রয় হইতেছে। প্রত্যেক ভলিউমের মূল্য ৩৲, এই বিজ্ঞাপন পাঠ মাত্রেই অর্ডার করিলে প্রত্যেক ভলিউম ৸০ বারো আনা হিসাবে পাইবেন। ভিপি স্বতন্ত্র। এই কয় ভলিউমই কৃষি, নানাপ্রকার গৃহশিল্প প্রস্তুতপ্রণালী, ব্যবসায়ের বিবিধ কূটনীতি, ফন্দিসন্দিতে এবং চিকিৎসা বিষয়ক প্রবন্ধে পরিপূর্ণ। আজই আসিয়া লইয়া যাউন, বা ডাকে গ্রহণ করুন।

১০০ ব্যাঙ্ক নোট পেপার গ্রাহকগণের নাম ঠিকানা ছাপাইয়া বেশ প্যাড বাঁধান অক্‌টেভো সাইজ মূল্য ছাপাই খরচ সমেত মাত্র ২৲, ভি পি স্বতন্ত্র।

ঐ ২৫০ কাপি ২৷৷০ ৫০০ ৩৷০ ভিপি স্বতন্ত্র লাগে।

১৯১১, ১৯১২, ১৯১৪, ১৯১৫, একত্রে লইলে একখানি ৷৷৵০ মূল্যের "বেকারের উপায়" উপহার দেওয়া যায়।

ম্যানেজার,

"কাজের লোক।"

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,

বহুবাজার কলিকাতা।

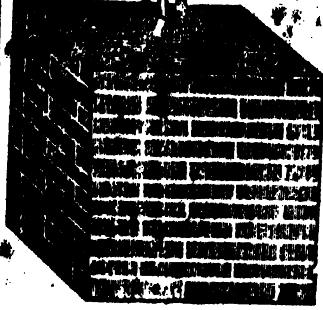
THE BUSINESSMAN.



Edited by S. P. Chatterjee.
Office—2, Rajendra Dutt Lane, Bowbazar Calcutta.

New Series	নূতন সংস্করণ।	Vol. XVI
December, 1922,	ডিসেম্বর ১৯২২	No 12.


সীলেট চুণ



১৯০৯ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত ১৫ ভলিউম

"কাজের লোক" সমস্ত লইলে

প্রত্যেক ভলিউম ৩৲ স্থলে ১॥০ টাকা প্রত্যেক খণ্ড ১০, হাতে হাতে লইয়া যাউন।

আমরা কিছু বলিব না সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য দেখুন।

"Kajer-Loke" or Businessman— * * * is repleted with useful articles on art and Industry.

Indian Empire.

"Contains interesting articles on trade and speculation." *Indian Daily News.*

"Kajer-Look,"—Or the "Businessman" is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture. *Bengalee.*

"A special and heathy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartly wish our contemporary all success in his noble endeavours.

The Indian Nation.

* * "The Businessman" is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike."

Telegraph.

"There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading "Kajerloke."

Gardeners Magazine.

"কাজের লোকের" বিস্তৃত সমালোচনা আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই এরূপ সুন্দর, সুলিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।" যশোহর।

"সত্য বলিতে কি, এরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, 'কাজের লোকের' মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্ব্বথা সুসিদ্ধ হয়।" সময়।

"আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যেরূপ সারগর্ভ, সেইরূপই উপযোগী।" বঙ্গবন্ধু।

* * * "কাজের লোক" "এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে বাহির হইয়া থাকে। ইহার কার্য্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা এরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি "কাজের লোক" পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় * * * *

দৈনিকচন্দ্রিকা।

"আমরা "কাজের লোক" পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।" খুলনাবাসী।

"কাজের লোক" গৃহস্থ মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।"

মেদিনী-বান্ধব।

এরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিক পত্র বিরল। "কাজের লোক" পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রবৃত্তি জন্মে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়হীন "বেকারের" বন্ধু। * * * বিজ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী যাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বাঙ্গালী যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, ইহাই 'কাজের লোকে'র উদ্দেশ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালায় এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালী।

বাঙ্গালায় সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা "হিতবাদী", "বঙ্গবাসী", "বসুমতী", এবং অন্যান্য অসংখ্য সংবাদপত্রও ভূয়োসী প্রশংসা করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, স্থানাভাবশতঃ সকলগুলি দিতে পারিলাম না।

কাজের লোকের পুস্তক।

শিল্প শিক্ষা।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত।

মূল্য ॥০ ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অসংখ্য হাতে হেতেরে জিনিস প্রস্তুত প্রণালী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঘরে জিনিস প্রস্তুত করা যায়, এমন প্রস্তুত-প্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত। সুন্দর ছাপা, ১০০ কাপি মাত্র আছে, পত্র পাঠ পত্র লিখুন।

HOW TO MAKE MONEY.

যদি ইংরাজীতে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে পুস্তকখানি প্রত্যেক যুবক, ব্যবসায়ী এবং আকাঙ্ক্ষীর পাঠ করা উচিত, পড়িতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। ইহা জিনিস প্রস্তুত-প্রণালী নহে, যে উপায়ে অল্প সময়ে ইয়োরোপ আমেরিকার লোকে ধনকুবের হইতে পারে, তাহারই অনায়াসসাধ্য উপায় সমূহ বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াই এই পুস্তক সংকলিত। এই নামের অনেক পুস্তক থাকিতে পারে, তবে আমাদের আনীত এই পুস্তকখানিই যেন ক্রয় করিবেন। মূল্য ২৲ টাকা ভিঃ পি স্বতন্ত্র। কাপড়ে বান্ধান, পরিস্কার রূপে বিলাতে প্রকাশিত। যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

How a penny became Thousand Pounds Rs. 2/4/-

How to mend and how to make (secondhand Book) Rs. 1/8

Watch repairing Rs. 1/8

V. P. and postage extra.

বেকারের উপায়।

কাজের লোক সম্পাদক প্রণীত।

একেবারেই মূলধন নাই অথচ কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কার্য্য আরম্ভ করা যায়, এই সকলের ফন্দি সন্দিও অতি অনায়াস সাধ্য উপায় সকল বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পন্থা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটু সামান্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া অর্থহীন অবস্থা হইতে উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইতে হয়, এ পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অর্থ নষ্টের কোন আবশ্যক নাই, করাও উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতই কাজ করিতে চাহিলে পুস্তকখানি অর্ডার করিবেন, পকেট সাইজ, ফুলিসক্যাপ ১৬ পেজ সাইজ, প্রত্যেক পরামর্শই মূল্যবান। মূল্য ॥৵০ আনা। ভি, পি স্বতন্ত্র।

ONE THOUSAND RECIPE

বিলাতী পুস্তক, বহু সহজসাধ্য জিনিস প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিপূর্ণ। তবে ইংরাজী পুস্তক। ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে জানিবার অনেক কথাই আছে। মূল্য ২৲ যুদ্ধের জন্য মূল্য বৃদ্ধি।

সমস্ত পুস্তকই ডাকে পাঠান হয়। আমাদের বেশী কর্ম্মচারী নাই যে, সর্ব্বদাই এই কার্য্যে উপস্থিত থাকিতে পারে। টাকা পাঠাইতে এবং আফিসে আসিতে ব্যয় সমানই, অধিকন্তু ডাকে লইলে সময় বাঁচান যায়। সমস্তই ভাল পুস্তক, এবং কেবল কাজের লোকের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য আমরা এই পুস্তক বিভাগ খুলিয়াছি। যাহা আমাদের নাই, তেমন পুস্তকও অর্ডার করিলে সংগ্রহ করিয়া পাঠান যায়। এই বিভাগে কমিশন পেলেও পুস্তক রাখা হয়। সে বন্দোবস্তের জন্য ম্যানেজারপুস্তক বিভাগ, "কাজের লোক আফিস" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

কাজের লোক আফিস,
২° নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,
বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রনিধান করুন

আপনার পক্ষে চক্ষু বড় মূল্যবান—অমূল্য রত্নস্বরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য দামের একখানি কাঁচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চক্ষুরত্নকে রক্ষা করিতে যান; কিন্তু তাহা হইবার নয়। প্রকৃত নির্দ্দোষ চসমা উৎকৃষ্ট ব্রেজিল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয়; তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্ষুরত্ন রক্ষার যথার্থ সামগ্রী। আমরা চক্ষু পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনাইয়াছি। চক্ষের বিবরণ আমাদিগকে যেন একবার অতি অবশ্য জানান হয়। প্রায় ৩০ বৎসরের বহুদর্শিতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ব্যবস্থামত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই

দে, মল্লিক এণ্ড কোং,
২ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"শ্রীশ্রীআপদ নাশিনীর ব্রতকথা।"

দুই আনার ডাক টিকেট পাঠাইলে একখানা বই পাঠানো হয়।

ঘরে ঘরে প্রচলিত।

১২ খানা একত্রে লইলে—দশ আনা মাশুল স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার "শতদল"
১৪ নং বনমালী চাটার্জ্জির ষ্ট্রীট, টালা.
কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৹ টাকা।

Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

১৬শ বর্ষ। New Series. নব পর্য্যায়। Vol. XVI.

১২শ সংখ্যা। DECEMBER, 1922. ডিসেম্বর ১৯২২। No. 12.

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

এই সংখ্যার সহিত "কাজের লোক" পত্রের ষোড়শ বর্ষ পূর্ণ হইল। গ্রাহকগণের মধ্যে যাঁহারা ১৯২৩ সালের জন্ত গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা যেন জানুয়ারী ১৫ই তারিখের মধ্যেই স্ব স্ব অগ্রিম বার্ষিক মূল্য পাঠাইয়া দিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করেন, ইহাই সানুনয় প্রার্থনা। নচেৎ জানুয়ারী সংখ্যাই ভিঃ পিতে পাঠাইয়া দিয়া টাকা আদায় করিতে বাধ্য হইব। টাকা মণি-অর্ডার করিয়া পাঠাইলেই সুবিধা অনেক—তাহাতে ব্যয় কম হয় এবং আমাদেরও পরিশ্রম ও, ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। আশা করি, আমাদিগকে যাঁহারা ১৬ বৎসর অনুগ্রহ করিয়া "কাজের লোক" পত্রকে জীবিত রাখিয়াছেন। তাঁহারা আমাদের এই প্রার্থনায় যেন অমনোযোগী না হন। গত বৎসর অনেক গ্রাহক সমস্ত বৎসর কাগজ লইয়া টাকা দেন নাই। এবার আমরা সেই জন্ত অগ্রিম টাকা না পাইলে কাগজ পাঠান বন্ধ করিব। বাৎসরিক ২৷৷ টাকা, এও যদি দিতে কিন্তিবন্দী করিতে হয়, তবে অতিশয় পরি-তাপের কথা।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

দেশের বর্ত্তমান সমস্যা।

কংগ্রেস সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্ট কমিটীর রিপোর্ট বাহির হলো, নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসকমিটি বস্‌ল, বক্তৃতা বাদ প্রতিবাদ হলো অনেক, কিন্তু কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত হইল না, অবশেষে গয়া কংগ্রেসে যা হয় একটা কিছু সিদ্ধান্ত করা হবে বলে এখন সকলে দল বলে সরে পড়্‌লেন।

বেশ্। আমরা সাধারণ লোকে বুঝি-লাম, ঐ বাকবিতণ্ডা সভা সমিতিই সার হলো, কাজে কিছু হলো না। আসল কথা হচ্চে কি জান, শুধু বাক বিতণ্ডা সভা সমিতি করিয়া দেশ উদ্ধার হবে না। দেশের অন্নাভাব—অর্থাভাব। দেশ যে জাগিয়া ছিল একদিন, তার মানে হচ্ছে, তারা ভেবে ছিল এই আন্দোলনে সাধারণ লোকের কিছু সুবিধা হবে, পুলিশের জমিদারের অত্যাচারের মাত্রা কম্‌বে, হয়তো ট্যাক্স খাজনা কম্‌বে, লোকে হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌বে। সে সব যখন কিছু হলো না দেখ্‌লে, তখন লোকের উৎসাহ কমে গেল, লোকে দেখ্‌লে, ট্যাক্স খাজনার ভার তো জগদ্দল পাথরের মত বুকে রইলই, তার উপর নানান চাদার ভার ঘাড়ে পড়ে গেল—অথচ কাজে কিছু হলো না। তাই সাধারণ লোকের যে একটু চাঞ্চল্য ভাব দেখা গেছিল; তা নিভে গেল।

[illegible]—১

যারা বাস্তবিক জাগলে দেশের যথার্থ কল্যাণ হতো, কেউ তাদের কথা মোটেই ভাবলে না, সেই তারা হলো দেশের সাধারণ লোক—চাষী ভুষোরদল। অসংখ্য টাকা নানান দিকে ব্যয় হলো, কিন্তু এদের যে দুঃখ, তাই রয়ে গেল, তাদের আপনার করে নিতে কেউ চেষ্টাও কল্লে না, ফলে যা হবার তাই হলো। এখন আর দেশের কথায় কেউ কাণ দেয় না, এতে তাদের দোষ নাই, এ দেশের নেতারা শেষ রক্ষা কত্তে কখনও পারেন নাই, পারবেন যে সে আশাও খুব কম। মহাত্মার অহিংস অসহযোগ নীতির তুলনাই নাই, দেশ যদি সেই মহাবাক্যের অনুসরণ কত্তো, তাহলে স্বরাজ লাভ দু দশ দিনের কথা নয়, ২।৪ ঘণ্টায় সম্পন্ন হয়ে যেতো। এ কর্ম্ম বুঝি বাবু কেলাসের কর্ম্ম নয়। আবার যদি স্বরাজই লাভ হতো, তা হ'লেও গরীবদের সেই সমান অবস্থাই থাকতো তার সাক্ষী মিউনিসিপালিটী, জেলা বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড ইত্যাদি। গরীব দিকে ফুসলে ভোটের জোগাড় করে নিয়ে তাদের কাত্‌রাণীতে কেউ কাণও দেয় না। তারা চোরের ভয়ে রাত্রে ঘুমুতে পায় না, ম্যালেরিয়ায় মরে বিনা ওষুধে—পচা পুকুরের পচা জল খেয়ে। তাই দেশের মাতব্বর লোকদের ভাবগতিক দেখে আর কেউ বেলতলায় আসে না। শিক্ষিত লোক যদি হাতে ক্ষমতা পায়, তাহলে তারা আম্‌লা তন্ত্র গবর্ণমেণ্টের বাবা হয়ে দাঁড়ায়। দেশের নৈতিক উন্নতি যদি হতো, তা' হলে এই গরীবদের কথা লোকে ভাবতে শিখ্‌তো। আমরা যা দিকে চাসা নির্ব্বোধ মূর্খ্য বলি, তারা বাস্তবিক তেমন নয়, তারাও সারতত্ত্ব বোঝে। তারা চাসে সারাদিন রাত খাটে, বিনা চিকিৎসায় মরে, ভদ্রলোকের হুজুগে আসর জমিয়ে দেয়, আর নেতারা সুখে স্বচ্ছন্দে আপনার পিঠেতে গুড় মাখিয়ে মজা মারে, এ রহস্য দেশের মূর্খ্য লোকেও বুঝতে পেরেছে বলেই তারা আর সাড়া শব্দ দিতে চায় না।

ওদিকে আমলা তন্ত্র বেশ বুঝে নিয়েছে, যে যতই হৈ চৈ কর বাপু সকল, আমাদের ডাণ্ডা পিটের কাছে তোমাদের সকল মতলবই ফেঁসে যাবে। হয়েছেও তাই। প্রথম প্রথম গভর্ণমেণ্ট নেতা দিকে ধড় পাকড় কত্তে সাহস করে নাই বা ইতস্ততঃ করেছিল, তার পর যেই বুকঠুকে এগিয়ে পড়্‌লো, অমনি সবই হতো ঠাণ্ডা হয়ে গেল। অথচ নেতারা বল্লেন, সাবধান—কেউ টু শব্দ করো না বাবা, অহিংসা ব্রত ভাঙ্গা হবে। সাধারণ লোকের চখে সেটা ঠেক্‌লো কেমন? তারা ভাব্‌লে যখন দেশের মাতব্বর লোক সকল জেলে পচ্‌তে লাগ্‌লো, তখন কাজ নাই বাবা ছা—পোনা নিয়ে ঘর করি অতি কষ্টে—কে তাদের দেখ্‌বে। এ ভাব্‌লে গরীবের কলিজার আর জোর থাকে কতক্ষণ? এই তো দেশের অবস্থা। এত আলগোচে কি কিছু হয়?

দেশ কিসে উদ্ধার হবে?

দেশ উদ্ধার হবে অবিশ্রান্ত কৃষি শিল্পের উন্নতির অবিরাম চেষ্টায়। চাই কোমরের বল—অর্থ—অন্নবস্ত্রের সংস্থান। দেশের কাঁচা মাল উৎপন্ন কর্ত্তে হ'বে, শিল্পের প্রতিষ্ঠানের দিকে দেশের লোককে মন দিতে হবে, দেশকে আগে শিক্ষিত কর্ত্তে হ'বে। দেশের লোক যখন নিজের সংসারে স্বাধীনতার আস্বাদন বুঝ্‌তে পারবে, তখন সে বাহিরের স্বাধীনতার জন্ত হাত বাড়াবে, দুদিন বসে থেকে সে অহিংস অসহযোগ নীতি চালাতে পারবে। ঘরে নাই ভাত—এই ঘোর মার্গি-গণ্ডার দিন, লোকে আপনার সংসার নিয়েই বিব্রত, অহিংস অসহযোগ নীতি সে হাতে কলমে কতক্ষণ রাখ্‌তে পারে? তার পেট্‌তো কোন কথাই শুনবে না। তার আলমুত্র অভাব অভিযোগ, সে কি Practically কোন প্রকার আন্দোলনে যোগ দিয়ে চিত্তস্থির রাখ্‌তে পারে? নিরন্ন জাতির পক্ষে কোন চাঞ্চল্য দেখান সম্ভব নয়। অহিংস অসহযোগ এইরূপ জাতির একমাত্র উপায়। কিন্তু এ দরিদ্র দেশের পেটের জ্বালা সে পথে অন্তরায়। দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানে, কৃষির উন্নতিতে যদি এই অভাব এবং অন্ন সংস্থানের উপায় হয়, লোকে দুটী পেট ভরে খেতে পায়, তার পিছু টান না থাকে, তাহ'লে দেশের সাধারণ লোক যারা চাষা ভুষো, তারাও আপনার সুবিধায় স্বার্থের জন্ত প্রতিকুল প্রতিবন্ধক দূর করবার চেষ্টা না করে থাকতেই পারে না। সকল দেশের মানুষ এই করে স্বাধীনতার চিন্তা কর্ত্তে শেখে। দেশের কয়টী পাশ্চাত্য শিক্ষিত লোকেই ধনে মানে কুলে শীলে বড় হলেই দেশের সব অভাব মোচন হয় না। অশিক্ষিত চাষা শ্রেণীর লোকও চাই, তারা গতরের মেহনতে খেটে দেশের কাঁচা মাল উৎপন্ন করে দেবে, দেশের রপ্তানী বাড়্‌বে, দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হবে সুতরাং নিম্ন শ্রেণীর লোকও উপেক্ষায় নয়। শিক্ষিত লোকেদের সাহায্যও অপরিহার্য্য উপাদান। কিন্তু শিক্ষিত অশিক্ষিতের সম্মীলন না হ'লে কোন কর্ম্মই সম্পন্ন হবে না। অশিক্ষিত বেঁকে বস্‌লে শিক্ষিতের মূলধন নিশ্চল হয়ে পড়্‌বে, সুতরাং দেশের জীবন মরণের কাঠি হলো—সাধারণ লোক। তাদিকে দূরে রাখ্‌লে সর্ব্বনাশ হবে। তাদিকে শিক্ষিত কর্ত্তে হবে, কোলে তুলে নিয়ে আপনার করে নিতে হবে। যখন গরীব ও ধনীর স্বার্থ এক হবে, তখন একতার সৃষ্টি হবে, সেই যে অদ্ভুত মায়া,

তাতেই দেশ অমরত্ব লাভ করবে—সেই অমরত্বই হলো স্বাধীনতা—মুক্তি। সেই মুক্তি কি এখনই পাবার সময় এসেছে?

সেই মুক্তি প্রত্যেক লোকেরই সংসারের মধ্যেই প্রথম আরম্ভ হয়, লোকে যখন তার সংসারের ক্ষুদ্র রাজত্বে পারিবারিক অভাব অভিযোগের লোহার বন্ধন হতে মুক্ত হতে পারে, তখন সে কতকটা স্বাধীন হয়ে স্বাধীনতার আস্বাদন পেয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের দিকে অগ্রসর হয়। বনের বাঘ যেমন একবার রক্তের আস্বাদন পেলে জীবন পণ করে রক্ত পিপাসু হয়ে ওঠে, সকল জাতিই তেমনি স্বাধীনতার আস্বাদন পেলে তা পাবার জন্ম চিরজাগ্রত থাকে। তাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া এখন উচিত, কিসে আমাদের বিলাসিতা কমিয়ে, অপব্যয় কমিয়ে অন্নবস্ত্রের স্বাচ্ছল্যতা আন্‌তে পারা যায়, তার চেষ্টা করা। আমরা হয়ে পড়েছি বিলাসী, অপব্যয়ী—অলস, অকর্ম্মণ্য জাতি। আমাদের তাই অভাবে সকল উদ্যম নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে, এই অভাব মোচনের জন্ম আমাদিগকে বহু কুটীর শিল্পের প্রতিষ্ঠান করে নিতে হবে। চাক্‌রীর জন্ম আমাদের এই যে এত মোহ মমতা, সেটা সবই যে জীবিকার জন্ম তা নয়, বিলাসিতার জন্মই অধিক। সভ্যতার অজুহাত দেখিয়ে, পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে আমাদের বাবুগিরি বেড়ে গেছে—বাজে খরচের মাত্রাই হয়েছে অধিক। যদি আমরা যেমন অবস্থা, সেই রকমে মোটা ভাত মোটা কাপড়ে সেকালের সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের মত থাকিতে শিখি, বিলাসিতার অপব্যয় কমিয়ে দিই, তা হলেই দেশের প্রকৃত কাজ করাও হবে। অনেক দিন গোলামী করে—মনিবদের ইঙ্গিত ইসারায় যে আমরা দেশের লোকই দেশের লোককে উৎপীড়ন কর্ত্তে অভ্যস্ত হয়েছি, আমাদের স্বরাজ লাভ হলেও সহজে সে বদ্‌ অভ্যাস ঘুচ্‌বে না। সেটা ঘুচ্‌বে আমাদের সেই আর্য্য শিক্ষা নীতিতে—তাতে ধর্ম্ম ভয় হবে—উৎপীড়ন কর্ত্তে প্রবৃত্তি আস্‌বে না।

চাষের জমি তৈয়ারী না হলে তাতে বীজ বপন কল্লে কোন সুফলের আশা করা যেমন একটা বড় রকমের পাগ্‌লামী, দেশের লোকের হৃদয় না গড়ে তুলে তাতে শুধু উপদেশের বীজ বুনে কোন ফলই পাওয়া যেতে পারে না।

তাই আমরা বলি, যে প্রকারেই হউক, দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান করে, কৃষির উন্নতি করে অন্নের সংস্থান করে সংসার হতে অভাব তাড়িয়ে মুক্ত হতে। মুক্ত পুরুষেরই এখন দরকার। এ মুক্তপুরুষের মানে আমরা আধ্যাত্মিক মুক্তি বলে মনে করি নাই—এ মুক্তি সংসারের অভাব হতে মুক্তিলাভ—তাতে অর্থের আবশ্যক, সেই অর্থ এ দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান দ্বারা উঠ্‌তে পারে, সকল দেশেই তাই ওঠে। দেশের অসংখ্য যুবক কর্ম্মহীন বেকার অবস্থায় শুধু সিগারেট ফুকে অন্নধ্বংস করে দিন কাটাচ্ছে, তাদের একটা গতি হতে পারে।

কাজ না থাক্‌লেই মতির গতি অন্যদিকে যায়, তারা থিয়েটার বায়স্কোপ্ দেখে বেড়ায়, বিলাসী হয়ে ওঠে, বাবু সাজে, অন্তঃসার শূন্য হয়ে উঠে। মহাত্মা গান্ধী কুটীর শিল্পের জন্ম ঘরে ঘরে চরকার প্রচলন কর্ত্তে পরামর্শ দিয়ে ছিলেন, নিম্ন শ্রেণীর লোকগুলিকে কোলে তুলে নিতে বলেছিলেন, তাদের স্বার্থের দিকে তাকাতে বলেছিলেন, দুর্ব্বল না হলেও নিরস্ত্র জাতি বলে অহিংস হতে পরামর্শ দিয়ে ছিলেন। সে কথা গুলি কাজে তো পরিণত হলো না, তার নানা কদর্য্য অর্থ হয়ে উঠ্‌লো—এখন কাউন্সিলে প্রবেশ করবার গোয়াল উঠ্‌চে। কাউন্সিলে ঢুক্‌তে পার্‌লে তো লণ্ডভণ্ড করবে? এই সব দণ্ডে দণ্ডে মত পরিবর্ত্তন দেখ্‌লে সাধারণ লোকই বা ভোট দেবে কেন? ও সব পন্থা ঠিক নয়, আগে নিজে নিজের অবস্থার উন্নতি করাই হলো আসল মুক্তির পন্থা। অভাব থাক্‌লে তার ধর্ম্ম সাধনাও হয়ে উঠে না। অন্য কথা তো পরের কথা।

ছুট্ ছাট্।

তূলার বীজে ময়দা।

আমেরিকায় তূলার বীজ হইতে প্রচুর পরিমাণে ময়দা তৈয়ারী হইতেছে। এই ময়দা নাকি অত্যন্ত পুষ্টিকর ও লোকের ব্যবহারোপযোগী। কর্ণেল এলিসন এই ময়দা আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নামানুসারে ইহাকে এলিসন ময়দা বলে। এই ময়দার মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ছানা জাতীয় ও আট ভাগ বসা জাতীয় পদার্থ আছে।

ভারত গভর্ণমেণ্ট আইন পাশ করিয়াছিলেন, ১২ বৎসরের কম বয়স্ক বালকদিগকে বন্দরের মাল বহন বা নাড়াচাড়া কাজে নিযুক্ত করা হইবে না। ভারতের দারিদ্র্য যেরূপ ভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বালকদিগকে নানা রূপ শ্রমসাধ্য কাজে আত্মনিয়োগ করিতে হইতেছে। যাহা তাহারা পারে না, যাহা তাহাদের স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা উভয় দিক হইতেই অপকারী, তাহাও তাহাদিগকে অনেক সময় করিতে হয়। এজন্ম জাতির ক্ষতি নিতান্ত কম হইতেছে না। সুতরাং এই সব ক্ষতি না হয়, আইন করিয়া তাহার ব্যবস্থা করিতে

হইবে। তবে সঙ্গে সঙ্গে এরূপ ব্যবস্থা করা দরকার, যাহাতে উপযোগী কাজের অভাবে বালকদিগকে বসিয়া থাকিতে না হয়। এই দরিদ্র দেশে কি বালক কি বৃদ্ধ বসিয়া থাকিবার অবসর কাহারো নাই—অধিকারও কাহারো নাই। সুতরাং কতকগুলি কাজ আইন করিয়াই বালকদের জন্য আলাদা রাখা দরকার।

নূতন ট্যাক্সে আয়।

ষ্ট্যাম্প ও কোর্টফীর মূল্য বাড়াইয়া এবং আমোদ কর বসাইয়া গভর্ণমেণ্টের কত টাকা আয় হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য শ্রীযুক্ত বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় মহাশয় এক প্রশ্ন করায় তদুত্তরে মিঃ ডোনাল্ড জানাইয়াছেন যে, ১৯২১ সালের ৩১এ অক্টোবর হইতে গত ৩১এ অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসর ষ্ট্যাম্পের মূল্য বাড়াইয়া পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৬,৮৯,৮৯৬ টাকা, এবং কোর্টফীর মূল্য বাড়াইয়া ৭,৮০,২৪৩ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। তদ্ব্যতীত নবপ্রবর্ত্তিত আমোদ কর দ্বারা ঐ সময়ে ১,০৮,৫০০ টাকা আয় হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে ষ্ট্যাম্পে ৪২,৭৬,৯১৫ টাকা ও কোর্টফীতে ১,০৫,১৮,৬০৮ টাকা আয় হইয়াছিল; তৎস্থলে এ বৎসর যথাক্রমে ষ্ট্যাম্পে ৪৯,৬৬,৮১২ টাকা ও কোর্টফীতে ১,১২,৯৮,৮৯১ টাকা আয় হইয়াছে। এই তিন ট্যাক্স হইতে যত টাকা আয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা ৮৫ লক্ষ টাকা আয় কম হইয়াছে।

ব্যবসা ও বিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২)

অক্টোবর সংখ্যায় আমরা বলেছিলাম, 'বিজ্ঞাপনকে ব্যবসার হীন অঙ্গ (Subsidiary adjunct) বলা চলে না; কথাটা বলবার কারণ আছে, উপস্থিত সময়ে ব্যবসার প্রতিযোগিতা যথেষ্ট; আর সেই প্রতিযোগিতায় একটুও জয় লাভ করা সম্ভব কিসে?—শুদ্ধ জিনিষ ভাল হলে নয়, সস্তা দাম হলেও নয়; কারণ অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে, খারাপ জিনিষও কেটে যায়, আবার কমদামে পাওয়া যায়, এমন জিনিষই বেশী দামে বিক্রি হয়। ব্যবসায়ে কৃতকার্য্যতা, প্রতিযোগিতায় জয় লাভ, পশারে (credit and good will) এর উপরই নির্ভর করে, আর শুদ্ধ জিনিষ ভাল বা সস্তা করলেই যে সেই পশার বাড়িয়ে তোলা যায়, একথা ভাবা সম্পূর্ণ না হলেও, কতকটা ভুল বটে। মোটের উপর জিনিষও ভাল হবে, দাম যে সস্তা হবেই এমন কোনও কথা নাই, তবে সকলের (mass of the people) সঙ্গতির অনুরূপ হলেই ভাল হয়। আর সব চেয়ে দরকারী হচ্ছে, জিনিষটার সঙ্গে দেশের বেশী ভাগ লোকের চেনা পরিচয় করিয়ে দেওয়া। যত বেশী জিনিটাকে চিন্‌বে, জান্‌বে ততই তাদের ভেতর সেই জিনিষের প্রতিপত্তি বাড়্‌বে। আর তারা সে জিনিষের জন্য আগ্রহ দেখাবে; ক্রমে এই আগ্রহ তাদের এমন একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে, যে তারা সেই জিনিষ ভিন্ন অন্য সেই রকম জিনিষ ভাল হলেও নিতে চাইবে না। এ রকম ক'রে সকলকে জানিয়ে দেওয়াটা বিজ্ঞাপনেরই কাজ, আর এরকম লোকের আগ্রহ বাড়ানও বিজ্ঞাপনেরই ক্ষমতা; তবে সাধারণ ভাবে বিজ্ঞাপন দিয়ে সেটা আশা করা চলে না; কারণ লোকের মন আকর্ষণ ক'রে তা থেকে নিজের কাজ করিয়ে নেওয়া নিতান্ত সোজা ব্যাপার নয়; এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন সুচিন্তিত আর সুলিখিত হওয়া বিশেষ দরকার। আর সেইরূপ (Judiceously and tactfully written)* বিজ্ঞাপন বরাবরের জন্য—দু একবারের জন্য নয়, লোকের সাম্‌নে ধরতে হবে, তাদের অনবরত মনে পড়িয়ে দিতে হ'বে। বারম্বার এমন করার কারণ আছে; সচরাচর লোকে নিজের স্বার্থ, সুখ দুঃখ ছাড়া অন্য সকল বিষয়ই অতি সহজে ভুলে যায়; যাতে তারা বিজ্ঞাপিত জিনিষটা ভুলে যেতে না পারে, কিম্বা ভুলে গেলেও আবার যাতে সেই জিনিষটা তাদের মনে পড়ে, এজন্যই বিজ্ঞাপন পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করাতে হয়। বিজ্ঞাপন বারম্বার আবৃত্তি হলেই জিনিষটা অতি সহজে সাধারণের মনে দৃঢ় হ'য়ে বসে যায়; এ রকম করে সকলের মনে একটা স্থায়ী স্মৃতি (permanent impression) রেখে যাওয়া বিজ্ঞাপন আবৃত্তির প্রধান গুণ। এখন এই যে লোককে জিনিষটার বিষয় মনে করিয়ে দেওয়া, এর ভেতর কি রহস্য (psychological mystry) আছে দেখা যাক :—

নতুন একটা বিজ্ঞাপন তা সেটা ভাল অর্থাৎ সুযুক্তিপূর্ণ আর সুলিখিত হউক বা না হউক, প্রথম বারেই নজরে পড়্‌লেও অনেকে তা বিশেষ লক্ষ্য করে না, আর লক্ষ্য কর্‌লেও তার ভেতরে নিজেকে যেতে দেয় না। কিন্তু সেই বিজ্ঞাপনই যখন পরপর কয়েকবার বেরুতে থাকে, তখন তার একটা আগ্রহ ও কৌতুহল (subconscious curiocity) আসে; তাতে প্রথমে যে বিজ্ঞাপনটা সে একবারেই পড়েনি, সেইটাই সে পড়ে দেখে; আর যদি সে সেটা পূর্ব্বে পড়ে থাকে, তাহলে তার মনের অংগেকার ভাবটা (derived knowledge of article advertised) ক্রমে গাঢ় হতে থাকে, জিনিষটার সম্বন্ধে তার মনে একটা স্থায়ীভাব (permament impression) থেকে যায়, তার মনটা অজ্ঞাতসারে

(unconsciously) জিনিষটার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, ক্রমে জ্ঞাতসারেও (voluntarily) সে সেই জিনিষটার ভক্ত হয়ে দাঁড়ায়। একটা উদাহরণ দিলেই এ ঘটনাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

বিজ্ঞাপন দাতা লিখলেন :—"Sen's Coco is delighiful and refreshing." বিজ্ঞাপনটা ক্রমাগত বেরিয়ে প্রায় সকলের নজরেই পড়ল ; বিজ্ঞাপনের ভাষায় অনেকে আকৃষ্ট হ'লেন, আবার অনেকে তা লক্ষ্যও করলেন না। শেষে কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়াল এই রকম :—

ক্রেতা দোকানে গিয়ে বললেন ;—মশাই! একটা Coco দিন ত।

বিক্রেতা জিজ্ঞাসা করলেন,—কার Coco মশায়?—এ প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই ক্রেতার মনে একটা বিরাট ব্যাপার হয়ে গেল (uncons cious vibrations of mental thoughts and their projections in memory) ; বরাবর বিজ্ঞাপনে sens coco is delightful and refreshing" দেখে দেখে, ক্রেতার মুখস্থ হয়ে গিয়েছে "sen's Coco"; তিনি যেন ভুলে গেলেন যে, sen's coco ছাড়াও আর অন্য কোনও Coco থাকতে পারে ; প্রশ্নটা হবার সঙ্গে বিজ্ঞাপনের সুপ্ত শক্তি (latent energy) উত্তেজিত (Kinctic enargy) হয়ে ক্রিয়া করলে (materialigation of thought), নিজের অজ্ঞাতে যেন ক্রেতা বলে ফেললেন 'Scns' Coco.

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী।

আত্মনির্ভরতা।

প্রত্যেক লোকেরই আত্মনির্ভরশীল হওয়া দরকার। এই আত্মনির্ভরশীল হতে গেলেই তাকে বহু বিষয় জানতে হবে, বহু কাজ হাতে হেতেরে শিখতে হবে। নিজের অনেক জিনিস নিজে প্রস্তুত করে নিয়ে নিজের অভাব মোচন কর্ত্তে হবে। প্রতিহাত পয়সা খরচ করে কিনতে গেলে, ছোট বড় পীড়ার ডাক্তার কবরেজকে টাকা দিতে গেলে বাঁচবে কতক্ষণ? তাই অল্পবিস্তর চিকিৎসাও শিখতে হবে, সকল বিষয়েই জ্ঞান লাভ কর্ত্তে হবে, তাতে বাজে ব্যয় কমবে, পেটে দুটো খেতে পেয়ে কিছুদিন বাঁচবে। ছোট ছোট খরচ একসঙ্গে ঠিক দিয়ে দেখেছ কি—কত বাজে খরচ? খরচ কমাতে, মান অপমান বোধ কল্লে চলবে না। যে কাজই কর তুমি, সাইড্লাইন কিছু না রাখলে চলতে পারে না। চাকুরি করে এসে ঠ্যাং ছড়িয়ে পড়ে পড়ে রাজা উজির মারবার্ অবসর আমাদের দেশের লোকের নাই। তাই আত্মনির্ভরশীল না হ'লে চলবে, না। যতদূর সম্ভব, মামলা মোকর্দ্দমায়, বিবাদ বিসম্বাদে না যেয়ে মিতব্যয়ী হতে হবে। সকল দিকে প্রকৃত কাজেরলোক প্রস্তুত হতে হবে, তবে দেশের ভাল কাজের দিকে দৃষ্টি দেবার অবসর পাবে। "কাজের লোক" ষোল বৎসর এই আলোচনা করে আসচে—আত্মনির্ভরতার বিবিধ পন্থা দেখিয়ে এসেছে। কিন্তু দেশের গোলামীপরায়ণ জাতি আমরা, আমাদের এই আত্মনির্ভরতা একটুও তো জাগে নাই, সেই শত শত শিক্ষিত যুবক হা—চাকুরী যো—চাকুরী করে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখতে পাচ্ছি, এরা হিন্দুস্থানী ফেরিওয়ালা পানওয়ালীদেরও অধম—কিন্তু কারো মুখে তো শুনতে পাই না যে স্বাবলম্বী হয়ে ফেরি করে—উপার্জ্জন কর্ত্তেও প্রবৃত্তি হয়েছে। তা হলে সেটা হচ্ছে যে চাকুরী করে বাবুগিরিই প্রধান লক্ষ্য। আমার দেশ আমার দেশ বলা একটা ব্যবসায়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। অভাবে পড়ে লোকে নানা প্রকার মুর্ত্তিতে ভিক্ষেয় বেরুচ্ছে, লোকের দেশের দিকে এখন একটু অনুরাগের সঞ্চার হয়েছে, তাই গৃহস্থ মধ্যবৃত্ত শ্রেণীর লোকে যে কিছু না দিচ্ছে—তাও নয়। কিন্তু সে অর্থ কোথায় যাচ্ছে—তারও ঠিক ঠিকানা নাই। দেশে নানান শ্রেণীর কেবল ভিক্ষুকের সংখ্যাই বেড়ে যাচ্ছে—কিন্তু স্বাবলম্বী হতে তো—বাঙ্গালী যুবকদের প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। তাই তো আমরা বলি যে, উচ্চ শিক্ষার কেবল আত্মাভিমান বেড়েছে—হৃদয় গঠিত নাই। খেতে পায় না—না খেয়ে ঘরে পিতা মাতা স্ত্রীপুত্র মরচে, তবু যুবতীর চিত্রযুক্ত নাটক নভেল পড়ে—চিত্রকলার সমালোচনা হচ্ছে। সারাদিন উপন্যাস বুকে রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে প্রেমকাহিনী পড়তে পড়তে বাছাদের পিঠে কড়া পড়ে গেল—এরা আত্মনির্ভরতার উপায় ভাবে কখন? এই শ্রেণীর বিলাসী অকর্ম্মণ্য লোক দেশের উন্নতির যখন স্বপ্ন দেখে কপচাতে থাকে, তখন বাস্তবিক তারিফ না করে থাকা যায় না। দেশ জেগে থাকতে পারে হয় তো ; কেন না—লোকে বলচে। কিন্তু এটা ঠিক জেগে স্বপ্ন দেখচে মাত্র। জাগরণের কাজ এখনও কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

গঠন কার্য্য।

এদেশে স্বরাজ লাভের জন্ম গঠন কার্য্য বলে একটা কথা উঠেছে, সে কি রকম গঠন কার্য্য, আমরা ত ঠিক বুঝে উঠ্তে পাচ্ছি না। গঠন যদি কিছু এদেশে আবশ্যক হয়ে থাকে, তা চরিত্র গঠন। এই চরিত্র যা—আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে লাভ করে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছি; এই চরিত্র নিয়ে দেশে কোন গঠনই হ'তে পারে না—একথা বহুবার বলেছি। এই শিক্ষার গুণে আমরা দেশী চালচলন, দেশী হাবভাব দেশী দেশাত্ম বোধ হারিয়ে বসেছি—পাশ্চাত্য জাতির আচার ব্যবহার চালচলন নিয়ে দেশের যারা দেশী, যাদের এখনও কথার ঠিক আছে, যারা পাটো যারা বুদ্ধিতে এখনো পাকা হয়ে ওঠেনি, সেই শ্রেণীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে গঠন গঠন করে চেঁচিয়ে মরছি, এ চেয়ে আর আশ্চর্য্য কিছু হতে পারে কি? শিক্ষিত আমরা, দেশের সবই ভেঙ্গে চুরমার করে যাচ্ছি, আইন কানুন পড়ে দেশের যারা নীরিহ চাষা তাদের ভিতরে যত কুপরামর্শ, মামলা মোকদ্দমার প্রবৃত্তি ঢুকিয়ে দিয়ে যতটুকু একতা, নিস্বার্থতা, মহাপ্রাণতা—সব ভেঙ্গে চুর করে ফেলছি—অথচ গঠন কার্য্য গঠন কার্য্য করে চেঁচাচ্ছি। পার যদি চরিত্র গঠন কর—জেদ ছাড়, সাবেকী চাল ধর। পরকে ভালবাসতে হলে চরিত্রের বলের আবশ্যক আছে। এদেশে যখন চরিত্রের গঠন কাজ সেই কুড়ে ঘরের টোল পাঠশালা হতে হতো—তখন পরে পরকে ভাল বাসতো, তখন অহঙ্কার বলে লোকে কিছু জানতো না, সরল প্রাণে সরল কথায়, সরল পোষাক পরিচ্ছদে মোটা ভাত মোটা কাপড়ে, সরল ধর্ম্মাচরণে দিন যাপন কত্তো, সূর্য্য চন্দ্র সাক্ষ্য রেখে লেন দেন হতো—কোথায় গেল সে চরিত্র—সে দিন? অহিংসা তখন ধর্ম্ম বলে পরিগণত হ'তো। গঠন কর্ত্তে হলে এদেশের আব্ হাওয়ায় যে গঠন টিক্‌বে, আগে তারই দরকার—আর তার মাল মসলা হলো চরিত্র গঠন, তাতে বিদেশী ভেজাল থাক্‌বে না। সেই গঠনেরই দরকার। ও ফাঁকি বাজীর কিছুতে মুক্তি নাই বাবা—মুক্তি আসলে। অন্যায় করে কেন আপনা আপনি খাওয়াখায়ী করে মরছি? অন্যায় বুঝলে স্বীকার করবার সাহস থাক্‌বে, ভাল মন্দ বিচার করবার শক্তি থাক্‌বে—সাহসে কুলুবে, ধন, মান দয়া দাক্ষিণ্য করতে নৈতিক সাহস থাক্‌বে, তবে প্রকৃত গঠন কার্য্য সাধিত হবে। বুকে হাত দিয়ে দেখ দেখি সব, তেমন ভাবে একজনও গঠিত হয়েছি কিনা?

Home Industries.

গার্হস্থ্য-শিল্প।

—:•:—

LIQUID DENTIFRICE.

তরল দন্তধাবন।

দারুচিনির তৈল	১০ ফোঁটা
কমলা লেবুর তৈল	১০ ফোঁটা
White Castile soap	২ আউন্স
Rectified Spirit	৮ আউন্স
Distilled water	৮ আউন্স
Lequid cochineal	৮ আউন্স

প্রথমে কাষ্টাইল্ সাবানটাকে টুকরা টুকরা করিয়া জলে দিয়া মৃদু জ্বালে গলাইয়া ফেলিতে হইবে, তাহার পর Oil Cinnacuon (দারুচিনি তৈল, Oil orange (লেবুর তৈলকে) রেক্টিফায়েড স্পিরিটে গলাইয়া লইয়া ঐ দ্রবীভূত সাবানের সলুইশনের সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া ফেলিয়া তাহার পর কোচিনিল দিলেই গোলাপী রং হইলে তাহার পর যেরূপ গন্ধ প্রিয় বলিয়া বোধ হইবে, মিশাইয়া দিতে হইবে। ইহা একটী উৎকৃষ্ট দন্তধাবন। মুখের দুর্গন্ধ, অশক্ত দাঁতের গোড়ার ও মাড়ীর রোগ ইহা দ্বারা বিদূরিত হইবে, মুখে সুগন্ধ হইবে। ইহা পেটেণ্ট করিয়া বিক্রয় করা যায়।

Fricle Lotion.

ব্রণ নিবারক আরক।

লেবুর রস	১ আউন্স
বোরাক্স (সোহাগা)	অর্দ্ধ ড্রাম
চিনি	অর্দ্ধ ড্রাম

একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী শিশিতে পুরিয়া দুই চারিদিন নিভৃত স্থানে রাখিয়া দাও। এই লোশন মুখে শয়নের পূর্ব্বে মাখিয়া শয়ন করিবে, প্রাতে ধুইয়া ফেলিবে। ইহা দ্বারা ব্রণ দুষ্ট মুখ সুন্দর ও দাগ শূন্য হইবে।

ঘরকন্নার টুকিটাকী।

পুড়ে গেলে ১ পাউণ্ড লার্ড বা চর্ব্বির সঙ্গে যত টুকু খড়ির গুড়ো মিশ্রিত কল্লে বেশ ঘন আটার মত হবে, তাই দগ্ধ স্থানে যদি একটু পুরু করে মাখিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে ফোস্কা তো হয়ই না, অধিকন্তু জ্বালা যন্ত্রণা ও তৎক্ষণাৎ থেমে যায়।

দগ্ধ স্থানটাতে কাঠের কয়লায় সূক্ষ্ম চূর্ণ চাপিয়ে দিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা দূর হয়।

চারকোল্ বা কাঠের কয়লার গুড়া ক্ষতস্থানের উপর চাপিয়ে রাখ্‌লে অতি সত্বর ক্ষত ও আরোগ্য হ'য়ে যায়।

মধু দগ্ধ স্থানে মাখিয়ে দিলেও যন্ত্রণা শীঘ্র উপশমিত হয়। ঘা হয় না।

কড্‌লিভার অয়েল খেতে ভারি কষ্ট হয়। এর গন্ধের জন্য যদি এর সঙ্গে এক চামচ আন্দাজ Cinnamon water দারু-চিনির জল মিশিয়ে খাওয়া হয়, তা হ'লে গন্ধ লাগে না। দারুচিনির জলও বায়ু-নাশক।

কাচা পেঁপের চাট্‌নী।

এই চাট্‌নী যেমন মুখপ্রিয়, তেমনি হিত-কারী। একবার খেলে ভুলতে পারবেন না। নিম্নে এর প্রস্তুত প্রণালী দেওয়া হলো।

মাল মসলা।

একটি গোটা বড় কাঁচা পেপিয়া
অর্দ্ধ ছটাক আম আদা
আধখানি লঙ্কা
অর্দ্ধ তোলা তেঁতুল
অর্দ্ধ তোলা বা ১ তোলা চিনি
একতোলা আন্দাজ রাই সরিষা বাঁটা।

প্রথমে পেঁপিয়াটির ছাল ছাড়িয়ে ফেল, বীজগুলি ফেলে দিয়ে ফালি ফালি করে কাট, এবং জলে ফেলে বেশ করে কচলে ধুয়ে নাও। তারপর আম আদা গুলিকেও পরিস্কার করে নাও। তারপর এখন সরসে, লঙ্কা পেপে আম আদা গুলিকে শীলে এক সঙ্গে বাঁট, যেন পাতলা না হয়ে যায়—জল সামান্য দিও। বেশ মিহি করে বাঁটা হলে, তাহতে একটু তেঁতুল মাড়ী দাও এবং চিনিটুকু দাও। দিয়ে বেশ করে মিশিয়ে পাথর বাটীতে রাখিয়া দাও। একে আগুনে চড়াতে হবে না। কাঁচাই খেতে হবে। এ এত সুন্দর হবে যে খাবার সময় মনে হবে, কচি আমের চাট্‌নী খাচ্চি। গুণও ভাল, পেপেতে যকৃতের কাজ ভাল করে, তাই খাদ্য দ্রব্য সহজে পরিপাক হয়ে যাবে।

কখন ঘরের মধ্যে কেরোসিনের আলো জেলে বা কয়লার উনানে রেক্ষে সেই ঘরেই শুয়ে ঘুমিও না কার্ব্বন গ্যাস জন্মে সকলেই মারা যাবে। কত লোকই এই রকমে মরেছে।

কালী বা লোহার মরিচার দাগ যদি কাপড়ে লাগে, তা হলে Salt of Lemon (Oxalate of Potass) সলুইশনে ধুলেই উঠে যাবে।

পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্র।

ইংরেজের নীতি শাস্ত্রেই বলে যে, to delay justice is injustice" বিচার কর্ত্তে বিলম্ব করে তাকেও অবিচার বলে। তবে এদেশের মোকদ্দমায় বিচার কর্ত্তে যে অযথা বিলম্ব করা হয়, সে অবিচারের বিচার কর্ত্তে কে পারে ? তা হলে ইংরাজের যা তার [illegible] নীতি, এদেশে তার কোন মানে হয় না।

ইংরাজী নীতি শাস্ত্রে বল্‌চে "Economy is itself a great income." শুন্‌তে বেশ কথা, কিন্তু এদেশে ইংরাজ রাজ নীতিজ্ঞগণ মিতব্যয়ী হয়ে আয় বাড়াতে চান্ না, গরীব প্রজার রক্তশোষন করেই আয় বৃদ্ধির পক্ষপাতী। ভারতের অদৃষ্টে নীতি এখানে ভোঁতা হয়ে যায়। মিতব্যয়িতার দিকে লক্ষ্য রাখ্‌লে আর লর্ড ইঞ্চিকেপ্‌কে কুঠার হাতে কোপাতে আস্‌তে হতো না।

তা হলেই বোঝা যাচ্চে, এ যুগে নীতি শাস্ত্র অশ্বডিম্বের মত অসার জিনিস, তার মূল্য নাই। আর আমরা এতকাল এই নীতিই শিখে এসেছি।

DANGER OF SLEEPING IN NEWLY PAINTED APARTMENT.

সদ্য রংকরা ঘরে নিদ্রা যাওয়ায় বিপদ্। Dr. Good (ডাক্তার গুড্) এইরূপ বিপদের বিবরণ দিয়ে ছিলেন যে, লণ্ডনের একজন বিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসকের বাড়ী মেরামত হয়ে রং করা হচ্ছিল বলে তাঁর পরিবার বর্গকে পল্লী গ্রামে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি নিজে লণ্ডনেই কার্য্যোপলক্ষে ছিলেন এবং তাঁর সদ্য রং করা (newly paintd) ঘরের মধ্যে কয়েকদিন ঘুমিয়ে ছিলেন। ফলে প্রায় একমাস পরে তাঁর "Painters Colic "রংরাজকদের শূল" নামক উৎকট যন্ত্রণা দায়ক পীড়া উৎপন্ন হয়েছিল। প্রথমে ডাক্তারগণ একথা বুঝ্‌তে পারেন নাই, তারপর বোঝা গেছিল যে এই সদ্য রং করা ঘরে শুয়েই এই পীড়ার উৎপত্তি। এই পীড়াতেই ডাক্তার মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। সুতরাং সদ্য রং করা ঘর বহুদিন ধরে খুলে রেখে দিতে হয়। ইহার বিকট গন্ধ দূর হইলে, রং শুকুলে তবে ব্যবহারোপযোগী হয়। নূতন চুণকাম করা ঘরেও শুতে নাই।

নতুন খবর।

জীব সৃষ্টির নতুন তথ্য।

——:০:——

লিট্‌লফিল্ড (Littlefield) থেকে ডাঃ চার্লস্ ওয়েণ্ট ওয়ার্থ (Dr. Charles Wentworth) জীবের জন্ম-তত্ত্বের নতুন খবর দিয়ে বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক সবাইকে স্তম্ভিত করেছেন।

তিনি তাঁহার নিজের রাসায়নিক পরীক্ষাগারে অদ্ভুত উপায়ে অজৈব (প্রাণহীন) খনিজ দানাদার (Cristal) পদার্থ থেকে জীবন্ত প্রাণী সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি তাঁর পরীক্ষালব্ধ আশ্চর্য্য ঘটনার কতক গুলো ফটো বৈজ্ঞানিকদের কাছে প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করেছেন।

এ ছাড়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এক প্রকার খনিজ লবণ থেকে চিনি নাকি মানুষের শরীরের উপাদানও তৈরী করতে পেরেছেন। তাঁর বিশ্বাস, এইবার তিনি পৃথিবীর জীব-সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারবেন।

কলকব্জার ওপর লোকের বদ্ধমূল ধারণা।

"ষ্টীমসিপ," বা কলের জাহাজ যখন আবিষ্কার হয় নি—লোকে তখন পাল তোলা জাহাজে করে সাগরে পাড়ি দিত। আর বিপদও ঘট্‌তো পদে পদে, কারণ তখন জাহাজ ইত্যাদি জলযান ইচ্ছামত চালানোর ক্ষমতা লোকের আয়ত্তাধীন বড় একটা ছিল না; বাতাসের দয়ার ওপরই প্রায় নির্ভর করতে হতো, কাজেই মাঝি মাল্লারা সুলক্ষণ দুর্লক্ষণ আমাদের হাঁচি টিক্‌টীকীর মতোই বড় বাছুনি করতো। তারা তাদের জাহাজটাকে মানুষ প্রভৃতির মত ইচ্ছাশক্তি বিশিষ্ট এক অদ্ভুত দেবীর মত সম্মান ও ভয়ের চখে দেখতো।

এমন কি—"ষ্টীম" এসে প্রাকৃতিক শক্তি পুঞ্জের ওপর দখল করা সত্ত্বেও এই অদ্ভুত ধারণা লোপ পায়নি। আজ কালও অনেক "ষ্টীম্ লোকোমোটিভ্" মটরকার ও অন্যান্য বাষ্পীয় বা বৈদ্যুতিক রথের চালকেরা তাদের যান গুলোকে স্ত্রী জাতীয় জৈবশক্তি সম্পন্ন বলে মনে করে। বড় বড় কলের কামান, ষ্টীম-হ্যামার, উড়ো-জাহাজ, ডুবো-জাহাজ, মানওয়ার প্রভৃতি অদ্ভুতকর্ম্মা যন্ত্রাদির মালিক বা পরিচালকদের এ বিশ্বাসের দৃঢ়তাই দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

সাধারণ বুদ্ধি বা বিশ্বাসের অনুকূলে কোন ঘটনা ঘট্‌লেই সেই ধারণা অমূলক হওয়া সত্ত্বেও লোকের মনে বদ্ধমূল হয়ে পড়ে। আধুনিক এ সমস্ত বিপুলকায় অদ্ভুত শক্তিশালী কলকব্জা সমূহের প্রায় প্রত্যেকটার সঙ্গেই একটা না একটা দুর্ঘটনা ঘ'টে এই বিশ্বাস টাকে ক্রমশঃ বাড়িয়েই তুলেছে।

প্রুশিয়ার রাজকুমার হেনরি প্রকাণ্ড একখানা মোটর গাড়ী কিনে যেদিন প্রথম চালাতে গেলে সেই দিনই এক পথিককে ধাক্কা দিয়ে ফেলে তার ইহলীলা শেষ করে দেয়। প্রথম তারিখেই এই দুর্লক্ষণ দেখে তিনি গাড়ী খানাকে বেচে ফেলেন, যিনি কিন্‌লেন—তিনি আরেকজনকে খুন করে গাড়ী খানা অলক্ষুণে বলে বেচে ফেলেন, এই রকমে চার জনের হাত বদ্‌লায়; আশ্চর্য্যের বিষয় প্রত্যেকেই এক একজন মানুষ চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছিলেন। গাড়ী খানার নামই হয়ে যায়—তারপর থেকে—যমের গাড়ী বা মৃত্যুর গাড়ী (Car-of-death) কিছুদিন আগে সে গাড়ী খানা আরেকজনের হাতে গিয়ে কলোনের (Cologne) ঝুলানো পুলের উপর একজন মানুষকে চাপা দিয়েছে।

ওই রকমের আরো অনেক ঘটনা শোনা যায়। আরেকটী ঘটনার কথা বল্‌ছি—পেন্‌সিল্ ভেনিয়ার (Pensylvania) জার্সি সহরে (City of Jersey) রেলওয়ে কোম্পানির একটা এঞ্জিন ছিল, সেটার নাম দেওয়া হয়েছে "The Assassin" অর্থাৎ গুপ্ত হত্যাকারী" কিছু দিন আগে থেকে মাত্র সে হত্যাকার্য্য আরম্ভ করে।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

গ্রন্থ পরিচয় ও সমালোচনা।

পল্লী-মঙ্গল।

(Village Organisatfon Constructive Programme) আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় প্রমুখ বাণী সমন্বয়ে শ্রীঅশ্বিনী কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ১৲, বাঁধাই ১।০, পুস্তকের একমাত্র এজেণ্টস মেঃ চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং লিমিটেড্ ১নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। পল্লীমঙ্গল সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে অনেক গবেষণা শুনিয়াছি এবং পাঠ করিয়াছি, কিন্তু আলোচ্য "পল্লীমঙ্গল" পুস্তকখানির সমতুল্য এমন উৎকৃষ্ট পুস্তক ইতিপূর্ব্বে কখনও যে আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহা মনে হয় না। পল্লী মঙ্গলের প্রত্যেক পরামর্শ সহজসাধ্য এবং যুক্তি পূর্ণ, ভাষা সতেজ এবং প্রাঞ্জল, প্রত্যেক পংক্তি পড়িয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় মহোদয় যে বলিয়াছেন, "পুস্তকের পরিচয় পত্রে, পত্রে কার্য্যকারিতা প্রতিপাদ পূরণে," এ কথা খুবই সত্য। ইহার

বিশাল সূচীর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া "কাজেরলোকের" সংকীর্ণ স্থানে একেবারেই অসম্ভব। পল্লীমঙ্গলের নির্দ্দিষ্ট উপদেশে প্রত্যেক গ্রামের, প্রত্যেক গৃহস্থের, প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত মঙ্গল সাধিত হইবে। আমরা এমন হিতকর পুস্তকের গৃহপঞ্জিকার ন্যায় প্রতিগৃহে আদর দেখিলে সুখী হইব।

পল্লীগ্রামে বাস করিয়া যাহা কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় জানিলে মানুষ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে, ইহাতে সে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ই স্থান পাইয়াছে। পরিতাপ, বিষয় সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবারও স্থান নাই।

মনিমোহন জীবন—(স্বরচিত) শ্রীরামকুমার নাথ সংকলিত, ৩ খানি হাপটোন সম্বলিত—মূল্য ১৲, আলোচ্য পুস্তকখানি যোগী জাতির উন্নতিকামী একজন। একনিষ্ঠ কর্ম্মীর জীবন চরিত। তিনি যোগী জাতির উন্নতি কল্পে নানা প্রকার দুর্ঘটনায় মধ্য দিয়াও কেমন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহাই স্বয়ং রচনা করিয়া গিয়াছিলেন। জীবন চরিত খানি ঘটনা বৈচিত্রে পরিপূর্ণ—উপন্যাসের ন্যায় পড়িতে আরম্ভ করিয়া শেষ না করিয়া থাকিতে পারি নাই। সুন্দর কাগজ, সুন্দর ছাপা। একরূপ এক নিষ্ঠ কর্ম্মবীরের জীবনী পাঠে সকল সমাজেরই উপকার আছে।

দিক্ ভুল।

বারাণসীর "ত্রিশূল" পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত একটী ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত—স্বধর্ম্মে বিতশ্রদ্ধ বিপথগামী যুবকের আত্মকাহিনী পাঠ করিতে করিতে ঘৃণায় ক্রোধে লজ্জায় ম্রিয়মান হইতে হয়। দিক্ ভুল পড়িয়া অনেক নব্য পাশ্চাত্য শিক্ষিত যুবকের চৈতন্য হইবে। এখানি সমাজ চিত্র গ্রন্থাবলীর ২নং পুস্তক, মূল্য।/০। বারাণসী ধামে ত্রিশূল কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য—ছাপা সুন্দর।

পুরাণতত্ত্ব।

১ম ও দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ ভারতী কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত এবং কাশীধাম ব্রাহ্মণ সভার আনুকুল্যে ত্রিশূল যন্ত্রে শ্রীশ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল্য প্রত্যেক খণ্ড।/০ মাত্র পুরাণতত্ত্ব ভারতী মহাশয়ের গভীর গবেষণা এবং কৃতিত্বের পরিচায়ক। পৌরানিক অনেক নূতন তথ্য জানিয়া আমরা ধন্য হইলাম। পুরাতন তত্ত্ব পাঠে হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান ব্যক্তি মাত্রেই সুখী হইবেন।

দীক্ষাতত্ত্ব।

১ম খণ্ড। বারেন্দ্র রাজ কুলগুরু শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস তত্ত্বরত্ন প্রণীত এবং শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর লিখিত ভূমিকা সমন্বিত। ব্রাহ্মণ সভার আনুকূলে "ত্রিশূল" মুদ্রাযন্ত্রে ১নং পঞ্চকেশী রোড, নাগোর কাশীধাম এই ঠিকানায় প্রাপ্তব্য। ইহা প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্য পাঠ্য, দীক্ষা সম্বন্ধে অতি গুঢ় জ্ঞাতব্য বিষয় সরল বাঙ্গালা অনুবাদসহ প্রকাশিত হওয়ায় সাধারণের পক্ষে দীক্ষাতত্ত্ব বুঝিবার পথ সুগম হইয়াছে। দীক্ষা কি, ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ কি, গুরুর ও শিষ্যের কর্ত্তব্য কি, কিরূপ মন্ত্র কাহার উপযোগী ও হিতকর, এসকল বিষয় হিন্দুমাত্রেরই জ্ঞাত হইয়া মন্ত্র গ্রহণ করা উচিত। দীক্ষাতত্ত্বে তাহা প্রমাণাদি দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

অসুখের কারণ।

বিলাতের একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার কয়েক বৎসরের চিকিৎসায় প্রতি বৎসরে ২০ হাজার পাউণ্ড—প্রায় ৩ লাখ টাকা কি পেয়ে ছিলেন। তারপর শেষের ৩ বৎসরের প্রতি বৎসরে তিনি কি কারণে যে এত রোগ হয়েছে, তার একটা স্মারক লিপি রেখে ছিলেন। তা হতে হিসেব করে দেখিয়ে ছিলেন যে, ভকস্হল, থিয়েটার এবং গীর্জ্জে হতে ১৬০০, মদ্য এবং তামাক সেবন হতে ১৩০০, নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে দিন কাটানর জন্য বিবিধ রোগ ১০০০, আর অকস্মাৎ জল বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য ১২০০, উত্তর পশ্চিমের বায়ুর জন্য ১০০০, অহরহ রোগের চিন্তা ও রোগের ভয়ে উৎপন্ন রোগের রোগী ১৫০০, হাতুড়ের ঔষধ খেয়ে ৯০০, ভাল বাসা বা প্রেমের রোগী ১৫০, বিষাদের রোগ ৮৫০, জুয়াখেলার অকৃতকার্য্যতার জন্য ৯০০, সংক্রামকতায় ৯০০, অতিশয় অধ্যয়ন জনিত ৯৫০, নভেল পড়ে ৪৫০, আর ডাক্তার ১৫০০। এই হিসেব করে তিনি স্মারক লিপি করে গেছেন যে, জগতের যত পীড়া প্রধানতঃ ঐ সকল কারণেই জন্মে থাকে এবং জগতের লোকক্ষয় করে। মানুষ যদি সাবধান হয়ে ঐ সকল কারণ গুলি হতে দূরে থাকতে পারে, তা হলে রোগও হয় না, আর ডাক্তারদেরও অচল হয়। তা কি হবে, মানুষ খেয়ালেই মরে কিনা।

স্কট্ল্যাণ্ডে বাঙ্গালী ভাস্কর।

শ্রীমান ফণীন্দ্রনাথ বসু পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত তারানাথ বসু। ফণীন্দ্রবাবু চৌদ্দ বৎসর বয়সে গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে কিছুকাল শিক্ষালাভ করিয়া এডিনবরার রয়েল ইনষ্টিটিউস্ পার্শি প্লেটসমাউথ নামক ওস্তাদ মিস্ত্রীর নিকট চিত্র ও ভাস্কর বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং কৃতিত্বের জন্য অনেকগুলি বৃত্তি ও মেডেল প্রাপ্ত হন। ভিন্ন ভিন্ন দেশের মূর্ত্তি পরিদর্শন ও শিল্পীদের কাছে শিক্ষার জন্য তাঁকে একটি

Travelling বৃত্তি প্রদান করা হয়। শিল্প কলায় চরম কেন্দ্র ইতালী ও ফ্রান্সে তিনি এক বৎসর কাল অবস্থান করিয়া বিখ্যাত ফরাসী ভাস্কর রোদার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। সেখান হইতে তিনি স্কটল্যাণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া স্বয়ং একটি কারখানা খুলিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে রয়েল স্কটিশ একাডেমিতে তিনি কয়েকটি মূর্ত্তি পাঠাইয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিস্থাবত্তায় বরোদাবাসি সন্তোষ লাভ করিয়া স্বীয় রাজ্যে কয়েকটি মূর্ত্তি প্রস্তুতের জন্য আহ্বান করেন। এখন তিনি স্কটল্যাণ্ডে নিজের ব্যবসার উন্নতি লাভে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন।

"প্রবাসী"

Medical.

বাইওকেমিক নোট্স

বা

প্রেস্‌ক্রাইবার।

লেখক—ডাঃ অনুকূলচন্দ্র বিশ্বাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বাত রোগ।

——:o:——

সকালে বিছানা থেকে ওঠার পর হইতে বেশীক্ষণ বিশ্রামের পর চলা ফেরা কল্লে বেদনাদি বাড়ে। আস্তে আস্তে নড়া চড়াতে ধীরে ধীরে দোলাইলে—আক্রান্ত স্থান আস্তে আস্তে নাড়িলে কতকটা সুস্থ বোধ হয়। আবার ক্রমাগত বেশী চলা ফেরায় বা নাড়াতে বেদনা বেশী হয়। বেশী টেনে ধরে—আড়ষ্ট হয়ে যায়। যেখানে এই সব লক্ষণ দেখা যাবে—তা যে রকম বাতেই হোক—সেই স্থলে এই ওষুধ সহ অপরাপর দরকারী ওষুধ—পর্য্যায়ক্রমে দিলে খুব শীঘ্রই রোগের প্রতিকার করে।

৪।৫।৬টী ওষুধ পর্য্যায় ক্রমে ক্রমশঃ পর পর হিসাব করে ঠিক মত খাওয়ান বড়ই শক্ত ব্যাপার। বেশ হুঁসিয়ার শিক্ষিত লোক না হলে—প্রায় উল্টো পাল্টা হয়ে যায়। বিশেষতঃ আমাদের এই সব পল্লিগ্রামে। ৪।৫।৬টী ঔষধ—একটী রোগীকে দিতে হলে—তা পর্য্যায়ক্রমে না দিয়ে ২।৩টী ওষুধ একত্রে মিশাইয়া দেওয়ার একটী সংকেত এখানে বলে রাখ্‌লুম।

দরকার হলে বাইওকেমিক ওষুধ ২।৩টী একত্রে দেওয়া যেতে পারে, তবে এ বিষয়ে অনেক বড় বড় ডাক্তারগণের মতামত আছে। এ সব এর পর ভাল করে বল্‌বো। এখানে দরকারী কথাটী বলে রাখি। নির্ব্বাচিত ওষুধের মধ্যে যে কয়টী এক জাতীয় ওষুধ, থাক্‌বে অর্থাৎ যদি ৩টী ফস্—যথা—নেট্রাম-ফস্, ফেরাম ফস্, ক্যালি-ফস্ দেওয়া দরকার হয়, তা হলে মাত্রা মত প্রত্যেক ওষুধটী যদি ৬ গ্রেণ করে মাত্রা স্থির হয়, তবে ৮ গ্রেণ করে প্রত্যেকটী ওজন করে খলে রেখে বেশ করে মিশাইয়া, মাড়িয়া ৪টী মোড়া তয়ের করে দিবে। এই রকম হিসাবে—মিওর বা সাল্‌ফ যা কিছু থাকে, সবই দরকার মত মিশাইয়া দিতে পারা যায়। এতে গোলও হয় না আর বার বার হিসাব রেখে ৫।৬ দফা অষুধ ও খাওয়াতে হয় না। বড় জোর ২ দফা বা তিন দফা ওষুধ হয়।

একত্রে ২।৩টী চূর্ণ ওষুধ [illegible] খলে মিশাইয়া মাড়িয়া দিলে ওষুধের তেজ বাড়ে, ফল ও খুব ভাল পাওয়া যায়।

ম্যাগ্‌ ফস ২x৩x Mag-Phos 2x3x তীক্ষ্ণ কন্‌কনে ঝন্‌ঝনে বেদনা, আক্ষেপীক বেদনা, স্নায়বিক বেদনা, আক্রান্ত যায়গাতে যেন হুল বিদ্ধ হতেছে, মনে হয় যেন ভিতরে কেহ স্ক্রু বিঁধে দিতেছে। এরকম বেদনা—সার্ব্বাঙ্গিক বাতেই হোক, বা কোনও যায়গায় আংশিক বাতেই হোক। বাত জ্বরের সঙ্গে যদি প্রবল যাতনাদি থাকে, তা হলেও এই ম্যাগ্‌-ফসই তার একমাত্র ওষুধ।

বাতের চিকিৎসায় কেবল এই একমাত্র ম্যাগ ফস্—দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকলে চল্‌বে না। এর সঙ্গে বাতের অন্যান্য লক্ষণ মত তার প্রধান ওষুধের সঙ্গে পর্য্যায় ক্রমে দিতে হয়। যেখানেই কেন হোক না, প্রবল যাতনাদি থাক্‌লে, তখনই ম্যাগ-ফস্ ব্যবস্থা কর্ত্তে যেন ভুল না হয়। আমরা প্রবল যাতনাদিতে ৩x ব্যবহার করে খুব ভাল ফল পেয়েছি। তবে ২x থেকে ২০০x শক্তি সবই ব্যবহার হয়। অনেকে বলেন, প্রবল যাতনাতে ২x থেকে ১২x পর্য্যন্ত খুব ভাল কাজ করে।

ক্যালকেরিয়া-ফস্ ৩x৬x Calcarea-Phos 3x6x যেনে রাখা উচিৎ যে, সব রকম বাত রোগেই—মধ্যে মধ্যে ২।১ মাত্রা করে ক্যাল-ফস্ দেওয়া দরকার।

বাতের যন্ত্রণাদায়ক লক্ষণ সকল—যদি রাত্রে বাড়ে, জলো বাতাসে, ভিজে বাতাসে বা অন্য রকম বদ হাওয়াতে বাড়ে, তা হলে এই লবণটী ফেরাম ফসের সঙ্গে পর্য্যায় ক্রমে দিলে বেশ উপকার করে। ক্যাল-ফসের আর একটী মহৎগুণ এই যে, কোনও রকম গরম প্রয়োগেই হোক, ঠাণ্ডা প্রয়োগেই হোক, অথবা ঋতু পরিবর্ত্তনের জন্যই হোক যদি যাতনাদি বাড়ে, তা হলে ইহা অন্যান্য ওষুধের সঙ্গে পর্য্যায় ক্রমে দিলে সে ওষুধের কায বাড়ায়, আর যাতনাদিও তৎক্ষণাৎ কম পড়ে।

(ক্রমশঃ)

(ছেলেদের রচনা)

ব্যথা।

নয়নের বারি নয়নে রাখিব
 দেখাব না কারে আর,
শুষ্ক জগতের আঁধারের কোণে
 অশ্রু ক'রেছি সার;
ব্যথার গাঁথা নিরবে গাঁথিব
 শুষ্ক স্মৃতির সূত্রে,
অতীতের কথা জাগিবে ফিরিয়া
 অর্দ্ধ মিলিত নেত্রে;
নিরব সাথীরে হৃদয়ে রাখিব
 কহিব মরণ কথা,
সে আর বিনে গো এ হেন দীনের
 কেইবা জানিবে ব্যথা।
আঁধার নিশিতে হিয়ার দোয়ারে
 নিরবের পাই দেখা;
উদয়ের রাগে অচলের ভাগে
 সে যে গো জীবন সখা।

শ্রীধনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫১নং পার্ব্বতী ঘোষের লেন।
বড়বাজার, কলিকাতা।

আঁধারে আলো।

কাল—সন্ধ্যা। শরতের ম্লান সান্ধ্য অরুনিমা তখনও আকাশের কোল হতে একেবারে মুছে যায় নি, পশ্চিমের আকাশটা তখন বিরহ বিধুরা, লজ্জা নম্র তরুনীর মত অভিমান ভরে রাঙিয়ে উঠেছিল।

স্থান—সুদূর দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে, তখন পাকা ধানের সোণালী স্তবকগুলা, ঝুরঝুরে বাতাসে দুলছিল। তাহারই পাশে একটা উঁচু জায়গাই আমাদের স্থান।

ঠিক এমনি শোভন দৃশ্য দেখে মনে হলো, আমাদের সোণার বাংলার কমনীয় মাতৃমূর্ত্তি। গরবিনী মা আমাদের, তোর আকাশে, বাতাসে জলে, ফুলে কি মিষ্টতা মাখিয়ে রেখেছিস্ মা, যার জন্য, তোর সন্তানদের হৃদয় এত উঁচু, এত মহৎ? তোর ছেলেদের কি দিয়ে গড়েছিস্ মা, যার বলে্ বাঙ্গালী সব কর্‌তে পারে? মা, আজ, বাঙ্গালীর অসাধ্য কিছু নেই মা।

স্নেহময়ী মা, আমার? তোর ছেলেরা অসি ধর্‌তে পারে, তোর ছেলেরা জগতকে সাহিত্য বিজ্ঞানের নূতন তথ্য জানাতে পারে, আর পারে তারা তাদের হৃদয়ের গভীরতা জানাতে। তার সঙ্গে ফুটে উঠে তাদের অন্তরের উচ্ছ্বাস, হৃদয়ের মহত্ব ও অব্যক্ত প্রেম।

মা, বাঙ্গালীর যদি কিছু স্বর্গীয় জিনিষ থাকে, তবে তা তাদের হৃদয়। তাদের সরল মন বড় মিষ্ট, বড় মধুর। পরের জন্য অম্লান বদনে বাঙ্গালী সব ছাড়্‌তে পারে।

পাঠক ক্ষমা করবেন, ঠিক এমনি মধুর স্থানে, কোন উপন্যাসের নায়ক নায়িকার মধুর প্রেমালাপ বর্ণিত হয়নি। যাহা ঘটেছিল, তাহা বাস্তব জীবনের অতি নিছক সত্য কথা।

এমনি, মধুর স্থান কালের মাহাত্ম্য উপেক্ষা করে তর্ক করেছিল দুটী তরুণ হৃদয় কিশোর।

তাদের মধ্যে একজন বলে উঠ্‌লো "দেখ ভাই, আজ আমরা এমন, উদার উন্মুক্ত আকাশের নীচে বসে কত কল্পনা কর্চ্ছি,—কিন্তু যখন বড় হব,—জগতকে চিন্‌তে শিখ্‌বো,—সংসারকে বুঝ্‌বো, তখন বোধ হয়, আমাদের এত ভাব থাকবে না।

স্বার্থের একটা কালো পর্দ্দা এসে আমাদের মাঝখানে আড়াল করে দাঁড়াবে, পরস্পর পরস্পরকে ভুলে যাবো, প্রাণের এত টান, এত স্নেহ মমতা, সবই প্রভাত স্বপ্নের মত অলীক বলে বোধ হবে। তাই বিশ্বের এ অনন্ত স্রোতের ধাক্কা খেয়েও কি আমরা পরস্পর পরস্পরকে আঁক্‌ড়ে ধরে থাক্‌তে পারবো?"।

২য় বালক আবেগ ভরে বলে উঠ্‌লো, "হ্যাঁ ভাই, শপথ কর্চ্ছি, যে বিশ্বের বুকে ঝড় তুফান বয়ে গেলেও আমরা একত্র থাক্‌বো কিন্তু ভাই এটাও যে ধ্রুব সত্য যে মানুষের মানবতা, হৃদয়ের মহত্ব, চরিত্রের গৌরব বা পঙ্কিলতা, সবই ফুটে উঠে আমাদের জীবনের ঝড় তুফানের মধ্য দিয়ে। সত্যিই ভাই, লক্ষ্য তো আমাদের একই, তবে কেন আমরা মিছে ভয় পাচ্ছি।

সাগর যদি আমাদের উপর দিয়া কল্লোলিয়া যায়, দুর্ভিক্ষের লোল জিহ্বা যদি আমাদের গিল্‌তে আসে, তবুও যেন আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভুলে না যাই। আর তাই বিশ্ব-নিয়ন্তা যদি আমাদের উপর এতই বিরূপ হন, জীবনের ধারা যদি সত্য সত্যই খর স্রোতা নদীর মত ভিন্ন দিকে কল্লোলিয়া যায়, তবে যেন আমাদের বিচ্ছেদে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠে, পাহাড় পর্ব্বতও হাহাকার করে উঠে, বৃক্ষশির শন্‌শন্ করে এ কথা বিশ্বের বুকে প্রচার করে!

১ম বালক ধরা গলায় বলে উঠ্‌লো "হ্যাঁ ভাই আমি শপথ কর্চ্ছি, সে লক্ষ্য আমাদের একই হবে। আর ঈশ্বর না করুণ যদি কোন ভ্রান্তি এসে আমাদের মাঝে আড়াল করে দাঁড়ায়, তবে যেন ক্ষীণা স্রোতস্বতীও কুলুকুলু রবে আমাদের এ করুণ কাহিনী প্রচার করে, চন্দ্র সূর্য্য ও যেন মহান্ স্রষ্টার বিরুদ্ধে, বিদ্রোহী হয়ে এ বার্ত্তা ঘোষণা করে।

ক্রমে সন্ধ্যা নেমে এল, সঙ্গে সঙ্গে এ দৃশ্যেরও যবনিকা পড়ে গেল।

তারপর কতমাস কত বৎসর চলে গেছে। তাদের মধ্যে একজন হয়েছে কবি, আর একজন হয়েছে শুধু সাধারণ মানুষ।

কবি কল্পনার মদির নেত্রে কত সুখ-স্বপ্ন দেখেন, বিশ্ব সৌন্দর্য্যে আপনাকে ডুবিয়ে রাখেন, বন্ধুর কথা,—সান্ধ্য শপথের কথা, তাঁর মনে পড়ে না।

আর সে—আহা দীন সে, কবিকে এখনও ভোলেনি, অন্তরের শ্রেষ্ঠ আশীষটুকু সে তারই তরে সঞ্চিত করে রাখে। নিজের দৈন্য ভুলে গিয়ে সে শুধু কবিরই উন্নতি আকাঙ্খা করে।

তার জীবনের সাধনা, কবির উন্নতি কামনা।

আর সে,—স্নেহের প্রতিদান চায় না।

তাই পূজা করি আমি হৃদয়বান বাঙ্গালীর হৃদয়কে।

শ্রীকৃষ্ণলাল ঘোষ।
৩৪নং মলঙ্গা লেন। বহুবাজার।

"কাজের লোকের"

১৯২২ সালের আবশ্যকীয় বিষয়সমূহের

সূচীপত্র।

সম্পূর্ণ।

"কাজের লোক" আফিস।

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২০।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্ত্তৃক ২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।